vedanta sutram

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বেদান্তসূত্রম্

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদবতার-মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-শ্রীব্যাসদেবেন বিরচিতম্

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত

শ্রীগোবিন্দভাষ্যেণ সূক্ষ্মা টীকয়া চ সমেতম্

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন

কৃতয়া সিদ্ধান্তকণা নাম্ন্যা অনুব্যাখ্যয়া তথা

বিবিধশাস্ত্রবেত্তৃ পণ্ডিতপ্রবর স্বধামপ্রাপ্ত **নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ**, বেদান্তরত্ন,
ভক্তিভূষণ কৃতেন সটীক গোবিন্দভাষ্যস্য বঙ্গানুবাদেন সহ সম্পাদিতম্

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন-মিশন প্রতিষ্ঠানতঃ
প্রকাশিতম্।

১০০/-

অবতরণিকাভাষ্য, অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ, অবতরণিকাভাষ্য-টীকা, অবতরণিকাভাষ্যের টীকানুবাদ, অধিকরণ সূত্র, সূত্রার্থ, মূল গোবিন্দভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, মূল ভাষ্যের সূক্ষ্মা টীকা ও টীকানুবাদ এবং সম্পাদক কর্ত্তৃক রচিত সিদ্ধান্তকণা নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদাবির্ভাব তিথি, মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী
গৌরাব্দ-৪৮৩, বাংলা-১৩৭৬, ইংরাজী-১৯৭০ সালে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা, পৌষী পূর্ণিমা
গৌরাব্দ-৫১১, বাংলা-১৪০৪, ইংরাজী-১৯৯৮ সাল

প্রকাশক
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ
বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন
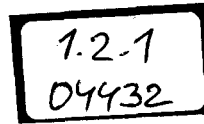
মুদ্রাকর
দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯৩এ, লেনিন সরণি, কলিকাতা-১৩

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন
(১) ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯
(২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা
(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
কলিকাতাস্থ পুস্তকবিক্রেতা
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

উৎসর্গপত্রম্

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-
ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনাশ্রয়বর-শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-
শ্রীসনাতনাভিন্ন-শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজ-
শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত-শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী-শ্রীধাম-
মায়াপুরস্থ বিশ্ববিশ্রুতাকরমঠরাজ-শ্রীচৈতন্যমঠস্য
তৎশাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহানাং চ প্রতিষ্ঠাতৃ-
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং
মনোঽভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয় শ্রীপাদপদ্ম-
রেণু-সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন সম্পাদিতম্ **সটীক**
শ্রীগোবিন্দভাষ্যোপেতং বেদান্তসূত্রমিদং তেষাং শ্রীশ্রীকরকমলে
সমর্পিতমস্তু ইতি প্রার্থ্যতে।—

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে
গৌরাব্দত্র্যশীত্যুত্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-মিশন-
প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২৯ সংখ্যান্তর্গতে
২৯বি, সংখ্যকে হাজরা বর্ত্মনি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা।

প্রশস্তিপত্রম্

শ্রীবেদব্যাস-প্রশস্তিঃ

পারাশর্য্যমুনিঃ পুরাণনিচয়ং বেদার্থসারান্বিতং
স্ত্রীশূদ্রপ্রতিবোধনায় চ বিদাং বেদান্তশাস্ত্রং মুদে।
শ্রীগীতাবচসাং বিধায় বিবৃতিং জ্ঞানপ্রদীপপ্রভা-
লোকৈর্লোকমতিং সমুজ্জ্বলরুচিং লোকে কৃতার্থাং দধৌ॥

শ্রীবেদব্যাস-প্রণতিঃ

বেদং প্রমথ্য জলধিং মতিমন্দরেণ
কৃষ্ণাবতার! ভবতা কিল ভারতাখ্যা।
যেনোদহারি জনতাপহরা সুধা বৈ
তং সর্ব্ববৈদিকগুরুং মুনিমানতাঃ স্মঃ॥

বেদান্তসূত্র-মহিমা

বেদান্তসূত্রমহিমা কিমু বর্ণনীয়ো
যুক্ত্যা নিরীশ্বরমতানি নিরস্য সম্যক্।
সংস্থাপ্য সেশ্বরমতং শ্রুতিভিঃ কৃতা য-
ল্লোকা হরের্ভজনতঃ সুখমুক্তিভাজঃ॥

শ্রীবলদেব-বন্দনা

নমামি পাদৌ বলদেবদেব!
তব প্রপন্নোঽহমতীব দীনঃ।
কৃপাকরৈর্ভেদমতিং তমো মে
নিরস্য বিদ্যোতয় শুদ্ধবুদ্ধিম্॥

শ্রীআচার্য্য বলদেব-প্রশস্তিঃ

জয় জয় বলদেব ! শ্রীমদাচার্য্যপাদ !
ব্রজপতিরতিগৌরং সম্প্রদায়স্য ধর্ম্মম্ ।
গুরুমবিতুমহো তে স্বপ্নদৃষ্টস্য বিষ্ণোঃ
প্রিয়ললিতনিদেশান্ নাম গোবিন্দভাষ্যম্ ॥

শ্রীগোবিন্দভাষ্য-মহিমা

বিদ্ধাদ্বৈতান্ধকারপ্রলয়দিনকর ! ত্বৎকৃতাচিন্ত্যভেদা-
ভেদাখ্যোবাদ এষোঽম্বুজরুচিরধুনা যদ্ রসং বৈষ্ণবালিঃ ।
শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবানুমতমনুগতং প্রেমনিস্যন্দি পায়ং
পায়ং শ্রীমচ্ছুকাস্যাদ্ বিগলিতমমৃতং লীয়তে তত্র নিত্যম্ ॥

সূক্ষ্মা টীকাপ্রশস্তিঃ

সূক্ষ্মাভিধানা বুধ ! তস্য টীকা
সূক্ষ্মার্থবোধায় কৃতা ত্বয়া বৈ ।
উচ্চিত্য পৌরাণবচঃ শ্রুতীশ্চ
ভূয়স্ত্বদীয়াঙ্ঘ্রি যুগং স্মরামঃ ॥

সূক্ষ্মা টীকামহিমা

সংক্ষিপ্তসারময়ভাষিতপূর্ণমূর্ত্তিঃ
সূক্ষ্মাভিধেয়মনুভাষ্যমশেষটীকা ।
দীপং বিনান্ধতমসে ন যথার্থদৃষ্টি-
রেনামৃতে স্ফুরতি ভাষ্যমিদং তথা ন ॥

বৈষ্ণবপ্রশস্তিঃ

ধন্যা বৈষ্ণবমণ্ডলী ব্রজপতিপ্রেম্না যয়া রক্ষ্যতে
গোবিন্দপ্রিয়পুস্তকাবলিরহো কালে মহাসঙ্কটে ।
ধন্যাস্তৎপরিশীলকা অপি ধনৈঃ প্রাণৈশ্চ যে সেবকা
যোগক্ষেমকরস্তনোতু ভগবাংস্তেষাং হরির্মঙ্গলম্ ॥

সিদ্ধান্তকণাকৃদাক্ষেপঃ

অহম্মতিদুর্ম্মতিরপগতগুরুগতি-
রাদ্যং কর্ম্মে দুঃখম্ ।
বেদ্যং করুণাপ্রহিতো রচনাং
কৃতবান্ যস্যাং সুখ্যম্ ॥
বৈষ্ণবরূপয়া যদি সা সাদর-
মতিপ্রীতিরেবং ধন্যঃ ।
অধমো হরিমতিরস্তু সদৈবং
গুরুবলেশাঙ্কিতপুণ্যঃ ॥
গোবিন্দভাষ্যমপি হি 'সিদ্ধান্তক-
ণেয়ং' যদি শুদ্ধবুদ্ধিঃ ।
বৈষ্ণবসেবাং মন্যে ধন্যাং
তত্ত্ববিচারিতবুদ্ধিঃ ॥

গ্রন্থ-সম্পাদকঃ

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই পরমপ্রয়োজন বা পুরুষার্থ-শিরোমণি

"আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১২)

"ওঁ শং নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে,
শংযোরভিস্রবন্তু নঃ" (অথর্ব্ববেদ ১।৬।১)

"মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত" (সৌপর্ণশ্রুতি)

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"
(ভাঃ ১১।২।৪০)

"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥" (ভাঃ ১২।১৩।১২)

"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥" (গীঃ ১০।৯)

"কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস॥
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ৮।১৪৩-১৪৬)

"প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥"
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ)

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্‌-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে ! পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে ।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

জয়তি বিদ্যাভূষণো বলদেবপূর্ব্বো হরিরতিঃ সূরিঃ ।
যেন গোবিন্দভাষ্যং গোবিন্দাদেশাৎ প্রতেনে ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

শ্রীগুরু, বৈষ্ণব আর প্রভু-ভগবান্ ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ॥
সেই আশাবন্ধে মুঞি করিনু স্মরণ ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত পূরণ ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণায় ও প্রেরণায় **শ্রীগুরুদেব-সংকলিত** **'বেদান্তসূত্রম্'** গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়খানিও আত্মপ্রকাশ পাওয়ায় গ্রন্থের সম্পাদন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত কৃতার্থবোধ করিতেছি। মাদৃশ হতভাগ্য ও সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য নরাধমের দ্বারা এরূপ বৃহৎ কলেবরবিশিষ্ট গ্রন্থখানি সম্পাদিত হওয়ার একমাত্র মহিমা **—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অসমোর্দ্ধ কৃপা**। জানি না, এরূপ কার্য্যের দ্বারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কিঞ্চিৎ মনোভিলাষও পূরণ হইবে কি না? গ্রন্থ-সম্পাদনে অজ্ঞতাবশতঃ কত যে ভ্রম, ত্রুটী প্রবেশ করিয়াছে, তজ্জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে শত-শতবার, সহস্র-সহস্রবার, অসংখ্যবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—বেদাদি যাবতীয় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছে। এ-বিষয়ে পূর্ব্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য। **গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও** শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার-অনুসারে **'বেদান্তসূত্রম্'**—গ্রন্থখানিকেও সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক ত্রিবিধ পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে এক্ষণে **প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক** চতুর্থ অধ্যায়টি প্রকাশিত হইয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সনাতনশিক্ষা, বিংশপরিচ্ছেদ)

প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিষয়ে উক্ত শ্রীসনাতন-শিক্ষায় ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"এবে শুন ভক্তিফল 'প্রেম'-প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে 'প্রেম'-অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের এই 'স্থায়ীভাব'-নাম॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ৩য় ভাবভক্তি-লহরী প্রথম শ্লোক)

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥
এই দুই—ভাবের 'স্বরূপ' 'তটস্থ' লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন, সনাতন॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪র্থ প্রেমভক্তি-লহরী **প্রথম শ্লোক**)

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥
(নারদপঞ্চরাত্র)

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ॥

কোনভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪র্থ প্রেমভক্তিলহরী ১১ শ্লোক)
"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের বাক্যে পাই,—

"পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দ্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্॥
অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদির্যৎ কৃতে প্রিয়ঃ॥"

(ভাঃ ৩।৯।৪১-৪২)

বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যা অর্থাৎ ভগবদ্ ভক্তির ফলে ভগবদ্ রতি লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। জীব মুক্তির পর পার্ষদগতি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের ধামে শ্রীভগবানের নিত্যলীলার সহচররূপে নিত্যসেবানন্দে রত থাকেন। জীব অসংখ্য জন্ম অতিক্রমের পর ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর কৃপায় শ্রীভগবানের স্বরূপ, নিজের স্বরূপ ও মায়া এবং জগতের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া সাধুগুরুর আনুগত্যে শ্রীহরিভজনের ফলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সংযোগ লাভ করে ও কৃষ্ণধামে নিত্য-সেবা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪-১৫)

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভের ফলে সেই পরম রমণীয় রসস্বরূপ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সেবা-রস আস্বাদনের ফলে স্বভাবতঃ আর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, সুতরাং সংসারে আর পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে শিবাবতার আচার্য্য শ্রীশঙ্কর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া জীবকুলকে তাৎকালিক প্রয়োজন-বোধে বৌদ্ধাদিবাদ হইতে রক্ষা করিলেও ভগবদিচ্ছায় অসুর-বিমোহনার্থ বেদান্তে 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বা 'মায়াবাদ' প্রচার করেন। কিন্তু ঐ প্রাদেশিক অবৈদিক মত বহু প্রাচীন কাল হইতে এমন কি, বেদান্ত-সূত্রকার স্বয়ং **শ্রীমদ্ ব্যাসদেব** কর্ত্তৃক স্বীয় রচিত বেদান্ত-সূত্র-মধ্যে ও তদ্-রচিত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে খণ্ডিত থাকিলেও, পরে আচার্য্য শ্রীরামানুজ কর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক শুদ্ধদ্বৈত, আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামি কর্ত্তৃক শুদ্ধাদ্বৈত ও আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য কর্ত্তৃক প্রচারিত দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের দ্বারা বহুতরভাবে বিখণ্ডিত হইয়া শ্রীহরির অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহের উপাসনা-প্রণালী জীবের নিত্যধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে **মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু** যে অনর্পিতচর স্বীয় প্রেমমাধুর্য্য-মহাভাব বিতরণার্থ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যবর্গের বেদান্ত-সিদ্ধান্তে তাহার অভাব থাকায় শ্রীশচীনন্দনাভিন্ন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দের কৃপা-নির্দ্দেশে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বর্ত্তমান গোবিন্দ-ভাষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সিদ্ধান্ত দ্বারা বেদান্তের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। যদিও অদ্যাবধি শঙ্করের প্রভাব শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণের হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে, তথাপি আশা করি

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি শিক্ষিত সমাজের মনীষিগণের মনীষার নিকট পৌছিবার দাবী রাখে।

এ-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিবেদন করিতেছি।

আজকাল অনেকেই বেদান্তশাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্য ও তদনুগ ভাষ্যসমূহ কিছুমাত্র পাঠ করিয়াই বেদান্তপাঠ সমাপ্ত করেন। এমন কি, অপর ভাষ্যকারগণের ভাষ্য পাঠ করিবার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকে না। কেহ বা শ্রীশঙ্করের ভাষ্যের সহিত শ্রীরামানুজ ভাষ্যটি কোন ক্রমে গলাধঃকরণ করিতে প্রয়াস করেন কিন্তু শ্রীশঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ ও শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-বিষয়ে তুলনামূলক বিচার করিতে দ্বিধাবোধ করেন, অনেকে আবার তাহাতে অক্ষমও হন।

ভগবদবতার মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত বেদান্তসূত্র-সমূহে যদিও উপনিষদের বিভিন্ন উক্তির তাৎপর্য্য ও সামঞ্জস্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসমন্বিত হইয়াছে, তথাপি উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে ভাষ্যকারগণের ভাষ্যের সহায়তার প্রয়োজন অনিবার্য্য। কিন্তু বেদান্তের উপর ভাষ্যকারগণের এত ভাষ্য আছে যে, তাহা একজন বেদান্ত-পাঠকের পক্ষে আলোচনা করাও অসম্ভব; দ্বিতীয়তঃ বিভিন্নভাষ্য বিভিন্ন ভাব-ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরস্পরের মতবৈষম্যহেতু বিভিন্ন ভাষ্য আলোচনা করিয়া বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য বা অভিমত অবগত হওয়া সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। জগদ্গুরু শ্রীমদ্ ব্যাসদেব একথা পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়া স্ব-কৃত সূত্র-সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক একটি ভাষ্যের অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করিলেন। নতুবা এই সূত্রগুলির অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তি স্ব-স্ব-মনীষা দ্বারা স্বকপোলকল্পিতভাবে নিরূপণ করিয়া মানব-মেধাকে বিপন্ন করিয়া ফেলিবে এবং সূত্রার্থ জানিবার পথ দুর্গম করিয়া তুলিবে। শ্রীশ্রীব্যাসদেব যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখনই দেবর্ষি নারদ আসিয়া সর্ব্বশাস্ত্রসার-নির্ণয়ে একমাত্র অসমোর্দ্ধ-শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রণয়ন করিবার আদেশ প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম-অধ্যায়ে এ-বিষয়ে

বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। সেই সময়ে শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগে সমাহিত হইলে সমাধিলব্ধ-অবস্থায় শ্রীভগবান্, মায়া ও জীব-তত্ত্বসমূহ এবং জীবের মায়াবদ্ধাবস্থা ও তাহা হইতে উত্তরণের একমাত্র উপায় যে শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি, তাহা সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়া অজ্ঞ জীবগণের মঙ্গলের জন্য সাত্বত-সংহিতা—শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র প্রকট করেন। শ্রীভগবানের অভিন্নস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হইয়া বেদান্তের প্রকৃত অর্থ ভাগ্যবান্ জীবকুলকে নির্দ্ধারণ করিলেন। শ্রীমদ্ বেদব্যাস স্বয়ং এই কথা তারস্বরে শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে এবং গরুড়পুরাণাদি অন্যান্য পুরাণ-মধ্যেও বর্ণন করিয়াছেন।

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন অবতীর্ণ হইলেন তখন তিনিও জগজ্জীবকে জানাইলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতই অবিসংবাদিতভাবে সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণিরূপে সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক-গ্রন্থ এবং ইহাই একমাত্র অমল প্রমাণ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্যলীলায় স্বীয় অন্নপ্রাশনকালে রুচি-পরীক্ষায় শ্রীমদ্ভাগবতকে ধারণ পূর্ব্বক স্বক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতেও শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা সারগ্রাহিগণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষায় ও শিক্ষায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত তদীয় পার্ষদবৃন্দ বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া বিবিধ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, যাহার নাম গোস্বামিশাস্ত্র। সেই গোস্বামিশাস্ত্রই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের প্রাণস্বরূপ। গৌড়ীয়গণ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও গোস্বামি-শাস্ত্রানুশীলনে অধিক আনন্দবোধ করেন এবং উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের বিচার-বৈশিষ্ট্য অনুভব করিয়া সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের রহস্যময় গূঢ় অনুশীলনে নিমগ্ন থাকেন। যে সকল ভাগ্যবান্ মহাত্মা গোস্বামি-শাস্ত্রানুশীলনে রস-বোধ করেন তাহাদের আর বাগ্‌বিতণ্ডামূলক অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক আদর থাকে না।

সেইহেতু গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ শ্রীবলদেবের পূর্ব্বে বেদান্তের কোন প্রতিযোগী ভাষ্য রচনায় মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের শেষ বয়সে জয়পুরের শ্রীমন্দিরের শ্রীগোবিন্দ জীউর সেবারত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে অসম্প্রদায়ী বলিয়া কুতর্ক উত্থাপন পূর্ব্বক যখন এক গোলযোগ সৃষ্টি হয় এবং জয়পুরের মহারাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইয়াও সেই বিবাদিগণের কুতর্কে বিচলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে এই সংবাদ প্রেরণ করেন, তখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুরের আদেশে তদীয় জনৈক শিষ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের ছাত্রপ্রতিম তদানীন্তন খ্যাতনামা পরম পণ্ডিত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় জয়পুরে গমন করেন। গলদেশে কন্থা, হস্তে কমণ্ডলু, কৌপীন-বহির্বাস-পরিহিত, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব বেশ দেখিয়া শ্রীবলদেবকে প্রথমে মহারাজ স্বয়ংই ভাবিতে পারেন নাই যে, এই ব্যক্তি বিবদমান পণ্ডিতগণের সভায় বিজয় লাভ করিতে পারিবেন; কিন্তু **শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর** কৃপায় শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত শ্রীল রূপপাদ-প্রকটিত শ্রীগোবিন্দ-জীউর তদানীন্তন অধিষ্ঠানক্ষেত্র জয়পুরের অনতিদূরে গলতাপর্ব্বতে শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের (কাহারও মতে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের) পণ্ডিতবর্গের সহিত বিচারকরতঃ তাঁহাদের যাবতীয় কুতর্ক খণ্ডন পূর্ব্বক একমাসের মধ্যে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের স্বপ্নাদিষ্ট কৃপাবলম্বনে, "**শ্রীগোবিন্দভাষ্য**" প্রণয়ন পূর্ব্বক "গৌড়ীয়গণের নিজস্ব '**ব্রহ্মসূত্রভাষ্য**' নাই"—এইরূপ কুমতকে নিরস্ত করিলেন এবং পণ্ডিতসভা কর্ত্তৃক 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিভূষণে বিভূষিত হইলেন। গৌড়ীয়-গণের পূর্ব্ববৎ শ্রীমন্দিরাদিতে সেবাপূজার অধিকার বিজয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীসনাতনের বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীরূপের লঘুভাগবতামৃত এবং শ্রীজীবপাদের ষট্‌সন্দর্ভ ও সর্ব্বসংবাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থে বেদান্তের তথা তদ্-অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমতের **অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত** স্থাপনকরতঃ বেদান্তের বিচার সংস্থাপিত ছিল। কাজেই বলদেব-পূর্ব্ব গোস্বামিগণের আর কোন পৃথগ্‌ বেদান্তভাষ্য রচনার প্রয়োজন হয় নাই। এক্ষণে এই শ্রীমদ্বলদেব

বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সহকারে বেদান্তের শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রকটিত হইলেন।

এই শ্রীগোবিন্দভাষ্যখানি শ্রীচৈতন্যদেব-স্বীকৃত শ্রীমধ্ব-মতানুসারী ও শ্রীমদ্ভাগবতানুগ-বিচারে পরিপূর্ণ হইলেও কতিপয় অর্ব্বাচীন লেখক মনে করেন যে, যেহেতু শ্রীমদ্বলদেব প্রভু প্রথমে মাধ্ব-আম্নায় স্বীকার করিয়াছিলেন সেই হেতু তিনি পরম স্বতন্ত্র গৌড়ীয় সম্প্রদায়কেও মাধ্বানুগত্যে গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয়গণকে 'মাধ্ব' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং স্ব-রচিত প্রমেয়রত্নাবলী-গ্রন্থে মাধ্বাম্নায় স্বীকার পূর্ব্বক গৌড়ীয় পরম্পরা গ্রথিত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থের স্ব-রচিত সূক্ষ্মা টীকার প্রারম্ভেও স্ব-গুরুপরম্পরা উল্লেখ করিতে গিয়া ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এ-বিষয়ে আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্ব-রচিত "শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা"-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণশাস্ত্রের তদ্ধর্ম্মত্ব নিরূপণ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যে লক্ষণদ্বারা ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব ও ক্রমে বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মণ্যতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির তত্ত্বগুরু—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপ্রমিত শাস্ত্রনিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসদিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বকৃত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুও সেই প্রণালী স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালী অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কেন মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন ; তাহারও উত্তর আমাদের ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ স্বকৃত পূর্ব্বোক্ত 'শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতমত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্য-বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ববৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মত সকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক সমতার অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক-ভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণকরতঃ শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের "শক্তিসিদ্ধান্ত", শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত', 'তদীয় সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটিমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—**'শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়'**। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্বমতকে স্বীকারের আরও কয়েকটি কারণ লক্ষ্য করা যায়। যথা—মধ্বমত বা তত্ত্ববাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদকে বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছে, সুতরাং "শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে অবস্থিত হইলে অভেদবাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে।" মায়াবাদধিক্কারকারী তত্ত্ববাদ বা শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে কেবলাদ্বৈতবাদরূপ ভ্রম কখনও জীব-হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না, এই জন্যও শ্রীমহাপ্রভু মধ্বমত স্বীকারের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ শ্রীভগবানের সহিত জীবের ভেদ-বিচার সর্ব্বদা দৃঢ় থাকিলে শুদ্ধা ভক্তি পথ হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না। বিচার করিলে দেখা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের মধ্যেও ভেদেরই প্রাবল্য। এতদ্ব্যতীত শ্রৌতপথ ও আম্নায়ের সনাতনত্ব-রক্ষাকল্পে শ্রীব্যাস-রচিত শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" অর্থাৎ সৎ-সম্প্রদায়-স্বীকার ব্যতীত মন্ত্রাদি ফলপ্রদ হয় না।—এই উক্তিটি জীবের গ্রহণীয়। ইহা শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং মধ্ব-

আম্নায় স্বীকার করতঃ আচরণ করিয়াছেন—ইহাও বলা যায়। শ্রীমহাপ্রভু জীবের ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা, কালে কালে অনেক কাল্পনিক নবীন মত সৃষ্টি হইতে পারে এবং অজ্ঞলোক শ্রৌতপথের ও সাত্বত সম্প্রদায়ের মহিমা অবগত হইতে না পারিয়া সেই নবীন মতের উন্মাদনায় গ্রাহক হইয়া পড়িতে পারে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জগদ্‌গুরুর লীলাভিনয়কারীরূপে জীবকে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সনাতনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব জানাইবার জন্যও এইরূপ লীলাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, বলা যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভাগবতশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকেই জীবের আশ্রয়ণীয় বলিয়া জানাইয়াছেন সুতরাং শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ এবং নারদ হইতে ব্যাস-পরম্পরাক্রমে উদিত হইয়াছে এবং শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বয়ং শ্রীমধ্বাচার্য্য। সুতরাং মধ্বানুগত্য স্বীকারে ভাগবতপরম্পরার কোন ব্যভিচারও ঘটে না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ স্বয়ং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীকবিকর্ণপূর, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী ও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ সকলেই নিজদিগকে ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অধস্তনরূপে খ্যাপন করিয়াছেন।

আরও একটি বিচার্য্য বিষয় এই যে, শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপর-তত্ত্বরূপেই গৌড়ীয়গণের উপাস্য। তাঁহাকে একজন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যমাত্র বিচার করিলে, তাঁহার মহিমা খর্ব্ব করাই হয়। পরন্তু ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন-কার্য্য স্বয়ং ভগবান্ নিজ শক্তি বা শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষগণের দ্বারাই করাইয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং জীবের ধর্ম্মপ্রণয়ন-কর্ত্তা। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা প্রচারক আচার্য্যমাত্র নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবৎপ্রণীতম্" (ভাঃ ৬।৩।১৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও যে আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যরূপে নহে। উহা স্ব-ভজন-বিভজন ও প্রয়োজনাবতারী তাঁহার অনর্পিতচর নিজস্ব প্রেমসম্পত্তি-প্রদানরূপা মহা-বদান্যময়ী লীলা। সেই লীলাতেও তিনি স্বীয় পার্ষদভক্তবৃন্দের দ্বারাই আচার্য্যের কার্য্য করাইয়াছেন।

আরও একটি বিচার্য্যবিষয় যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভুও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে প্রেমামরতরুর "প্রথম অঙ্কুর" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাকেই তো গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মূল-পুরুষ বলিতে হয়। কিন্তু তিনি তো মধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থেরই শিষ্য। অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, তীর্থের শিষ্যের 'তীর্থ' উপাধি না হইয়া 'পুরী' উপাধি হইল কিরূপে? ইহার সহজ উত্তর এই যে, লক্ষ্মীপতিতীর্থের শিষ্য হইয়া অন্য কোন পুরী-উপাধিবিশিষ্ট সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, পূর্ব্বেকার সকল বিষয়ের সঠিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না, সে কারণ আধ্যক্ষিকগণের মনে অনেক প্রকার সংশয় দেখা দিতে পারে কিন্তু সেই সকল সংশয় নিরসনের প্রকৃষ্ট পন্থা—সংশয়-নিরাসক ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষচতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীগুরু-বাক্য গ্রহণ করা। সুতরাং আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, কিংবা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়ীয় মহাজন শ্রীল শ্রীজীব, শ্রীকর্ণপুর, শ্রীগোপালগুরু, শ্রীবলদেব প্রভৃতি গুরু-বর্গের অভ্রান্তবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিলে অর্ব্বাচীন লেখকের ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। আমরা তাঁহার গুর্ব্বানুগত্যে থাকাকালীন লিখিত গ্রন্থের সহিত গুর্ব্বানুগত্য-রহিত-অবস্থায় কর্ণধার-বিহীন বিচলিত-তরণীসদৃশ বিচার-চাপল্য-দর্শনে অতিশয় মর্ম্মাহত।

বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা না করিলে কিংবা শ্রীমদ্ভাগবতানুগ গোবিন্দভাষ্য, শ্রীসনাতনের বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীরূপের লঘু-ভাগবতামৃত ও শ্রীল শ্রীজীবের ষট্সন্দর্ভ ও সর্ব্বসংবাদিনী সুষ্ঠুভাবে অধ্যয়ন না করিলে বেদান্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি? এবং কোন্ ভাষ্যই বা শ্রীব্যাস-সম্মত তাহা অনুভবের বিষয় হয় না।

আমরা এ-বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। বেদান্তসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বেও যে, কতিপয় ঋষি বৈদান্তিক মতের আলোচনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিজ রচিত বেদান্তসূত্রের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়। যথা—আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি প্রভৃতির মত তিনি বর্ণন করিয়াছেন।

কেহ কেহ তাঁহাদিগকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশও করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদের মতপোষক গ্রন্থাদির অভাব আছে।

মহর্ষি বৌধায়নই ভাষ্যকার-যুগে প্রাচীনতম ভাষ্যকার। তিনি বেদান্ত-সূত্রের 'বিস্তীর্ণা'-বৃত্তি যে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায়। কারণ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য স্ব-প্রণীত শ্রীভাষ্যে ও বেদার্থসংগ্রহ-গ্রন্থে ঐ বৃত্তির অনুসরণ ও উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য তদীয় সূত্রভাষ্যে জনৈক উপবর্ষ-নামক বৃত্তিকারকের বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত টঙ্ক, দ্রমিঢ়, গুহদেব, কপর্দি, ভারুচি ও শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তাচার্য্যগণের নামও বিভিন্ন গ্রন্থকারের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশঙ্করোত্তর বেদান্তাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীভাস্করাচার্য্য, শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর, শ্রীবিজ্ঞান-ভিক্ষু, শ্রীবল্লভাচার্য্য প্রমুখ ভাষ্যকারগণের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহারা কেহই শ্রীশঙ্কর-প্রচারিত কেবল-অভেদবাদ প্রচার করেন নাই ; এমন কি, শ্রীনারদ, শ্রীপরাশর, শ্রীব্যাস ও শ্রীশাণ্ডিল্য প্রমুখ প্রাচীন সূত্রকারগণও ঐরূপ একটি মত প্রচার করেন নাই বরং ভেদাভেদ সিদ্ধান্তকেই যেন তাঁহারা স্থাপন ও সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া অনুভব করা যায়।

তথাপি আধুনিক পণ্ডিত সমাজ, এমন কি, বহু-বিদ্যোৎসাহী পুরুষ কেন যে শ্রীশঙ্কর-প্রচারিত কৈবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদকেই বৈদান্তিক মত বলিয়া স্থির করেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাহা হউক, অতঃপর এ-বিষয়ে সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে শ্রীশঙ্কর তথা শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবল্লভাচার্য্য ও শ্রীবলদেবের প্রচারিত মত ও সিদ্ধান্ত-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য—

প্রথমেই শ্রীশঙ্করের বেদান্ত-ভাষ্য-সম্বন্ধে অতিশয় সংক্ষিপ্তভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীশঙ্কর বলেন—"ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু ;

তদ্ব্যতীত গুণাদি ও তৎ পরিণাম সকলই মিথ্যা। মায়ামোহিত ব্রহ্মই জীব; মায়ার অপগমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই জীবের মুক্তি ঘটে। উপযুক্ত অধিকারী ব্যতীত আবার কেহ এই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী হইতে গেলে যথাবিধি বেদ ও বেদান্তসমূহ অধ্যয়ন পূর্ব্বক বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করতঃ কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম ও সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক মানসব্যাপাররূপ উপাসনার দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইবার পর শম-দমাদি সাধনচতুষ্টয়ের অবলম্বনানন্তর অধিকারী হইতে হয়।”

শ্রীশঙ্করের মতে নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগবিরাগ, শম-দমাদি সাধনসম্পদ্ ও মুমুক্ষুত্ব—এই চারিটিই মুক্তির সাধন চতুষ্টয়।

এই প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী হইয়া জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষফল জীব লাভ করিতে পারে।

এই মতে—‘ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম অখণ্ড, অদ্বিতীয় এবং নির্ধর্ম্মক। জ্ঞান একমাত্র ; তাহা নানা নহে। বিষয়স্বরূপ উপাধির নানাত্বহেতু জ্ঞানের নানাত্ব-প্রতীতি ভ্রম-মাত্র। বুদ্ধিরূপ উপাধির নানাত্ব দ্বারা জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রান্তিমাত্র, উহা বাস্তবিক নহে। জ্ঞানের নামই চৈতন্য এবং ঐ চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ ; সুতরাং জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন নহে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই। ঐ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন। আত্মা জন্মাদি ষড়্‌বিকার-রহিত। আত্মাই স্নেহের একমাত্র পাত্র। পুত্রাদিতে যে স্নেহ দেখা যায়, তাহাও আত্মার প্রীতি-নিমিত্তকই।

পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণাত্মক এবং সৎ বা অসৎরূপে নির্ণয়ের অযোগ্য পদার্থকেই অজ্ঞান বলা হয়, ঐ অজ্ঞান জগতের কারণ বলিয়া উহাকে প্রকৃতিও বলা যায়। এই অজ্ঞান আবার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিসমন্বিত। অজ্ঞানের আবরণ শক্তি অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে বুদ্ধিবৃত্তির আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রকাশ করিয়া

থাকে। আর বিক্ষেপশক্তি বিবিধ উপাদানে লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকে। ঐ অজ্ঞান স্বরূপতঃ এক হইয়াও অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যা নামে দ্বিবিধ। রজঃ ও তমো গুণের দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণ-প্রধান অজ্ঞানের নাম মায়া। রজঃ ও তমো গুণের দ্বারা অভিভূত অজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। এই মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের নাম ঈশ্বর। অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের নাম জীব। মায়া ও অবিদ্যাই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের আনন্দময়-কোষ ও কারণ-শরীর। পরমেশ্বর জীবের ভোগার্থ পূর্ব্ব সুকৃত ও দুষ্কৃতানুসারে মায়া দ্বারা নিখিল প্রপঞ্চকে বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া পরে সেই মায়াবিশিষ্ট পরমাত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে পঞ্চভূতাদি সৃষ্টি করেন। ইহা হইতেই ক্রমশঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ যাহা চতুর্ব্বিধ বৃত্তিবিশিষ্ট, যথা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। ক্রমশঃ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বায়ু সৃষ্ট হয়। বুদ্ধি-সমন্বিত জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের নাম বিজ্ঞানময় কোষ, মনের সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের নাম মনোময় কোষ, প্রাণের সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চকের নাম প্রাণময় কোষ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন সহ এই সপ্তদশ পদার্থের মিলনে সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গ-শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই লিঙ্গশরীর মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী।

ঈশ্বর জীবের উপভোগের জন্য স্থূলবিষয়-সমূহের সম্পাদনার্থ পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে মিশ্রিত করেন। ঐ মিশ্রণের নাম পঞ্চীকরণ। পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণের ন্যায় আকাশাদি তিনটি ভূতের ত্রিবৃৎ-করণ হইতে উৎপন্ন স্থূলভূত সমূহই চতুর্দ্দশ লোকের উপাদান। জীবগণ স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৃথিবী কর্ম্মভূমি, স্বর্গ ও পাতাল ভোগভূমি, নরকসমূহ দণ্ডভোগের স্থান।

পঞ্চীকৃত বা ত্রিবৃৎকৃত ভূত হইতে পার্থিব স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়। শরীর আবার জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ-ভেদে চারিপ্রকার। স্থূলশরীরের সমষ্টির অভিমানী বৈশ্বানর, আর ব্যষ্টির অভিমানী বিশ্ব। স্থূল শরীরকে অন্নময়কোষও বলা হয়।

ব্রহ্মই বাস্তব বস্তু, তদ্ভিন্ন সকলই মিথ্যা। ব্রহ্মে বিশ্ব রজ্জুতে সর্পবোধের ন্যায় কল্পিত বা আরোপিত। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান ও বিশ্বের সত্যত্ব-জ্ঞান ভয় বা অধর্ম্মের উৎপাদক। জ্ঞানের অনুৎপত্তি পর্য্যন্ত বিশ্বের সত্যত্ব-ভ্রম থাকে। জ্ঞানোদয়ে ঐ ভ্রম স্বতঃ অপনোদিত হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল, সৃষ্টির পর সৎ হইয়াছে সুতরাং জগতের সত্তা ও অসত্তা উভয়ই সঙ্গত বোধ হয়। যদিও সংসারের সাদিত্ব তথাপি উৎপত্তি, লয় এবং পরে পুনরায় উৎপত্তি হয় বলিয়া অনাদিত্বও বলা যাইতে পারে। যেরূপ মায়াবী ঐন্দ্রজালিক বস্তু প্রকাশ করতঃ দর্শকবর্গকে দেখাইয়া পুনরায় উপসংহার করেন, সেইরূপ পরমেশ্বরও নিজ অচিন্ত্যশক্তি মায়া দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবের সুকৃত ও দুষ্কৃত ফল ভোগান্তে জগতের প্রলয় করেন।

প্রলয়—নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিকভেদে চারিপ্রকার। ইহার মধ্যে আত্যন্তিক প্রলয়ের পর আর সংসার উৎপন্ন হয় না। ব্রহ্ম-জ্ঞানে পরমমুক্তিতে সেই আত্যন্তিক প্রলয় হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সম্ভোগাদির অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিয়া পরম সুখস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবার জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তৎসাধনভূত তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছাবশতঃ উপায়স্বরূপে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠান অবলম্বন করেন। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এবং প্রমাণ ইত্যাদি বিকল্পের বিলয়ে নিরপেক্ষ ও তৎসাপেক্ষ চিত্তের স্থিরতার নামই নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প সমাধি। নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইলে চিত্ত নির্ব্বাত-দেশস্থ নিষ্কম্প প্রদীপের শিখার ন্যায় নিশ্চলতা লাভ করে। অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনের দ্বারা উক্ত সমাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীবের ভেদজ্ঞান নিরাসার্থ পূর্ব্বোক্ত সাধনই একমাত্র অবলম্বনীয়।'

বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাকে মূলতঃ '**কেবলাদ্বৈতবাদ**' বলে। নামান্তরে উহা বিবর্ত্তবাদ, মায়াবাদ, অনির্ব্বাচ্যবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ প্রভৃতি সংজ্ঞায়ও সংজ্ঞিত হয়।

এই মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা তত্ত্ব, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত-মাত্র—মিথ্যা। মায়া দ্বারা ব্রহ্মে 'জগৎ' ভ্রান্তি হয়। সাধারণতঃ একটি শ্লোকে এই মত ব্যক্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥"

শ্রীশঙ্করের মতে ভ্রম দুইপ্রকার। বস্তু-আশ্রয়ী ও নির্বস্তুক। বস্তু-আশ্রয়ীর দৃষ্টান্ত রজ্জুতে সর্পভ্রম। আর রজ্জু ও সর্প ভিন্ন হইলেও উহাদের অভিন্ন প্রতীতিকে অধ্যাস বলে। পূর্ব্বোক্ত আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞানই এই অধ্যাসের কারণ।

ইঁহাদিগের মতে পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক-ভেদে ত্রিবিধ সত্তা স্বীকৃত। ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা, যাহা কখনও অসত্যরূপে প্রতীত হয় না। জগতের ব্যাবহারিক সত্তা, যাহা জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সত্যরূপে প্রতীত কিন্তু ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত। আর যাহা কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষ পরে আবার বাধিত, তাহাই প্রাতিভাসিক সত্তা যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে সর্প-প্রতীতি। পারমার্থিক সত্তাই প্রকৃত সত্তা; আর ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়।

শ্রীশঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা হয়। মায়াশক্তি বা উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করেন, জীবের উপাস্য হন, ইনিই বহুগুণশালী ও সবিশেষ। ইনি জীব হইতে ভিন্ন। এই সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরও জগতের ন্যায় মিথ্যা ও মায়ামাত্র।

এই মতে জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি-দর্পণে ব্রহ্ম প্রতিফলিত হইয়া জীবাখ্যা লাভ করেন। ব্রহ্মের এই প্রতিবিম্ব অবিদ্যাকৃত।

শ্রীশঙ্কর-মতে পরব্রহ্মের ঈশ্বরভাব ও জীবভাব উভয়ই মায়িক। তবে প্রভেদ এই যে, ঈশ্বরের উপাধি—সমষ্টিমায়া এবং জীবের উপাধি—ব্যষ্টি-

অবিদ্যা। এই উভয় উপাধি বিনষ্ট হইলেই জীব ও ঈশ্বর উভয়ই অখণ্ড, অনন্ত ভূমা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়।

শ্রীশঙ্করের গুরুদেব শ্রীগোবিন্দযোগী। তাঁহার মত সঠিক পাওয়া যায় না। তবে যোগীশব্দ হইতে পতঞ্জল ঋষি-প্রণীত যোগশাস্ত্রের অনুশীলনকারী বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু পরমগুরুদেব গৌড়পাদকে অনেকে বৌদ্ধমতাবলম্বী বলেন। কারণ তিনি বৌদ্ধগণের অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ ও সর্ব্বশূন্যতাবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্কর পরমগুরুদেবের স্বীকৃত বৌদ্ধমতকে সংশোধন পূর্ব্বক 'শূন্য' স্থানে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করতঃ 'ব্রহ্ম-সত্যজগন্মিথ্যাত্ববাদ' স্থাপন করিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীশঙ্করের শিষ্য পদ্ম-পাদ, সুরেশ্বরাচার্য্য এবং তৎপরে বাচস্পতি মিশ্র, প্রকাশাত্ম-যতি প্রভৃতি শ্রীশঙ্করানুগ মনীষিগণ ঐ মতের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিতে গিয়া নানাবিধ বিবদমান মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীশঙ্কর ও তাঁহার অনুগগণ শিষ্য পরম্পরায় যে-সকল মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ স্বীয় ষট্সন্দর্ভে ও শ্রীসর্ব্বসংবাদিনীতে বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকগণ উক্ত গ্রন্থসমূহ অনুশীলন করিলে শঙ্কর-মতের অসারতা এবং অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এমন কি, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে শ্রীসার্ব্বভৌমকে এবং কাশীতে শ্রীপ্রকাশানন্দকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তাহা অনুধাবন করিলে সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণ এই মতে বহু ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়াছেন। (১) শ্রীপদ্মপাদ (২) শ্রীসুরেশ্বরাচার্য্য (৩) শ্রীহস্তামলক ও (৪) শ্রীতোটক এই চারিজন শ্রীশঙ্করের প্রধান শিষ্য; শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই চারিজন শিষ্যের মধ্যে সুরেশ্বরকে দিয়া দ্বারকায় সারদামঠ, পদ্মপাদকে দিয়া পুরীতে গোবর্দ্ধন-মঠ, তোটকের দ্বারা বদরিকায় জ্যোতির্ম্মঠ এবং হস্তামলকের দ্বারা দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্গেরী-মঠ স্থাপন করেন। শ্রীসর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, শ্রীঅদ্বৈতানন্দ, শ্রীচিৎসুখাচার্য্য, শ্রীবিদ্যাশঙ্কর, শ্রীঅমলানন্দ যতি, শ্রীবিদ্যারণ্য, শ্রীআনন্দ-

গিরি, শ্রীরঙ্গরাজ অধ্বরী, শ্রীঅপ্পয়দীক্ষিত, শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, শ্রীবেঙ্কটনাথ, শ্রীব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণানন্দতীর্থ, শ্রীরামানন্দ সরস্বতী, শ্রীগোবিন্দানন্দ সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ-সরস্বতী প্রমুখ খ্যাতনামা শাঙ্করমতাবলম্বী সন্ন্যাসিগণ ভাষ্য ও টীকাদি রচনা করিয়া বিভিন্নভাবে শঙ্কর মতের পোষণ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র **শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদকে** দেখা যায় যে, যদিও তিনি 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থ লিখিয়া স্ব-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তথাপি তিনি অদ্বৈত-ভাব হইতে দ্বৈতভাব যে সুন্দর তাহা স্বীকার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, "দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্"।

ইনি কেবলাদ্বৈতবাদী হইলেও ইঁহার অন্তরে যে কিরূপ কৃষ্ণভক্তির বীজ লুক্কায়িত ছিল, তাহা তাঁহার রচিত শ্লোকত্রয় হইতে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ইহার কারণস্বরূপেও জানা যায় যে, তিনি একসময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্ত-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু কাশীতে মায়াবাদীর সঙ্গ ও মায়াবাদভাষ্য শ্রবণের ফলে কেবলাদ্বৈত-মতে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সহজ ভক্তিভাব লুক্কায়িত ছিল। ইঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, বেদস্তুতির টীকা, রাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থ-দীপিকা, কৃষ্ণকুতূহল নাটক, ভক্তিরসায়ন, শাণ্ডিল্যসূত্র টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনাই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীপাদ-রচিত শ্লোকত্রয়,—

(১) "অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়া-স্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

(২) "ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মনো ধাবতি॥"

(৩) বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ, পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ, কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি
তত্ত্বমহং ন জানে॥"

এমন কি, শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদও তাঁহার শ্রীগীতার টীকার মধ্যে ইঁহার অনেক বাক্য উদ্ধারও করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করের মায়াবাদ আলোচনা করিতে গিয়া পাওয়া যায় যে, তাঁহার মতে—জগতের প্রতীতির কারণ-মায়া। তিনি বলেন—যদি এই মায়াকে একটি সত্তা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তবে ব্রহ্ম-ব্যতীত আর একটি সত্য মানিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। আর যদি উহাকে অসত্য বলা হয়, তাহা হইলেও অসৎ বা অলীক হইতে জগতের উৎপত্তি প্রতীতি হয়—এইরূপই বলিতে হয়; এ-জন্য শ্রীশঙ্কর মায়াকে সৎও নহে, অসৎও নহে বলিয়াছেন। জগৎ—ব্রহ্মের পরিণাম নহে, বিবর্ত্তমাত্র; রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় একটা নশ্বর প্রতীতিমাত্র। বৌদ্ধমতে যেমন সব শূন্য, মায়াবাদেও ব্রহ্মভিন্ন সব শূন্য। আবার ব্রহ্মেরও কোন বিশেষ ধর্ম্ম না থাকায় উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে শূন্য। বৌদ্ধবাদের কথা যেরূপ মায়াবাদে আছে, সেরূপ মায়াবাদেও বৌদ্ধবাদের কথা রহিয়াছে। এইজন্য শঙ্করমতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হয়। মোট কথা—যখন যেদিকে সুবিধাবোধ হইয়াছে, তিনি তখন সেইদিকেই ধাবিত হইয়াছেন।

আর একটি কথা এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ"। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" সুতরাং তিনি যে, ভগবদাজ্ঞায় ঐরূপ একটি মতবাদের প্রচারার্থ আসিয়াছিলেন, ইহা শ্রীব্যাসদেবের বহুবাক্য হইতেও জানা যায়। শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"তাঁর দোষ নাই—তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
তাঁর ভাষ্য যেই শুনে তার সর্ব্বনাশ॥"

এ-সকল কথা বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। পুনরুক্তিভয়ে এখানে উল্লিখিত হইল না।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি—বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া। দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুর-অন্তর্গত কালাডি নামক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম 'শিবগুরু' এবং মাতার নাম 'বিশিষ্টা'। খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম অথবা কাহারও মতে নবম শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব। শুনিতে পাওয়া যায়—তিনি অষ্টম বর্ষ বয়সে নিজে নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নর্ম্মদাতীরস্থ জনৈক গোবিন্দযোগীকে তিনি নিজ গুরু-পদে বরণ করেন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে বদরিকাশ্রমে গমনকরতঃ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং তৎপরে দ্বাদশোপনিষদ্, শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম প্রভৃতি ষোড়শ-গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নামে বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়।

তাঁহার গুরুপরম্পরায় পাওয়া যায়,—

নারায়ণ, ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুক, গৌড়পাদ, গোবিন্দ-যোগী হইতে শঙ্করাচার্য্য।

তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে চারিজন প্রধান। সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটক ও হস্তামলক। ইঁহাদিগকেই সারদামঠ, গোবর্দ্ধনমঠ, জ্যোতির্ম্মঠ এবং শৃঙ্গেরীমঠের ভার প্রদান করিয়া তিনি অন্তর্হিত হন।

শ্রীশঙ্করের শিষ্য-প্রশিষ্যাদিক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁহার প্রচারিত মত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যদিও শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যবর্গ তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন, তথাপি শঙ্কর-মত বিপুল ভাবে প্রচলিত আছে।

আজকাল সুধীজনের মধ্যে তুলনামূলক বিচারের পারদর্শিতার অভাবে শ্রীশঙ্কর-প্রচারিত কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ পণ্ডিত সমাজেও বিস্তার লাভ করিয়াছে।

২। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীরামানুজাচার্য্য—

আচার্য্য শ্রীরামানুজ ৯৩৮ শকাব্দে চৈত্র-শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আর্দ্রা-নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় দাক্ষিণাত্যে মহাভূতপুরীতে ভগবদিচ্ছায় অবতীর্ণ হন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকেশবাচার্য্য ও মাতার

নাম শ্রীকান্তিমতী। কাহারও মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইঁহার আবির্ভাব হয়। শ্রীযামুনাচার্য্যের শিষ্যবর শ্রীশৈলপূর্ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কান্তিমতীর গৃহে এই বালকের আবির্ভাব হইলে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া শ্রীশৈলপূর্ণ বালকের শ্রীরামানুজ লক্ষ্মণের সদৃশ লক্ষণ দেখিয়া বালকের নাম 'লক্ষ্মণ' রাখিয়াছিলেন।

এই লক্ষ্মণ কিশোরকাল অতিক্রান্ত হইলে শ্রীকাঞ্চিপুরীতে শ্রীযাদবাচার্য্য নামক জনৈক অধ্যাপকের নিকট বেদান্তপাঠ আরম্ভ করেন। এই সময়ে অনেক অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। ছান্দোগ্যোপনিষদের "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" (ছাঃ ১।৬।৭) মন্ত্রাংশ হইতে 'কপ্যাসং' শব্দের শঙ্কর-কৃত ব্যাখ্যা খণ্ডন করায় অধ্যাপককে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তখনই অধ্যাপক বুঝিয়াছিলেন যে, এই বালক সামান্য নহে, ভবিষ্যতে শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত মতের একজন বিশেষ শত্রু হইবেন।

আর একদিন অধ্যাপকের সম্মুখে ঐরূপ তৈত্তিরীয়োপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (আনন্দবল্লী ২) মন্ত্রাংশের শঙ্করাচার্য্যকৃত নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা খণ্ডনপূর্ব্বক এবং তাহাতে নানা দোষ প্রদর্শন করতঃ পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্থাপন করিলেন। ইহাতে অধ্যাপক নিজেকে অত্যন্ত অপদস্থ মনে করিয়া এবং শ্রীলক্ষ্মণকে স্ব-সম্প্রদায়ের ভাবী পরম শত্রু মনে করিয়া প্রাণ-সংহারের জন্য ষড়্যন্ত্র করিয়াছিলে

ত্রিবেণী-স্নানের উপলক্ষ্য করিয়া হিংস্রজন্তুসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের মধ্যে তাঁহাকে নিয়া হিংস্র জন্তু দ্বারা সংহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ব্যাধ-দম্পতিরূপে আগমন পূর্ব্বক জলপানের লীলাপ্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীলক্ষ্মণের প্রাণরক্ষা করিলেন।

দিব্যসূরি শ্রীযামুনাচার্য্য শ্রীলক্ষ্মণকে ভবিষ্যতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সংরক্ষক-রূপে বুঝিতে পারিয়া নিজ শিষ্য শ্রীপূর্ণাচার্য্যকে দিয়া বরদরাজের নিকট স্বরচিত-স্তোত্ররত্ন পাঠ করাইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন। তখন শ্রীলক্ষ্মণও যামুনাচার্য্যের দর্শনপ্রার্থী হইয়া পূর্ণাচার্য্যের সঙ্গে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে জানিতে পারিলেন যে, শ্রীযামুনাচার্য্য

অপ্রকট হইয়াছেন। শ্রীপূর্ণাচার্য্য সে কথা শ্রবণে অত্যন্ত বিরহবেদনা-ক্লিষ্ট হইলেন কিন্তু স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রীযামুনাচার্য্যের চিদানন্দময় কলেবর যাহাতে স্পর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য অতি শীঘ্র লক্ষ্মণকে নিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেখানেও একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল যে, শ্রীলক্ষ্মণ যখন দেখিলেন যে, শ্রীযামুনাচার্য্যের তিনটি অঙ্গুলি সঙ্কুচিত রহিয়াছে তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই মহাত্মার তিনটি বিশেষ জগন্মঙ্গলকর মনোভীষ্ট অপূর্ণ রহিয়াছে। শ্রীলক্ষ্মণ যখন সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন—(১) "আমি শ্রীবৈষ্ণব-মতে অবস্থিত হইয়া অজ্ঞান-মোহিত জীবদিগকে পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন, দ্রাবিড়-আম্নায় পারদর্শী ও সর্ব্বদা প্রপত্তিধর্ম্ম-নিরত করাইব"। তখনই একটি অঙ্গুলি সরল হইল। দ্বিতীয়বার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন—(২) "জগজ্জীবের কল্যাণার্থ আমি পরমতত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক বেদান্ত-সূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করিব।" তখন দ্বিতীয় অঙ্গুলি প্রসারিত হইল। তৃতীয়বার প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক লক্ষ্মণ বলিলেন—(৩) পরাশর ঋষি জীব ও ঈশ্বরাদির স্বভাব, উপায় প্রভৃতি প্রকাশ পূর্ব্বক যে পুরাণরত্ন রচনা করিয়াছেন, আমি তাহার অভিধান নির্ম্মাণ করিব" ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযামুনাচার্য্যের তৃতীয় অঙ্গুলিটিও সরল হইল। দর্শকবৃন্দ শ্রীলক্ষ্মণের এই অলৌকিক শক্তি-দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইনি ভবিষ্যতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক আচার্য্য হইবেন, ইহা বুঝিতে পারিলেন।

একদিন তিনি শ্রীবরদরাজের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন—"প্রভো! অদ্য হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার হইলাম, আমাকে কৃপা পূর্ব্বক গ্রহণ করুন।" অনন্তর সন্ন্যাসের উপকরণাদি সংগ্রহ করতঃ শ্রীবরদরাজের ইচ্ছাক্রমে অনন্তসরোবরের তটে শ্রীযামুনাচার্য্যকে স্মরণপূর্ব্বক ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার শিষ্যাদি হইতে লাগিল। শ্রীযামুনাচার্য্যের নিকট তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক 'শ্রীভাষ্য' রচনার সঙ্কল্প করিলেন। পূর্ব্বাচার্য্য বোধায়ন-বৃত্তির অনুসরণে 'শ্রীভাষ্য' রচনা করিতে অভিলাষী

হইয়া কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত সারদাপীঠ হইতে সেই বৃত্তিরাজ আনয়ন করিবার জন্য নিজ শিষ্য কুরেশের সহিত তথায় গমন করেন।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণের দ্বারা ঐ গ্রন্থটি আবদ্ধ থাকায় অপ্রচারিত ছিল। ইহাতে কেবলাদ্বৈতবাদের প্রাতিকূল্যে অকাট্যযুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ থাকায় কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ঐ গ্রন্থ অতি গোপনে রক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য সারদাপীঠে গমন পূর্ব্বক ঐ গ্রন্থটি দেখিতে চাহিলে তত্রস্থ ব্যক্তিগণ পুস্তকখানির অনস্তিত্বই প্রকাশ করিলেন। শ্রীরামানুজ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিকট মনোবেদনা জ্ঞাপন করিলে রাত্রিকালে সারদাদেবী স্বয়ং শ্রীরামানুজের হস্তে সেই গ্রন্থ সমর্পণ করেন এবং গোপনে সত্বর সেইস্থান পরিত্যাগের আদেশ দিলেন। শ্রীরামানুজ তাহাই করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সারদাপীঠস্থ কেবলাদ্বৈতবাদিগণ পুস্তকখানি দেখিতে না পাইয়া চতুর্দ্দিকে বলবান্ লোক পাঠাইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একমাস পরে ঐ সকল ব্যক্তি শ্রীরামানুজের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বৌধায়নবৃত্তিটি কাড়িয়া লইলেন। শ্রীরামানুজ ইহাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তদীয় শিষ্য কুরেশ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—প্রভো! আমি এই এক মাসের মধ্যে প্রতি রাত্রিতে সমগ্র বৌধায়নবৃত্তিটি কণ্ঠস্থ করিয়াছি। আপনি আদেশ করিলে আমি লিখিয়া দিব। তখন শ্রীগুরুদেবের শ্রুতিধর কুরেশ পাচ ছয় দিনের মধ্যেই সমগ্র বৃত্তিটি লিখিয়া দিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কুরেশকে লেখক করিয়াই **শ্রীভাষ্য** রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ আরও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজ-প্রণীত গ্রন্থের তালিকায় পাই,—(১) শ্রীভাষ্য (বেদান্তভাষ্য), (২) বেদান্তদীপ (ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তি), (৩) বেদান্তসার (ব্রহ্মসূত্র-টীকা), (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্য, (৫) বেদার্থসার-সংগ্রহ, (৬) গদ্যত্রয়, (৭) নিত্যগ্রন্থ, (৮) বেদান্ততত্ত্বসার, (৯) বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য, (১০) বিষ্ণুবিগ্রহশংসন-স্তোত্র, (১১) ঈশ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ।

শ্রীরামানুজের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে অসহিষ্ণু হইয়া বৈষ্ণববিদ্বেষী স্মার্ত্ত-ধর্ম্মাবলম্বী শৈব চোল-রাজ্যাধিপতি কৃমিকণ্ঠ রাজা কর্ত্তৃক কুরেশের চক্ষু-উৎপাটন কাহিনীও বিশেষ বিস্ময়কর ব্যাপার। শ্রীবরদরাজের কৃপায় গুরু-সেবৈকনিষ্ঠ কুরেশের পরে দিব্যচক্ষু লাভ হয়। উক্ত শৈবরাজের কণ্ঠে ক্ষতরোগ হয় এবং উহাতে কৃমি জন্মে এবং ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রাণ-ত্যাগ হইয়াছিল।

একদিন শ্রীরামানুজাচার্য্য শিষ্যগণকে স্বীয় প্রপঞ্চ ত্যাগের ইচ্ছা জানাইলেন এবং তাহাদিগকে বহু সারগর্ভ উপদেশ প্রদানানন্তর ভবিষ্যতে কিরূপে চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশাদি প্রদানকরতঃ উপযুক্ত শিষ্য-গণের উপর প্রচারের বিভিন্ন ভার ন্যস্ত করিয়া ১০৫৯ শকাব্দের মাঘী শুক্লা দশমী তিথিতে মধ্যাহ্নকালে বৈকুণ্ঠ বিজয় করেন।

শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রচারিত সিদ্ধান্ত—**বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ**—

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরম ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদ্বয়-ব্রহ্ম বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত। চিৎ ও অচিৎ তাঁহার বিশেষণ এবং শরীর। স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে চিৎ ও অচিৎ দ্বিবিধ। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম চিদচিৎ কার্য্যাবস্থায় স্থূল চিদচিদ্রূপে পরিণত হয়।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মই একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া তাঁহাতে কার্য্যের অনুকূল গুণসমূহ বর্ত্তমান। গুণসমূহকে গুণীর বিশেষণই বলিতে হইবে। অতএব চিৎ ও অচিৎ—এই দুইটি কারণরূপী ব্রহ্মের কার্য্যানুকূল গুন বা বিশেষণ।

শরীর শরীরীর আশ্রিত, ভোগ্য, নিয়ম্য ও পরিচায়ক। চিৎ ও অচিৎ এই দুইটি অদ্বয়-ব্রহ্মের আশ্রিত, ভোগ্য, নিয়ম্য এবং কার্য্যস্বরূপে কারণরূপী ব্রহ্মের পরিচায়ক।

জীবাত্মার স্বরূপে দেব-মনুষ্যাদিগত কোন পার্থক্য নাই। আত্মাই স্ব-কর্ম্মফলানুসারে ভোগায়তন শরীর লাভ করিয়া আপনাকে তত্তৎ-পরিচয়ে পরিচিত করান। অতএব দেব-মনুষ্যাদি আত্মারই ভিন্ন কর্ম্মের

পরিচায়কমাত্র। জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত আত্মপ্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে আত্মাশ্রিত, তাহা আত্মবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বিনাশদর্শনে বুঝিতে পারা যায়। আত্মকৃত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্তই শরীরের উৎপত্তি ও অবস্থিতি। তাহাতেই শরীরের আত্মৈক প্রয়োজনত্ব সমর্থিত হইয়া থাকে। 'আত্মাই দেবতা, আত্মাই মনুষ্য ইত্যাদি' প্রয়োগ দর্শনেও বুঝিতে পারা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীরগুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ, আত্মবিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বের উপলব্ধির অভাব ঘটে। শরীর আত্মার নিয়ম্য ও ভোগ্য। কিন্তু আত্মার পরিচয়ও পূর্ণ নহে, কেননা, আত্মা—খণ্ডচেতন, খণ্ডচেতন অখণ্ডচেতনের পরিচায়ক। শরীর যেরূপ আত্মার পরিচায়ক, নিয়ম্য ও ভোগ্য, আত্মাও তদ্রূপ অখণ্ডচেতন পরমাত্মার পরিচায়ক, নিয়ম্য ও ভোগ্য। অতএব শরীর শব্দটীর পরমাত্মা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি।

শরীর, আত্মা প্রভৃতি যাবতীয় শব্দ সামানাধিকরণ্য পরব্রহ্মের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্মের সহিত শরীর ও আত্মার সামানাধিকরণ্যে প্রয়োগ সম্পূর্ণ একত্ব-নিবন্ধন নহে। সামানাধিকরণ্য-স্থলে এক-বস্তুরই বিভিন্ন দ্যোতক পদের বিন্যাস হইয়া থাকে। যেমন জ্যোতিষ্টোম মন্ত্রে পাই,—"অরুণবর্ণা, একবর্ষবয়স্কা, পিঙ্গাক্ষী গাভীর দ্বারা সোম ক্রয় করিতে হয়।"—এই বাক্যে 'অরুণবর্ণা', 'একহায়নী', ও 'পিঙ্গাক্ষী'—এই বিশেষণসমূহ সোমক্রয়ের গাভীরই ভিন্ন ভিন্ন পরিচায়ক, তদ্রূপ চিৎ ও অচিৎ এক পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতক বা পরিচায়ক। যেরূপ শরীর ও আত্মা সামানাধিকরণ্য, বিশেষণ ও বিশেষ্যভাবযুক্ত হইয়াও নিয়ম্য ও নিয়ামক, ভোক্তৃ ও ভোগ্য বিশেষযুক্ত, তদ্রূপ আত্মার সহিত পরমাত্মারও পূর্ব্বোক্ত বিশেষভাব নিত্য বর্ত্তমান।

শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্তে কেবল ভেদবাদ, কেবল অভেদবাদ ও ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজকৃত "বেদার্থসংগ্রহে" পাওয়া যায়,—"জীবপরমাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞান-পূর্ব্বক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেতি-কর্ত্তব্যতাক-পরমপুরুষচরণযুগল-ধ্যানার্চ্চন-প্রণামাদির-

ত্যর্থপ্রিয়স্তৎপ্রাপ্তিফলঃ।" অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যাথাত্ম্য জ্ঞানপূর্ব্বক (সম্বন্ধজ্ঞান) শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রীতিসহকারে পুরুষোত্তমের চরণযুগল-ধ্যানার্চ্চন-প্রণামাদিই—অভিধেয় এবং তৎপদপ্রাপ্তিই প্রয়োজন। ইহাকেই শ্রীরামানুজীয় মত-সংক্ষেপ বলা যায়।

বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 'চিৎ'-শব্দে জীবাত্মা, 'অচিৎ'-শব্দে জড় ও 'ঈশ্বর'-শব্দে চিৎ ও অচিতের নিয়ামক পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণ নির্দ্দিষ্ট হন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরবর্ত্তীকালে শ্রীজগন্নাথযতি, শ্রীসুদর্শন সূরি, শ্রীঅহোবল রঘুনাথযতি, শ্রীসুদর্শনাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণপদ আচার্য্য, শ্রীবেঙ্কটনাথ, শ্রীলোকাচার্য্য, শ্রীবীররাঘবাচার্য্য, বাদিহংসাম্বাচার্য্য, বরদবিষ্ণু আচার্য্য, শ্রীবেদান্তদেশিক, শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্য্য, শ্রীঅনন্তাচার্য্য, শ্রীতাতাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা বিশিষ্টাদ্বৈতমতের অনুকূলে অসংখ্য গ্রন্থাদি রচনা করিয়া কেবলা-দ্বৈতবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক শ্রীরামানুজের প্রচারিত সিদ্ধান্তকে জগতে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ইঁহাদের গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে ইঁহাদের মহিমা অবগত হইতে পারা যায়।

এক সময়ে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে তেঙ্গলই ও বড়গলই শাখাদ্বয় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

৩। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য—

দাক্ষিণাত্যে উড়ুপীক্ষেত্র হইতে সাত মাইল পূর্ব্বদক্ষিণকোণে পাপ-নাশিনী নদীর তীরে বিমানগিরি নামক এক উচ্চ পর্ব্বতের এক মাইল পূর্ব্ব-দিকে পাজকাক্ষেত্রে ১১৬০ শকাব্দায় ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য আবির্ভূত হন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীনারায়ণ ভট্ট ও মাতার নাম বেদবতী। শ্রীনারায়ণ ভট্ট মধ্যগেহ-বংশোৎপন্ন সদাচাররত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতীও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা পরম ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। একে একে অকালে দুইটি পুত্র বিয়োগের পর ব্রাহ্মণদম্পতি অমরপুত্র-প্রাপ্তি

কামনায় দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত দুগ্ধমাত্র পান করিয়া অতীব কঠোর তপস্যা করেন। শ্রীশেষশায়ী ভগবান্ তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সমুচিত ফল প্রদানে উন্মুখ হইলেন।

তখন এই সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শুদ্ধ ভগবদুপাসনার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদরূপ নাস্তিকতা জীব-কুলকে সনাতনধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া ঘোর তমোধর্ম্মের দিকে লইয়া যাইতেছিল। ঠিক সেই সময়ে সেই প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ-কুজ্ঝটিকাকে ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত করিয়া শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যথার্থতত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার নিমিত্ত পাজকা-ক্ষেত্রবাসী মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন নারায়ণ ভট্টের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্যবায়ু জগতে অবতীর্ণ হইলেন। কেহ বলেন—ইনি ত্রেতাযুগীয় বজ্রাঙ্গজীর অবতার, আবার কেহ বলেন—ইনি দ্বাপরীয় কুন্তীপুত্র ভীমসেনের অবতার।

শ্রীনারায়ণ ভট্ট পুত্রের নাম রাখিলেন 'বাসুদেব'। বাসুদেব শৈশব-কাল হইতেই বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশ পূর্ব্বক সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। অষ্টম বর্ষে উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া পৃগবনকুলোৎপন্ন জনৈক বিপ্রের নিকট বেদাধ্যয়নার্থ গমন করেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন এক-দিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"পিতঃ! আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি। এখন মায়াবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত জগতে প্রকাশ করিব।" তখন শ্রীনারায়ণ ভট্ট বলিলেন যে, তোমার ন্যায় একটি সামান্য বালক যদি মায়াবাদ নিরাস করিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার হস্তস্থিত শুষ্ক যষ্টিখণ্ডও বিশাল সজীব বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে পারিবে। তখন বালক বাসুদেব সেই যষ্টিখণ্ড মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া পিতাকে বলিলেন যে, শ্রীভগবানের শক্তিপ্রভাবে এই যষ্টিখণ্ড বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া যেরূপ অসম্ভব নহে, সেরূপ শ্রীভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে আমার ন্যায় বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন অসম্ভব

হইবে না। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উহা এক মহান্ বটবৃক্ষরূপে পরিণত হইল। আজও পাজকাক্ষেত্রে সেই বৃক্ষ বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অলৌকিক শক্তির স্মৃতি সংরক্ষণ করিতেছে।

শ্রীনারায়ণ ভট্ট-তনয় বাসুদেব দশ বর্ষ বয়সে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট রজতপীঠপুরে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে আগমন পূর্ব্বক কিছুদিন শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের সেবা-ব্যপদেশে তাঁহার নিকট দ্বৈতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিলেন এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করেন। তখন তাঁহার নাম হয় 'আনন্দতীর্থ' বা 'মধ্ব'।

মধ্ব-শব্দের ব্যাখ্যায় একটি শ্লোক পাওয়া যায়,—

"মধ্বিত্যানন্দ উদ্দিষ্টঃ বরিতি জ্ঞানমুচ্যতে।
মধ্ব আনন্দতীর্থস্যাৎ তৃতীয়া মারুতীতনুঃ॥"

'মধু' শব্দে আনন্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং 'ব' দ্বারা জ্ঞান কথিত হইয়াছে। 'তীর্থ' শব্দের অর্থও জ্ঞান, সুতরাং মধু+ব=মধ্ব শব্দের অর্থ আনন্দতীর্থ। ইনি তৃতীয় মারুতীতনু অর্থাৎ বায়ুর তৃতীয় অবতার।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের অধস্তনগণ তাঁহার পরিচয় প্রদানকালে এইরূপ বলিয়া থাকেন বা লিখিয়া থাকেন,—

"স্বস্তি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যত্বাখ্যানেকগুণগণালঙ্কৃতপদবাক্য-প্রমাণপারাবার পারঙ্গতসর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীমদ্রুক্মী-সত্যভামা-সমেত-শ্রীগোপাল-শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধক-শ্রীমদ্দ্বৈত-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য শ্রীআনন্দতীর্থা-পর-নামক-শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যঃ।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য আচার ও প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। বিভিন্নস্থানে প্রচার করিতে করিতে শুনা যায় যে, অনন্ত-শয়ন-দেবালয়ে বেদান্তসূত্র-ব্যাখ্যাকালে শঙ্করাচার্য্যকে পরাজিত করেন। শঙ্করবিজয়-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে,—মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কেরলদেশান্তর্গত কালাডি নামক গ্রামে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়, আবার

মধ্বাচার্য্যের প্রকটকালে কুম্ভকোণ-সমীপে কুড়ুপুত্তর গ্রামে শঙ্করাচার্য্যের দ্বিতীয়বার জন্ম হয়।

ক্রমশঃ রামেশ্বর শ্রীরঙ্গমাদি প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সাঙ্গবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায়—মায়াবাদখণ্ডনপূর্ব্বক 'সর্ব্বজ্ঞযতি' খ্যাতি লাভকরতঃ শ্রীবদরিকাশ্রমের সন্নিকটে আসিয়া শিষ্যগণের নিকট গীতাভাষ্য উপদেশ করিতে থাকেন। এই সময়ে শ্রীমন্মধ্বের সহিত শ্রীমদ্ বেদব্যাসের সাক্ষাৎকার হয় এবং শ্রীব্যাসদেবের শ্রীচরণকমল হইতে নিখিল বেদ-বেদান্তসূত্র-ভারত-ভাগবত-শাস্ত্রের ব্যাসাভিমতানুযায়ী শ্রৌততাৎপর্য্য, সিদ্ধান্তসার ও উপদেশাবলী লাভ করিয়া শ্রীব্যাসদাসরূপে পরিচিত হইলেন। তৎপরে শ্রীনর-নারায়ণাশ্রমে শ্রীনারায়ণ সন্দর্শনকরতঃ শ্রীবেদব্যাস ও নরনারায়ণের আজ্ঞামত পুনরায় শিষ্যগণসহ প্রচারে বহির্গত হন।

বদরিকা হইতে 'আনন্দ মঠে' প্রত্যাবর্ত্তনকালে ইনি সূত্রভাষ্য রচনা সমাপ্ত করেন। কথিত হয় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সূত্র-ভাষ্যে তিনি একবিংশতি দুর্ভাষ্য খণ্ডনপূর্ব্বক স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। সুমধ্ববিজয়-কাব্যে ৯ম সর্গের ১৬শ শ্লোকের টীকায় এই একবিংশতি প্রকার ভাষ্যের নাম উল্লিখিত আছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আর একটি অলৌকিক ঘটনার বিষয় পাওয়া যায় যে, উড়ুপীতে প্রত্যাগমন করার পর একদিন সমুদ্র-স্নানে গমনকালে তিনি পাঁচ অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র রচনা করেন। যখন তিনি সমুদ্রতীরে বসিয়া আছেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, একখানি নৌকা বালুকায় প্রোথিত হইয়া বিপন্ন হইয়াছে। নাবিক শতচেষ্টা করিয়াও নৌকাটিকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। তখন ইহা দর্শন করিয়া মধ্বাচার্য্য স্বীয় হস্তের দ্বারা এরূপ ইঙ্গিত করিলেন যে, তৎক্ষণাৎ নৌকাটি ভাসমান হইল। নাবিক সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতা-সহকারে তাঁহাকে নৌকা হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণের বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। তখন শ্রীমধ্বাচার্য্য দ্বারকার গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটি বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ডমাত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—চন্দন খণ্ড আনিতে আনিতে পথিমধ্যে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য

হইতে একটি অপূর্ব্ব ভুবনমোহন বাল-কৃষ্ণমূর্ত্তি পাওয়া যায়। মূর্ত্তির এক হস্তে দধিমন্থন-দণ্ড, অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু। এই শ্রীমূর্ত্তি লাভ হওয়ার পর সেইদিনই দ্বাদশস্তোত্রের অবশিষ্ট সাত অধ্যায় রচিত হইল। আরও একটি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ত্রিশজন বলবান্ ব্যক্তি ঐ বাল-কৃষ্ণমূর্ত্তিকে আনয়ন করিতে অক্ষম হইলে মধ্বাচার্য্য স্বয়ং উড়ুপীতে লইয়া গিয়া বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া উড়ুপীতে স্বীয় মঠে প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং স্ব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবালকৃষ্ণের পূজা এবং স্ব-সিদ্ধান্ত প্রচারের নিমিত্ত নিজ আট জন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবার ভার এবং শাস্ত্র-অধ্যাপনাদি প্রচার-ভার সমর্পণ করিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সেই আট জন শিষ্যের নাম, যথা—(১) শ্রীহৃষীকেশ তীর্থ, (২) শ্রীনরহরি তীর্থ, (৩) শ্রীজনার্দ্দন তীর্থ, (৪) শ্রীউপেন্দ্র তীর্থ, (৫) শ্রীবামন তীর্থ, (৬) শ্রীবিষ্ণু তীর্থ, (৭) শ্রীরাম তীর্থ, (৮) শ্রীঅধোক্ষজ তীর্থ। একজন গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকেও সন্ন্যাস প্রদান পূর্ব্বক 'পদ্মনাভতীর্থ' নাম প্রদান করেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনের আরও কয়েকটি আশ্চর্য্য ঘটনা পাওয়া যায় যে, এক সময় এক রাজা জনসাধারণের উপকারার্থ একটি পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন, রাজার আদেশে রাজপুরুষগণ সশিষ্য মধ্বাচার্য্যকে মৃত্তিকা-খনন-কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তিনি উক্ত কর্ম্মী রাজাকেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া অন্যত্র গমন করিলেন।

সে-সময়ে গাঙ্গপ্রদেশের এক পারে হিন্দু-রাজ্য এবং অপর পারে মুসলমান-রাজ্য ছিল। পরস্পরের বিবাদের ফলে নদী-পারের নৌকা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত না। নদীর অপরপারে বিরুদ্ধ সেনাদল সর্ব্বদা বাধা দিতেছিল কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া শিষ্যগণের সঙ্গে পরস্পর হাত ধরিয়া নদী সন্তরণ করিলেন এবং তীরে সৈন্যগণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও স্বয়ং মুসলমান রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে ও মধুর বাক্য-শ্রবণে এত আকৃষ্ট হইলেন যে অর্দ্ধেক রাজ্য তাঁহাকে দিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য তাহা-গ্রহণে অস্বীকার করিলেন।

আর একদিন চলিতে চলিতে পথিমধ্যে দস্যুগণের দ্বারা আক্রান্ত হইলে মহাবলী মধ্বাচার্য্য দস্যুগণকে বিনাশ সাধন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

কোন একস্থানে পথিমধ্যে নিজ শিষ্য সত্যতীর্থকে ব্যাঘ্র আক্রমণ করিলে মধ্বাচার্য্য সেই ব্যাঘ্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিদূরিত করেন এবং ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে শিষ্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জানা যায় যে, যখন মধ্বাচার্য্যের সহিত শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার হয়, তখন ব্যাসদেবের নিকট হইতে অষ্টমূর্ত্তি শালগ্রামও পাইয়াছিলেন এবং তখন মহাভারত-তাৎপর্য্য রচনা করিয়াছিলেন।

অবশ্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যখন এইরূপ প্রবল পরাক্রমে মায়াবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক সর্ব্বভারতে স্ব-মত প্রচার করিতেছিলেন তখন কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বহু প্রকারে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিলেও মধ্বাচার্য্যের বিজয় গৌরব কোনপ্রকারে প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় নাই। অধিকন্তু অনেকে পরাজিত হইয়া শ্রীমধ্বের শিষ্যত্ব স্বীকারও করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-বিষয়ে পারদর্শিতার কথা শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত ও পরম প্রসন্ন হইয়াছিলেন। একদিন রুদ্র-প্রমুখ সমস্ত দেবতা আকাশমার্গে রজতপীঠপুরে শ্রীঅনন্তেশ্বর দেবালয়ের সম্মুখে আসিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মুখে ঐতরেয়োপনিষদ্-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছিলেন। দেবগণ ব্যাখ্যা-শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া মধ্বাচার্য্যের উপর মন্দারপারি-জাতাদি দিব্য পুষ্প বরিষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্-ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে ৭৯ বৎসর বয়সে অনন্তেশ্বর-দেবালয়ে অদৃশ্য হইলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত পণ্ডিত আচার্য্য বাদিরাজস্বামী বলেন —শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অদৃশ্যরূপে উড়ুপীতে এবং দৃশ্যরূপে বদরিকাশ্রমে বিরাজিত আছেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য পৃথিবীতে দ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচারের নিমিত্ত বহুবিধ গ্রন্থ-রচনা, মঠাদি-স্থাপন এবং মঠাদিতে সেবা-পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম, যাহা পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

(১) গীতা-ভাষ্যম্, (২) সূত্র-ভাষ্যম্, (৩) অনুব্যাখ্যানম্, (৪) অনুভাষ্যম্, (৫) গীতা-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৬) ঐতরেয়-ভাষ্যম্, (৭) বৃহদারণ্যক-ভাষ্যম্, (৮) ছান্দোগ্য-ভাষ্যম্, (৯) তৈত্তিরীয়-ভাষ্যম্, (১০) কাঠক-ভাষ্যম্, (১১) আথর্ব্বণভাষ্যম্, (১২) মাণ্ডুক-ভাষ্যম্, (১৩) ঈশাবাস্য-ভাষ্যম্, (১৪) তলবকার-ভাষ্যম্, (১৫) ষট্‌প্রশ্ন-ভাষ্যম্, (১৬) ঋগ্‌ভাষ্যম্, (১৭) তত্ত্বসংখ্যানম্, (১৮) তত্ত্ববিবেকঃ, (১৯) তত্ত্বোদ্যতঃ, (২০) মায়াবাদখণ্ডনম্, (২১) মিথ্যাত্বানুমানখণ্ডনম্, (২২) উপাধিখণ্ডনম্, (২৩) কথা-লক্ষণম্, (২৪) প্রমাণ-লক্ষণম্, (২৫), কর্ম্মনির্ণয়ঃ, (২৬) বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়ঃ, (২৭) ন্যায়বিবরণম্, (২৮) কৃষ্ণামৃতমহার্ণবঃ, (২৯) তন্ত্রসারঃ, (৩০) সদাচার-স্মৃতিঃ, (৩১) দ্বাদশ-স্তোত্রম্, (৩২) নরসিংহ-নখ-স্তুতিঃ, (৩৩) জয়ন্তী-নির্ণয়ঃ, (৩৪) শ্রীকৃষ্ণ-গন্থম্, (৩৫) শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৬) শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৭) যমকভারতম্, (৩৮) যতি-প্রণবকল্পঃ।

'৩২ অক্ষর পরিমিত এক গ্রন্থ'—এইরূপক্রমে গণনা করিলে শ্রীমধ্বাচার্য্যের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা (৩২০০০) বত্রিশ সহস্র নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থমালিকা-স্তোত্রে পাওয়া যায়,—

> "ত্রিংশৎ সহস্রং হ্যধিকমধিকং কৃষ্ণতুষ্টিদম্।
> এতেষাং পাঠমাত্রেণ মধ্বেশঃ প্রীয়তে হরিঃ ॥"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদকে স্বতন্ত্রা-স্বতন্ত্রবাদ, স্বাভাবিক ভেদবাদ, কেবল-ভেদবাদ, বা তত্ত্ববাদ বলা হয়। 'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'-ভেদে তত্ত্ব দ্বিবিধ। স্বতন্ত্র-'ঈশ্বর' তত্ত্ব হইতে পরতন্ত্র-তত্ত্বসমূহ নিত্য ভেদযুক্ত। (১) "জীবে ঈশ্বরে, (২) জীবে জীবে, (৩) ঈশ্বরে জড়ে,

(৪) জীবে জড়ে, (৫) জড়ে জড়ে"—এই পাঁচ প্রকার ভেদ বা দ্বৈত—নিত্য, সত্য ও অনাদি।

এ-বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়,—

"জীবেশয়োর্ভিদা চৈব জীবভেদঃ পরস্পরম্।
জড়েশয়োর্জড়ানাং চ জড়জীবভিদা তথা ॥
পঞ্চভেদা ইমে নিত্যাঃ সর্ব্বাবস্থাসু নিত্যশঃ।
মুক্তানাঞ্চ ন হীয়ন্তে তারতম্যং চ সর্ব্বদা ॥"

মুক্তিতেও জীবেশ্বরে নিত্য ভেদ থাকিবে। অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতেই এই পঞ্চভেদ নিত্য।

শ্রীমন্মধ্ব দ্বৈতবাদী বা ভেদবাদী হইলেও পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা এবং ভেদাভেদবাদও স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধে পাওয়া যায়,—

"বুধ্যতে স্বেন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ।
লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোহর্কবৎ ॥" (ভাঃ ১১।৭।৫১)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমধ্বাচার্য্য যে ব্রহ্মতর্কের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায়,—

"বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদ্বদেব তু।
সর্ব্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্ যুজ্যতে পরমেশ্বরে ॥
তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ ॥
কার্য্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনেতি" (ব্রহ্মতর্কে)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গের গ্রন্থরাজিতে শ্রীমধ্বসিদ্ধান্ত-সম্পুটরূপে সর্ব্বত্র একটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে শ্রীমধ্বের মত সংক্ষিপ্তভাবে পরিপুটিত রহিয়াছে—

"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণাঃ হরেরনুচরানীচোচ্চ ভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং
হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥"

আমাদের শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও স্ব-রচিত "প্রমেয়রত্নাবলী"-গ্রন্থে প্রমেয়-সমূহের উদ্দেশমুখে নিম্নলিখিত শ্লোকটি গ্রথিত করিয়াছেন—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণ-জুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্যহেতুঃ প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপরি-উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব শ্রীমন্মধ্ব-আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় মাধ্ব-গৌড়ীয় বা ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় নামে সজ্জন-সমাজে পরিচিত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমকে 'সাধ্য' বলিয়া স্বীকার করতঃ মুক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছেন কিন্তু শ্রীমধ্বমতে মুক্তিই সাধ্য বলিয়া নির্ণীত। এস্থলে ইহা বিচার্য্য যে, শ্রীমন্মধ্ব মোক্ষকে সাধ্য বলিলেও জীব-পরমাত্মৈক্যরূপ সাযুজ্য স্বীকার করেন নাই। তন্মতে সাযুজ্যমুক্তি সর্ব্বতোভাবে তিরস্কৃত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে কয়েকটি তাঁহার রচনা উদাহৃত হইতেছে।

(১) "অতো বিষ্ণোঃ সর্ব্বোত্তমত্ব এব মহাতাৎপর্য্যং সর্ব্বাগমানাম্। কথং চ জীবপরমাত্মৈক্যে সর্ব্বশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যং যুজ্যতে, সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধত্বাৎ।"
(বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়)

(২) সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং শপথৈশ্চাপি কোটিভিঃ। বিষ্ণুমাহাত্ম্য-

লেশস্তু বিভক্তস্ত চ কোটিধা। পুনশ্চানন্তধা তস্ত পুনশ্চাপি হ্যনন্তধা।
নৈকাংশ-সম-মাহাত্ম্যাঃ শ্রীশেষ-ব্রহ্ম-শঙ্করাঃ। * * *

"নাস্তি নারায়ণসমং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ইতি নারদীয়ে।
এতেন সত্যবাক্যেন সর্ব্বার্থান্ সাধয়াম্যহম্॥" (গীতা-ভাষ্য)

(৩) "স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডক ৩।২।৯)
ইতি চ মুক্তজীবস্ত পরাপত্তিরুচ্যতে ; অতস্তয়োরবিভাগঃ।

অতঃ পূর্ব্বমপি স এব, ন হ্যন্যস্যান্যত্বং যুজ্যত ইতি চেন্ন স্যাল্লোকবৎ। যথা লোকে উদকমুদকান্তরেণৈকীভূতমিতি ব্যবহ্রিয়মাণমপি ভিন্নবস্তুত্বাৎ তদন্তর্ভূ'ত-মেব ভবতি, ন তু তদেব ভবতীত্যেবং স্যাদত্রাপি। তথা চ শ্রুতিঃ—

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥" (কঠ ২।৪।১৫)

স্কান্দে চ—

"উদকন্তূদকে সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ।
তদ্বৈ তদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥"
এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা।
প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদি-বিশেষণাৎ॥
ব্রহ্মেশানাদিভির্দেবৈ র্যৎ প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।
তদ্ যদ্ স্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান্ কেবলো হরিঃ॥"
(ব্রঃ সূঃ ২।১।১৩ মধ্বভাষ্য)

(৪) "অতো জলে জলৈকীভাববদেকীভাবঃ। উক্তঞ্চ—
যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধং যথা নদ্য ইত্যাদৌ
তত্রাপ্যন্যোন্যাত্মকত্বে বুদ্ধ্যসম্ভবঃ।" (গীতা ২য় অঃ মধ্বভাষ্য)

(৫) "যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরিঃ জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীবঃ॥"
(তত্ত্বমুক্তাবলী)

(৬) "অভেদঃ সর্ব্বরূপেষু জীবভেদঃ সদৈব হি।"

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৪৫)

(৭) "ন চ জীবে সমন্বয়োঽভিধীয়তে "সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মেবারুণ্যো মেবারুণ্যো মেবারুণ্যঃ॥"

(১।১।১২ মধ্বভাষ্যধৃত পৈঙ্গি-শ্রুতিবচন)

শ্রীমন্মধ্বমতে মুক্তাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ এবং নিত্যোপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে। সেজন্য শ্রীমন্মধ্ব শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা নিত্য পঞ্চভেদবাদী, ভাস্কর ভট্টাদির ন্যায় ঔপচারিক ভেদবাদী নহেন।

শ্রীমন্মধ্বও বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিসেবা-লাভকেই প্রকৃত মোক্ষ বলিয়াছেন। "ভেদ-ব্যপদেশাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৭) সূত্রের মধ্বভাষ্য দ্রষ্টব্য। এমন কি, শ্রীমধ্বমতে সাধ্য—বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভরূপ মুক্তি এবং মুক্তগণের মধ্যে ভেদ অর্থাৎ আনন্দের তারতম্য ('মুক্তাবানন্দো বিশিষ্যতে'—প্রভৃতি মধ্বভাষ্য) ৩।৩।৩৩ দ্রষ্টব্য। মধ্বভাষ্য ২।৩।২৮-২৯ ব্রঃ সূঃ আলোচনা করিলে অচিন্ত্য-ভেদাভেদের ইঙ্গিত ও 'অচিন্ত্য' শব্দও পাওয়া যায়। শ্রীজীবপাদ ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও মধ্বসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে সেরূপ আভাস প্রদান করিয়াছেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে মধ্বসম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

৪। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী—

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাণ্ড্যদেশে পাণ্ড্যবিজয় বা পাণ্ডুবিজয় নামে এক মহাপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পূজায় রত থাকিতেন। এই নৃপতির রাজত্বকাল বুদ্ধের আবির্ভাবের তিন শত বৎসর পরবর্ত্তী। সুতরাং বৌদ্ধবিপ্লবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার তখন পাণ্ড্যদেশে অত্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু প্রবলপরাক্রান্ত পাণ্ড্যবিজয় রাজা সেই বৌদ্ধমতকে নিরসন পূর্ব্বক পাণ্ড্যদেশে সর্ব্বত্র সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের প্রচেষ্টা করেন। এই নৃপতির একজন পরম বিষ্ণুভক্ত পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীদেবেশ্বর। এই

বৈষ্ণবপ্রবর পুরোহিতের মন্ত্রণায় পাণ্ড্যরাজ তাঁহার রাজ্যকে সম্পূর্ণ বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবার অনুকূল করিয়া তুলিলেন।

কথিত আছে যে, পাণ্ড্যবিজয় এই সপুত্রক পুরোহিত মন্ত্রীর সহায়তায় শ্রীনীলাচলের নীলমাধব মূর্ত্তিসহ বলভদ্র ও সুভদ্রা—যাহা তৎকালে বৌদ্ধগণের দ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ-নামে কর্ম্মফলবাধ্য নর-বীরমাত্র বলিয়া অবৈধভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছিল, সেই মূর্ত্তি-ত্রয়ের সেবা বৌদ্ধগণের কবল হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া সুন্দরাচলে লইয়া গিয়া তথায় সংরক্ষণ করেন পরে পুনরায় তাঁহারা নীলাচলের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণকে আনয়ন করেন। পাণ্ড্যবিজয় রাজার নামানুসারেই এখনও রথযাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথারোহণ-লীলা 'পাহাণ্ডি' বা পাণ্ডুবিজয় নামে খ্যাত। পাণ্ড্য-বিজয়ের সপুত্রক পুরোহিতের নামানুসারেই জগন্নাথের সেবাধিকারিগণ সেবকাধস্তন সূত্রে পাণ্ডা নামে প্রসিদ্ধ হন। পাণ্ড্যবিজয়ের পুরোহিত শ্রীদেবেশ্বর বৌদ্ধগণের মতি পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-দেবের যথা-বিধানে সেবার ব্যবস্থা করেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম দেবেশ্বরের সেবা-চেষ্টায় প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণার্থ কোন যোগ্য পুরুষে নিজশক্তি আবিষ্ট করিয়া দেবেশ্বরের পুত্ররূপে এক মহাপুরুষকে প্রকট করাইলেন। এই ভগবৎ-শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষের অমিত তেজঃ দর্শনে দেবেশ্বর এই বালকের নাম রাখিলেন 'দেবতনু'। এই দেবতনু অতি শিশুকাল হইতেই বিষ্ণুসেবায় রত ছিলেন এবং বিষ্ণুসেবার বিরোধী যাবতীয় কার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিতে লাগিলেন।

দেবতনু অল্পকাল-মধ্যেই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান প্রকট করাইয়া শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের বিধানানুসারে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক **'বিষ্ণুস্বামী'** নামে খ্যাত হন এবং জগতে কলিযুগে বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের বিধান পুনরায় প্রচার করিলেন। তাঁহার সময়েই আমরা অষ্টোত্তরশতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসীর নামের পরিচয় পাই। তাঁহার

অধস্তন শিষ্য-পারম্পর্য্যে সাতশত ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা শ্রীশঙ্করাচার্য্যই সর্ব্বপ্রথমে দশনাম সন্ন্যাস প্রথা প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা যদি বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত অলোচনা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে এই বৈদিক বৈষ্ণব-সন্ন্যাস প্রচলিত ও সমৃদ্ধ হয়।

দেবতনু ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর 'আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী নামে খ্যাত হন। পরবর্ত্তিকালে আরও দুইজন বিষ্ণুস্বামী বিশেষভাবে আচার্য্যরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেইজন্য দেবতনু আদি বিষ্ণুস্বামী নামেই বিখ্যাত হন।

তদানীন্তন বেদবিরোধি-বৌদ্ধগণের সনাতন ধর্ম্ম-বিলোপের চেষ্টাকালে বৌদ্ধগণ বহু প্রামাণিক গ্রন্থরাজি লোকলোচন হইতে লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া আদি বিষ্ণুস্বামী সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্রের সারস্বরূপ ব্রহ্মসূত্র বা বাদরায়ণ-সূত্র সমূহ চয়ন করিয়া তাহার এক ভাষ্য রচনা করিলেন। তিনি জানিতেন যে, এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-প্রচার দ্বারাই জগতে পুনরায় সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের লুপ্তগৌরব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। তাঁহার রচিত ভাষ্যের নাম বিদ্বৎসমাজে '**সর্ব্বজ্ঞসূক্ত**' নামে প্রসিদ্ধ। কেবলাদ্বৈত বিচার-পর সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির সহিত কেহ কেহ আদি বিষ্ণুস্বামীর ভ্রম করিয়া বসেন। সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদ-বিচারপরায়ণ। আদি বিষ্ণুস্বামী সর্ব্বজ্ঞ মুনি স্বীয় শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারপরভাষ্যে বিষ্ণুর পরাৎপরত্ব, জীবের নিত্যত্ব, নামের সেব্যত্ব, মুক্ত অবস্থায়ও ভক্তির নিত্যত্ব, পরিকর সহিত শ্রীভগবানের নিত্য সত্যত্ব, তদীয় সর্ব্বস্বত্ব প্রভৃতি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী বা সর্ব্বজ্ঞ মুনির ভাষ্যে 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত' প্রচারিত হইয়াছে। ইনি নিজেকে শ্রীরুদ্রের অনুগত ও শ্রীরুদ্রান্তর্য্যামী নৃপঞ্চাস্য বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমহাভারতে কথিত হয় যে, শ্রীরুদ্র-সম্প্রদায় ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্মে শ্রীনারায়ণের কৃপাক্রমে জগতে প্রকাশ লাভ করেন। শ্রীরুদ্রসম্প্রদায়ের অধস্তন বালখিল্য মুনিগণই বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার ও সম্প্রদায়-সংরক্ষণ করেন।

শ্রীশিবস্বামি-সম্প্রদায় এবং পরে লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায় হইতে প্রকারভেদে সাংখ্যদলের সংঘর্ষে শ্রীশঙ্করপাদের বিচার ও সম্প্রদায় উৎপত্তি লাভ করে। আমরা সর্ব্বজ্ঞসূক্ত ব্যতীত পরবর্ত্তীকালে সায়নমাধবের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের অন্তর্গত রসেশ্বরদর্শনেও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নাম ও তাঁহার উপাস্যদেব নৃপঞ্চাস্য বিষ্ণু এবং নৃসিংহ-উপাসনা-সম্বন্ধে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—"বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপঞ্চাস্য শরীরস্য নিত্যত্বো-পপাদনাৎ। তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ"—"সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্। নৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতমিতি ॥" (রসেশ্বরদর্শন)

দেবতনু আদি বিষ্ণুস্বামীর অধস্তন-সূত্রে যে সাতশত ত্রিদণ্ডী আচার্য্য ছিলেন, তাহাদের শেষ আচার্য্যের নাম শ্রীব্যাসেশ্বর। ইহার কিছুদিন পরে দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামি-পর্য্যায়ে শ্রীরাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রীরাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তথায় স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দ্বারকাতে শ্রীরণ্ছোড়-লাল-বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীতে বিষ্ণুবিগ্রহ সমূহ স্থাপন পূর্ব্বক শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পুনরৌজ্জ্বল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নতুবা আদি বিষ্ণুস্বামি-পর্য্যায়ের শেষ আচার্য্য শ্রীব্যাসেশ্বরের পর ইহাদের প্রচার একপ্রকার লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

শিহ্লন মিশ্র বা বিল্বমঙ্গল এই দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর প্রশিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর তৃতীয় অধস্তনের সময় প্রাচীন শিব-স্বামি-সম্প্রদায়ের সহিত বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বের ন্যায় ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। শিবস্বামিগণ মায়াবাদ আশ্রয়পূর্ব্বক রুদ্রকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-রূপে প্রচার করিতে থাকেন। আর শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বি-বিষ্ণুস্বামিগণ শ্রীরুদ্র-দেবকে পরাৎপর পুরুষ শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন বা তৎ প্রিয়তম সখা গুরুজ্ঞানে দর্শন করিয়া থাকেন। শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বিগণের এই 'তদীয়

ঈ

সর্ব্বস্ব'-বিষয়ে ও কেবলাদ্বৈতবাদীর নির্ব্বিশেষ বিচারের সূক্ষ্ম পার্থক্য অতাত্ত্বিকগণ বুঝিতে পারেন না। আজকাল যেরূপ বিদ্ধ সামান্য বৈষ্ণব-ব্রুব-সম্প্রদায় এবং কেবলাদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিপাদকে কেবলাদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রচার করেন।

দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর পর যখন আবার জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন শ্রীভগবান্ বিষ্ণু পুনরায় আর একজন শক্তিশালী আচার্য্যকে প্রেরণ করিলেন। ইনি আন্ধ্র বিষ্ণুস্বামী বা তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী নামে খ্যাত। এই তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর গৃহস্থ শিষ্যের পারম্পর্য্যে বালম্ভট্ট, প্রেমাকর, লক্ষ্মণভট্ট প্রভৃতির অভ্যুদয় হয়। এই লক্ষ্মণভট্টেরই পুত্র শ্রীবল্লভভট্ট। ইনিই পরবর্ত্তিকালে শ্রীবল্লভাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়া-ছিলেন এবং তৎসম্প্রদায়ের বিচারে ইনি তৃতীয় বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তনাচার্য্য।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর প্রচারিত সিদ্ধান্ত 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে ঈশ্বরের শুদ্ধত্ব এবং ভগবত্তনুর ও ভজনকারিগণের শুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক জীব, জগৎ ও মায়ার তদাশ্রয়ত্বরূপে অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-মতে বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য্য জগৎ—ইহারা সাকল্যে 'বস্তু' পদবাচ্য; কেহই বস্তু হইতে পৃথক্ নহে। "বস্তুনোঽংশো জীবো বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব ন ততঃ পৃথগিতি।"

আদি বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে শ্রুতির মধ্যে 'নৃসিংহতাপনী' এবং পঞ্চরাত্র ও পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত শ্রীবিষ্ণুপুরাণেরই প্রাধান্য পরি-লক্ষিত হয়। আদি বিষ্ণুস্বামীর রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ-সূক্তেরই পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত সম্প্রদায়ের অধস্তন আচার্য্যগণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য এবং নৃসিংহ-পরিচর্য্যা প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই

সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সন্ন্যাসাশ্রমেও শিখা-সূত্র-সংরক্ষণ ও উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণের ব্যবস্থা প্রচলিত। বর্ত্তমান সময়ে এই সম্প্রদায় একপ্রকার লুপ্তপ্রায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-রচিত বেদান্তের ভাষ্য, 'সর্ব্বজ্ঞসূক্তের' প্রচারও অতিশয় বিরল বলা চলে। শ্রীবল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের পরিচয়ে পরিচিত হইলেও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর প্রকৃত সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার প্রচারিত মতে অনেক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

৫। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য—

প্রাচীনকালে তৈলঙ্গদেশের অন্তঃপাতী 'বৈদূর্য্য-পত্তন' নামে একটি নগর ছিল। বর্ত্তমানে উহা 'মুঙ্গের পত্তন' বা 'মুঙ্গীপাটন' নামে পরিচিত। এই নগরে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ আরুণি মুনি তদীয় সহধর্ম্মিণী পরম ভক্তিমতী শ্রীজয়ন্তী দেবীর সহিত বাস করিতেন। কথিত হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।১১) পরীক্ষিৎ-সভায় আগত মুনিগণের মধ্যে যে অরুণ মুনির কথা পাওয়া যায়, এই আরুণি মুনি সেই বংশোদ্ভব।

দ্বাপর যুগের অবসানে যখন ভাগবত-ধর্ম্মাকাশ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, নানাপ্রকার ক্ষুদ্র-মতে বিমোহিত হইয়া সমুদয় লোক যখন জীবের স্বরূপধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি বিস্মৃত হইতে লাগিল, তখন পরম করুণাময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু এই ধর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে শুদ্ধ সনাতন ভক্তিধর্ম্ম সংরক্ষণের নিমিত্ত একজন স্বীয় শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষকে প্রেরণের সঙ্কল্প করিলেন। সেই সময়ে পরম বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শ্রীআরুণি মুনি ও পরম ভক্তিমতী শ্রীজয়ন্তী দেবীকে আশ্রয় পূর্ব্বক কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সন্ধ্যাকালে সূর্য্যসমকান্তি লইয়া একটি বালক জগতে আবির্ভূত হইলেন। আরুণি মুনি পুত্রকে যথাবিধি বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া ক্রমশঃ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। এই বালকও অতি অল্প বয়সে স্বীয় অত্যদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, নিখিল কলা-কৌশল বিশেষতঃ অধ্যাত্মশাস্ত্রে অতিশয় প্রবীণতা প্রদর্শন করিলেন।

ক্রমশঃ ইনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী-লীলা প্রদর্শন করিতে করিতে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারার্থ যথাবিহিত শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বৈদিক ত্রিদণ্ড

সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং তৎপরে শ্রীকৃষ্ণাবতার-দর্শনোৎকণ্ঠায় ব্রজে নন্দগ্রামে আগমন করিলেন। সেইস্থানে তিনি 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ-স্তব' নামক পঞ্চবিংশতি পদ্যযুক্ত একটি স্তোত্র রচনা পূর্ব্বক স্বীয় উপাস্য-দেবের শ্রীচরণে উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন। সেই সময়ে তিনি শ্রীগোবর্দ্ধনের সন্নিকটে একটি পর্ণকুটীর আশ্রয় করতঃ ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সেই স্থান এক্ষণে 'শ্রীনিম্বগ্রাম' নামে প্রসিদ্ধ। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কোন একদিন একজন জৈন যতি দিগ্বিজয় করিবার জন্য শ্রীমথুরাপুরীতে আগমন করতঃ তদানীন্তন তত্রত্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বৈদিক ধর্ম্মের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই আচার্য্যবর উক্ত সংবাদ অবগত হইয়া সেই জৈন যতিকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। জৈন যতি শাস্ত্রবিচারে পরাভূত হইয়া আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে বৈদিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন।

এরূপ কিংবদন্তীও আছে যে, যখন উক্ত জৈন যতি ও আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচার চলিতেছিল তখন আচার্য্য সূর্য্যের অস্তগমন লক্ষ্য করিয়া আশ্রমাগত অতিথির শ্রান্তি অপনোদনার্থ তাঁহাকে কিছু বিষ্ণু-প্রসাদ অর্পণ করিলেন। কিন্তু জৈন যতিগণের সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিকালে ভোজন নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণে বিরত হইলেন। তখন আচার্য্য আশ্রমস্থিত একটি নিম্ববৃক্ষের উপর আসীন থাকিয়া অতিথি যতির ভোজন-সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবকে ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন—আচার্য্য নিম্ব বৃক্ষের উপর অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তদুপরি আকাশে শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্র আহ্বান করতঃ স্থাপন করেন এবং সেই চক্র সূর্য্যসম-প্রভাযুক্ত বলিয়া অতিথি যতির নিকট 'সূর্য্য' বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিলেন।

নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া আদিত্য বা অর্করূপে প্রকাশিত হওয়ায় আচার্য্য 'নিম্বাদিত্য', 'নিম্বার্ক' বা 'নিম্ব-বিভাবসু' নামে খ্যাত

হন। ইনি আবার কোথায়ও কোথায়ও 'আরুণেয়' 'নিয়মানন্দ' ও 'হরি-প্রিয়াচার্য্য' নামেও বিদিত হইয়া থাকেন।

আবার কেহ কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র যে সময়ে মথুরামণ্ডলের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়েই নিম্বার্কাচার্য্যের প্রাচীন গুরুবর্গের অভ্যুদয় কাল।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের অষ্টম সূত্রের বর্ত্তমান-প্রচলিত শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কের গুরু-পরম্পরা পরিদৃষ্ট হয়।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের বেদান্ত-ভাষ্যের নাম 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ'। অকস্মাৎ শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজী মহারাজ-সম্পাদিত এই ভাষ্যখানি হস্তগত হওয়ায় আমাদের বর্ত্তমান সম্পাদিত 'বেদান্তসূত্র'-গ্রন্থের শেষভাগে সিদ্ধান্ত-কণার মধ্যে স্থানে স্থানে উদাহৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পূর্ব্বে পাওয়া গেলে প্রথম হইতেই উদাহৃত হইত।

শ্রীনিম্বার্ক-শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য এই 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভের' কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি করিয়া 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' নামে আর একখানি ভাষ্য প্রচার করেন। কেশব কাশ্মীরী নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া 'বেদান্ত-কৌস্তুভের' 'কৌস্তুভ-প্রভা'-নাম্নী একটি চূর্ণিকা রচনা করেন।

'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ শ্রীনিম্বাদিত্য-রচিত বলিয়া তৎসম্প্রদায়িগণ বলেন—গীতাভাষ্য, সদাচার-প্রকাশ (স্মৃতি-গ্রন্থ) দশশ্লোকী, সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র, প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্ (বেদান্তগর্ভিত স্তোত্রম্)।

সনকাদি মুনি শ্রীনারদ মুনিকে উপদেশ করেন; শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস, শ্রীপ্রহ্লাদ ও পারম্পর্য্যক্রমে শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি উপদেশ প্রাপ্ত হন। শ্রীনিম্বার্কস্বামী কলিকালে শ্রীনারায়ণপ্রোক্ত ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সাত্বত সম্প্রদায় গঠন করেন এবং সেই সম্প্রদায় 'নিম্বার্ক-সম্প্রদায়'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য 'চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। শ্রীনিম্বাদিত্য শ্রুতিকেই স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুত্যনুগত অন্যান্য শাস্ত্রও প্রমাণরূপে গৃহীত। চতুঃসন শ্রীনারদ গোস্বামীকে ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত-পারম্পর্য্যে শ্রীনারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন। ছান্দোগ্যের সপ্তম প্রপাঠকে শ্রীনারদ গোস্বামীর প্রতি শ্রীল সনৎকুমারের উপদেশের মধ্যে 'একায়ন শাখার' উল্লেখ (৭।১।২), পুরাণাদির পঞ্চমবেদত্ব (৭।১।৪), বিষ্ণুর সর্ব্বকর্তৃত্ব (৭।১৫।১), শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠারূপ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য (৭।১৯-২০।১), ভগবৎ-প্রেমার অসমোর্দ্ধত্ব (৭।২৩।১), নিত্য ভগবদ্ধামের মাহাত্ম্য (৭।২৪।১), শ্রীভগবানের অন্যনিরপেক্ষত্ব (৭।২৪।২), পরম মুক্তগণের নিত্য-ভগবৎ-পরিকরত্ব ও ভগবানের সহিত চিদ্‌বিলাস-ধামে নিত্য-বিলাস (৭।২৫।২), শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব-শক্তিমত্তা (৭।২৬।১), বৈষ্ণবের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব (৭।২৬।২), শ্রীভগবৎ-প্রসাদের মাহাত্ম্য (৭।২৬।২) প্রভৃতি সিদ্ধান্তই পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীনিম্বার্কের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ 'দশশ্লোকী' গ্রন্থ হইতেও এরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং
শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং
ত্রিরূপতাপি শ্রুতিসূত্র-সাধিতা ॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদের সজ্জনতোষণী ৭ম খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়,—

"শ্রীনিম্বাদিত্য হইতে নিমায়েৎ সম্প্রদায় প্রচলিত হইয়াছে। কেহ কেহ নিমানন্দি-সম্প্রদায়কে নিমায়েৎ-সম্প্রদায়ের নামান্তর মনে করিয়া গোলমাল করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষয় তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি

নাম 'নিমাঞি'। নিমাঞি নামটি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অতিশয় প্রিয় বলিয়া শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল-গুরু-গোস্বামী মহাপ্রভুকে 'নিমানন্দ' আখ্যায় প্রচার করিয়াছেন, যথা তৎকৃত-পদ্যে—

"ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥"

যাঁহারা শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ঈশ্বরপুরী পর্য্যন্ত (আম্নায়) পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটি (নব্য) সম্প্রদায় স্থির করেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর 'নিমানন্দ' নাম লইয়া 'নিমানন্দ-সম্প্রদায়' বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, বস্তুতঃ নিমানন্দ-সম্প্রদায় নিমায়েৎ-সম্প্রদায় হইতে পৃথক্।"

শ্রীনিম্বাদিত্য-প্রচারিত চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের পার্থক্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

কেহ কেহ বলেন—আরুণি শ্রীনিম্বাদিত্য শ্রীসনৎকুমার-শিষ্য শ্রীনারদের নিকট যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, সেই মতানুবর্ত্তী সম্প্রদায় বহু পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য সায়নমাধবের 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ'-গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমন্মধ্বের নাম ও তাঁহাদের প্রচারিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হইলেও শ্রীনিম্বার্কের নাম বা তৎপ্রচারিত মতের আদৌ উল্লেখ নাই। অতএব বর্ত্তমান নিম্বার্ক সম্প্রদায় হয়তো কিছুকাল পূর্ব্বে, আবার কেহ বলেন—শ্রীমন্মহা-প্রভুর পরে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রচারিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায়ের নাম ও সিদ্ধান্ত তদীয় সন্দর্ভ ও সংবাদিনীতে উল্লেখ করিলেও শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ কিন্তু করেন নাই। তাহাতে অনেকের অনুমান যে 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' রচনার পরে, এমন কি, বৃন্দাবন-গোবর্দ্ধনাদি-ধামনিবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-আচার্য্য গোস্বামী মহোদয়-গণের সময়েও বোধ হয় বর্ত্তমান প্রচলিত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মত বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। যাহা হউক, আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য সুপ্রাচীন

সাত্বত দ্বৈতাদ্বৈত-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীন সাত্বত আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের প্রচারিত সিদ্ধান্ত কিন্তু ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকের সনৎকুমারের উপদেশ অবলম্বনে স্থাপিত। আর বর্ত্তমান প্রচলিত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বিচার ও আচার যে প্রাচীন সাত্বত আচার্য্যের বিচার ও আচার হইতে বিশেষ পার্থক্য লাভ করিয়াছে তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের 'বেদান্তপারিজাত সৌরভ' নামক যে সংক্ষিপ্ত ভাষ্যটি রচনা করিয়াছেন, উহাতে সাংখ্যাদি মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা থাকিলেও অন্যান্য ভাষ্যকারগণের ন্যায় পরমত-খণ্ডনের বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না। তবে ভাষ্যের ভাষা সরল ও শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত।

৬। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবল্লভাচার্য্য

ইনি—ত্রৈলঙ্গদেশে 'নিডাডাভলু'—রেলষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল দূরে 'কাঙ্কড়বাড়' বা 'কাকুঁরপাঢ়ু' গ্রামনিবাসী লক্ষ্মণ-দীক্ষিতের পুত্র। আন্ধ্র-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে পাঁচটি বিভাগ আছে, যথা—বেল্লনাটী, বেগী-নাটী, মুরকি-নাটী, তেলগু-নাটী ও কাশল-নাটী; তাহার মধ্যে বেল্ল-নাটী আন্ধ্র ব্রাহ্মণকুলে ১৪০০ শকাব্দে শ্রীবল্লভাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন।

কেহ কেহ বলেন—বল্লভের জন্ম হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বল্লভাচার্য্যকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মতান্তরে বিক্রমসংবৎ ১৫৩৫ অর্থাৎ ১৪০০ শকাব্দের চৈত্রী কৃষ্ণা একাদশীতিথিতে ত্রৈলঙ্গদেশীয় বেল্লনাটী-ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত 'খন্তংপাটীবারু' উপাধিধারী লক্ষ্মণ-ভট্ট দীক্ষিতের পুত্ররূপে বল্লভাচার্য্য 'চম্পকারণ্যে' আবার অন্যমতে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত চাঁপাঝার গ্রামে আবির্ভূত হন।

একাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিয়া বিদ্যা অধ্যয়নান্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে শেষাদ্রিতে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তির

সংবাদ শ্রবণ করেন। ভ্রাতা ও মাতাকে গৃহে রাখিয়া তুঙ্গভদ্রাতীরে বিদ্যানগরে আগমন করতঃ বুক্করাজের পৌত্র কৃষ্ণদেবের উল্লাস বিধান করেন। তদনন্তর তিনবার ষড়্‌বর্ষব্যাপী দিগ্বিজয়ে অষ্টাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। ত্রিংশদ্‌বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশীতে মহালক্ষ্মীনাম্নী স্বজাতীয় ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অধিত্যকায় শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রয়াগের নিকট আড়াইল-গ্রামে অবস্থিতি করেন। আড়াইল গ্রামে থাকাকালে ১৪৩২ শকাব্দে তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীগোপীনাথ জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪৩৭ শকাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথ প্রাদুর্ভূত হন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আড়াইল-গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্য্যের গৃহে পদার্পণ পূর্ব্বক সপুত্রক শ্রীবল্লভকে কৃপা ও মহাভাগবত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"সে-কালে বল্লভ-ভট্ট রহে আড়াইল গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা' শুনি' আইল তাঁর স্থানে॥
তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল, প্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল ততক্ষণ॥

* * *

আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস পরাইল॥
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি' পাক করাইল॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।৬১-৮৭)

"হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরুহিতা পণ্ডিত, বড় বৈষ্ণব মহাশয়॥"

* * *

পত্যাবলীধৃত-শ্লোক,—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥"
"প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন॥
দেখি' বল্লভ-ভট্ট-মনে চমৎকার হৈল।
দুই (?) পুত্র আনি' প্রভুর চরণে পড়িল॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।৯২-১০৮)

শ্রীবল্লভভট্ট পুরীধামে রথযাত্রাকালে আগমন করিলে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার প্রতি অনেক পরিহাস, তাঁহার সিদ্ধান্ত-সমূহের সংশোধন, তৎকৃত নিমন্ত্রণ-গ্রহণ এবং অবশেষে শ্রীগদাধরের নিকট হইতে বৎসল-রসে শ্রীকৃষ্ণের উপাসক শ্রীবল্লভভট্টকে কিশোরগোপাল-মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত করান। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ইনিই পরবর্ত্তীকালে স্বয়ং পৃথক্ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া 'শুদ্ধাদ্বৈত মত' প্রচার করিতে থাকেন। ইনি শেষ বয়সে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ১৪৫২ শকাব্দে বারাণসীতে পরলোক গমন করেন। বল্লভের ষোড়শ গ্রন্থ, ব্রহ্মসূত্রের 'অনুভাষ্য', শ্রীমদ্ভাগবতের 'সুবোধিনী'-টীকা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

শ্রীবল্লভাচার্য্য ৮৪ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। তন্মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। ইঁহার সমুদয় গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

শ্রীবল্লভাচার্য্য বেদান্তের অর্থ-নির্ণয়-বিষয়ে শ্রীব্যাসদেবকেই গুরু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের নিকট হইতে শ্রাবণী শুক্লা একাদশীতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহাই তিনি প্রচার করিয়াছেন—এইরূপও জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের অনুগ বলিয়া জানেন আবার কেহ কেহ তাঁহাকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপেই মান্য করেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

বেদান্তে যিনি ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত এবং স্মৃতিতে যিনি পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, শ্রীভাগবতে তিনিই ভগবান্। জ্ঞানমার্গীয়-সাধনে 'ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি', আর মর্য্যাদামার্গীয় ভক্তিতে 'পরমাত্ম-স্ফূর্ত্তি' এবং শুদ্ধপ্রেমে 'ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি'।

মায়া—পরব্রহ্মের শক্তি, তাহার 'ব্যামোহিকা' ও 'আচ্ছাদিকা'-ভেদে দ্বিবিধা বৃত্তি।

জীব—বহুভবনেচ্ছু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের তিরোভূত আনন্দাংশরূপ চিদংশ' নিত্য সত্য।

জগৎ—ভগবৎকার্য্য, ভগবদ্রূপ, ভগবানের মায়াশক্তি দ্বারা রচিত।

ইঁহাদের মতে ভক্তিপথ—মর্য্যাদা ও পুষ্টি-ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের একমাত্র অনুগ্রহের দ্বারা লভ্য যে ভক্তি তাহাই পুষ্টিমার্গ।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও বেদান্তভাষ্য

১৪০৭ শকাব্দে (৮৯২ বঙ্গাব্দের) ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে শ্রীধাম নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচী-শ্রীজগন্নাথকে মাতৃ-পিতৃরূপে স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনমুখে **স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব** আবির্ভূত হন। শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থান-কালে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ, নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌরসুন্দর,

মহাপ্রভু নামে **অভিহিত হন**। সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**-নামে প্রসিদ্ধ হন।

"শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৩।৩৪)

প্রথমে অধ্যয়ন-লীলা, পরে অধ্যাপক-লীলা এবং গার্হস্থ্য-লীলা প্রকাশ করেন। গয়ায় গমনপূর্ব্বক শ্রীঈশ্বরপুরী-পাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ-লীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিতে বিভাবিত থাকিবার লীলা করেন এবং সকলকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবার উপদেশ দেন। স্বয়ং তখন অদ্বৈতাদি ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে রত থাকেন। শ্রীহরিদাস-শ্রীনিত্যানন্দকে দ্বারে দ্বারে প্রেরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচার করান। জগাই-মাধাই-উদ্ধার, কাজী-উদ্ধার প্রভৃতি লীলা সমাপন পূর্ব্বক ১৪৩১ শকাব্দে মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কাটোয়ায় শ্রীকেশবভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার পর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে বিখ্যাত হন। পরে যখন তিনি পুরীধামে গমন করেন তখনই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত বেদান্ত-বিষয়ে আলোচনা হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নানাপ্রকার মনোধর্ম্মোত্থিত কাল্পনিক মতবাদ উপস্থিত হইয়া ও নানা কপটতার আবরণে শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে শ্রীযামুনাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্য যে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও পরে রামানন্দিশাখায় প্রবাহিত হইয়া 'মায়াবাদ'-দোষে দূষিত হইয়া পড়িল। এমন কি, শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার-প্রচারের মধ্যেও স্মার্ত্তাচার ন্যূনাধিক প্রবিষ্ট হইল। শ্রীরামানুজের পরবর্ত্তী আচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-প্রচারক দেবতনু শ্রীবিষ্ণুস্বামী যে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়ের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে বিদ্ধাদ্বৈতবাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িল। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর রচিত 'সর্ব্বজ্ঞসূক্ত'-নামক বেদান্তভাষ্যও কালক্রমে কেবলাদ্বৈতবাদের ভাষ্য-গ্রন্থরূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধর ও

শ্রীলক্ষ্মীধরকেও কেবলাদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রচারের চেষ্টা হইল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও তত্ত্ববাদি-শাখায় প্রবেশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল।

এহেন সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীসার্ব্বভৌমের নিকট শ্রীশঙ্কর-রচিত শারীরক-ভাষ্য ব্যাখ্যা সাত দিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মৌনভাবে শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শনের পর অষ্টম দিবসে শ্রীসার্ব্বভৌমকে জানাইলেন যে, শ্রীব্যাসসূত্রের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় কিন্তু শাঙ্করভাষ্যে সেই নির্ম্মল ও সহজ অর্থ আচ্ছাদিত হইয়াছে। অবশেষে শ্রীসার্ব্বভৌমের নিকট শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা শ্রীশঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক বেদান্তের প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহার নিকট ষড়্ভুজ-মূর্ত্তিও প্রকট করিয়াছিলেন।

এ-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণ।
ভালমন্দ নাহি কহে, বসি' মাত্র শুনে॥
অষ্টম দিবসে তারে পুছে সার্ব্বভৌম।
সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥
ভালমন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি'।
বুঝ, কি না বুঝ,—ইহা জানিতে না পারি"॥
প্রভু কহে—"মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি' শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যেই অর্থ কর, বুঝিতে না পারি"॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—'না বুঝি', হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার লাগি' সেহ পুছে পুনর্ব্বার॥
তুমি শুনি' শুনি' রহ মৌন মাত্র ধরি'।
হৃদয়ে কি আছে তোমার, বুঝিতে না পারি"॥
প্রভু কহে,—'সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয়ত' বিকল॥

সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি,—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ কয়।
সেই অর্থ মুখ্য,—ব্যাস সূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
'অভিধা'—বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের 'লক্ষণা'॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ—প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে,—সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই, শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয়॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কয়।
'লক্ষণা' করিতে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়॥
ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিতভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম-নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥
"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

(হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-বচন)

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'—কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন॥

ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন ॥
সে-কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥
ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়" ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১২৩-১৪৮)

শ্রীসার্ব্বভৌমকে উদ্ধার পূর্ব্বক আলালনাথের পথে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে গোদাবরীর তটে শ্রীরায় রামানন্দের সহিত সাধ্য-সাধনতত্ত্বের যাবতীয় সিদ্ধান্ত আলোচনা পূর্ব্বক নিজস্বরূপ প্রকট করিয়াছিলেন। দক্ষিণদেশ-ভ্রমণচ্ছলে বৌদ্ধ, মায়াবাদী, তত্ত্ববাদী, শ্রীবৈষ্ণব প্রভৃতি সকলের নিকট বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত প্রচার করতঃ সকলকে কৃপাভিষিক্ত করেন। সেই সময়ে তিনি শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহ করেন। শ্রীপুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ভক্তগণের সঙ্গে বিবিধ লীলা প্রকাশ করেন। এক সময়ে গৌড়দেশে গমনপূর্ব্বক শ্রীরূপ-সনাতনকে স্বীয় চরণে আকর্ষণ এবং শ্রীরঘুনাথকে কৃপাভিষিক্ত করেন। শ্রীবলভদ্রের সহিত ঝারিখণ্ডের বনপথে ব্রজের দিকে যাত্রাকালে হিংস্র জীব-জন্তুগণকেও কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া কাশী ও প্রয়াগ হইয়া শ্রীব্রজ-মণ্ডলে গমন করেন।

ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগ যাত্রার পথে বহু পাঠানকেও বৈষ্ণব ধর্ম্মে আকৃষ্ট করেন। প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীরূপ-শিক্ষা এবং কাশীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা প্রকট পূর্ব্বক শ্রীভাগবতধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই কাশীধামেই শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসীকেও তিনি বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তে আকৃষ্ট করতঃ উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে সমগ্রাংশ উদ্ধার করিতে

পারিলাম না। কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধার করিতেছি, যাহাতে বেদান্ত-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর মত ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়,—

"প্রভু কহে, বেদান্ত-সূত্র—ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কৈলা তাহা শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব-কার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার'॥
চিদানন্দ—দেহ, তাঁর, স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥
তাঁর দোষ নাহি তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ॥
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥
তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥
"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (গীঃ ৭।৫)

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥" (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬০)

"হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব॥
ব্যাসের-সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ।
ব্যাস-ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেই সে প্রমাণ।
'দেহে আত্মবুদ্ধি' হয় বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময়॥
'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের বিধান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্ব-ধাম॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ॥
'প্রণব' মহাবাক্য—তাহা করি' আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি' 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন॥
সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥

এই মত প্রতিস্থত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে সব কল্পনা করিয়া॥
এই মতে প্রতিস্থত্রে করেন দূষণ।
শুনি' চমৎকার হৈল-সন্ন্যাসীরগণ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১০৬-১৩৪)

শ্রীমহাপ্রভুর ব্যাখ্যা,—

বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—'শ্রীভগবান্'।
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ'॥
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি'
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥
ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের সহায়॥
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়'-নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম॥
কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস॥
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বস্থত্রে পর্য্যবসান॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৩৮-১৪৬)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পুনরায় শ্রীপুরীধামে আসিয়া অবস্থান করেন ও নানাবিধ লীলা করেন। তাঁহার রচিত 'শিক্ষাষ্টক' নামক আটটি শ্লোকে সমগ্র বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের সার

ও জীবের চরম ও পরম প্রয়োজনের কথা গ্রথিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ প্রমুখ গোস্বামিবৃন্দ বিপুল সংখ্যায় গৌড়ীয়-সাহিত্য প্রকট করিয়াছেন। যাহা আলোচনা করিলে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত তথা ভাগবত-সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়।

বেদান্ত-সম্বন্ধে গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণ

শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত বেদান্ত-সূত্রের বহু ভাষ্যকার ও টীকাকার দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কতিপয় প্রখ্যাত-ভাষ্যকারের উল্লেখ বর্ত্তমান ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে যে, কোন্ ভাষ্যকারের ভাষ্য সূত্রকারের অভিপ্রেত? ভাষ্যকারগণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের খণ্ডনাদিও দৃষ্ট হয়। তবে একথা প্রামাণ্য যে, কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদমূলক ভাষ্যটিকে প্রায় সকলেই গর্হণ করিয়াছেন। আধুনিককালের অনেক মনীষী ও গবেষকগণও মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদকে বেদান্তের ব্যাস-সম্মত ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ বেদান্ত-ভাষ্যে ভেদাভেদ মতটি সমর্থন লাভ করিয়াছে। ভেদাভেদ-বাদিগণও আবার পরস্পর বিবদমান। এক্ষেত্রে শ্রীব্যাস-সম্মত ভাষ্য-নির্ণয়-প্রসঙ্গে আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাই যে, স্বয়ং ব্যাসদেব এইরূপ একটি সমস্যার কথা ভাবিয়াই স্বীয় গুরুদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশমত 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' রচনা করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতকেই তিনি তদ্‌রচিত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া বহুস্থানে ঘোষণা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে আমরা প্রথমাধ্যায়ের ভূমিকায় বিস্তৃতরূপে প্রমাণাদি সহ আলোচনা করিয়াছি। পুনরুক্তিভয়ে এখানে আর উল্লেখ করিলাম না।

তদুপরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তদীয় শ্রীচরণানুচর পার্ষদবৃন্দ সকলেই শ্রীব্যাসদেবের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে প্রথমতঃ অদ্বিতীয় মহাজনশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত-বাণী, দ্বিতীয়তঃ বেদান্ত-সূত্রকর্ত্তা জগদ্‌গুরু ভগবদবতার শ্রীব্যাসদেব-রচিত শাস্ত্রবাণী এবং তৃতীয়তঃ শ্রুতির মীমাংসারূপ বেদান্তসূত্রের সহজ ও সরল তাৎপর্য্যই স্বতঃসিদ্ধভাষ্য

শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তে সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়া ত্রিবেণী সঙ্গমের ন্যায় এক মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

বেদান্তের অকৃত্রিম স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তানুসরণে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুপাদ 'শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত' ও তাঁহার 'দিগদর্শিনী, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতি টীকা রচনা করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুপাদ সংক্ষিপ্ত বা লঘু শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াও এই বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতেরই ব্যাখ্যা করিয়া অপূর্ব্ব বেদান্ত-সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদও তদ্‌রচিত শ্রীভাগবতসন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ, যথা—'শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ও শ্রীপ্রীতি-সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে, শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-টীকার মধ্যে এবং তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা—শ্রীসর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তসমূহ তথা বেদান্তসূত্রের সারতাৎপর্য্য সুসংরক্ষিতভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। অবশ্য ইহাদের তথা অন্যান্য গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণের বিরচিত যাবতীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যই বেদান্তের শোভা তথা তদ্‌ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের শোভা ও ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছে। সুধীসমাজের নিকট আমাদের নিবেদন যে, যদি তাঁহারা প্রকৃতই বেদান্তের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চান, তাহা হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য অনুশীলনের বা অনুধাবনের প্রচেষ্টা করুন, তাহাতে একদিকে যেমন সর্ব্বশাস্ত্রসার কি? তাহা অবগত হইতে পারিবেন, অন্যদিকে নিজের হরিভজনময় জীবন প্রাপ্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারিবেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থচতুষ্টয়ের নাম প্রসিদ্ধ আছে।

(১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ও তাহার 'দিগ্‌দর্শিনী'-টীকা।

(২) শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তাহার 'দিগ্‌দর্শিনী'-টীকা।

(৩) শ্রীলীলাস্তব বা দশমচরিত এবং (৪) শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টিপ্পনী 'বৈষ্ণবতোষণী'-টীকা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী, আর দশম-চরিত॥
এই সব গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি সনাতন।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১।৩৫-৩৬)

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুপাদ-বিরচিত গ্রন্থাবলী-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দুই স্থানে পাওয়া যায়,—

"প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষগ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাস-বর্ণন॥
রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি, আর ললিতমাধব॥
দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী
অষ্টাদশ-লীলাছন্দ, আর পদ্যাবলী॥
গোবিন্দ-বিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটকবর্ণন॥
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজলীলা-বর্ণন॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১।৩৭-৪১)

"রূপ-গোসাঞি কৈলা 'রসামৃতসিন্ধু' সার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাহাঁ পাইয়ে বিস্তার॥
'উজ্জ্বলনীলমণি'-নাম গ্রন্থ আর।
রাধাকৃষ্ণলীলারস তাহাঁ পাইয়ে পার॥
'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব'—নাটকযুগল।
কৃষ্ণলীলারস তাহাঁ পাইয়ে সকল॥
'দানকেলিকৌমুদী' আদি লক্ষগ্রন্থ কৈলা।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিলা।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।২২৩-২২৬)

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-রচিত গ্রন্থ-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে পাওয়া যায়,—

"শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।
'হরিনামামৃত'-ব্যাকরণ দিব্যরীত॥
'সূত্রমালিকা' 'ধাতুসংগ্রহ'-প্রকার।
'কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা'-গ্রন্থ অতি চমৎকার॥
'গোপালবিরুদাবলী' 'রসামৃতশেষ'।
'শ্রীমাধব-মহোৎসব' সর্ব্বাংশে বিশেষ॥
'শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ'—গ্রন্থের প্রচার।
'ভাবার্থসূচক' চম্পূ অতি চমৎকার॥
'গোপালতাপনী-টীকা' 'টীকা ব্রহ্ম-সংহিতার।'
'রসামৃত-টীকা', 'শ্রীউজ্জ্বল-টীকা' আর॥
'যোগসার-স্তবের টীকা'তে সুসঙ্গতি।
'অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য'-তথি॥
পদ্মপুরাণোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণের পদ-চিহ্ন।
'শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন' ভিন্ন॥
'গোপালচম্পূ'—পূর্ব্ব-উত্তর-বিভাগেতে।
'সপ্তসন্দর্ভ' বিখ্যাত ভাগবত-রীতে॥"

৭। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ

আমাদের পরমারাধ্যতম গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য এই প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী ধারাবাহিকভাবে কোথায়ও লিপিবদ্ধ হয় নাই। সে-কারণ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া অসম্ভব। তবে এই মহাত্মা যে-ভাবে জয়পুরের নিকটবর্ত্তী গলতার সেই বিবদমান সভায় বাদিগণকে পরাজিত করিয়া বেদান্তের গৌড়ীয়ভাষ্য আবিষ্কার করতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতের অক্ষয় অতুলকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নহেন, সমগ্র বিশ্বমানব তাঁহার চরিতসুধা পান করিবার জন্য আগ্রহশীল। তজ্জন্য বিভিন্ন প্রভুবর্গের এবং বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন লেখনীপ্রসূত বিষয় হইতে কিঞ্চিন্মাত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক সজ্জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদীয় 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকাতে যাহা লিখিয়াছেন, তদবলম্বনে জানিতে পারি যে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুরীতে যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে চাক্ষুষ দর্শনকারী জনৈক মহাত্মা বৈষ্ণবের অতিবৃদ্ধ এক শিষ্যের সহিত ঠাকুরের আলাপ হয়। এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মে পাই যে, শ্রীবলদেব উড়িষ্যার কোন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করতঃ অল্প বয়সেই তীর্থ-ভ্রমণে ও বিদ্যোপার্জ্জনে রত হন। চিল্কাহ্রদের অপর পারে কোন বিদ্বদ্বসতি-স্থলে তিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ বেদসকল অধ্যয়ন করেন। তিনি মহীশূরে গিয়া বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহাও পাওয়া যায়। প্রথমে তিনি শাঙ্কর-ভাষ্যাদি পাঠপূর্ব্বক শ্রীমন্মধ্বভাষ্য বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন। সেই সময় তিনি তত্ত্ববাদীদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক মধ্বসম্প্রদায়-ভুক্ত হন।

বেদান্তবিশারদ এই মহাত্মা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতরূপে দাক্ষিণাত্য, আর্যাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণের সঙ্গে বেদান্তাদি আলোচনায় সকলের পূজিত হইয়া অবশেষে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শুভাগমন করতঃ তথাকার পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া তত্ত্ববাদী মঠে বিরাজ করিতে থাকেন। তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনেকে শ্রীবলদেবকে স্ব-সম্প্রদায়ে আনিবার যত্ন করেন। তখনই শ্যামানন্দী শ্রীরসিক মুরারির প্রশিষ্য শ্রীরাধাদামোদর দাস নামক জনৈক পরম পণ্ডিত বৈষ্ণব মহাত্মার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্র-বিচার করিতে থাকেন। শ্রীরাধা-দামোদর দাসজী কান্যকুব্জ-দেশীয় ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও মহাপ্রেমী-বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-প্রণীত ষট্সন্দর্ভে প্রভূত অধিকার ছিল, শ্রীবলদেব বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে জ্ঞানবান্ হইয়াও শ্রীরাধা-দামোদর দাসজীর নিকট ষট্সন্দর্ভের অতুলনীয় বিচার শ্রবণকরতঃ এবং উহার ভক্তি ও প্রেম দর্শন করতঃ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার

পূর্ব্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রবেশকরতঃ নিজেকে অতিশয় ধন্য মনে করিলেন।

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লেখনীতেও পাই—"শ্রীগৌড়ীয়-জনোপাস্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের ভক্ত-সম্প্রদায় যদিও শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনির সাম্প্রদায়িক অধস্তনপরিচয়ে পরিচিত, তথাপি গৌড়ীয়জনোপাস্য শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত-কুল গৌরপার্ষদানুমোদিত ভাষ্যে অধিকতর প্রীতিলাভ করেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে '**শ্রীগোবিন্দদাস**' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। **তিনি গৌড়ীয়গণের বেদান্তাচার্য্য**। তাঁহার বেদান্ত-ন্যায়ানুমোদিত শ্রীমধ্বানুগত্য অতুলনীয়। গৌড়দেশের উপকণ্ঠে উৎকলদেশে বালেশ্বর-উপরিভাগের অন্তর্গত রেমুণার নিকট একটি পল্লীতে ভাষ্যকারের জন্ম হয়।

ভাষ্যকার বিরক্তশিরোমণি শ্রীপীতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে নৈপুণ্য লাভ করেন। পরে শ্রীরাধাদামোদর দাস নামক একজন কান্যকুব্জ-বাসী শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের নিকট কৃপা লাভ করেন। শ্রীরাধাদামোদর শ্রীরসিকানন্দ মুরারির পৌত্র এবং সেবক শ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি ভাষ্যকারের পাঞ্চরাত্রিক গুরু-পারম্পর্য্যে চতুর্থ পূর্ব্বপুরুষ। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য। শ্রীশ্যামানন্দের গুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। আবার শ্রীশ্যামানন্দ পরবর্ত্তিকালে শ্রীজীবগোস্বামীর কৃপা লাভ করেন। শ্রীজীবের গুরুপারম্পর্য্যে শ্রীরূপ ও তদীয় গুরু শ্রীসনাতন। শ্রীসনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহচর।"

শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর আবির্ভাবের তারিখ সঠিক জানা যায় না। তবে তিনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের স্তবমালার টীকা রচনা করেন, ইহা লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের একজন খ্যাতনামা আচার্য্য এবং অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণে. বেদাদি-শাস্ত্রে, বিভিন্ন

দর্শনশাস্ত্রে ও ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া যখন ভজন করিতেছিলেন তখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত খুব ভালভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইহাও শুনিতে পাওয়া যায়।

তিনি কি ভাবে যে শ্রীগোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়া রামানন্দিগণের সভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন, সে-বিষয় বর্ত্তমান 'বেদান্তসূত্রম্'-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকায় বর্ণিত হইয়াছে। পুনরুল্লেখ-ভয়ে এ-স্থলে আর বর্ণিত হইল না। পাঠকগণ দয়া করিয়া তৎস্থান অনুসন্ধান করিবেন। এ-স্থলে শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, শ্রীধাম বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ **শ্রীগোবিন্দদেব** কিরূপ অত্যদ্ভুত-ভাবে স্বপ্নে শ্রীবলদেবকে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক এই গ্রন্থ-রচনা করাইয়া-ছিলেন, তাহা শ্রবণেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। যখন বিদ্যাভূষণ প্রভু পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিপ্রায়ানুসারে বেদান্তের গৌড়ীয়-বৈষ্ণববিচার-সম্মত ভাষ্য রচনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরে গমনকরতঃ তথায় শ্রীগোবিন্দজীউর শরণাপন্ন হইলেন, তখন কয়েক দিবসান্তে শ্রীগোবিন্দ-জীউ স্বপ্নমধ্যে আজ্ঞা করিলেন—"কুরু কুরু" কিন্তু তাহাতে বিদ্যাভূষণ প্রভুর সংশয় দূর না হওয়ায়, সেখানে পড়িয়া রহিলেন, তখন শ্রীগোবিন্দ জীউ পুনরায় আজ্ঞা করিলেন, "কুরু তব ভবিষ্যতি" তাহাতেও যখন নিঃসংশয় না হইয়া শরণাগত হইয়া পড়িয়াই রহিলেন, তখন শ্রীগোবিন্দজীউর আজ্ঞা হইল যে "ব্রহ্ম সূত্রাণি ব্যাচক্ষ্ব, তদ্ভাষ্যং তে সেৎস্যতি"। বিদ্যাভূষণ এবারে স্পষ্ট-আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে বসিয়াই **শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য** লিখিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় ভাষ্য-মধ্যে এ-কথা বর্ণন করিয়াছেন,—

"বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥"

অর্থাৎ যে উদারপুরুষ আমাকে বিদ্যারূপ ভূষণ প্রদান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা জগতে বিখ্যাত করিয়াছেন এবং স্বপ্নে যিনি আমাকে এই ভাষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধারমণ ত্রিভঙ্গভঙ্গী শ্রীগোবিন্দদেব জয়যুক্ত হউন।

কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগোবিন্দজীউ ইহাও বলিয়াছিলেন যে, বলদেব তোমার প্রতি আমার আজ্ঞা হইল। তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও। আমি তোমাকে দিয়া আমার এই ভাষ্য স্বয়ং লিখিব। এই কারণে এই ভাষ্যের নাম **গোবিন্দভাষ্য** হইবে এবং এই রচনার নিমিত্ত তুমি '**বিদ্যাভূষণ**' নামে প্রসিদ্ধ হইবে।

শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপায় শ্রীগোবিন্দভাষ্য জগতে আবির্ভূত হইলেন। যাঁহারা মধুররসাশ্রিত, বিশেষতঃ পরকীয় রসের ভক্ত তাঁহারাও এই শ্রীগোবিন্দভাষ্য-পাঠে সেই রস দেখিতে পাইলেন। ইতঃপূর্ব্বে বেদান্তের অকৃত্রিম অপৌরুষেয় ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত তথা শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রণীত শ্রীবৃহৎ-ভাগবতামৃত, শ্রীল রূপপাদ-প্রণীত শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত এবং শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-প্রণীত ষট্‌সন্দর্ভ ও সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থের মধ্যে বেদান্তের সিদ্ধান্ত পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাইতেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু ও তদনুগ গোস্বামিবৃন্দ সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ব্যাস-সম্মত-ভাষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

কেবল যে শ্রীগোবিন্দভাষ্যখানি বিরোধী মতবাদিগণকে পরাস্ত করিবার জন্যই প্রকটিত হইয়াছে, তাহা নহে, ইহার মূলরচয়িতা স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ-দেবজীউ হওয়ায় ইহারও শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অকৃত্রিমতা এবং অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপিত হইয়াছে। যদিও এই ভাষ্যখানিতে মধ্বানুগত্য রহিয়াছে, তাহা হইলেও ইহা যে মূলতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারানুসারী ও শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তানুমোদিত তাহা সকল সুধী ও ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা স্বীকৃত। এই ভাষ্যখানি মাধ্বভাষ্য অপেক্ষাও প্রাঞ্জল ; ইহা গৌরপার্ষদ গোস্বামিগণের গ্রন্থের সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই ভাষ্যখানিতে তর্ক, যুক্তি ও তত্ত্ববিচারসমূহ যে ভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহা প্রচলিত কোন দর্শন-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বীয় ভক্তি, প্রেম, পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-মহিমায় বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি কেবল-মাত্র শ্রীগোবিন্দভাষ্য রচনা করেন নাই, আরও অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, ভাষ্য,

টীকাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার তালিকা আমরা নিম্নে সংযোজন করিতেছি।

দুঃখের বিষয় তাঁহার বিরচিত কতিপয় গ্রন্থ-বাদে অধিকাংশই লুপ্তপ্রায়, এমন কি, তিনি যে দশোপনিষদ্-ভাষ্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে মাত্র ঈশোপনিষদের ভাষ্যটি পাওয়া যায়।

গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার **শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিরচিত গ্রন্থসমূহ.—**

(১) শ্রীগোবিন্দভাষ্য (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য), (২) সিদ্ধান্তরত্ন (ভাষ্যপীঠক), (৩) বেদান্তস্যমন্তক, (৪) প্রমেয় রত্নাবলী, (৫) সিদ্ধান্তদর্পণ, (৬) সাহিত্য-কৌমুদী, (৭) কাব্যকৌস্তভ, (৮) ব্যাকরণ কৌমুদী, (৯) পদকৌস্তভ, (১০) বৈষ্ণবানন্দিনী (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), (১১) গোপালতাপনী-উপনিষদ্-ভাষ্য, (১২—২১) ঈশ-উপনিষদাদি দশোপনিষদের ভাষ্য, (২২) গীতাভূষণ ভাষ্য (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য), (২৩) শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম-ভাষ্য (নামার্থসুধা), (২৪) শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত-টিপ্পনী—'সারঙ্গরঙ্গদা' (২৫) তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা, (২৬) স্তবমালা-বিভূষণ ভাষ্য, (২৭) নাটকচন্দ্রিকা-টীকা, (২৮) ছন্দঃকৌস্তভভাষ্য, (২৯) শ্রীশ্যামানন্দশতক-টীকা, (৩০) চন্দ্রালোক-টীকা, (৩১) সাহিত্যকৌমুদী-টীকা—কৃষ্ণানন্দিনী, (৩২) শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য-টীকা—'সূক্ষ্মা', (৩৩) সিদ্ধান্তরত্ন-টীকা—'সূক্ষ্মা'।

কয়েকটি তত্ত্ব-বিষয়ে বিভিন্ন মত বা সিদ্ধান্ত—

পরতত্ত্ব-বিষয়ে—

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত—এক, অদ্বিতীয়, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, কেবল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই 'পরতত্ত্ব'। পরমার্থতঃ তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম এবং ব্যাবহারিকস্তরে সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মত—চিদচিদাত্মক জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ ও সংসারনিবর্ত্তনের একমাত্র হেতুভূত, সমস্ত হেয়তাশূন্য অনন্ত কল্যাণাস্পদ বা অশেষ উপাদেয়তাযুক্ত, স্বেতর সমস্ত বস্তুবিলক্ষণস্বরূপ, অসমোর্দ্ধ-অতি-শয়িত-অসংখ্য-কল্যাণগুণবিশিষ্ট, যিনি সর্ব্বাত্মা, পরব্রহ্ম, পরজ্যোতিঃ, পরতত্ত্ব, পরমাত্মা, সদাদি-শব্দভেদ দ্বারা নিখিলবেদান্তৈকপ্রতিপাদ্য, সেই পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণই অন্তর্য্যামি-স্বরূপ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মত—বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতত্ত্ব। তিনি অনন্ত নির্দ্দোষ-গুণবান্ অর্থাৎ তিনি অনন্ত-নির্দ্দোষ-কল্যাণগুণৈকনিলয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, স্বরাট্, চেতনাচেতন জগতের নিয়ামক, আনখ-কেশাগ্র স্বরূপজ্ঞানাত্মক শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ, স্বগতভেদরহিত। তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলায় কোনও ভেদ নাই। তিনি সনাতন, সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বপ্রভু, ব্রহ্ম-মহেশ-লক্ষ্ম্যাদিরও ঈশ্বর, এইজন্য তিনি ঈশ্বরতম অর্থাৎ সর্ব্ব ঈশ্বরগণের ঈশ্বর।

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত—হ্লাদিনী এবং সংবিৎশক্তি (সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি) দ্বারা আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই ঈশ্বর। ঈশ্বর নিত্যমুক্ত, তিনি কোন উপাধি-বশ্যতা প্রাপ্ত হন না। তিনি অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বকর্ম্মফল-প্রদাতা, সমস্ত কল্যাণগুণনিলয় ও সচ্চিদানন্দ বস্তু।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের মত—ভগবত্তত্ত্ব নির্দ্দোষ; মোহ, তন্দ্রা, ভ্রমাদি অষ্টাদশ দোষ ভগবৎ-স্বরূপে নাই। অশেষকল্যাণরাশি ভগবৎ-স্বরূপে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, সেই ভগবত্তত্ত্ব কৃষ্ণস্বরূপে পরম-ব্রহ্ম। তিনি সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মূল; গোলোক-চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ ও অন্যান্য চতুর্ব্যূহগণ তাঁহার অঙ্গ বলিয়া তিনি মূল অঙ্গী; তিনি স্বরূপ-শক্তি বৃষভানুজার সহিত এবং বৃষভানুজার কায়ব্যূহস্বরূপ সহস্র সহস্র সখীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিসেবিত হইয়া জীবের নিত্যারাধ্য। তিনি নিত্য অপ্রাকৃত বিগ্রহবান্; তিনি প্রাকৃত করাদিরহিত বলিয়া প্রাকৃত চক্ষুর নিকট 'নিরাকার' আবার অপ্রাকৃত করাদিবিশিষ্ট বলিয়া অপ্রাকৃত

চক্ষুর নিকট 'সাকার'। তিনি 'স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন' এবং ব্রহ্মা-শিবাদি-দেবগণ দ্বারা নিত্য-বন্দিত।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের মত—অনন্তগুণ-পরিপূর্ণ সাকার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীযশোদা-ক্রোড়-লালিত পরমতত্ত্ব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রণীত **শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই,—**

"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম॥" **(চৈঃ চঃ মধ্য ২০পঃ)**

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, বিষ্ণু-পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
'নন্দসুত' বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥" (চৈঃ চঃ আদি ২য়পঃ)

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্ব্বরসময়॥
সকল সদ্‌গুণবৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিকশেখর॥
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ্য করে যাঁর লীলা-রস॥" (**চৈঃ চঃ মধ্য ১৫ পঃ**)

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেবের মত,—

নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্তশক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তিমান্ এবং প্রকৃত্যাদিতে অণুপ্রবেশ ও তন্নিয়মন দ্বারা জগতের সৃষ্টি করিয়া জীবের ভোগ ও মুক্তি প্রদান

করেন। ঈশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহীভাবে, বিদ্বানের প্রতীতির বিষয় হন। ঈশ্বর ব্যাপক হইয়া ভক্তিগ্রাহ্য।

শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বহেতু, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, মূর্ত্ত ও বিভু, অচিন্ত্যশক্তিমান্‌, সর্ব্বজ্ঞ, আনন্দময়, প্রভু, সুহৃৎ, মাধুর্য্যময়, সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি-সমন্বিত, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ও সর্ব্বাবতারী, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ও পরিকর নিত্য ও অভিন্ন।

জীবতত্ত্ব-বিষয়ে—

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত—জীব অবিদ্যোপাধিক ভ্রান্তব্রহ্ম, আত্মার যে পর্য্যন্ত বুদ্ধির সংযোগ থাকে, সেই পর্য্যন্তই জীবত্ব বা সংসারিত্ব। জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। ব্রহ্ম—অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া জীবাখ্যা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মের এই প্রতিবিম্ব অবিদ্যাকৃত। পরমার্থতঃ 'জীব' বলিয়া কোন বস্তু নাই। ব্যাবহারিক-স্তরে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব, ও অসংখ্যত্ব; পারমার্থিক-স্তরে জীব ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার ইত্যাদি।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মত—জীবের অণুত্ব এবং জীব ও ঈশ্বরের অংশ-অংশিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। জীব বিশেষ্যরূপ পরমাত্মার বিশেষণরূপ অংশ। জীব ও পরমাত্মার—এই উভয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব থাকিলেও অংশাংশিভাব ও স্বভাব-বৈলক্ষণ্য উপপন্ন হয়। জীব ব্রহ্মের শরীর। জীব নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্মপরিণাম, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা, পরিমাণে অণু কিন্তু সংখ্যায় অসংখ্য ও অনন্ত, বদ্ধ ও মুক্ত এবং মুক্ত আবার বদ্ধ-অবস্থা হইতে মুক্ত ও নিত্যমুক্তভেদে দ্বিবিধ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মত—জীবসমূহ শ্রীহরির নিত্য অনুচর। দ্বিবিধ পরতন্ত্রতত্ত্বের মধ্যে জীব—চেতনস্বরূপ; জীব ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন, অনন্ত ও অণুপরিমাণ; বদ্ধজীব ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। শুদ্ধজীব বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্বস্বরূপ।

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত—জীব ব্রহ্মের অংশ; পরমাত্মার মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া সংক্লেশ-নিকরাকর, জীব স্বরূপতঃ চেতন বা স্ব-প্রকাশ হইয়াও দুঃখের আধার। মুক্ত ও বদ্ধভেদে জীব দ্বিবিধ। মুক্তজীবের বহুত্ব। ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক মুক্তজীব শ্রীভগবানের সেবা করেন।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের মত—জীব পরমাত্মার অংশাংশিভাব বা ভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত। জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃস্বরূপ; জীব অণু-চৈতন্য, বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের অধীন। জীব সংখ্যায় অনন্ত। জীব ত্রিবিধ (১) মুক্ত, (২) বদ্ধমুক্ত, (৩) বদ্ধ। যাঁহারা শ্রীহরির পদাশ্রিত তাঁহারা 'মুক্ত'; যাঁহারা পূর্ব্বে মায়াবদ্ধ থাকিয়া সাধু-গুরু-কৃপায় ভগবৎ-কৃপা লাভ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা 'বদ্ধমুক্ত'; আর যাঁহারা ভগবৎ-বহির্ম্মুখতা স্বীকারকরতঃ মায়িকভোগে প্রমত্ত, তাঁহারা 'বদ্ধ'। মুক্ত, বদ্ধমুক্ত ও বদ্ধ জীবগণ আবার অবস্থাভেদে বহুপ্রকার। মুক্তগণ—পার্ষদ ও পার্ষদানুগত অবস্থায় বিবিধ। বদ্ধমুক্তগণ—পার্ষদ ও সাধকভেদে বিবিধ। বদ্ধজীবগণ—বিষয়ী, বিবেকী ও মুমুক্ষুভেদে বিবিধ। ভগবদ্ বহির্ম্মুখতাবশতঃই জীবের মায়াবদ্ধ সুতরাং একমাত্র ভগবৎ-প্রসাদেই জীব মায়ামুক্ত হন, অন্য উপায়ে নহে।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের মত—জীব বহুভবনেচ্ছু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের তিরোভূত-আনন্দাংশস্বরূপ 'চিদংশ'; নিত্য, সত্য, পরিমাণে অণু, সংখ্যায় বহু ও অনন্ত, উচ্চ-নীচ-ভাবাপন্ন, কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, আনন্দাংশের তিরোভাব-নিমিত্ত মায়ার বশীভূত; ভগবানের কৃপায় জীবে তিরোভূত আনন্দাংশের আবির্ভাব হইলে জীব ব্রহ্মাত্মক হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-প্রণীত **শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই,**—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০ [illegible])

"সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্য-সংসার'॥
'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ'-নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ॥
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২ পঃ)

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর মত,—

জীব—অণুচৈতন্য; জীব বহু ও নানাবস্থাপন্ন; ঈশবৈমুখ্যই তাহার বন্ধনের কারণ। ঈশসাম্মুখ্যই তৎস্বরূপাবরণ ও তদ্গুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বন্ধন মোচন করিয়া স্বরূপসাক্ষাৎকার লাভ করায়। জীব পরমাত্মার 'অংশ', 'ভগবদ্দাস', জীবসমূহ স্বরূপতঃ সকলেই জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ভোক্তা। বদ্ধজীব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন, মুক্তজীব ভক্তির তারতম্যে ভিন্ন; জীব—নিত্যমুক্ত, বদ্ধমুক্ত ও বদ্ধভেদে ত্রিবিধ। জীব ব্রহ্মাত্মক কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্মের শক্তিরূপে তাঁহার অংশ।

মায়া বা শক্তিতত্ত্ব-বিষয়ে—

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত—মায়া 'অনির্ব্বাচ্য'; তাহা অসৎ ও নহে, সৎ-পদবাচ্যও নহে; শ্রৌতদৃষ্টিতে 'মায়া' তুচ্ছ, আর যুক্তির দ্বারা দেখিলে 'অনির্ব্বচনীয়' বলিতে হয় আর লৌকিক দৃষ্টিতে তাহাকে বাস্তব মনে হয়। এই মায়া জগতের বীজশক্তি, পরমেশ্বরের অধীনা। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান্; ঈশ্বরের শক্তিসমূহ অতর্ক্য।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মত—মায়া পরব্রহ্মের 'শক্তি', ত্রিগুণাত্মিকা 'প্রকৃতি' বিচিত্র-সৃষ্টিকারিণী, পরমেশ্বর মায়াশক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। শক্তিকে ধর্ম্মবিশেষ অথবা বৃত্তিবিশেষ বলিতে পারা যায়। পরব্রহ্মের শক্তি সনাতন এবং স্বাভাবিক আর শক্তি স্বরূপানুবন্ধিনী।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মত—শ্রীহরির শক্তি—মুখ্যারূপে মায়া অমুখ্যারূপে প্রকৃতি। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা; বিষ্ণুর বশীভূতা প্রকৃতিই শক্তি। সৃষ্টিকালে উক্ত প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-নামক ত্রিবিধ বিভাগ হয়। সদ্‌গুণ প্রকাশিকা 'শ্রী' সত্ত্বগুণস্বরূপা, ভূ-সৃষ্টিসম্পাদিকা বলিয়া 'ভূ' নামে এবং রঞ্জনকারিণী বলিয়া রজঃ নামে কথিতা। আর দুর্গা-প্রকৃতি জীবের গ্লানিদায়িনী বলিয়া তমঃরূপে কীর্ত্তিতা, উক্ত প্রকৃতিত্রয়ে আবদ্ধ বলিয়া জীবগণ মুক্তিলাভে অসমর্থ। সমস্ত প্রকৃতিই সমস্তকে বদ্ধ করেন, তথাপি বিশেষরূপে শ্রী-প্রকৃতি দেবগণকে, ভূ-প্রকৃতি মনুষ্যগণকে এবং দুর্গা-প্রকৃতি দৈত্যগণকে আবদ্ধ করেন।

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত—মায়া ঈশ্বরাধীনা, জীবকে পীড়ন করে বলিয়া ইহা অবিদ্যা পদ-বাচ্যা। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সংবিৎ-শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের মত—মায়া—প্রধানাদি-পদবাচ্যা এবং ত্রিগুণময়ী। পরব্রহ্মের অসংখ্য শক্তিসমূহের মধ্যে 'চিৎ' ও 'অচিৎ' শক্তিদ্বয় অন্যতম। চিৎ-শক্তিদ্বারা ভগবান্ জীবকে এবং অচিৎ শক্তিদ্বারা জগৎকে সৃজন করেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের মত—মায়া—পরব্রহ্মের শক্তি, জীবের মোহনকারিণী ও স্বরূপের আচ্ছাদিকা-ভেদে দ্বিবিধ বৃত্তিবিশিষ্টা। শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জ্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, ইচ্ছাশক্তি ও মায়া—এই দ্বাদশটি শ্রীভগবানের মুখ্যা শক্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রণীত **শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই,—**

> "মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ ;
> জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ ॥"
>
> (চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

"এই সব শব্দ হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক।
মায়া—কার্য্য, মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

"মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর প্রধান।
মায়া নিমিত্ত হেতু, প্রকৃতি বিশ্বের উপাদান॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

"অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
'ইচ্ছাশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি', 'জ্ঞানশক্তি' নাম॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি।
'চিচ্ছক্তি', 'জীবশক্তি' আর 'মায়াশক্তি'॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর মত,—

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। উহা তমো-মায়াদি শব্দবাচ্যা এবং ঈশ্বরের ঈক্ষণে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করেন। বিচিত্র-সৃষ্টিকারিণী পারমেশ্বরী শক্তি—মায়া সত্য, উহা অনির্ব্বাচ্যা নহে। জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই চারিটি শক্তিমদ্ ব্রহ্মের শক্তি।

শ্রীহরির পরা, অপরা ও অবিদ্যানাম্নী ত্রিবিধ শক্তি। পরা শক্তি আবার সংবিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তি-নামে প্রকাশিত।

জগৎ-তত্ত্ববিষয়ে—

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত—জগৎ—ব্রহ্মের বিবর্ত্ত; মায়াশক্তিমান্ ব্রহ্মই জগৎরূপে অবভাসিত। মায়োপহিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা। ঈশ্বর—কারণ, জগৎ—কার্য্য। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জগতের সত্তা আছে, কিন্তু পারমার্থিক বিচারে জগৎ—মিথ্যা, অর্থাৎ জগৎ বলিয়া কিছুই নাই।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মত—জগৎ—ব্রহ্মের স্থূল শরীর। স্থূল-সূক্ষ্মরূপ সমগ্র জগৎ তাঁহার শরীর হইলেও ঈশ্বরের কর্ম্ম-সম্বন্ধ গন্ধ নাই। স্থূল-সূক্ষ্ম চিদচিৎ—ব্রহ্মের শরীর। সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়কালে উহা ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীররূপে বনলীন বিহঙ্গের ন্যায় নাম-রূপ বিভাগশূন্য হইয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অবস্থিত থাকে এবং সৃষ্টিকালে নাম-রূপাদি দ্বারা বিভক্ত হইয়া স্থূলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের উপাদানত্ব অর্থাৎ জগৎরূপে পরিণতি দ্বারা ব্রহ্মের স্বভাবের বৈপরীত্য ঘটে না। ইহাই ব্রহ্মে স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মত—জগৎ—সত্য; কল্পের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া কল্পাবসান পর্য্যন্ত উপাদানকারণ প্রকৃতি হইতে ঘটাদি পর্য্যন্ত নানা কার্য্যরূপে পরিণাম এবং কল্পান্তে প্রকৃত্যাখ্যা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি। জীবের অদৃষ্ট ও যোগ্যতানুসারে ভগবান্ নানারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং অদৃষ্ট-পরিসমাপ্তিতে জগতের নাশ করেন। তখন কারণরূপে জগতে অবস্থান করেন। এই বিশ্ব—সত্য এবং ভগবান্ বিষ্ণুর বশবর্ত্তী, ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্ত্তমান, জগৎ-সৃষ্টি ব্রহ্মের ঈক্ষণপূর্ব্বিকা।

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত—জগৎ—ব্রহ্মের কার্য্য। ব্রহ্ম-সমবায়ী এবং ব্রহ্মস্বরূপ এই জগৎকার্য্য সত্য। সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম যখন সত্য ও নিত্য তখন কার্য্যরূপ এই জগৎও সত্য ও নিত্য। মৃত্তিকারূপকারণে যেরূপ ঘটাদি কার্য্য বিদ্যমান থাকে বলিয়াই মৃত্তিকা হইতে ঘটাদির উৎপত্তি সম্ভব হয়, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে জগদ্রূপ কার্য্য সর্ব্বকারণ ব্রহ্মবস্তুতে বিদ্যমান থাকে। উপাদান-কারণ-ব্রহ্মের জগদ্রূপ-অবস্থাও এইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তিমাত্র। অতএব জগৎ বস্তুর কার্য্য বলায় বস্তুতে কোন প্রকার বিকারদোষ আরোপিত হইতে পারে না।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের মত—জগৎ—কার্য্য, ব্রহ্ম—কারণ। ব্রহ্ম শক্তিমান্, জগৎ তাঁহার শক্তি, ব্রহ্ম—চেতন, জগৎ—অচেতন, সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতে স্বাভাবিক ভেদ আবার উভয়ে স্বাভাবিক অভেদও সমানভাবে

সত্য। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সূক্ষ্মশক্তিরূপে এবং সৃষ্টিকালে বাস্তবপরিণামরূপে নিত্য সত্য।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের মত—জগৎ—ভগবৎকার্য্য, ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্ট। ব্রহ্ম জগদ্রূপ কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগদ্রূপ কার্য্য সর্ব্বকারণ ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকে, জগৎ প্রবাহের ন্যায় গমনশীল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—**

"সেই ত' মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান 'প্রধান', 'প্রকৃতি'॥

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ-কারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন॥" (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ)

"জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৩)

"অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৭ম পঃ)

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর মত,—

সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তিনিবন্ধন জগৎ ‘সত্য’। জন্মাদি—অনিত্যতাযুক্ত জগৎ সত্য হইলেও অনিত্য, জগৎ ব্রহ্মাধীন। জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণত্ব ব্রহ্মের পারমার্থিক। পরাখ্যশক্তিমদ্রূপে নিমিত্তকারণত্ব এবং জীব-প্রকৃতি-শক্তিমদ্রূপে উপাদানকারণত্ব।

কার্য্যস্বরূপ জগৎ পরিণামশীল বা অনিত্য হইলেও জগৎকারণ বহিরঙ্গা শক্তি অনিত্যা নহে। পরমাত্মার অন্তরালে সূক্ষ্মভাবে স্থূলজগতের কারণ অবস্থিত থাকে।

সাধন-তত্ত্ববিষয়ে—

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত—কেবল ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক অর্থাৎ কোন্‌টি নিত্য এবং কোন্‌টি অনিত্য, তাহা অবধারণ করা; ঐহিক এবং আমুষ্মিক বিষয়ভোগে বৈরাগ্যলাভ; শম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম; দম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম; উপরতি অর্থাৎ বিষয়ানুভব হইতে বিরতি; তিতিক্ষা-অর্থে শীত-গ্রীষ্মাদি সহ্য করা; সমাধি-অর্থে আত্মতত্ত্বে মনঃসংযোগ; শ্রদ্ধা-শব্দে গুরুবাক্যে ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস এবং মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রভৃতি সাধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। নিত্যশুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাব ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষ-লাভের কারণ। এই জ্ঞান-লাভের জন্য শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা সমাধি লাভ করিতে হইবে। উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়, সেই উপাসনা সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে হইয়া থাকে। যজ্ঞের অঙ্গকে ব্রহ্ম-বোধে উপাসনা, প্রতীকোপাসনা, অহংগ্রহোপাসনাও আশ্রয়ণীয়।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মত—ভক্তিই নিরতিশয় প্রিয় ও একমাত্র প্রয়োজনীয় এবং তাহা অন্যান্য সমুদয় বস্তুতে বিতৃষ্ণাজনক জ্ঞানবিশেষ। সেই ভক্তিযুক্ত আত্মা দ্বারাই ভগবান্ বরণীয় ও ভক্তগণের লভ্য। নিরন্তর সম্বন্ধবিশিষ্ট জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগই এইপ্রকার পরমভক্তিরূপ

জ্ঞানবিশেষের উৎপাদক। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পরম পুরুষের উপাসনাই ভক্তিযোগ। পরাশরবাক্য যথা—'বর্ণাশ্রমাচারবতা' শ্লোক।

উপাসনা পঞ্চ প্রকার—(১) অভিগমন অর্থাৎ দেবতা-স্থান-মার্গাদি সম্মার্জ্জন ও লেপনাদি, (২) উপাদান-অর্থে গন্ধ-পুষ্পাদি-পূজা-সাধন-সম্পাদন, (৩) ইজ্যা-অর্থে বিষ্ণুপূজা, (৪) স্বাধ্যায় অর্থাৎ অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসূক্ত-স্তোত্রাদি-পাঠ, নামসংকীর্ত্তন, তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, (৫) ভগবদনুসন্ধান।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মত—ভক্তি—ত্রিবিধা—(১) সাধারণী ভক্তি, (২) পরমা ভক্তি, (৩) স্বরূপভক্তি। সদ্গুরুর নিকট শাস্ত্রশ্রবণের পূর্ব্বে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা 'সাধারণী ভক্তি'। তবে সদ্গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় পাইয়াও শ্রৌতপথে তত্ত্বজ্ঞান-লাভের অভাবে ধন, পুত্রাদির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাদিকে সাধারণী ভক্তি বলা তো দূরের কথা, উহা অধমাধমা অর্থাৎ উহা অধমেরও অধম, উহা দ্বারা কখনও জ্ঞান বা মোক্ষ-লাভ হইতে পারে না।

অপরোক্ষজ্ঞান বা ভগবদ্দর্শনের পর যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা 'পরমা ভক্তি' উহা কর্ম্ম-অভিলাষাদি-বর্জ্জিতা বলিয়া 'অমলা ভক্তি' নামেও খ্যাতা। এই পরমা ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের পরম প্রসাদ লাভ ঘটে। মোক্ষের পর যে জীবস্বরূপে 'নিত্য ভক্তি' বর্ত্তমান উহাকে 'স্বরূপভক্তি' বা 'সাধ্যভক্তি' বলা হয়।

শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক স্বাত্ম-আত্মীয়-যাবতীয় বস্তু হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ, সুদৃঢ়, নিরুপাধিক স্নেহই 'ভক্তি' বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। এই ভক্তি দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়, অন্য উপায়ে নহে।

ভক্তির সাধনক্রম এইরূপ—প্রথমে শ্রদ্ধারূপা ভক্তি দ্বারা সাধু-শাস্ত্র-মুখে ভগবন্মাহাত্ম্য-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে অপরোক্ষ-সাধনীভূতা ভক্তির উদয় হয়। তারপর অপরোক্ষ-জ্ঞান-লাভান্তে 'পরমা ভক্তি' এবং তদনন্তর মুক্তি বা বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি লাভ হইয়া থাকে। তাহার পর স্বরূপভক্তি বা সাধ্যভক্তি উদিত হয়। ইহাই পরম সুখরূপিণী।

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত—যিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ এবং নিত্য অচিন্ত্য পূর্ণ আনন্দই যাঁহার একমাত্র বিগ্রহ সেই পরদেবতা ও তদ্রূপের ভজনই ভক্তি। শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রের আনুগত্যে নৃপঞ্চাস্যের (নরসিংহের) উপাসনা করেন। বিষ্ণুস্বামী শ্রীভগবন্নামাশ্রিত ছিলেন। তিনি উপাস্য, উপাসনা এবং উপাসকের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। তৎকৃত ভাষ্যে পাওয়া যায়—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের মত—শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠারূপ ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অনন্যভাবে একমাত্র ব্রহ্ম-শিবাদি-বন্দিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই কর্ত্তব্য। বিষ্ণু-ব্যতীত ইতর দেবতার উপাসনার নিন্দায় নরকপাত শ্রুত হয়।

উপাসনা বা ভক্তি দুইপ্রকার,—

(১) সাধনরূপী অপরা ভক্তি, (২) প্রেমলক্ষণা উত্তমা ভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তির দ্বারা প্রেম-লক্ষণা উত্তমা ভক্তির উদয় হয়।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের মত—'ভক্তিই' শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তি—সাধনরূপা ও সাধ্যরূপা-ভেদে দ্বিবিধা। সাধ্যরূপা ভক্তিই প্রেমলক্ষণা। ভক্তিপথে ভগবানের কৃপাই মুখ্য। ভক্তি পথ—মর্য্যাদা ও পুষ্টি-ভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্রীয় অনুশাসনানুযায়ী যে বৈধীভক্তি, তাহাই মর্য্যাদা-মার্গ, আর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের অনুগ্রহমাত্রের দ্বারা যে ভক্তি লাভ হয়, তাহাই পুষ্টিমার্গ। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎকৃষ্ণদাস গোস্বামি-বিরচিত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

> "কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
> ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
> এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
> কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥

কেবলজ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান-বিনা॥
কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥
এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ শুন, সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন॥
শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার 'স্বরূপ'-লক্ষণ।
'তটস্থ' লক্ষণে উপজয় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥
এই ত' সাধনভক্তি দুই ত' প্রকার।
এক 'বৈধীভক্তি', 'রাগানুগা ভক্তি' আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধীভক্তি' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
রাগাত্মিকা-ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে॥
ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ কথন॥
বাহ্য, আভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২ পঃ)

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর মত—

একান্তভক্তিই মুক্তির হেতু। ভক্তি মুক্তির হেতু হইয়াও স্বয়ং অহৈতুকী। সাধুসেবা ও গুরুসেবাই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়। সাধুসেবাদি-ব্যতিরেকে ঐ ভক্তি লাভ করা যায় না। ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থের সাধন। ঐ ভক্তি হ্লাদিনী ও সংবিদ্ শক্তির সারভূতা, সুতরাং ভক্তি—জ্ঞানরূপিণী ও আনন্দদায়িনী। জ্ঞানের সারই ভক্তি।

সাধনক্রম—সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, তাহার ফলে স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপ-বোধ-লাভ এবং তদুভয়ের সম্বন্ধজ্ঞান। তাহার পরে তদিতর বস্তুতে বৈরাগ্য-পূর্ব্বিকা ভক্তি এবং শ্রীভগবান্‌কে শ্রেষ্ঠরূপে বরণ ও সাক্ষাৎকার। নববিধা সাধনভক্তি, গুরুসেবাই ভগবদ্ভক্তিলাভের দ্বার, নিষ্কিঞ্চন মহতের চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ ব্যতীত হরিসেবা-লাভ অসম্ভব। ভগবান্ হইতে অভিন্নজ্ঞানে গুরু-সেবা। সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা-দীক্ষা ও সেবালাভ। পঞ্চসংস্কার-যুক্ত বৈধ ও রাগানুগা ভক্তিতে দীক্ষিত ব্যক্তিই শ্রীহরিপাদপদ্ম-লাভ করিয়া থাকেন। নবধা-ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দ্বিবিধা। ভক্তিভেদে ভজনীয়-ভেদ।

সাধ্য বা প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিষয়ে—

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত—ব্রহ্মজ্ঞানই পুরুষার্থ। 'তৎ-ত্বমসি' প্রভৃতি বেদ-বাক্যের শ্রবণ-মননাদির ফলে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় এবং স্বরূপোলব্ধিক্রমে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ করেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। তাঁহারা অণিমা-লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি লাভ করেন। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাদিগকে দেবযান পথে যাইতে হয় না, তাঁহারা মৃত্যুমাত্র মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। নির্গুণ ব্রহ্মবিদের অনাবৃত্তি নিত্যসিদ্ধ।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মত—পরব্যোমাধিপতি লক্ষ্মীনাথ শ্রীনারায়ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা ইঁহারা দেখিতে

পান না। সাধনাবস্থায় কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবানের তুষ্টিসাধন করিতে করিতে সাধ্যাবস্থা লাভ হয়। সাধ্যাবস্থায় জীবিতকালে বা জীবিতোত্তরকালে 'লক্ষ্মী-নারায়ণই একমাত্র আমার যথা-সর্ব্বস্ব'—এইরূপ জ্ঞানের সহিত ঐকান্তিক দাস্যরসাত্মক-ভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ-সেবা লাভ হয়। তাহাই শ্রীরামানুজ ও তদীয়গণের চরম প্রয়োজন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মত—জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তিই 'মুক্তি'। নির্ম্মলা, শুদ্ধা বা অহৈতুকী ভক্তিই জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তির সাধন। ইঁহাদিগের মত—বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি আর জীব-মুক্তির কারণ বিষ্ণুর শুদ্ধভজন। 'নৈজসুখানুভূতি'ই প্রয়োজন।

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত—মুক্তজীবগণ ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক নিত্য সচ্চিদানন্দতনু সবিশেষ শ্রীভগবানের সেবা করেন। তাহাতে পরানন্দ লাভ হয়।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের মত—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায় ভক্তিরস। ইহা দ্বারাই জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হয়।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের মত—শ্রীপুরুষোত্তম-প্রাপ্তিই প্রয়োজন। মর্য্যাদা ভক্তির ফল—সাযুজ্যরূপ ব্রহ্মভাব, আর পুষ্টিভক্তির ফল—ভজনানন্দ বা প্রেমানন্দ-লাভ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত **শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে** পাই,—

"এবে শুন ভক্তিফল 'প্রেম' প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে 'প্রেম' অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি-রসের সেই 'স্থায়ীভাব' নাম॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২৩ পঃ)
"সাধনের ফল 'প্রেম' মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার 'সেবন'॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫ পঃ)

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর মত—

ঐকান্তিক ভক্তির মোক্ষহেতুত্ব—ইহ ও পরলোকে কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা-ব্যতীত যাবতীয় কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম দ্বারা তন্ময়ত্ব, সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন। ঐকান্তিকী কৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তিই ভক্তির একমাত্র ফল। সেই ভক্তি যদি শাস্ত্রীয় (সম্বন্ধ) জ্ঞান ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তির সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই সদ্যঃ সদ্যঃ কৃষ্ণপ্রেমারূপ-প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকা-লিখন-কালে যে সকল গ্রন্থ হইতে বিবিধভাবে সাহায্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ের সাপ্তাহিক **'গৌড়ীয়'**, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ-সম্পাদিত মাসিক 'সজ্জনতোষণী', শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত—শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, মহাপ্রভুর শিক্ষা, তত্ত্বসূত্র, প্রমেয় রত্নাবলী এবং বিভিন্নস্থান হইতে প্রকাশিত শ্রীজীবপাদ-প্রণীত ষট্সন্দর্ভ ও সর্ব্বসংবাদিনী, শ্রীল সনাতন গোস্বামি-বিরচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত এবং শ্রীরূপপাদ-প্রণীত 'লঘুভাগবতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-সম্পাদিত 'ভামতী' টীকান্বিত শঙ্করভাষ্য সহিত 'বেদান্তদর্শনম্' ও ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন 'শ্রীভাষ্য'-সমেত; শ্রীমহেশ চন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনম্' (বেদান্তে মাধ্বভাষ্য), শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের বঙ্গানুবাদসহ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বেদান্তদর্শনম্' (গোবিন্দভাষ্য-সমেত), শ্রীমৎ সন্ত দাস বাবাজী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'বেদান্তদর্শনম্' (শ্রীনিম্বার্কভাষ্য) শ্রীব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যের হিন্দিভাষানুবাদ সহিত শ্রীবৃন্দাবনধামস্থ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ, শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত—ব্রহ্মসূত্র, শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামি কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বেদান্তস্যমন্তকঃ' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যদেব'

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', 'গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য', 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর' 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' এবং শ্রীমহেশ চন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ' (বঙ্গানুবাদ-সমেত) প্রভৃতি।

প্রাগুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-রচিত গ্রন্থগুলি অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত বিচারিত ও সংগৃহীত হওয়ায় আমাকে বহুলভাবে আশ্রয় লইতে হইয়াছে, বা অধিকতর সাহায্য করিয়াছে, তজ্জন্য আমি উক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তিনি একসময়ে আমাদের সতীর্থবররূপে পূজিত ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁহার বিচার কিছু স্বতন্ত্রতা লাভ করায় আমাদের বিরাগ-ভাজন হইলেও তদ্‌রচিত গ্রন্থ-সমূহ শাস্ত্রপিপাসুগণের নিকট, এমন কি, আধুনিক মনীষিবৃন্দের নিকট এক মহা-অবদানস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

বেদান্তের চতুর্থ-অধ্যায়ের সারমর্ম্ম অনুধাবন করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, এই অধ্যায়ে বিদ্যা অর্থাৎ ভক্তির ফল বিচারিত হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে '**ফলাধ্যায়**' বলা হয়। ইহাতেই জীবের প্রয়োজন-তত্ত্ব কথিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে ত্রয়োদশ অধিকরণে উনিশটি সূত্র পাওয়া যায়। ইহাতে মুক্তির স্বরূপ এবং মুক্তের প্রকারভেদ নির্ণীত হইয়াছে। শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গের পুনঃপুনঃ আবৃত্তির আবশ্যকতা কথিত আছে। ঐ আবৃত্তিবিধান আবার অপরাধসত্ত্বে তৎক্ষয়ের নিমিত্তও জানিতে হইবে। ঈশ্বরের উপাসনা আত্মবুদ্ধিতেই কর্ত্তব্য। মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি করা সঙ্গত নহে, কারণ ইন্দ্রিয় কখনও ঈশ্বর বা আত্মা হইতে পারে না। ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টির ন্যায় ব্রহ্মদৃষ্টিরও নিত্য কর্ত্তব্যতা আছে, কারণ ঈশ্বর অনন্তকল্যাণগুণময় বস্তু। তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বস্তুতে তাদৃশী ব্রহ্মদৃষ্টি অবশ্যই কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গের সূর্য্যাদি-জনকত্বও চিন্তনীয় হইতেছে কারণ তদ্রূপ চিন্তাতে উৎকর্ষই সিদ্ধ হয়। আসন-ব্যতিরেকে চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব হয় না সুতরাং স্মরণেও আসনের উপযোগিতা আছে।

যেরূপ স্থান ও কাল বিশেষে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়, সেইরূপ স্থানাদি ভগবদুপাসনাতে আশ্রয়ণীয়, এতদ্ব্যতীত দেশ, কাল, স্থানাদির কোন বিশেষ নিয়ম নাই। মোক্ষ-পর্য্যন্ত ত' উপাসনা করিতেই হইবে, মোক্ষের পরও উপাসনা করিতে হইবে। মুক্ত ব্যক্তির উপাসনার প্রয়োজন নাই—ইহা অসঙ্গত বিচার। ভগবানের উপাসনার নিত্যত্ব জানিতে হইবে। বিদ্যার প্রভাবে ক্রিয়মাণ পাপের অশ্লেষ ও সঞ্চিত পাপের ক্ষয় অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পাপের ন্যায় পুণ্যেরও বিদ্যা দ্বারা অশ্লেষ ও বিনাশ জানিতে হইবে। অনাদিভবপরম্পরায় সঞ্চিত অনারব্ধকার্য্য পাপ-পুণ্যেরই বিদ্যা দ্বারা বিনাশ হয়, আরব্ধকার্য্যের বিনাশ হয় না। বিদ্যা অতীব বলীয়সী। উহা সকল বেগই নিবৃত্ত করিতে পারে। ভগবদিচ্ছা-ভিন্ন আর কিছুই উহাকে স্থির বা রোধ করিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারাই দেহস্থিতি প্রভৃতি সঙ্গত হয়। বিদ্যোদয়ের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ বিদ্যারূপ ফল উৎপন্ন হইবার পর নিবৃত্ত হয়। ব্রহ্মৈকরত কোন কোন পরমাতুর নিরপেক্ষ ভক্তের ভোগ-ব্যতিরেকেই প্রারব্ধ পুণ্য ও পাপের ক্ষয় হয়। একে ত' বিদ্যার এইরূপ স্বাভাবিক সামর্থ্য, তাহার পর যদি পরমেশ্বর-প্রসাদ লাভ হয়, তাহার শক্তির কথা আর কি বলিব? শ্রীভগবানের প্রসাদে তাদৃশ জীব স্থুল-সূক্ষ্ম শরীরের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক পার্ষদশরীর প্রাপ্ত হইয়া শ্রুত্যুক্ত নিখিল ভোগসম্পন্ন হন।

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে দশটি অধিকরণে একুশটি সূত্র আছে। ইহাতে দেবযান-পন্থা ব্যাখ্যানের অভিপ্রায়ে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের দেহ হইতে উৎক্রমণের প্রকার বিচারিত হইয়াছে। বিদ্বানের বাগাদি স্বরূপতঃ মনে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ মনে বিলীন হয়। মন প্রাণেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রাণ দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা জীবেই সম্পন্ন হয়; জীব পঞ্চভূতেই মিলিত হয়। নাড়ীপ্রবেশের পূর্ব্বে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ উভয়েরই উৎক্রান্তি সমান। অজ্ঞ ব্যক্তিসমূহ একশত নাড়ীর দ্বারা গমন করে আর বিজ্ঞসকল ঐ একশত নাড়ীর অতীত একটি ঊর্দ্ধগত সুষুম্না-নামক মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করেন। যাঁহার শরীর-সম্বন্ধ বিনষ্ট হয় নাই, এইরূপ বিজ্ঞের পাপ-রাহিত্যভাবই তাঁহার অমৃতত্ব। কারণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্তই ঐ শরীর-

সম্বন্ধলক্ষণ-সংসার। যিনি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন তিনি পরব্যোমে গমন করেন। বিদ্বানের বাগাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও ভূতসমূহ সর্ব্বাত্মভূত পরব্রহ্মেই লীন হয়। কারণ ব্রহ্ম সকলের উপাদান ও তিনিই পরদেবতা; অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মার সহিত প্রাণাদির অবিভাগ অর্থাৎ তাদাত্ম্যাপত্তিই সিদ্ধ। তখন জীব প্রকৃতিবিমুক্ত ও বিশুদ্ধ হইয়া অপ্রাকৃত দেহ লাভকরতঃ পরব্রহ্মের নিত্যসান্নিধ্যরূপ সংযোগ অর্থাৎ মিলন প্রাপ্ত হন। বিদ্বান্ ব্যক্তি ভগবৎকৃপায় প্রকাশিত ঐ সুষুম্না-নাড়ী সংযুক্ত সৌররশ্মি দ্বারাই হরিলোকে গমন করেন। বিদ্বান্ ব্যক্তির মৃত্যু দিবাতেই হউক কিংবা রাত্রিতেই হউক, তাঁহার গমন রবিরশ্মি-অনুসারেই হইয়া থাকে। বিদ্বান্ ব্যক্তির যে কোন কালেই মৃত্যু হউক, বিদ্যার ফল তাঁহার প্রাপ্তি হইবেই। অজ্ঞ ব্যক্তি সকল উত্তরায়ণাদিতে মৃত হইলে তাঁহাদিগের সদ্গতির সম্ভাবনা আছে কিন্তু বিজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করিলেও তাঁহারা শ্রীহরিপদ লাভ করিবেন।

চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদে নয়টি অধিকরণ ও ষোলটি সূত্র আছে। এই পাদে ব্রহ্মলোকগমনের পথ ও প্রাপ্য ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাসকগণের মৃত্যু হইলে, তাঁহাদিগের পুত্র-শিষ্যাদি দাহাদি সংস্কার করুন আর না করুন, তাঁহারা অক্ষয় উপাসনার ফলে অর্চ্চিরাদি-মার্গে শ্রীহরিধামেই গমন করেন। তাঁহারা প্রথমে অর্চ্চিরাদি দেবতা, পরে অহরাদি দেবতা, তৎপরে পক্ষাভিমানিনী দেবতা, তাহা হইতে উত্তরায়ণাদি অভিমানিনী দেবতা, তাহা হইতে বৎসরাভিমানিনী দেবতা, তাহা হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎলোকে গমন করেন। ঐস্থানে অবস্থান-কালে ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে হরিধামে লইয়া যান। এই অর্চ্চিরাদি দেবতাবিশিষ্ট পথই দেবপথ। ইহাকে ব্রহ্মপথও বলে। এই পথে গমনকারীর আর মানবলোকে আগমন করিতে হয় না।

শ্রীপুরুষোত্তম নিজ উপাসকগণকে আনয়ন করিবার জন্য অতিবাহকার্য্যে অর্চ্চিরাদি দেবতাগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। অমানব পুরুষ বৈদ্যুতস্থান

হইতেই ব্রহ্মোপাসকগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। বিশেষস্থলে ভগবৎ-পার্ষদ ভূতল পর্য্যন্ত আসিয়া লইয়া গিয়া থাকেন। বাদরিঋষির মতে ব্রহ্মলোক-গমন বলিতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত আনয়ন অমানব পুরুষের কার্য্য এবং ব্রহ্মার লোক প্রলয়দশা প্রাপ্ত হইলে, তখন ঐ পুরুষগণ ব্রহ্মার সহিতই পরব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন। জৈমিনি ঋষির মতে ব্রহ্মশব্দের পরব্রহ্মেই মুখ্যবৃত্তি সুতরাং অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে পরব্রহ্ম শ্রীহরির লোকেই লইয়া যান। ঈশ্বরেচ্ছায় সকলই সম্ভব। অতএব ইহাই সৎসিদ্ধান্ত, বেদব্যাসের মতে নামাদির উপাসক প্রতীকাশ্রয় পুরুষ এবং সনিষ্ঠাদি অপ্রতীকাশ্রিত ব্রহ্মো-পাসক উভয়েই ভগবৎ-পদে নীত হন। কোন কোন নিরপেক্ষ ভক্তের সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবানই স্বপদ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। যাঁহারা নিরপেক্ষ ভক্ত অথচ ভগবদ্বিরহে অত্যন্ত কাতর, তাঁহাদিগের স্বপদ-প্রাপ্তির বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়াই স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বধামে লইয়া গিয়া থাকেন—ইহাই বিশেষ ব্যবস্থা। আর আতিবাহিক দেবতাগণের সহিত যে পরমপদ প্রাপ্তি, উহা সাধারণ ব্যবস্থা।

চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে এগারটি অধিকরণ এবং বাইশটি সূত্র আছে। এই পাদে মুক্তপুরুষগণের স্বরূপ নিরূপণান্তে ঐশ্বর্য্যাদি ভোগের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি দ্বারা পরজ্যোতিঃ স্বরূপ-প্রাপ্ত জীবের কর্ম্মবন্ধনবিনির্ম্মুক্ত গুণাষ্টকবিশিষ্ট স্বরূপের আবির্ভাব হয়। সংব্যোমপুরস্থ স্বরূপ-প্রাপ্ত জীবের শ্রীহরির সহিত সাযুজ্য-অর্থে সহযোগ লাভ হয়। আর পরজ্যোতিঃরূপ পদার্থও সেই উত্তম পুরুষ শ্রীহরি। জৈমিনির মতে ব্রহ্মসম্পন্ন জীব অপহতপাপ্মত্বাদি ও সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত নিখিলগুণ-ভূষিত হইয়াই আবির্ভূত হন, অবশ্য ঔড়ুলোমি বলেন—ব্রহ্মধ্যান দ্বারা অবিদ্যানির্ম্মুক্ত জীব চিদ্রূপ ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়া চিন্মাত্র-স্বরূপেই আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্বেদব্যাস সিদ্ধান্ত দিতেছেন যে, জীবের চিন্মাত্রত্ব নির্ণীত হইলেও গুণাষ্টক-বিশিষ্টত্ববিষয়ে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না, মুক্ত জীবের সঙ্কল্পমাত্রেই সমগ্র ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি স্বীকার্য্য। সেবারসাস্বাদনলুব্ধ মুক্তপুরুষগণ ঐ সুখৈশ্বর্য্য প্রধানা মুক্তির অপেক্ষা করেন না বরং হেয়ত্বই দর্শন করেন।

মুক্তপুরুষ সত্যসঙ্কল্প হইলেও পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্‌কেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া থাকেন, ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বাঞ্ছা করেন না। যাঁহাদের সাধনকাল হইতেই সেবা-সঙ্কল্প থাকে, সেই মুক্তপুরুষের অপ্রাকৃত বিগ্রহ লাভ হয়। তবে যাঁহাদের সাধনকালে সেবা-সঙ্কল্প থাকে না, তাঁহারা নিরাকার-লোভে বিগ্রহবিহীন হইয়া থাকেন। অবিগ্রহ মুক্তপুরুষেরও মানসসুখ অপরিহার্য্য। আর সবিগ্রহ মুক্তপুরুষের ভোগ জাগ্রত অবস্থার ন্যায় স্থুল। ভক্তিহেতুক ভগবৎ-প্রসাদ-ভোগেচ্ছাও ভক্তিমধ্যে গণ্য, তাহাতে কোন দোষ ঘটে না। ঈশ্বর হইতে মুক্তজীবের স্বাভাবিক পুরাতন প্রজ্ঞা প্রসৃতা হয়। নিখিল চিৎ ও অচিতের সৃষ্ট্যাদিরূপ জগদ্ব্যাপার কেবল ব্রহ্মেরই কার্য্য, উহা ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যে মুক্তপুরুষের সামর্থ্য আছে। জীবের অণুত্বপ্রযুক্ত স্বয়ং অনন্তানন্দ হইতে পারেন না, কিন্তু ব্রহ্ম দ্বারা তাঁহার অপরিমিত আনন্দলাভ হইতে পারে। ভগবদুপাসনা ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তল্লোকগত জীবের তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি নাই। সুতরাং মুক্তজীবের মুক্তি নিত্যা। জীব অসংখ্য জন্ম অতিক্রমের পর ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুর কৃপায় নিজাংশী ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারেন এবং তদিতর সমুদয় বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া ভগবদনুবৃত্তি দ্বারা পরিশুদ্ধ হন। তখন সেই অনন্তানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকে নিজস্বামী ও সুহৃত্তম অবগত হইয়া এবং সেই পরম রসস্বরূপ বস্তুকে প্রসাদাভিমুখরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আর স্বভাবতঃই পরিত্যাগ করিতে চান না। সুতরাং তাদৃশ মুক্তপুরুষের কখনও পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না।

এক্ষণে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রতি-পাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে—

বেদান্তসূত্রের **'প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক'** চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে ত্রয়োদশ অধিকরণে উনিশটি সূত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে :—

প্রথম—আবৃত্ত্যধিকরণে পাওয়া যায় যে, শ্রবণাদি ভক্ত্যাঙ্গের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির আবশ্যকতা আছে। মহাজনের আচরণেও তদ্রূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়—আত্মত্বোপাসনাধিকরণে কথিত হইয়াছে যে, ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ও মাধুর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বরকে আত্মবুদ্ধিতেই উপাসনা করিতে হইবে।

তৃতীয়—প্রতীকাধিকরণে পাওয়া যায় যে, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আত্ম-বুদ্ধি করণীয় নহে। যেহেতু প্রতীক ঈশ্বর হন না। উহা ঈশ্বর-জ্ঞানের অধিষ্ঠানমাত্র।

চতুর্থ—ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণে বর্ণিত হয় যে, ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টির ন্যায় ব্রহ্মদৃষ্টিও নিত্য কর্ত্তব্য। যেহেতু ঈশ্বর অনন্তকল্যাণগুণময় বস্তু, সেইহেতু তাঁহার উৎকর্ষবশতঃ তাঁহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করণীয়।

পঞ্চম—আদিত্যাদিমত্যধিকরণে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের অপ্রাকৃত চক্ষুরাদিতে সূর্য্যাদিজনকত্ব ধ্যানের দ্বারা চক্ষুরাদির উৎকর্ষই সিদ্ধ হয়। তাহা অলৌকিকত্ব-নিবন্ধন স্বীকার্য্য।

ষষ্ঠ—আসনাধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, আসনে উপবিষ্ট হইয়াই শ্রীহরিকে স্মরণ করা উচিত। চিত্তের একাগ্রতা-সাধনের পক্ষে আসনাদি আবশ্যক।

সপ্তম—একাগ্রতাধিকরণে দেখা যায় যে, যেরূপ স্থানাদিতে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইবে, সেইরূপ স্থানাদিতেই শ্রীহরির ধ্যানাদি-উপাসনা কর্ত্তব্য। ইহাতে দিগাদির কোন বিশেষ নিয়ম নাই।

অষ্টম—আপ্রায়ণাধিকরণে পাওয়া যায় যে, মোক্ষ পর্য্যন্ত তো উপাসনা করিতেই হইবে, এমন কি, মোক্ষের পরেও উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

নবম—তদধিগমাধিকরণে কথিত হয় যে, ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে ক্রিয়মাণ-পাপের অশ্লেষ ও সঞ্চিত পাপের বিনাশ হইবেই।

দশম—ইতরাধিকরণে দৃষ্ট হয় যে, পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অশ্লেষ ও বিনাশ হইবে।

একাদশ—অনারব্ধকার্য্যাধিকরণে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বসঞ্চিত অনারব্ধ কার্য্য—পাপ ও পুণ্যের ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা বিনাশ হয় কিন্তু আরব্ধ-কার্য্যের নাশ হয় না। যদিও অতি বলিষ্ঠা বিদ্যা সর্ব্বকর্ম্ম নিরবশেষে দগ্ধ করিতে সমর্থ, তথাপি ব্রহ্মবিদের দ্বারা উপদেশাদি প্রচারকার্য্য করাইবার নিমিত্ত পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ভক্তের দেহস্থিতি।

দ্বাদশ—অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণে দেখা যায় যে, বিদ্যোদয়ের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ বিদ্যারূপ ফল উৎপত্তির পর নিবৃত্ত হয়, নিত্যকর্ম্ম নষ্ট হয় না। নিত্যকর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য পুরাতন কর্ম্মের বিনাশ হয়।

ত্রয়োদশ—অতোঽন্যাপ্যধিকরণে পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবানে অনন্যা ভক্তিসম্পন্ন কোন কোন নিরপেক্ষ ভক্তের ভোগ-ব্যতিরেকেই প্রারব্ধ ক্ষয় হয়।

এক্ষণে একবিংশ সূত্র-সংবলিত দ্বিতীয় পাদের দশটি অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে—

প্রথম—বাগধিকরণে কথিত হইয়াছে যে, বাগাদি স্বরূপতঃই মনে সংযুক্ত হয়, যেহেতু বাক্ থামিয়া গেলেও মনের চেষ্টা দেখা যায়।

দ্বিতীয়—মনোঽধিকরণে পাওয়া যায় যে, সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মন প্রাণে সংযুক্ত হয়।

তৃতীয়—অধ্যক্ষাধিকরণে দেখা যায় যে, প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা জীবে প্রবেশ করে।

চতুর্থ—ভুতাধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, পঞ্চভূতেই জীব মিলিত হয়।

পঞ্চম—আসৃত্যুপক্রমাধিকরণে পাওয়া যায় যে, নাড়ী প্রবেশের পূর্ব্বে বিজ্ঞের ও অজ্ঞের উৎক্রমণ সমানই। কেবল নাড়ীপ্রবেশ দশায় প্রভেদ হইয়া থাকে। বিজ্ঞের সুষুম্না নাড়ী দ্বারা প্রবেশ হয়।

ষষ্ঠ—পরসম্পত্ত্যধিকরণে কথিত হয় যে, **বিজ্ঞের বাগাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও ভূতসমূহ সর্ব্বাত্মভূত পরব্রহ্মেই সংযুক্ত হয়।**

সপ্তম—অবিভাগাধিকরণে পাওয়া যায় যে, অচিচ্ছক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মার সহিত প্রাণাদির অবিভাগ অর্থাৎ তাদাত্ম্যাপত্তিই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অষ্টম—তদোকোঽধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিদ্বানের শতাধিক সুষুম্না-নাড়ীযোগে ঊর্দ্ধগতি অসম্ভব নহে, কারণ তিনি বিদ্যাসামর্থ্যে শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই উক্ত নাড়ী চিনিতে পারেন।

নবম—রশ্ম্যনুসার্য্যধিকরণে কথিত হইয়াছে যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির দিবাতেই মৃত্যু হউক আর রাত্রিকালেই মৃত্যু হউক, তাঁহার গতি রবিরশ্ম্যনুসারী হইয়া থাকে। দিবা বা রাত্রির কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

দশম—দক্ষিণায়নাধিকরণে পাওয়া যায় যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির যে কোন কালেই মৃত্যু হউক না কেন, বিদ্যার ফল পাইবেনই। দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও বিদ্যা দ্বারা প্রতিবন্ধক কর্ম্মের সর্ব্বথা ক্ষয় হয় এবং ভগবৎপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। উত্তরায়ণ-শব্দের বাচ্য আতিবাহিক দেবতা।

এক্ষণে ষোড়শ সূত্রবিশিষ্ট তৃতীয় পাদের নয়টি অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে—

প্রথম—অর্চ্চিরাদ্যধিকরণে পাওয়া যায় যে, সকল বিদ্বান্ই প্রাথমিক অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

দ্বিতীয়—বায়্বধিকরণে কথিত হইয়াছে যে, সংবৎসর ও আদিত্যের মধ্যে দেবলোক ও বায়ুলোকের সন্নিবেশ।

তৃতীয়—তড়িদধিকরণে পাওয়া যায় যে, তড়িতের অর্থাৎ বিদ্যুল্লোকের পর বরুণলোকের সন্নিবেশ; যেহেতু বিদ্যুৎ ও বরুণের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। অতএব অর্চ্চিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাপতি পর্য্যন্ত দ্বাদশটি স্তর অথবা কাহারও মতে ত্রয়োদশপর্ব্বযুক্ত, ব্রহ্মলোক অর্থাৎ পরব্যোমাখ্য শ্রীহরিলোকে গমনের পদ্ধতি সিদ্ধ হইতেছে।

চতুর্থ—আতিবাহিকাধিকরণে দেখা যায় যে, শ্রীভগবান্ নিজ উপাসকগণকে নিজ সমীপে লইয়া যাইবার জন্য অতিবাহকার্য্যে অর্চ্চিরাদি দেবগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

পঞ্চম—বৈদ্যুতাধিকরণে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণুপার্ষদগণ বিদ্যুল্লোব পর্য্যন্ত আসিয়া বিদ্বান্ পুরুষ অর্থাৎ উপাসকগণকে পুরুষোত্তম-ধামে লইয় যান।

ষষ্ঠ—কার্য্যাধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাদরির মতে অর্চ্চিরাদি দেবগণ উপাসককে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকেই লইয়া যান।

সপ্তম—পরং জৈমিনিরিত্যধিকরণে পাওয়া যায় যে, মহর্ষি জৈমিনির মতে অমানব পুরুষ উপাসককে পরব্রহ্ম-ধামেই লইয়া যান।

অষ্টম—অপ্রতীকালম্বনাধিকরণে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীবাদরায়ণের নিজ-মতে নামাদির উপাসক প্রতীকাশ্রয় পুরুষ এবং সনিষ্ঠাদি অপ্রতীকাশ্রিত ভগবদুপাসক উভয়েই ভগবৎপদে নীত হইয়া থাকেন।

নবম—বিশেষাধিকরণে পাওয়া যায় যে, নিরপেক্ষ অতীব ভগবদ্বি-রহকাতর ভক্তগণের পক্ষে শ্রীভগবানের স্বপদ-প্রাপ্তির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সনিষ্ঠাদি উপাসকগণের আতিবাহিক দেবতাগণের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তির উল্লেখ, সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ভগবদ্বিরহে পরম-আর্ত্ত, নিরপেক্ষ ভক্তের স্বপদপ্রাপ্তির বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীভগবানই স্বয়ং তাঁহাদিগকে গরুড়-বাহনে নিজ নিকটে লইয়া যান।

এক্ষণে দ্বাবিংশ সূত্রযুক্ত এই অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের একাদশটি অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে—

প্রথম—সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণে পাওয়া যায় যে, জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির দ্বারা জীব পরজ্যোতিঃ সম্পন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার কর্ম্মবন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হইয়া গুণাষ্টকবিশিষ্ট স্বরূপের আবির্ভাব হয়।

দ্বিতীয়—অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণে কথিত হইয়াছে যে, পরজ্যোতিঃ-প্রাপ্ত মুক্তপুরুষ পরম পরাৎপর পুরুষের সাযুজ্য অর্থাৎ সহযোগ লাভ করেন। সাযুজ্য-অর্থে সহযোগ বুঝায়।

তৃতীয়—ব্রাহ্মাধিকরণে দেখা যায় যে, জৈমিনির মতে—ঈশ্বরের অপহতপাপ্মত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত গুণাষ্টক মুক্ত জীবে উপন্যস্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ আবির্ভূত হয়। ঔড়ুলোমির মতে জীব অবিদ্যা নির্ম্মুক্ত হইয়া চিদ্রূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া চিন্মাত্রস্বরূপেই আবির্ভূত হন।

চতুর্থ—উপন্যাসাধিকরণে কথিত হইয়াছে যে, মুক্তজীবের চিন্মাত্র-স্বরূপতা নিরূপিত হইলেও গুণাষ্টকযুক্ততার বিরোধ নাই। ইহাই শ্রীবাদরায়ণ মনে করেন।

পঞ্চম—সংকল্পাধিকরণে পাওয়া যায় যে, মুক্ত পুরুষের সংকল্পমাত্রেই ভোগ-প্রাপ্তি হয়; কিন্তু এই সকল স্ব-সুখৈশ্বর্য্য-প্রধানা মুক্তি শ্রীভগবানের সেবারসাস্বাদলুব্ধ মুক্ত পুরুষগণ কামনা করেন না।

ষষ্ঠ—অতএব চানন্যাধিকরণে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীপুরুষোত্তমের অনু-গ্রহের আবির্ভাব-হেতু উদ্ভূত সত্যসংকল্পত্ববশতঃ মুক্ত জীব অনন্যাধীন অর্থাৎ শ্রীপুরুষোত্তম-ভিন্ন অন্য কাহারও নিয়ন্ত্রণাধীন হন না। তিনি বিধি-নিষেধেরও অতীত। কেবল শ্রীপুরুষোত্তমের সেবাতেই আনন্দ লাভ করেন।

সপ্তম—অভাবাধিকরণে পাওয়া যায় যে, পরমজ্যোতিঃ-প্রাপ্ত মুক্ত-পুরুষের বাদরি ঋষির মতে বিগ্রহাদি নাই। জৈমিনি ঋষির মতে মুক্ত-পুরুষের বিগ্রহাদিভাব আছে। আর বাদরায়ণ শ্রীব্যাসদেবের নিজমতে সত্যসংকল্পতাহেতু মুক্তপুরুষের অবিগ্রহত্ব ও সবিগ্রহত্ব—উভয় স্বরূপই সিদ্ধ।

অষ্টম—তন্বভাবাধিকরণে কথিত হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষের অবিগ্রহ অবস্থায়ও মানস-সুখ অপরিহার্য্য এবং সবিগ্রহাবস্থায় ভোগ জাগ্রদ্দশার মত

হয়। মুক্ত জীবের ভগবৎ-প্রসাদস্বরূপ ভোগ্যবস্তুতে ভক্তিবশতঃই স্পৃহার উদয় হয় এবং সেবাবুদ্ধিতে ভোগ হইয়া থাকে।

নবম—প্রদীপবদাবেশাধিকরণে পাওয়া যায় যে, মুক্তপুরুষের ঈশ্বর কর্তৃক প্রজ্ঞা প্রসৃত হওয়ায় তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন।

দশম—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জাধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, চিদ্-জড়াত্মক সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও নিয়ন্তৃস্বরূপ জগদ্ব্যাপার একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মেরই কার্য্য। তদ্ব্যতীত অন্য সকল কার্য্যে ঈশ্বরের মত মুক্ত-পুরুষের সামর্থ্য আছে।

একাদশ—অনাবৃত্তিরিত্যধিকরণে পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞানের সহিত তাঁহার উপাসনার ফলে বৈকুণ্ঠধামগত মুক্ত জীবের আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সংসারতরণের একমাত্র উপায়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল কথা, বেদান্তসূত্রের চতুর্থ-অধ্যায়ে জীবের সাধন-ফল বিচারিত হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম ফলাধ্যায়।

অনেকের ধারণা বেদান্তশাস্ত্রখানি—জ্ঞানশাস্ত্র, উহা ভক্তিমূলক নহে, সুতরাং ভক্তের অবশ্য পাঠ্য নহে। সে-সম্বন্ধে আমার একমাত্র প্রার্থনা যে, সকলে একবার শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভক্তিসহকারে চারি অধ্যায়-সমন্বিত বেদান্তসূত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, বেদান্ত ভক্তিমূলক সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র। ইহা অধ্যয়নে জানা যায়—জীবের কৃষ্ণ-তত্ত্বই—সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই—অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই—প্রয়োজন। কিন্তু ভক্ত-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় ভজনানুষ্ঠান-ব্যতিরেকে তত্ত্বের অনুভূতি বা প্রাপ্তি সম্ভব নহে। অতএব মহাজনানুগত্যে মহাজন-প্রদর্শিত পথে নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে হরিভজন করাই বেদান্ত-পাঠের একমাত্র সার্থকতা।

অধমের উপলব্ধি—

সম্বন্ধ-অভিধেয়াদি আর প্রয়োজন।
বেদান্তসূত্রেতে তাহা আছয়ে বর্ণন॥

শ্রীব্যাসের সূত্র যদি কর অধ্যয়ন।
গোবিন্দভাষ্য তাহার করিবে গ্রহণ॥
বেদান্তের গূঢ়-মর্ম্মে তবে প্রবেশিবে।
মনে আর কোন দ্বিধা নাহিক রহিবে।
চারি-অধ্যায়-বেদান্ত আছে বিরচিত।
প্রথম-দ্বিতীয় আছে **সম্বন্ধ**-সহিত॥
শ্রীহরি-সম্বন্ধজ্ঞান শাস্ত্রে-সমন্বিত।
কুতর্ক-শ্রুতিবিরোধ সকল বর্জ্জিত॥
তৃতীয় অধ্যায়ে আছে নাম **অভিধেয়**।
যাহাতে পাইবে ভাই **ভক্তির বিষয়**॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ নহে মুখ্য অভিধেয়।
অন্যাভিলাষশূন্যতা প্রধান নিশ্চয়॥
আনুকূল্যে কৃষ্ণ ভজি' পায় কৃষ্ণভক্তি।
সৌভাগ্যবানের হয় তাহাতে প্রসক্তি॥
গুরু-কৃপাবলে হয় প্রাপ্যে তৃষ্ণালাভ।
প্রাপ্যেতর বৈরাগ্য ত' তাহাতে সম্ভব॥
উপাস্য-গুণোপাসনা আছে সুবর্ণিত।
সমগ্র বেদ শাখায় তাহাই নির্ণীত॥
বিদ্বান্ ব্যক্তির যবে হয় কৃষ্ণ-জ্ঞান।
তাহাই বেদবিদ্যার প্রকৃত সন্ধান॥
চতুর্থ অধ্যায়ে আছে **প্রয়োজন-তত্ত্ব**।
প্রেমের মহিমা আর **নামের মহত্ত্ব**॥
উপাস্য-পার্ষদরূপা গতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
একান্তি-ভক্তগণের তাহাই অভীষ্ট॥
আমা হেন অধমের কিসে গতিলাভ।
গুরুকৃপা-বিনা আর নাহিক সম্ভব॥
বৈষ্ণবের কৃপা বিনা তাহা সুদুর্ল্লভ।
বৈষ্ণবেতে সেবা-বুদ্ধি পরম দুর্ল্লভ॥

বৈষ্ণবগণের পায়ে মোর নমস্কার।
অধমে করুন দাস প্রার্থনা আমার॥

এক্ষণে 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থখানির পাঠকবর্গের নিকট আমার একান্ত নিবেদন যে, অত্যল্পকাল মধ্যে এইরূপ একটি বিরাট্ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হওয়ায় নানাকারণে অনেক প্রকার দোষ-ত্রুটী ও ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ বিবিধ চেষ্টা-সত্ত্বেও মুদ্রাকর-প্রমাদ অনিবার্য্যরূপে হইয়া পড়ে। যাহা হউক, সুধী ও ভক্ত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা আমার সকল দোষ ক্ষমাপন পূর্ব্বক নিজগুণে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনকরতঃ গ্রন্থের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাকে বাধিত ও কৃতার্থ করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসর
৫ গোবিন্দ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৩,
বাং ১৪ই ফাল্গুন (১৩৭৬)
ইং ২৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৭০)।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-
সেবাপ্রার্থী—
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী
(গ্রন্থ-সম্পাদক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

আজ শুভা মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি। এই শুভ তিথিতে আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** আবির্ভূত হন। সেইহেতু এই তিথিবরা আমাদের পরম-পূজ্যা, পরম-আরাধ্যা ও পরম-বরণীয়া। শ্রীগুরুদেব শ্রীব্যাসাভিন্নতত্ত্ব বলিয়া শ্রীগুরুপূজা-বাসরকে নামান্তরে **শ্রীব্যাসপূজা-বাসর** বলা হয়। মদভীষ্ট শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণায় ও প্রেরণায় তৎসংকল্পিত **'বেদান্তসূত্রম্'** গ্রন্থখানির চতুর্থ অধ্যায় আজ আত্মপ্রকাশ পাইতেছেন অর্থাৎ সমগ্র গ্রন্থটি আজ সম্পূর্ণ হইলেন। ইহাতে শ্রীগুরুদেবের কিঞ্চিৎ মনোঽভীষ্ট-পূরণের আশায় মাদৃশ হতভাগ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে

অক্ষম তথাপি কিঞ্চিৎ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইয়াও শ্রীগুরু-কৃপায় যে এইরূপ বিপুলাকার গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশে সমর্পিত হইতে পারিল, ইহাই অধমের আনন্দের বিষয়। গ্রন্থের প্রতিটি খণ্ডেই একটি 'উৎসর্গপত্রম্' মুদ্রিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীকরকমলে এই গ্রন্থখানি সমর্পণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছি। তথাপি এই চতুর্থ অধ্যায়টি তদীয় অবির্ভাব-তিথিতে প্রকাশলাভ করায় তাঁহারই শ্রীচরণকমলের অপূর্ব্ব অমৃতময়ী স্মৃতির উদ্দীপনা জাগ্রত করিতেছে। তাই সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে অধমের প্রার্থনা এই যে, জন্মে জন্মে যেন এই প্রভুবরের শ্রীচরণ-স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক গৌরপার্ষদ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের অনুসরণে গাহিতে পারি,—

"শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তম গতি.
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেম-ভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥"

আমি বদ্ধ জীব, সর্ব্বদা অনর্থগ্রস্ত, মাদৃশ অত্যন্ত অধমকেও যিনি নিজ-গুণে কৃপাপূর্ব্বক অতি বাল্যবয়সে স্বীয়চরণে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের করুণায় আজও পারমার্থিক জীবন বহন করিয়া চলিতেছি, সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য হইলেও যিনি অলক্ষিতভাবে অহৈতুকী করুণা প্রকাশপূর্ব্বক বিবিধ গ্রন্থ-প্রকাশে শক্তি সঞ্চার করতঃ স্বীয় আশ্রয়-মহিমা প্রকট করিতেছেন, সেই মদভীষ্ট প্রভুপাদ নিত্যকাল আমার আশ্রয়

হউন, আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। যাঁহার কৃপা হইলে ভগবৎ-কৃপা হয়, যাঁহার অপ্রসন্নতায় কুত্রাপি কোন গতি নাই, সেই প্রভুবর আমাকে স্বীয় ধামে স্বীয় চরণতলে স্বীয় ভক্তবৃন্দের আনুগত্যে স্বীয় মনোভীষ্ট সেবায় নিয়োজিত রাখুন—ইহাই অধমের কাতর নিবেদন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

যে মহাপুরুষপ্রবরের অহৈতুকী করুণায় মাদৃশ হতভাগ্য জীব সংসার সমুদ্র-উত্তরণের উপায় পাইয়াছে; যাঁর কৃপাবলে অজ্ঞানান্ধ আমি জ্ঞানের আলোক দেখিতে পাইয়াছি; যাঁহার করুণা-বলে ভক্তিসাম্রাজ্যের ভক্তি-সিদ্ধান্তসমমণির সন্ধান লাভ করিয়াছি; যাঁহার কৃপাদৃষ্টিপ্রভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উজ্জ্বল-বিজয়-পতাকা হস্তে লইয়া দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছি, যাঁহার কৃপাশক্তিকণ-মহিমায় আজ ভুবনপাবন বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইতে পারিয়াছি; যাঁহার ভুবনমঙ্গলময়ী লীলা-দর্শনে অধমের হৃদয়ে বাতুল হইয়াও আকাশস্থ চন্দ্র-গ্রহণের ন্যায় এক দারুণ আশার সঞ্চার হইয়াছে, যাহাতে শ্রীস্বরূপ-রূপানুবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর "মুক্তাচরিত" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের অনুসরণে শ্রীরূপানুগ-আশ্রয়-বিগ্রহ-সেবকগণের পশ্চাতে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদের আনুগত্যে গান করিবার প্রয়াস হইতেছে—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্রস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

এই প্রভুবরের কিছু করুণার কথা, কিছু মহিমার কথা, কিছু অবদানের কথা 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থের পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস হইয়াছে,

কারণ যাঁহার কৃপাবলে আজ আপনারা এই বিপুল গ্রন্থখানি পাইলেন এবং যিনি প্রকটকালে এই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সমগ্র জগতের মানব-মনীষার নিকট স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহার ভুবনমঙ্গলময় অবতারে, অসংখ্য মঠস্থাপন দ্বারা, অসংখ্য জীবন্ত মৃদঙ্গস্বরূপ তদীয় নিপুণ শিষ্যবৃন্দের দ্বারা এবং অসংখ্য ভক্তিশাস্ত্র-প্রকাশরূপ শাস্ত্রপ্রচার দ্বারা, শত শত ভাবে, শত শত কণ্ঠে, শত শত প্রকারে—সমগ্র পৃথিবীতে বেদান্তের ধর্ম্ম কি? তাহা পরিস্ফুট করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার সংক্ষিপ্তভাবে বেদান্তসূত্রের পাঠকগণকে বিজ্ঞাপন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। যদিও তিনি আজ আর পৃথিবীতে সাধারণ-দৃষ্টিতে প্রকট নহেন। তথাপি—"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"—এই দৃষ্টান্তানুসারে, অপ্রকট হইয়াও ভাগ্যবানের দৃষ্টিতে প্রকট আছেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রকটকালীন অতিমর্ত্ত্য লীলাবলী এখনও শ্রদ্ধাবানের হৃদয়ে তাঁহার আচার্য্যোচিত অসমোর্দ্ধ মহিমার জাগ্রত জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য দিতেছে।

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম **শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ** বিশ্ববাসীর নিকট সাধারণতঃ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠাদির প্রতিষ্ঠাতৃ আচার্য্যরূপে পরিচিত, কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্তগণের নিকট এতদধিক তাঁহার শ্রীগৌর-নিজজনত্ব ও শ্রীরাধানিজজনত্ব-স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। এই মহাপুরুষ ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শুক্রবারে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় শ্রীপুরুষোত্তম ধামে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের হরিকীর্ত্তন-মুখরিত বাস-ভবনে শ্রীভগবতী দেবীর ক্রোড় আশ্রয় পূর্ব্বক অবতীর্ণ হন। আবির্ভাবকালেই শিশুর অঙ্গে দিব্যজ্যোতিঃ এবং স্বাভাবিক উপবীত পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীজগন্নাথদেবের পরা শক্তি শ্রীবিমলাদেবীর নামানুসারেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শিশুর নাম শ্রীবিমলা-প্রসাদ রাখিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহনান্তে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নামে পরিচিত হন।

শিশুর আবির্ভাবের ছয় মাস পরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাস-গৃহের সম্মুখে যখন রথ তিন দিবস অবস্থান

করিয়াছিলেন, তখন মাতৃদেবীর ক্রোড়ে আরোহণ পূর্ব্বক রথে উপস্থিত হইয়া এই শিশু হস্ত প্রসারণ করতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করা মাত্র শ্রীজগন্নাথদেবের গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী মালা শিশুর মস্তকে পতিত হয়। শুনা যায়, অন্নপ্রাশনান্তে ভাবি-রুচিপরীক্ষাকালেও এই শিশু অন্য দ্রব্যাদি গ্রহণ না করিয়া কেবল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটিকেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ইহাতেও অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, এই শিশু ভবিষ্যৎকালে একজন ভাগবত-ধর্ম্মবেত্তা মহাপুরুষরূপে প্রকাশ পাইবেন। মহাপুরুষের যে ৩২টি লক্ষণের কথা পাওয়া যায়, শিশুর অঙ্গে তাহা সমুদয় প্রকটিত ছিল। প্রবীণ জ্যোতিষী শিশুর কোষ্ঠী গণনা করিয়াও সেই সব লক্ষণের কথা বর্ণন করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই আমাদের এই প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্যত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে। সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই বালককে শ্রীহরিনাম ও শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্ররাজ প্রদান করেন। এই অতিমর্ত্ত্য বালক পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত থাকা কালেই Phonetic Typeএর মত একটি নূতন লেখন-প্রণালী আবিষ্কার করেন এবং উহার নাম Bicanto বা বিকৃন্তি হইয়াছিল।

এই বালকের আট নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালেই ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ইহাকে শ্রীকূর্ম্মদেবের পূজার মন্ত্র ও অর্চ্চন-বিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তদবধি এই বালক নিয়মিতভাবে শ্রীকূর্ম্মদেবের পূজা, তিলকাদি সদাচার-গ্রহণ করিতেন। এই শ্রীকূর্ম্মদেবের মূর্ত্তিটি আবার শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহের ভিত্তি-খননকালেই পাওয়া গিয়াছিল।

এই বালকের অতি অল্প বয়সেই গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ আলোচনায় স্বাভাবিক প্রতিভা দেখা দেয় এবং অত্যল্পকালের মধ্যে গণিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অভূতপূর্ব্ব প্রতিভা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তদানীন্তন তদ্‌ বিষয়ের পণ্ডিতগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

এই বালক ছাত্রজীবন হইতেই কোন অসৎ প্রকৃতির বালকের সঙ্গে মিশিতেন না। অসৎসঙ্গ-ত্যাগে সুদৃঢ়সঙ্কল্প এবং অকপট সাধুসঙ্গের প্রতি

তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা আশৈশব তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই অদ্ভুত মেধা ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, স্কুলের পাঠ্যপুস্তক না পড়িয়া ভক্তিগ্রন্থ আলোচনায় অধিক মনোযোগী ছিলেন। সর্ব্বদা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে ভাল বাসিতেন। সংস্কৃত কলেজে পড়িবার কালেও এই প্রভুবর কলেজের পাঠ্য পুস্তক পড়িবার পরিবর্ত্তে কলেজ লাইব্রেরীর প্রধান প্রধান পুস্তকগুলি পড়িয়াছিলেন। কলেজের অতিরিক্ত সময় বৈদিক পণ্ডিতের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতেন। স্বীয় স্থাপিত 'সারস্বত চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপনাকালেও ইনি পৃথগ্‌ভাবে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' অধ্যয়ন করিতেন এবং অত্যল্পকালমধ্যেই সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাঠ শেষ করেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যেরূপ প্রথমে বিদ্যাবিলাসলীলায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া দিগ্বিজয়াদি-অন্তে শ্রীহরিকীর্ত্তন-প্রচারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমাদের এই প্রভুবরের লীলায়ও তদ্রূপ আচরণ দেখিতে পাই।

এক সময়ে তিনি ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের আনুগত্যে তীর্থ-ভ্রমণেও বহির্গত হইয়াছিলেন। তীর্থ-ভ্রমণান্তে তাঁহাতে এক অদ্ভুদ্ বৈরাগ্যলীলা দৃষ্ট হয়। তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে নিয়মিতভাবে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতপালন আরম্ভ করেন। সেই সময়ে স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন পূর্ব্বক ভূমিপৃষ্ঠে পাত্রহীন-অবস্থায় রাখিয়া ভোজন, শয্যাদি বিহীনভাবে ভূমিতে শয়ন করিতেন এবং সর্ব্বদা শ্রীনাম ভজন করিতেন। এই প্রভুবরের ভক্তি-অনুকূল বৈরাগ্য-আচরণের কথা-শ্রবণে সহজেই গৌরপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের বৈরাগ্যের কথা মনে পড়ে।

কিয়দ্দিন পরে তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশানুসারে অবধূত-শিরোমণি শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষালাভ করেন।

এক সময়ে তিনি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুগমনে প্রত্যহ অপতিতভাবে তিন লক্ষ শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শতকোটি-মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। কখনও তিনি গৌড়মণ্ডলে, কখনও ক্ষেত্রমণ্ডলে,

কখনও বা ব্রজমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও তিনি ভজনে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন তথাপি বিভিন্ন তীর্থ-ভ্রমণ, পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখন, বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, বিভিন্ন সৎ-সম্প্রদায়ের তথ্য-আলোচনা, নবদ্বীপে গৌর-মন্ত্র-সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদান্তর্গত শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ এবং অন্যান্য শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধার পূর্ব্বক গৌর-মন্ত্রের নিত্যত্ব স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে গমনপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা পুনঃ প্রচার, 'ভাগবত যন্ত্রালয়' নামক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক স্বরচিত অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রকাশ, 'সজ্জনতোষণী' নামক পত্রিকার সম্পাদন প্রভৃতি বহুবিধ প্রচার কার্য্য করিতে থাকেন।

পরিব্রাজকবেষে পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে নিত্যসিদ্ধ বিদ্বৎ-সন্ন্যাসী হইয়াও এই মহাপুরুষ দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন এবং গুরুবর্গের পরমহংস-বেষের অসমোর্দ্ধ-মহিমা সংরক্ষণার্থ ইংরাজী ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ শ্রীগৌর-জন্মবাসরে শ্রীধাম-মায়াপুরে বৈদিকবিধান মতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক 'পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নামে পরিচিত হন' এবং অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস নামেও আত্মপ্রকাশ করেন, সংক্ষেপে "**শ্রীশ্রীপ্রভু-পাদ**" নামে শিষ্যগণের হৃদয়ে স্থান লাভ করেন। উক্ত দিবসেই শ্রীধাম-মায়াপুরে চন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ-স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই প্রভুবর আচার্য্যলীলা পূর্ণভাবে প্রকাশ পূর্ব্বক বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীগৌরবাণী প্রচারের লীলা গ্রহণ করিলেন। ক্রমশঃ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন মঠ স্থাপিত হইতে লাগিল, বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল, সৌভাগ্য-বান্ লোকসমূহ নানাদিগ্‌দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক প্রভুবরের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় পাইতে লাগিলেন।

বিভিন্ন লোক শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে আদর্শ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। নিষ্কপট সমর্পিতাত্ম গুরু-সেবকগণ আচরণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের আনুগত্যে বিশ্বের সর্ব্বত্র

বিভিন্ন ভাষায় গৌরবাণী প্রচারের এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রকট করিলেন। সে কথা স্মরণ করিলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-প্রেরিত তদীয় নিত্য পার্ষদ নিজজন, জীবোদ্ধারকল্পে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা সহজেই অনুভবের বিষয় হয়।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হইবেক কীর্ত্তি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥"

—এই শ্রীগৌরবাণী শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের লীলায় যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিতান্ত পামরজনও স্বীকার না করিয়া পারিবে না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য-চরিতকথা তাঁহার প্রিয় সেবকগণ বিভিন্ন প্রবন্ধে, বিভিন্ন গ্রন্থে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্নভাবে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আমি গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে ঐতিহাসিক বর্ণনে এখানেই নিবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের প্রভুবরের লীলায় প্রধানতঃ দুইটি বিষয় লক্ষ্যীভূত হয়, তন্মধ্যে একটি স্বীয় 'অন্তরঙ্গ ভজনের' কথা, যাহা তদীয় আশ্রিতকুলের মধ্যে যাঁহাদের অনর্থ বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারাই ধরিতে পারিয়াছেন। তাহার নিদর্শন পাই—কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়া বিরহকাতরা ব্রজবধূবর্গ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার নিজস্ব স্থান রাধাকুণ্ডে আনিয়া শ্রীরাধার সহিত মাধ্যাহ্নিক লীলায় মিলনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাধাকুণ্ডে মাধ্যাহ্নিক লীলায় সূর্য্য-পূজার ছলনা থাকায় বাহিরের লোক সূর্য্য-পূজার অভ্যন্তরের গূঢ় উদ্দেশ্যটি যেমন ধরিতে পারে না, সেইরূপ প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ ভজন-লীলা-শিক্ষার বাহিরে যে একটি বঞ্চনাময়ী লীলার ভাব ছিল, তাহা মাদৃশ হতভাগ্য অনেকেই ধরিতে পারে নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশের মধ্যে আমরা পাই—"মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম"। বিপ্রলম্ভরসপরিপোষ্টা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত থাকিয়া কৃষ্ণবিরহ-জনিত দিব্যোন্মাদ লীলায় জগন্নাথ-দর্শনে যে ভাব প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবেন, কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাহাঁ এই পদ মাত্র করয়ে গায়ন॥
"সেই ত' পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু॥"
এই ধুয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই—এ ভাব অন্তর॥
এইভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক॥
"যঃ কৌমারহরঃ...চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১।৫৩-৫৮)

এই পদ্যসমূহের অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"শ্রীমহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া সুদীর্ঘ মাথুর বিরহভাব গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্তিমান্ প্রাকট্যই জীবের একমাত্র সাধন জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ৮২ অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণদর্শনোৎসুকা গোকুলবাসিনী ব্রজগোপীসকল কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে গ্রহণোপলক্ষ্যে গমন করিয়া যেরূপ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচলপতি-দর্শনে তদ্ভাবেরই দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠান। গোপললনাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপনোদন করিয়া কৃষ্ণকে গোকুলের মাধুর্য্য-আস্বাদনে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ জগন্নাথদেবকে বৃন্দাবনরূপ গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখী রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীর হৃদয়ের ভাব গান করিয়া পরকীয়বিহারস্থলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিপ্রলম্ভময়ী লীলা-দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা রাধাবন নবদ্বীপের মধ্যদ্বীপে ও গোদ্রুমে তাঁহার রাধাকুণ্ডের মাধ্যাহ্নিক-লীলা-স্ফূর্ত্তি, কোণারকের অর্কমন্দিরে অর্কপূজার ভাবোদ্দীপন,

সূর্য্যকুণ্ডে মধ্যাহ্নকালে গমনপূর্ব্বক মাধ্যাহ্নিক লীলার নিত্যসিদ্ধভাবে বিভাবিত হইবার আদর্শ প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লীলার আর একটি দিক্, বাহ্য জগতের লোক আকর্ষণ অর্থাৎ কৃষ্ণবিমুখ জীবসাধারণকে বিমুখতা ছাড়াইয়া কৃষ্ণের দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা। জীব যতই মায়ার দিকে প্রবলবেগে ছুটিয়া যাইবার পথ আবিষ্কার করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, সেই সকল পথ হইতে তাহাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদ বলদেবাভিন্ন মূর্ত্তিতে কর্ষণ পূর্ব্বক হরিভজনের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য কত না উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহা তাঁহার ভুবনপাবনী লীলার মধ্যে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের 'দয়াশক্তি'র অবতার বলিয়াও অবগত হইয়াছি। শ্রীচৈতন্যদেব এক সময়ে যে মহাবদান্যময়ী লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক জীবোদ্ধারের জন্য কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বন্যা আনিয়া সকলকে ডুবাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের শ্রীপ্রভুপাদও কৃষ্ণকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জগতে কৃষ্ণকথা প্রচারের এক অভিনব প্লাবন আনিয়াছিলেন। আমরা অনেকে খোল-করতাল সহযোগে কীর্ত্তনকেই কীর্ত্তন মনে করিয়া থাকি এবং অনেকের ধারণা যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব্বদা খোল-করতালসহযোগেই কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে দেখিতে পাই,—

"নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১)

অর্থাৎ বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধ মতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যগণকে কৃপাচক্র দ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

পুরীতে 'সার্ব্বভৌম-উদ্ধার' কাশীতে 'প্রকাশানন্দ-উদ্ধার' গৌরলীলার প্রসিদ্ধ ঘটনা। একদিকে যেমন 'জগাই-মাধাই-উদ্ধার' করিয়াছেন, অন্যদিকে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মীরী ও সার্ব্বভৌমাদি মহাপণ্ডিতবর্গকে, প্রতাপরুদ্রের ন্যায় রাজন্যবর্গকে, বিধর্ম্মী চাঁদকাজীকে ও পাঠানগণকে উদ্ধার

করিয়াছিলেন আবার শ্রীরূপ-সনাতন, রঘুনাথাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে স্বীয় চরণে আকর্ষণ পূর্ব্বক অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ-লীলার সহায়করূপে স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও অসংখ্য অসৎমতকে নিরসন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বিমলবৈষ্ণবধর্ম্ম আচারমুখে প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল জগতে প্রচলিত দুইটি প্রবল মতবাদকে তিনি শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা বিবিধভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার একটি কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ, অপরটি মায়াবাদ। তিনি তাঁহার রচিত 'বঙ্গে সামাজিকতা'-গ্রন্থে আধুনিক প্রচলিত বহু মতবাদের আলোচনা করিয়া গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন—"উপরি-লিখিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভাব-সমূহ বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কামরাজ্যে মায়ায় অভিভূত হইয়া অনন্ত-চমৎকার-তত্ত্ব বাদ-গহ্বরে নিহিত। স্বার্থ-প্রতিষ্ঠাশাশূন্য হইলে বাস্তবিক কামরাজ্যের মূর্ত্তিমান্ প্রকাশ নিষ্কাম-প্রেমরাজ্য সুস্পষ্টরূপে উদয় হন। তখন আর সেই নিত্য অনন্ত চমৎকার-প্রকাশকে কাহারও অপেক্ষায় পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য অনিত্য মায়িক কামসমূহকে প্রধাবিত করাইতে হয় না। তখন আর জড়ীয় সাকার বিনাশ পূর্ব্বক জড়ীয় নিরাকারের প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার দাম্ভ করিতে হয় না। কামসমূহের ভাব তৎকালে অখিল-চমৎকারকারীর প্রেম-প্রকাশে বিলীন হইয়া যায়। বর্ণগত ও ধর্ম্মগত সমাজ তৎকালে এক ও অদ্বিতীয় হইয়া পড়ে। তথায় দ্বিত্বনিবন্ধন বিরোধফলের পরিবর্ত্তে চমৎকারিতা মূর্ত্তিমতী। হেয়কামরাজ্যে ও উপাদেয় প্রেমরাজ্যে জীবসত্তা থাকে। পরমপ্রেম থাকে বলিয়াই জীবসত্তা।

কামরাজ্যে জীবসত্তার নিত্যবৃত্তি স্বার্থজড়কাম। অতএব এই পর্য্যন্ত কামরাজ্যের কেন্দ্র। এক্ষণে কেন্দ্রের বাহিরে আসিয়া জীব স্বীয় তটস্থা অবস্থায় অবস্থিত হইবামাত্রই পরমপ্রেমময়, প্রেমবৃত্তি-পরিচিত জীবকে, মায়ারচিত কামের পরিচর্চ্চা হইতে মুক্ত দেখিয়া পরা ভক্তি প্রদান করেন। এই পরা ভক্তি বৃত্তিপরিচয়ক্রমে তাঁহাকে আর তটস্থা শক্তিতে ফিরিয়া গিয়া পরম নির্ব্বাণে বদ্ধ হইতে হয় না। জীব ভগবৎপ্রেমের অনুক্ষণ সেবা-ক্রমেই নিত্যবৃত্তিতে নিত্য প্রকাশিত হন।

চিন্ময় জীবের এই পরমপ্রেমরাজ্যে যিনি প্রাপঞ্চিককামে জড়ীভূত জীবকে তাহার ক্ষুদ্র কামবুদ্ধি হইতে পৃথগ্‌রূপে প্রকট করাইয়াছেন, যিনি বিবদমান অনন্তছায়াশক্তি হইতে পৃথক্ প্রেমশক্ত্যাধার বিচিত্র অবিরুদ্ধ প্রেমবিগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাঁহারই অনন্যাশ্রয় পরমসৌভাগ্যবান্ জীবের একমাত্র ধর্ম্ম এবং তৎপরিচয়ই একমাত্র বর্ণ। কামজবর্ণ ও কামজধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে কামজপ্রশ্নকারী জীবের নিকট তিনি লব্ধস্বরূপ হইয়া লব্ধ-বৃত্তিক্রমে বর্ণ ও ধর্ম্মের মূলীভূত অদ্বিতীয় জীববর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এইরূপ নিজ বর্ণধর্ম্মগত সমাজের পরিচয় দেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

[আমি (শুদ্ধজীবাত্মা) বিপ্র নহি, নরপতিও নহি, বৈশ্য বা শূদ্রও নহি, আমি বর্ণধর্ম্মান্তর্গত নহি—গৃহস্থও নহি, বানপ্রস্থ বা যতিও নহি, কিন্তু নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতসিন্ধু যে গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ, আমি তাঁহারই পদকমলের দাসদাসানুদাস।]

সাত্বত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের শুদ্ধদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তসমূহের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক যে অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ-রূপ সার্ব্বজৈবিক নিত্য-সিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাহাও 'বঙ্গে সামাজিকতা'-গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—"ভগবান্‌ই একমাত্র পরমপ্রেমাধার। ভগবানের স্বরূপ নিত্য প্রেমময়। ভগবত্তা ও জীবত্ব নিত্য প্রেমপ্রাকট্যহেতু নিত্যসিদ্ধ। জীব—অণুচৈতন্য। চিদ্ধর্ম্মই প্রেম। চৈতন্যধর্ম্মবশতঃ জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। প্রেমরাজ্যে জীবের স্বতন্ত্রতার ক্রিয়াই ভগবদ্দাস্য বা ভক্তিলাভ বা প্রেমপ্রাকট্য। তটস্থ-অবস্থা হইতে প্রেম অনুদিত থাকিলে স্বতন্ত্রধর্ম্মক্রমে জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম

দ্বিবিধ কামজ আবরণ ঘটে। এই আবরণ-মুক্ত হইলে জীব কামের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রেমরাজ্যে নিত্য প্রীতি-বিগ্রহ লাভ করেন।

ভগবান্ অনন্তশক্তিমান্। স্বশক্ত্যধিষ্ঠিত ভগবানের নিত্য প্রকটলীলায় অনন্ত-বিচিত্রতা নিত্য। ভগবত্তার নিত্যত্বে জীবত্ব নিত্য। শক্তির বিচিত্রতা-নিবন্ধন পরমতত্ত্ব পঞ্চধা নিত্য ভেদাবস্থিত হইয়াও এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। বিভুচৈতন্য—ঈশ্বর; জীব—অণুচৈতন্য; জড়-ব্রহ্মাণ্ড-প্রসূতি—প্রকৃতি; বিভুচৈতন্যের প্রাকট্যাত্মক—কাল ও অণুচৈতন্যের প্রকটবৃত্তিই কর্ম্ম। কাল ও কর্ম্ম অপ্রাকৃতিক ও প্রাকৃতিক রাজ্যদ্বয়ে পরম-চমৎকার ও পরমহেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর প্রাকৃত আবরণের অন্তর্গত হইবার যোগ্য নন। জীব অণুত্বনিবন্ধন চিন্ময় হইয়াও তাটস্থ্যধর্ম্মক্রমে প্রকৃতিবশযোগ্য। শক্তি ত্রিবিধা, ত্রিবিধা হইয়াও স্বরূপশক্তির আশ্রয় হইতে প্রকটিতা, স্থিতা ও তাহাতেই অবস্থিতা। ভগবানের অন্তরঙ্গশক্তি হইতে ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ, চিন্ময়ধাম ও চিন্ময় নিত্য ব্যূহসমূহ। বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে এই অনিত্য জড়জগতের সত্যস্থিতি। অন্তরঙ্গা শক্তিতে স্বরূপশক্তি ও তদ্রূপ বৈভবশক্তি প্রকটিত। বহিরঙ্গা শক্তিতে সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ পরিণত। অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা এতদুভয় শক্তির তটে গণিতাগতসূত্রস্থানে তটস্থা-শক্তি; উহাই জীবের নিত্য প্রাকট্য-কেন্দ্র। জীবের আত্মধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্যবশে বহিরঙ্গা শক্তি আশ্রয় করিতে গেলে কাম তাঁহাকে বহিরঙ্গা শক্তি স্বরূপে উপলব্ধি করায়। ভগবৎপ্রেমের জন্য কামকে ত্যাগ করিলেই জীবের নিকট অন্তরঙ্গা শক্তি নিত্য প্রকটিত হন। জীবের বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় বহিরঙ্গা শক্তি বিকৃত অসীম স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচত্ব' ভাবই মঙ্গলকর। মোক্ষকামাদি দ্বারা তাঁহার ক্ষণিক তাটস্থ্য স্বরূপোপলব্ধি সম্ভব হইলেও বহিরঙ্গা শক্তিস্বরূপা আসক্তি চিদ্রাজ্যে যাইবার প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে। আসক্তিরূপ মায়ার নিকট হইতে বিদায় সিদ্ধান্তিত হইলে নিষ্কাম প্রেমের প্রাকট্যই জীবের নিত্য পরম বৃত্তি। জড়ীয়-কামনা-ক্রমে জীব দুঃখনিবৃত্তিরূপ সাযুজ্য-মুক্তিকেই প্রেম বলিয়া কল্পনা করে। বস্তুতঃ কাম ও প্রেম বিরুদ্ধজাতীয় পদার্থ। নরক পরিহার বা সাযুজ্যমুক্তি-কামনাও মায়িক ক্রিয়া। তথায় প্রেম নাই, অভাবনিবৃত্তিজনিত কাম

থাকে। ভক্তের নিকট স্বরূপশক্তির মূর্ত্তিমান্ রস নিত্য প্রকটিত; অতএব তাঁহার কামনা নাই। ভক্তের ভগবদ্বিরহজাত প্রেমকামী জীবের নিকট অভাব কল্পিত হইলেও ভগবদ্বিরহই প্রেমময়ের পরম প্রেম। ভগবৎপ্রেম এ-স্থলে কামীর কাম বিনাশ করায় প্রেম দেখিয়াও কামী প্রেমকে কামরূপে নির্ণয় করে। কামনারূপা মায়া বিরহজনিত অবস্থা দ্বারা তাঁহার নিত্য প্রেমকে আচ্ছাদন করিতে পারে না। বস্তুতঃ প্রাকৃত দ্রষ্টার নিকট উচ্ছলিত প্রেমকেই আবরণ করে। ভগবন্নাম ও ভগবান্ নিত্য ও এক বস্তু। ভক্ত অনুক্ষণ নামাবির্ভাবেই প্রাকৃত কামের উপাসনার অবসর পান না। কামজ দশাপরাধ শূন্য হইয়া নাম উচ্চারিত হইবামাত্রেই নিত্য নূতন পরম-চমৎকার মূর্ত্তিমান্ মহারস প্রেম—রূপ, গুণ, লীলা-বিশেষে নিত্য প্রকট হইয়া হেয়ত্বের অবসর দেয় না। যে-কাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা ও কাম থাকে, তৎকালাবধি নাম ও ভগবানে কাম-জনিত ভেদ-বোধ থাকে। অতএব নাম-নামী চিদ্‌বিগ্রহ-চিদ্বিগ্রহী প্রভৃতি ভেদে ভগবদ্বিগ্রহে পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট হইলে কামের হস্ত হইতে মুক্তি হয় নাই জানিতে হইবে। এমন কি, মহারসের নিত্য স্বকীয় ভেদ দর্শন করিতে গেলেও কাম-গন্ধ থাকে।"

বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিত সমাজে **'বেদান্ত'** বলিতে নির্ভেদ-জ্ঞান-প্রতিপাদক বিচার-গ্রন্থই নির্দ্দিষ্ট হইত; কিন্তু আমাদের শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ তাঁহার অসামান্য, অলৌকিক পাণ্ডিত্যপ্রতিভা দ্বারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন যে, ভক্তিই একমাত্র বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতামৃতই সহজ বা অকৃত্রিম বেদান্ত-নির্য্যাস। শ্রীচৈতন্যদেব, তাঁহার পার্ষদ-ভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাম্নায়ে যাবতীয় ভক্তগণের চরিত্র যেন একটি স-ভাষ্য ব্রহ্ম-সূত্র বা বেদান্ত।

বর্ত্তমান যুগে পণ্ডিত সমাজের মধ্যে অনেকের ধারণা এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থ বেদের পরবর্ত্তিকালে প্রকাশিত বলিয়া তৎপ্রতিপাদ্য বিষয় এবং তৎপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম আধুনিক কিন্তু আমাদের এই শ্রীপ্রভুপাদই পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট ঘোষণা করিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত-পুরাণ-প্রতিপাদ্য 'বিষয়'

ও 'ধর্ম্ম' সংহিতাদি অতি প্রাচীন গ্রন্থেরও পূর্ব্ব হইতে অনাদি-সত্যরূপে প্রচারিত রহিয়াছেন। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋক্-সংহিতার প্রকাশকালেরও বহুপূর্ব্বের কথা। পুরাণের আকর-গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বৈদিক-গ্রন্থ কালক্রমে অনেকগুলিই তিরোহিত হইয়াছেন। সেইগুলি পুরাণ-রচনা-কালের পরবর্ত্তিকালে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের আকর-গ্রন্থগুলি সম্প্রতি নিতান্ত দুর্ল্ল´ভ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের শ্রীগুরুদেব বর্ত্তমান ভাগবতবিমুখ-যুগে **শ্রীমদ্ভাগবতের যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা** প্রচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

আমাদের এই শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি-প্লাবিত বিশ্বে শব্দের বিদ্বদ্-রূঢ়ি প্রচার করিয়া এক মহা বিপ্লব ঘোষণা করিয়াছিলেন। জগতের সমগ্র মানবজাতির নিকট, 'পরোপকার', 'পরার্থিতা', 'নীতি', 'ধর্ম্ম', 'সেবা', 'মুক্তি', 'সাধনা', 'যোগ', 'ভক্তি', প্রেম', 'বিদ্যা', 'সত্য', 'সমন্বয়', 'উদারতা', 'বৈষ্ণবতা', 'দৈন্য', 'সুখ', 'দুঃখ', 'উন্নতি', 'অবনতি', 'স্বদেশপ্রিয়তা', 'স্পৃশ্যতা', 'অস্পৃশ্যতা', 'প্রকৃতিজন', 'হরিজন', প্রভৃতি শব্দ-মূলক পরিভাষাগুলি বহির্ম্মুখতার যে সকল বৃত্তি লইয়া প্রচারিত, আমাদের শ্রীপ্রভুপাদ ঐ সকল শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় সমূহ একমাত্র কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিবার আদর্শ আবিষ্কার করিয়া এক বিপ্লবের বাণী আনয়ন করিয়াছিলেন।

আমাদের শ্রীপ্রভুপাদ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—"শ্রীগৌরহরির কৈঙ্কর্য্যেই ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে। গৌরপদাশ্রয় ও কৃষ্ণসেবা—একই কথা। রাধাকৃষ্ণমিলিততনুই গৌর-বিগ্রহ। একই জিনিষকে কম বেশী মনে করিতে হইবে না। গৌরসুন্দরের দয়া অত্যধিক, কৃষ্ণচন্দ্রের মধুরিমা অতুল্য।"

গৌর নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মধুপুরী শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুর শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে গৌরলীলার রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে গোবর্দ্ধনস্বরূপ শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজপত্তন শ্রেষ্ঠ। ব্রজপত্তন শ্রীরাধা-

কুণ্ডের তটে বিভিন্ন শ্রীরাধাপ্রিয়সখীগণের কুঞ্জ এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলা-বিচার-বৈশিষ্ট্য, আবার ব্রজমণ্ডলে ও ব্রজপত্তনে তলবকার উপনিষদের "তদ্বন" শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দ্বাদশরসাত্মক দ্বাদশ ব্রজবন ও নবধা ভক্তিরসাত্মক নবদ্বীপবনের কথা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্" মন্ত্রে কামদেবের উপাসনার কথাও জানাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার গৌর-নিত্যজনত্বেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনাম, রূপ, গুণ, পরিকর বৈশিষ্ট্য ও লীলা—সকলই তাঁহার রাধানিত্যজনত্বের প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তাঁহার—'বার্ষভানবী-দয়িতদাস' নাম, শ্রীরূপের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণকারী—অপ্রাকৃতরূপ, গুণ-মঞ্জরীর সেবাপরাকাষ্ঠার উপযোগী গুণ, ভক্তিবিনোদবাণীকুঞ্জের সেবাময় পরিকরবৈশিষ্ট্য এবং কুণ্ডেশ্বরীর নিত্যসেবার্থ তৎপ্রিয়তমা শ্রীললিতার কুণ্ডভাগে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে নিত্য হরিকীর্ত্তন-প্রকাশাদি মহাবদান্যলীলা তাঁহার নিত্য রাধাজনত্বের গম্ভীর ও গূঢ়ভাবকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন যে, যেরূপ পাঞ্চরাত্রিক বিচারে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষালাভের পর দ্বিজত্ব লাভ হয়, সেইরূপ মধুর রতিতে রাগমার্গীয় সাধকের গুরুকৃপায় যে স্বরূপ-সিদ্ধি, তাহাই গোপীগর্ভে জন্ম গ্রহণ। পুরুষাভিমান-পরিত্যাগে যখন কাহারও নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত মধুর-রতি প্রকাশিত হয়, তখন তিনি নিজ অপ্রাকৃত-সেবাময়-প্রকৃতি-স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া অপ্রাকৃত গোপীর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। তিনি আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন যে, 'গোপীগর্ভে জাত না হইলে তারুণ্যামৃত, কারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত স্নানের বিচার আসে না'।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষপাতিত্ব অপেক্ষা শ্রীরাধার পক্ষপাতিত্ব অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকার পক্ষপাতিত্ব নিরপেক্ষতা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। সেব্য অপেক্ষা সেবকের পক্ষপাতিত্ব করিলে সেব্যের অধিকতর সেবার আনুকূল্য হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধা এবং সখার অনুগা মঞ্জরীগণের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ-তাৎপর্য্যও শ্রীরূপানুগ-বিচারে প্রদর্শন করিয়াছেন। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধার

নিরন্তর দাস্যকামনা করিলেও মঞ্জরীকে অপর সেবক কখনও রাধার শ্রীচরণ-সেবায় নিযুক্ত করিবার দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিয়া মঞ্জরী তথা শ্রীরাধার চরণে অপরাধ করিবেন না। শ্রীরাধা ও মঞ্জরী উভয়ই অপ্রাকৃত আশ্রয়-জাতীয় বস্তু। শ্রীরাধা স্বয়ংরূপা মূল আশ্রয়বিগ্রহ, এই মাত্র পার্থক্য। এই-জন্য শ্রীরাধার চরণে বা কৃষ্ণশক্তিগণের চরণে কখনও তুলসী প্রদান করিতে হইবে না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একদিন শ্রীরূপশিক্ষাস্থলীতে আধুনিক যুগের যুক্তি-বাদিগণকেও তাঁহাদের উপযোগী পরিভাষায় শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজনের সর্ব্বোত্তমতা বুঝাইতে গিয়া—"True and proper adjustment for being dovetailed with Krishna"-ই মানব জীবনের চরম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অকৃত্রিম সুসংস্থিতিই বৈজ্ঞানিকের পরিভাষায় "True and proper adjustment"; তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের পরিভাষায় সম্বন্ধ-অভিধেয়। Adjustmentকে শ্রীরূপের ভাষায় 'যুক্তবৈরাগ্য' বলা যাইতে পারে। এই adjustmentএর আধিক্য বা ন্যূনতা হইলে 'চ্যবতে পরমার্থতঃ' অর্থাৎ পরম প্রয়োজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে। Devotailed হওয়াই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্'; এই কৈবল্য ব্রজলীলার তুঙ্গবিদ্যার কথিত 'কৈবল্যং নরকায়তে' নহে; পরন্তু তাঁহার প্রেমময়ী সেব্যা ঈশার কেবল প্রেমা। শ্রুতি 'আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ' মন্ত্রোক্ত 'আহারশুদ্ধি' শব্দদ্বারা adjustment বা সুসংস্থিতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সুসংস্থিতি দ্বারাই সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ বাসুদেবের আবির্ভাব। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি মাধ্যমিক বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত adjustment হইলে অপরাপর রসবিগ্রহ মৎস্য, কূর্ম্মাদি স্বাংশতত্ত্বের সেবা তৎক্রোড়ীভূত থাকিয়াই সেবককে সর্ব্বোত্তমা অবস্থায় উপনীত করাইয়া থাকে।

বেদান্তসূত্রকার শ্রীমদ্ বেদব্যাস চারি অধ্যায়-সমন্বিত বেদান্তসূত্রে যে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় ভাষ্য-মধ্যে যাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন, আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ সেই সকল কথা, তাঁহার শত শত

বাণীর মধ্যে, শত শত লেখনীর মধ্যে, তাহা যে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যসহকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার সেই অসংখ্য দান-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 'সম্বন্ধ-বিষয়ক', 'অভিধেয়-বিষয়ক' এবং 'প্রয়োজন-বিষয়ক' দানবৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি সম্বন্ধ-বিষয়ক দানের মধ্যে "অধোক্ষজের" এবং তদুন্নত অধিকারে "কেবল বা অপ্রাকৃতের" কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দর্শনের আচার্য্যগণ সম্বন্ধ-বিষয়ে যে দান করিয়াছেন, সেই দানের গতি চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত, আর তাহা অশ্রৌত। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার্য্য শ্রীশঙ্কর যে অপরোক্ষ দানের কথা বলিয়াছেন, সেই অপরোক্ষানুভূতির দানের সীমা—নির্গুণ বিরজা অথবা তদূর্দ্ধ ক্লীব-ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত। তাহাও বস্তুতঃ শ্রৌতব্রুব অশ্রৌত দান। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দান—এই তিনটিই স্বরূপ-সম্বন্ধরহিত মনোধর্ম্ম-বিষয়ক।

আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের দান আরম্ভ হইয়াছে অধোক্ষজের শ্রীচরণতল আশ্রয় করিয়া। এই অধোক্ষজদানের গতি পরব্যোমে, যেখানে শ্রুতির গান আরম্ভ। অতএব ইহা শ্রৌত দান।

এই অধোক্ষজ বস্তু অর্চ্চা, অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—এই পঞ্চপ্রকারে প্রকাশিত। সেবকের সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশানুসারে ইঁহারা আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ, শ্রীরামানুজ, তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের অধোক্ষজ-দান অপেক্ষা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ ভক্তিবিনোদধারায় আগত 'কেবল বা অপ্রাকৃত'-দানের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন পূর্ব্বাচার্য্যগণের দান—পরব্যোমের নিম্নার্দ্ধের দান। কিন্তু পরব্যোমের উত্তরার্দ্ধের দান অর্থাৎ 'কেবল বা অপ্রাকৃত' রাজ্যের দান উজ্জ্বলরসের আচার্য্য শ্রীমতী রাধিকার ভাব-অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র

ভক্তিরসামৃতদাতা শ্রীরূপপাদের ও তাঁহার নিজজনগণের কৃপায়ই লভ্য হয়। এইজন্য আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বক্ষণ এই গীতিটি আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাজ্ জন্মজন্মনি॥"

শ্রীল প্রভুপাদ 'অভিধেয়-বিষয়ক'-দানবৈশিষ্ট্য বিষয়েও আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ভোগ বা কর্ম্ম—যাহা বুভুক্ষা নামে পরিচিত, ত্যাগ বা জ্ঞান—যাহা মুমুক্ষা—মায়াবাদ-নামে বিদিত, আর অষ্টাঙ্গযোগ—যাহা সিদ্ধি-বাঞ্ছা-নামে কীর্ত্তিত, উহা কেহ কেহ অভিধেয় বা উপায় বলিয়া প্রচার করিলেও উহার ফল কিন্তু আত্মবঞ্চনা বা কেতব। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু একমাত্র ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে। ভোগ বা ত্যাগে জীবের অধিকার নাই। বিশ্বের একমাত্র ভোক্তা—ব্রজেন্দ্রনন্দন, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে আত্মনিক্ষেপ পূর্ব্বক আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়ের সেবায় সমস্ত দ্রব্যের বিনিয়োগই জীবের স্বরূপধর্ম্ম। এই স্বরূপধর্ম্মই অভিধেয় বা 'ভক্তি'। উহা বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দ্বিবিধা। নাম বা বাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি মুখে এই অভিধেয়-ভক্তির যাজন হয়। বৈধী ভক্তিতে শ্রীরূপ-কথিত যুক্তবৈরাগ্য-আশ্রয়ের উপদেশ সর্ব্বদা তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। রাগানুগা ভক্তির নিদর্শনস্বরূপে 'পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু'—শ্রীমন্মহাপ্রভু-মুখোদ্গীর্ণ এই বাক্যটিও জানাইয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ-শিক্ষায় যে 'পঞ্চরাত্র' ও 'ভাগবত'—এই দুইটি ভগবদ্ভক্তির পথ বলিয়া জানাইয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ এই উভয়-পথের অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয়কারী। পঞ্চরাত্রপথে যে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন ও অর্চ্চন-বিষয়ক যাবতীয় বৈভব-বিস্তার, তাহা সান্তর অর্থাৎ ব্যবধান-যুক্ত। এই মতে নিরন্তর আনুষ্ঠানিক সেবা করা যায় না। কিন্তু ভাগবত-পথে শ্রীহরির শ্রীনাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদি বিপ্রলম্ভরসে নিরন্তর শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে পারা যায়। 'বহুভির্ম্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্' 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্'—এই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের

বাণীকেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য জানাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকটিত 'চেতোদর্পণমার্জ্জনা'দি সপ্তজিহ্বাযুক্ত সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নির আরাধনার জন্য পাঞ্চরাত্রিক ব্যাপারকে ক্রমমঙ্গলার্থ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান পূর্ব্বক কীর্ত্তনের অনুগত অর্চ্চন এবং কীর্ত্তন বা হ্লাদিনী—আশ্রয়-বিগ্রহের সেবা বা আনুগত্যের প্রতি পাঞ্চরাত্রিকের অনুক্ষণ লক্ষ্য রাখিবার কথাও জানাইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রয়োজন-বিষয়ক' দানের বৈশিষ্ট্যও অভূতপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয়। প্রয়োজন দুইপ্রকার—সকৈতব ও অকৈতব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অভিসন্ধিমূলক দান—কৈতবপূর্ণ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত ও পূর্ব্ব সাত্বত-আচার্য্যগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগত গোস্বামিবৃন্দও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধিমূলক দানকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন। যে যুগে ভোগই—'ভক্তি', ইন্দ্রিয়তর্পণই—'প্রেম', ক্ষুদ্র জীবই—'নারায়ণ', দেহই—'আত্মা' দেহাত্মবাদই—'সেবা', কপটতাই—'সভ্যতা', অপস্বার্থপরতাই—'উদারতা', লোকবঞ্চনাই—'ধর্ম্মের প্রতীক' হইয়াছে এবং "যত মত, তত পথ" নামে একটি কৈতবগর্ভ মতবাদ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া বহির্ম্মুখ মানবমনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেই যুগেও আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবত ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সর্ব্বদিকে উড্ডীন করিয়াছিলেন। তিনি ইহাই আমাদিগকে তাঁহার আচার ও প্রচারের মধ্য দিয়া জানাইয়াছেন যে, বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পর উদ্দীপন-হেতু মিলনে রস, তদুপকরণ-অনুগরূপে আশ্রয়ভেদের যে তদভিন্ন সুখ, তাহাই একমাত্র আরাধ্য। (এই সকল বিষয় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক **'গৌড়ীয়'** পত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধাদি-অবলম্বনে লিখিত হইল।)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য-শ্রী'র মধ্যে আমরা সাধারণতঃ **'অষ্টোত্তরশতশ্রী'র** গান করিয়া থাকি। সেই অষ্টোত্তরশতশ্রীক শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা-সূচক শ্রী-গণের বিষয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের

গাত্রে প্রস্তরফলকে খোদিত হইয়া রহিয়াছে এবং **সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রেও** মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদ

অর্চ্চন-প্রধান পঞ্চরাত্র ও কীর্ত্তন-প্রধান ভাগবতের সমন্বয়-গুরু।
অবিদ্বদ্রূঢ়ি-প্লাবিত বিশ্বে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রচারকবর।
"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ।
শ্রুতেক্ষিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন-প্রচারকবর।
শ্রীগৌরকিশোর-বিনোদ-মনোভীষ্ট-সংস্থাপক।
সার্ব্বজনীন, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বকালিক পরধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য।
গৌর-ধাম, গৌরনাম ও গৌরকামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক ও পরিপূরক।
পারমহংস্য দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা-সংস্থাপক।
কার্ষ্ণ ভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার।
শ্রীস্বরূপ-রূপ-সিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি।
মাধুর্য্যোদার্য্য প্রেমময়তনু।
বৈধমার্গের আদরকারী ও রাগমার্গের অনুশীলনকারী শিক্ষক।
রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-বিরোধীর ফল্গুত্ব প্রচারক।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবার পারতম্য-ধারণা-বিহীনের সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শক।
শ্রীজীবপ্রভুর সেবার আদর্শে জীবের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনকারী।
শ্রীল রঘুনাথের সেবায় অধিকতর আদরযুক্ত অনুশীলনকারী।
শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তনময় হরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মৃত্যুৎসবের প্রচারকারী।
শ্রীমদ্ভাগবত-বেদান্ত-শ্রৌতভাষ্য-বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমকোষ-নির্ম্মাণকারী।

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান ও সার্ব্বকালিক হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাচৈতন্যময় সেবকমণ্ডলীর প্রকটনকারী। সরস্বতীপতি-তীর্থে পরসরস্বতীপীঠে পরসাহিত্য-ঐতিহ্য-সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-বেদান্ত-একায়নাসনের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী-প্রকটনকারী।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-নবদ্বীপমণ্ডল-পরিক্রমার প্রবর্ত্তনকারী।

শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাদর্শ-প্রকটনকারী। নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ, গুর্ব্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধের স্বরূপ-বিশ্লেষণ ও পরিবর্জ্জনের আদর্শ শিক্ষক।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-দাস্যের সর্ব্বোত্তমতার শিক্ষাগুরুবর্য্য। চিদ্‌বিলাসবিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তধ্বান্তের মার্ত্তণ্ডস্বরূপ, ভূত-ভবিষ্যদ্‌-রহিত নিত্য অখণ্ডকালে কৃষ্ণসেবা-শিক্ষাদাতা, অসদ্‌বার্ত্তা, অসচ্চেষ্টা, অসৎসঙ্গ, অসৎপ্রতিষ্ঠা, অসৎসিদ্ধান্ত, অসৎশিষ্যানুবন্ধ, কপটতা-কুটিনাটি-ভুক্তি-মুক্তি-কামনা পরিবর্জ্জনের অদ্বিতীয় আদর্শ।

শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়োগ দ্বারা ঐক্যতান, সমন্বয় ও মিলন-বিজ্ঞানের একমাত্র মহা বৈজ্ঞানিক। 'সজ্জনতোষণী'-'গৌড়ীয়'-'নদীয়াপ্রকাশ' বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের অবতারণকারী।

শ্রীজীবের শ্রীরূপ-সনাতনানুগত্য-মর্য্যাদা ও শ্রীরঘুনাথের-শ্রীরূপ-সনাতনানুগত্য-সৌন্দর্য্যের প্রকাশক। গৌড়পুরের পূর্ব্বগৌরব উদ্ধারকারী। গৌড়ের আদি নাট্যমঞ্চের পুনঃপ্রকটনকারী।

গৌড়ীয় সহস্রারে ফল্গুবৈরাগ্য—অন্ধ-পথ ও যুক্তবৈরাগ্য—রাজপথের পার্থক্য-প্রদর্শক।

গৌরধাম-কৃষ্ণধাম-রাধাকুণ্ড গৌরবিপ্রলম্ভভজনক্ষেত্রের সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শক।

শ্রীরাধিকা-মুখ্যা-গোপীগণের কৃষ্ণমাধুর্য্য ও প্রেমসেবার সর্ব্বোত্তমতা-প্রচারকবর।

শ্রীনামকীর্ত্তন-প্রীতির তারতম্যানুসারে বৈষ্ণবতার তারতম্য-নির্দ্দেশকারী। শ্রীনাম-ভজন-জীবাতু অকৃত্রিম-ভজন-রসিকশ্রেষ্ঠ। বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভের অদ্বিতীয় পরিপোষ্টা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-ভাজন শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীগৌর-বিনোদ-প্রীতিবিশেষ পাত্ররাজ।

কৃষ্ণভোগ্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় আদর ও জীব-ভোগবুদ্ধি-পরিচালিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় অনাদর-প্রদর্শক শিক্ষাগুরু। অকৃত্রিম পরদুঃখদুঃখী, অনভীপ্সু বহির্ম্মুখজনে অমন্দোদয়দয়ামৃত-বিতরণকারী। মহাপ্রসাদ-গুরু-গৌরাঙ্গ-গোবিন্দ-নামব্রহ্ম-বৈষ্ণবচরণে বাস্তব বিশ্বাস-বিস্তারকারী।

শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, আচার্য্যে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে দেবান্তর-সামান্য-বুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতার শিরশ্ছেদনে সুদর্শন।

বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তমতা-নির্দ্দোষত্ব-প্রকাশক। শুদ্ধবৈষ্ণবে, বৈষ্ণবধর্ম্মে যাবতীয় দোষারোপ ও আক্রমণ-নিরাসের আগ্নেয়াস্ত্র। কীর্ত্তন-মাত্রৈকাস্ত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম যুগাচার্য্য জগদ্গুরু।

শ্রীগুরুদেবের মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্ব, শ্রীরাধাভিন্নবিগ্রহ-জ্ঞানে তদানুগত্যে সেবা-সৌন্দর্য্যের প্রচারকারী।

শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" শ্রৌতবাণীর অদ্বিতীয় প্রচারক।

বিষয়-বিগ্রহের সেবা অপেক্ষা আশ্রয়-বিগ্রহের সেবার সৌন্দর্য্যাধিক্য প্রকাশক।

শক্তির ভেদান্বয়াভিমানের আদর্শ অভিমানী। আশ্রয়-ভেদাভিমানে জীবের মঙ্গল, পুনঃ আশ্রয়-বিগ্রহাভিমানে পাষণ্ডতা-প্রতিপাদনপর সিদ্ধান্তের আদর্শ শিক্ষকবর।

সম্পদে-বিপদে কৃষ্ণাধীনতা, কৃষ্ণানুকম্পা, সর্ব্বাবস্থায় নিয়ামক কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-দর্শন-বিচারের অদ্বিতীয় আচারবান্ শিক্ষক।

শ্রীরূপোপদেশামৃত-মূর্ত্তি ষড়্বেগবিজয়ী রূপানুগবর জগদ্গুরু গোস্বামিবর্য্য। ব্যবহারে যুক্তবৈরাগ্য, উপায়-উপেয়-বিচারে শ্রীনামৈকসেবাপরতার অদ্বিতীয় রূপানুগবর আচার্য্য। আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য—বাস্তব সিদ্ধান্তের একমাত্র বৈদ্যরাজ। প্রাকৃতভাবনা-বাক্য-চিন্তা-মুদ্রার ফল্গুত্ব

প্রচারক। ভক্তিবিনোদ ভাগবত-পররাষ্ট্র সাহিত্যের প্রচারক। আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ গৌরানুগব্রুব অপসম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত, প্রাকৃতসহজিয়া-বাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদাদি যাবতীয় কলিমতনিরসনকারী পাষণ্ডদলনবানা প্রেম-প্রচারকবর নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম। শ্রীনামকীর্ত্তনাধীন ভজন-প্রণালী, কৃষ্ণানু-রাগীর আনুগত্যে ব্রজ-বাস ও রূপানুগ-শিক্ষার অদ্বিতীয় শিক্ষক।

ত্রিবিধ বৈষ্ণবসেবা, বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত দৃষ্টি, কৃষ্ণনামানুশীলনে সহিষ্ণুতা প্রচারের অদ্বিতীয় লোকগুরু। গৌরকৃষ্ণনাম-প্রচারকবর শ্রীগৌরকরুণাশক্তি। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাময় নৈষ্কর্ম্ম্যের আবিষ্কারকারী। বৈকুণ্ঠ-মথুরা-বৃন্দাবন-গোবর্দ্ধন-রাধাকুণ্ডের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-প্রদর্শক।

সংশয়-সগুণ-নির্গুণ-ক্লীব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পরকীয়-বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ-প্রদর্শক। সৎকর্ম্মী-ত্রিগুণবর্জ্জিতজ্ঞানী-শুদ্ধভক্ত-প্রেমৈকনিষ্ঠভক্ত-গোপীকুল-গোপীশ্রেষ্ঠা বার্ষভানবীর উত্তরোত্তর কৃষ্ণপ্রিয়ত্ব-প্রদর্শক। নিখিল স্থান-কাল-পাত্রের কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবায় নিয়োগ-নিবন্ধন অতিমর্ত্ত্য অর্থ-নীতিজ্ঞ।"

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন বক্তৃতায়, পত্রাবলীতে, প্রবন্ধে, সংলাপে, উপদেশ-প্রদানকালে যে সকল সারগর্ভ অমূল্য উপদেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রদান করিয়াছেন, যাহা গৌড়ীয়ের ইতিহাসে, গৌড়ীয়ের সাহিত্যে, গৌড়ীয়ের দর্শনে, গৌড়ীয়ের ভাবরাজ্যে এক অত্যুজ্জ্বল মহা-অবদানস্বরূপে বিরাজিত আছে, তাহার কয়েকটি বিভিন্নস্থান হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত উপদেশমালায় সজ্জিত করিয়া বেদান্তপাঠকবর্গের নিকট একটা দিগ্‌দর্শনরূপে উপস্থাপিত করিতেছি মাত্র। নিম্নে বর্ণিত কতিপয় উপদেশামৃত আস্বাদনে যাঁহারা প্রীত হইবেন, তাঁহারা অসংখ্য উপদেশের আশায় গৌড়ীয় মঠের প্রকাশিত-গ্রন্থাবলী আলোচনার জন্য মনোযোগ দিবেন। তাহা হইলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে কি ভাবে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের বাণী জগতে প্রচার করিয়া বেদান্তের ধর্ম্মেরই ঔজ্জ্বল্যবিধান করিয়াছেন, তাহা সারগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই অধমের বিনীত নিবেদন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কতিপয় উপদেশামৃত।

(১) শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত **"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্"**ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

(২) বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত সব তাঁর ভোগ্য।

(৩) হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী।

(৪) সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটি প্রধান কার্য্য।

(৫) শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর-স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন।

(৬) যাহারা পাঁচমিশালী ধর্ম্ম যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না।

(৭) সকলে মিলিয়া মিশিয়া এক-তাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন।

(৮) যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ।

(৯) আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী-অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী **"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"** মন্ত্রে দীক্ষিত।

(১০) পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ।

(১১) মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম।

(১২) মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু, তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্গুরু।

(১৩) যদি শ্রেয়ঃ পথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণীই শ্রবণ করিব।

(১৪) শ্রেয়ঃ বস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত।

এ

(১৫) রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গভক্তের আর কোন লালসা নাই।

(১৬) নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র কান ছাড়া।

(১৭) যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ করবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা।

(১৮) তোষামোদকারী গুরু বা প্রচারক নহে।

(১৯) পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে, কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়।

(২০) সরলতার অপর নামই বৈষ্ণবতা, পরমহংস বৈষ্ণবের দাসগণ সরল; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

(২১) জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা' হ'লে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হবে।

(২২) যাহাদের আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

(২৩) কেবল আচার-রহিত প্রচার কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত।

(২৪) ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃহব্রতধর্ম্ম কম পড়ে।

(২৫) কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই আমাদের মূল-ব্যাধি।

(২৬) আমরা কিন্তু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।

(২৭) আমরা জগতে বেশী দিন থাকিব না, হরি-কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহ ধারণের সার্থকতা।

(২৮) শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

(২৯) ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পর-প্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।

(৩০) প্রত্যেক জন্মেই পিতামাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল জন্মেই মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না যাইতেও পারে।

(৩১) ভক্তের ক্রিয়া ও মিছা-ভক্তের দৌরাত্ম্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দুধ ও চূণ গোলার ন্যায় উভয়ের মধ্যে "আশমান্ জমিন্ ফারাক্।"

(৩২) যাহারা অসাধু বৃত্তিকে সাধু বৃত্তি বলিয়া ভ্রম করে, তাহারা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার ন্যায় অসুবিধার মধ্যেই পড়িবে।

(৩৩) সত্য জানিবা-মাত্রই তাহাতে আমার নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যার যতটুকু আছে, উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত।

(৩৪) অনেকে 'অনুকরণ' কার্য্যকে 'অনুসরণ' বলে ভ্রম করেন। দু'টী কথা—"অনুকরণ" ও "অনুসরণ"। যাত্রাদলের নারদ সাজা—'অনুকরণ' আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ভক্তিপথে গমন—'অনুসরণ'।

(৩৫) সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু, সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু, নিত্যকাল সর্ব্বক্ষণ যিনি সকল চেষ্টার মধ্যে কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত আছেন, সকল চেষ্টাই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য তিনিই সাধু।

(৩৬) স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজেকে নিজে দিয়ে দেন, তা' হ'লেও তাঁর কিছু দেওয়া বাকী থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবান্‌কে দিয়া দিতে পারেন।

(৩৭) হিংসা করবার জন্য 'গুরুগিরি' কোরো না। নিজে বিষয়ে ডুবে যাবার জন্য 'গুরুগিরি' করো না। কিন্তু যদি তুমি আমার নিষ্কপট ভৃত্য হ'তে পার, আমার শক্তি লাভ ক'রে থাক তা' হ'লে তোমার ভয় নাই।

(৩৮) মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হবে না।

(৩৯) ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

(৪০) জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না।

(৪১) হরিকথার নামে বর্ত্তমান কালে যাঁরা লোককে বিপথগামী ক'রছেন, তাঁদের নিকট হ'তে বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমানের একটা যুগধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

(৪২) নির্ভীক হ'য়ে যে নিরপেক্ষ সত্য বলা হচ্ছে শত শত জন্ম পরেও—শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ ইহার নিগূঢ় সত্য বুঝতে পারবে। কষ্টার্জ্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটী লোককে সত্যকথা বোঝান যায় না।

(৪৩) যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোনও বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।

(৪৪) সঙ্গই মানব জীবনে প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব সঙ্গ-ক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি, আর সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানবজীবনে উহাই একটি সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তাহাতে বিমুখ হইবেন না।

(৪৫) সাংসারিক অসুবিধা হইলেই ভগবান্ সেই সময় আশ্রয়স্থল হইয়া নিজের সেবায় অধিকার দেন।

(৪৬) অনর্থযুক্ত অবস্থায় শ্রীরাধার দাস্য-সৌভাগ্য লাভ ঘটে না। যাঁহারা অনর্থযুক্ত অনধিকার-অবস্থায় পরম প্রেষ্ঠসেবিকা শ্রীরাধার অপ্রাকৃত-

লীলার আলোচনায় তৎপর হন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ারামী, **প্রচ্ছন্নভোগী, প্রাকৃত** সহজিয়া।

(৪৭) শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিম-ভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।

(৪৮) সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

(৪৯) শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না, জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'রবেন।

(৫০) আমরা কোনপ্রকার কর্ম্মবীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব।

(৫১) সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হবে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করুন।

(৫২) লোকের কাছে 'নিরপেক্ষসত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়,—এই ভয়ে, আমি যদি সত্যকথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌত-পথ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপথ গ্রহণ করিলাম, তাহা হইলে আমি 'অবৈদিক'—'নাস্তিক' হইলাম—সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই।

(৫৩) এই প্রাকৃতজগতে ভগবানের representation—কেবলমাত্র দুইটি আছে, তাহা (১) অপ্রাকৃত শব্দ বা শ্রীনাম আর (২) ভগবানের নিত্য চিদ্‌বিলাস সবিশেষরূপের অর্চ্চাবতার।

(৫৪) **'শ্রীনাম' দ্বারা** মূর্ত্তির সেবা হয়,—চেতনের দ্বারা চেতনের সেবা হয়।

(৫৫) ভগবানের ভক্তগণ ভগবানকে নাম-সংকীর্ত্তন সহযোগে ডাকেন—ভগবানের সুখের জন্য—ভগবানের সেবার জন্য ; তাঁহাদের নিজের কোন কামনা পরিতৃপ্তির জন্য নহে।

(৫৬) শ্রীবিগ্রহ বৈকুণ্ঠস্থ চিদ্‌বিলাস ভগবানের নিত্য-রূপেরই প্রাপঞ্চিক-জগতে করুণাময় অবতার। তাহা ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন। বৈষ্ণবগণ জড়ের আকার বা জড়নিরাকারান্তর্গত ঈশস্বরূপ-কল্পনাকারী—পৌত্তলিক নহেন।

(৫৭) ব্রহ্মসূত্রে যেরূপ সংক্ষেপে শ্রুতির তাৎপর্য্য কথিত রহিয়াছে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত তত্ত্বসূত্রেও সেইরূপ বেদান্তভাষ্য—ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য্য স্বল্পাক্ষরে অতি সুষ্ঠুরূপে কথিত হইয়াছে।

(৫৮) আচারবান্ বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন না করিলে কখনও ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য।

(৫৯) ভাগবতই বেদান্তসূত্রের মূলভাষ্য—এই কথা শ্রীজীব গোস্বামী বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। শঙ্করের ভাষ্য—বিজাতীয় (foreign) ভাষ্য, আর ভাগবত স্বয়ং সূত্রকর্ত্তার সূত্রের ভাষ্য বলিয়া তাহাই একমাত্র প্রকৃত-ভাষ্য। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য একমাত্র ভাগবতেই পাওয়া যায়।

(৬০) **'কৃষ্ণ'** শব্দ ব্যতীত অন্যত্র **'ভক্তি'** শব্দ প্রযোজ্য হ'তে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু।

(৬১) শব্দমাত্রেরই দ্বিবিধ বৃত্তি—বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি ও অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি। যে শব্দের বৃত্তি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে তফাৎ হ'য়ে অন্য কিছু উদ্দেশ করে, তা'—শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি। বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে সকল কথাই কৃষ্ণ-বাচক—কৃষ্ণোদ্দেশক।

(৬২) 'কৃষ্ণ' শব্দদ্বারা গণগড্ডলিকা যা' বুঝেন, তা' কৃষ্ণ-শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। ভাষান্তরে 'গড্', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হ'তে মিশ্রিত একটা মহের (তেজঃপুঞ্জের) বাচকমাত্র। তাঁরা 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্ণপ্রগ্রহবৃত্তি ধারণ করতে পারেন না।

(৬৩) গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ—গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না।

(৬৪) শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করলে আমি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

(৬৫) সাধারণ গুরুগণ আমাদিগকে মরণ থেকে বাঁচাতে পারেন না —নিত্যজীবন দিতে পারেন না; এজন্য তাঁ'দের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদিগকে মরণধর্ম্ম হ'তে রক্ষা ক'রেছেন—আমাদিগকে নিত্যত্বের উপলব্ধি দি'য়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্যগুরু।

(৬৬) শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করো না। তিনি তোমার অনন্ত-জীবন-দাতা, তোমার ভবরোগের সদ্‌বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার একমাত্র উপকারক।

(৬৭) মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন-লাভ ঘটে না।

(৬৮) সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শত-পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা, দ্বিহৃদয়তা, লোক-দেখান মিছা ভক্তি বা ভণ্ডামী করি, তা' হ'লে তিনিও বঞ্চনা ক'রে থাকেন।

(৬৯) শ্রীগুরুদেব আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য,—এটা হচ্ছে শরণাগতের লক্ষণ।

(৭০) যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা' হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁদের কপালের জোর আছে, তা'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপ ভাবে শরণাগত হন, তাঁর নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হন।

(৭১) নির্ব্বেদ-জ্ঞানিগুরু, কর্ম্মিগুরু, যোগিগুরু, ব্রতিগুরু, তপস্বিগুরু, ঐন্দ্রজালিকগুরু, কপটগুরু কখনও 'গুরু' পদবাচ্য হ'তে পারেন না, তাঁ'রা সকলেই—লঘু। তাঁ'রা জীবের উপকারক নন,—আত্মহিংসক ও পরহিংসক। কিন্তু একমাত্র মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুই জীবে অহৈতুক দয়াময়, পরদুঃখ-দুঃখী।

(৭২) নির্ব্বিশেষবাদীর ধারণায় যে ব্রহ্ম, তা'তে ব্রহ্মদর্শন ব'লে কোন জিনিষ হ'তে পারে না। যোগিগণের বিচারে পরমাত্ম-দর্শন বা ঈশ্বর-সাযুজ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্য অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধের কথা। ব্রহ্ম-সাযুজ্যে জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, ঈশ্বর-সাযুজ্যে জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আসন অধিকার করাবার চেষ্টা—আরও অধিকতর পরমেশ্বর-দ্রোহিতা। এজন্য মহাপ্রভু ব'লেছেন,—"ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার।"

(৭৩) চিজ্জড়সমন্বয়বাদী সৎ ও অসৎসঙ্গ, ধান গাছ ও শ্যামা গাছ, ভক্তি ও অভক্তিকে সমান মনে করে। মায়াবাদের বিকৃতিই চিজ্জড়সমন্বয়-বাদ। মায়াবাদিগণ মুখে বলেন, সকলই মানি; কিন্তু তা'রা পরমেশ্বর বস্তুকেই মানেন না—পরমেশ্বর তত্ত্বের নিত্য নাম, নিত্য রূপ, নিত্য গুণ, নিত্য পরিকরবৈশিষ্ট্য, নিত্য লীলা স্বীকার করেন না।

(৭৪) বাস্তব রাম-নৃসিংহ-বরাহ-মৎস্য-কূর্ম্মাদি শ্রীনারায়ণ—নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্যপরিকরবৈশিষ্ট্যযুক্ত, নিত্যলীলাময়, মায়াধীশ, অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তু। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিত্য বৈকুণ্ঠ আছে; তাঁ'রা

বৈকুণ্ঠ হ'তে কৃপা-পূর্ব্বক স্বেচ্ছাবশতঃ জীব সকলের জন্য কুণ্ঠজগতে স্ব-প্রকাশ প্রদর্শনকল্পে অবতীর্ণ হ'য়েও সর্ব্বদা পূর্ণ বৈকুণ্ঠস্থ থাকেন, ইঁহারা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেন।

(৭৫) বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলময় কৃত্য হচ্ছে,—এই যে সংসার—এই যে বোকামির হাতে পড়েছি, তা' হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে নিত্য কৃষ্ণসংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রলেই সেই বোকামির হাত হ'তে উদ্ধার-লাভ হয়—অন্য উপায়ে হয় না।

(৭৬) ভগবদ্ভক্তিই পরমধর্ম্ম; সেই ভক্তিটি কি জিনিষ,—প্রাকৃত প্রেয়ঃ-পথাবলম্বী তা' বুঝ্‌তে পারে না।

(৭৭) শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিতেই 'প্রেয়ো-বুদ্ধি'। ভক্তিটী 'শ্রেয়ঃ'—এই কথাটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ব'লেছেন, ভক্তিটীই 'প্রেয়ঃ'—এই শ্রীরূপানুগবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগৎকে বিশেষরূপে জানিয়েছেন।

(৭৮) **হরিকীর্ত্তন—মহাধ্যান**। কৃতযুগে স্বল্প ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা'তে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন হ'ত না; এজন্য কলিকালে মহাধ্যান, ধ্যানে দোষ প্রবেশ ক'রেছিল ব'লে ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এজন্য কলিতে **মহাযজ্ঞ** সঙ্কীর্ত্তনের বিধি। যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চ্চন-বিধি প্রবর্ত্তিত হ'ল। কলিতে মহা-অর্চ্চন-বিধি। **মহা-অর্চ্চন—শ্রীনাম-কীর্ত্তন**। সমস্ত চিকিৎসায় নিরাশ হ'য়ে অন্তিমকালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষু রোগীকে বিষবড়ি খাইয়ে দেয়—তা'তে খুব শক্তি (potency) আছে ব'লে,—সেরূপ কলিকালে জীবের দুর্দ্দশার চরম অবস্থা দেখে শ্রীনামকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। শ্রীনামকীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি সমর্পিত হ'য়েছে—সকল শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। কীর্ত্তনই—মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চ্চন।

(৭৯) ভগবৎপ্রেমাই যে একমাত্র আরাধ্য, এ-কথা সুষ্ঠুভাবে লাভ করি যাঁ' হ'তে তাঁর গণে গণিত হ'বার প্রবল আশায় জীবিত থাক্‌ব, নতুবা হাজার বার মরে যাওয়াই আমাদের ভাল।

(৮০) যিনি অখিল রসামৃতমূর্ত্তি নন্দ-নন্দনের সর্ব্বস্ব, তাঁ'র সেবা এবং তাঁ'র অনুগত জনগণের সেবায় বঞ্চিত হ'য়ে কখনও গোবিন্দ-সেবায় অধিকার

(৮১) শ্রীকৃষ্ণনাম—পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণসৎ ও পূর্ণ আনন্দস্বরূপ। অতএব আমরা শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত জড়জগতের মলিনতা মিশ্রিত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিব না। কৃষ্ণনামের প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্য আমাদিগের যাবতীয় জ্ঞানের আকর সমূহের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবে।

(৮২) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীব-হৃদয়ে পুনঃপুনঃ আঘাত করিয়া বলিয়াছেন, সমস্ত প্রাকৃত বিচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া একমাত্র উদ্বুদ্ধ নির্ম্মল চেতনস্বরূপের অপ্রাকৃত সহজ-প্রীতিময় সর্ব্বাঙ্গীণ ভজনের দ্বারাই অখিল-রসামৃতমূর্ত্তির নিকটতম প্রদেশে যাইতে হইবে। অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত রাজ্যের চিন্তাস্রোত বা অনুমান বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে না, ইহা যেন সর্ব্বদাই স্মরণ থাকে।

(৮৩) সন্দেহবাদী, নাস্তিক্যবাদী, সগুণবাদী, ক্লীবব্রহ্মবাদী সকলেই চরমে এক নাস্তিকতায়ই আত্মবিলীনতা আকাঙ্ক্ষা করে।

(৮৪) বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, নিরন্তর বিষ্ণূপাসক আপনাকে 'চিৎকণ জীব কৃষ্ণের নিত্য-দাস' জানিয়া জগতের প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভোগ্য ও প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। তিনি কর্ম্মীর ন্যায় জড়োন্নতি-বাদী বা রাবণের সিঁড়ি-বাঁধার ন্যায় নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী নহেন।

(৮৫) ভগবদ্ভক্ত গণগড্ডলিকার চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দেন না। তিনি জাগতিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ নহেন বলিয়া লোকের প্রশংসা বা নিন্দাতে সমদৃক্ ও অদোষদর্শী—লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, সামাজিক তাড়ন, ভর্ৎসন, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতিতে উদাসীন থাকিয়া বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে সর্ব্বদা ব্যস্ত।

(৮৬) সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীনামের স্বরূপ ও নিজের স্বরূপ অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উদ্দিষ্ট নাম-সংকীর্ত্তন। যে-কাল পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র দেহ-মনের স্মৃতি থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। সাধুগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ের পরিমাণে দেহ-মনঃ স্মৃতির শৈথিল্যক্রমে শ্রীনাম-প্রভু জীব-হৃদয়ে উদিত হন। তখন 'হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাম নাচেন অনুক্ষণ'।

(৮৭) শ্রীনামের স্বরূপ—সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় জীবের শুদ্ধসত্ত্বে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সরলতাপূর্ণ হৃদয়ে, চিন্ময় নয়নে, সেবোন্মুখ জিহ্বায়, শ্রবণোন্মুখ কর্ণে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূল ইন্দ্রিয়গণে অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।

(৮৮) নামভজনকারী অষ্টপ্রকার বিধি পালন করিবেন। (১) শ্রীগুরু-বাক্যে এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসই—শ্রদ্ধা। (২) নামপরায়ণ সাধুসঙ্গ। (৩) সাধুমুখ-বিগলিত-হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনই—ভজনক্রিয়া। (৪) তৎফলে সর্ব্বপ্রকার অনর্থ-নিবৃত্তি; সাধনরাজ্যে সাধকের এই চতুর্ব্বিধ প্রাথমিক ভজন-প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। তৎপরে (৫) নাম-ভজনকারীর শ্রীনামে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। 'নিষ্ঠা' অর্থে—নৈরন্তর্য্য। (৬) স্বারসিকী রুচির সহিত নামগ্রহণ। (৭) নামে আসক্তি। (৮) ভাবভক্তি অর্থাৎ প্রেমের প্রাগ্‌ভাব; ইহাকে স্থায়ী রতি বলে।

(৮৯) সম্পূর্ণভাবে অপ্রতিহত কৈবল্য হচ্ছে—প্রেমা। অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাই—প্রেমা। তা'তে অমঙ্গলের কোন কথাই নেই।

(৯০) আধ্যক্ষিক দার্শনিক মত ভারতীয়ই হউক, আর অভারতীয়ই হউক, অবাস্তব-বিচারের অসুবিধার মধ্যে প'ড়ে গিয়াছে।

(৯১) গীতাতে ১৮টী অধ্যায়ে শ্লোক সংখ্যা ৭০০; আর ভাগবতে ১৮০০০ আঠার হাজার শ্লোক। শ্রীমদ্ভাগবত বাদরায়ণ-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। যাঁ'র সূত্র, তাঁ'রই ভাষ্য। আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য সেই ভাষ্যের আবার টীকা লিখেছেন, তা'তে তিনি নিজের কথা কিছু বলেন নাই। কেবল ব্যাসের বাক্য উদ্ধার করেছেন।

(৯২) হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্য সর্ব্বদা ভগবানকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন।

(৯৩) শ্রীনাম-গ্রহণকালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনাম-গ্রহণের অবান্তর ফলস্বরূপে ক্রমশঃ ঐপ্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

(৯৪) যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধস্বরূপ উপস্থিত হইয়া নাম উপস্থিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃতত্ব দৃগ্‌গোচর হয়।

(৯৫) অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সকল সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে।

(৯৬) মূলবস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক। তদীয় সেবায়ই আমাদের আধকতর সুাবধা হইবে। গুরু বৈষ্ণবের সেবা করা আবশ্যক। তাঁহাদের সেবা কারলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়।

(৯৭) মহাজনের অনুসরণই আমাদের একমাত্র সেতু।

(৯৮) দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ—এক নহে।

(৯৯) যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।

(১০০) যিনি একবারও মনে করেন—'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার সেবা করিব, তুমিই একমাত্র আশ্রয়', সেইরূপ ব্যক্তিরই সুবিধা হইয়া থাকে।

(১০১) বৈষ্ণব আর অবৈষ্ণব সমান নহে, ভাত-ডাল আর মহাপ্রসাদ সমান নহে, গোবিন্দ আর ইতরবস্তু সমান নহে, ভগবন্নাম ও অন্যনাম সমান নহে।

(১০২) কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবাই যে একমাত্র কৃত্য,—যতদিন পর্য্যন্ত ইহা আমরা উপলব্ধি করিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বঞ্চিত।

(১০৩) যিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁ'রই মায়া হ'তে উদ্ধার লাভ হয়। জীবের অন্য কোনও কৃত্য নাই—কৃষ্ণারাধনা ব্যতীত; অন্য কোন উপাস্য বস্তু নাই—কৃষ্ণনাম ব্যতীত।

(১০৪) কালপ্রভাবে চতুর্দ্দশভুবনপতি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক যথার্থ বেদসিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যে চতুর্দ্দশপ্রকার প্রবল মতবাদ কলিকালে প্রচারিত হইয়াছিল, উহাদের কথা শ্রীসায়ন-মাধব 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা সংক্ষেপে এই—

(১) বেদবিদ্বেষী, অন্যাভিলাষী, আধ্যাত্মিক গুণোপাসক নাস্তিক চার্ব্বাক-সম্প্রদায়।

(২) ক্ষণিকবাদী গুণোপাসক নাস্তিক তার্কিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়।

(৩) স্যাদ্‌বাদী গুণোপাসক তার্কিক জৈন-আর্হত-সম্প্রদায়।

(৪) নিরীশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক সাংখ্যবাদী কাপিল-সম্প্রদায়।

(৫) সেশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক পাতঞ্জল-সম্প্রদায়।

(৬) চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী শ্রৌতব্রুব কেবলাদ্বৈত-বিচারপর (হরিবিমুখ) শাঙ্কর-সম্প্রদায়।

(৭) বাক্যার্থবাদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক মীমাংসক-সম্প্রদায়।

(৮) উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরাঙ্গীকারী সগুণোপাসক নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়।

(৯) উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরানঙ্গীকারী সগুণোপাসক বৈশেষিক-সম্প্রদায়।

(১০) পদার্থবেদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়।

(১১) নিরস্ততর্ক ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী জীবন্মুক্ত-বিচারপর সগুণোপাসক শৈব রসেশ্বর-সম্প্রদায়।

(১২) ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মৈক্যবাদী সগুণোপাসক প্রত্যভিজ্ঞ-সম্প্রদায়।

(১৩) ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী আত্মভেদবাদী বিদেহমুক্তিবাদী কর্ম্মানপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক নকুলীশ-পাশুপত শৈব-সম্প্রদায়।

(১৪) ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মভেদবাদী কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক শৈব-সম্প্রদায়।

(১০৫) কৃষ্ণপ্রেমা—প্রাপ্যাধিকারের সকল প্রাপ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা লাভ করিতে হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তন-লিপ্সু সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

(১০৬) 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'—দুইটি পৃথক্ বস্তু ন'ন। বিভিন্নভাবে প্রতীত ও বিভিন্নভাবে গ্রাহ্য হ'লেও কৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা, সকলই—শ্রীনাম।

(১০৭) সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত কর। সাবধান! 'হরিসেবার' নাম করিয়া কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা বা কুটিনাটীর আশ্রয় করিও না। ঐরূপ চেষ্টা হরিবিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্ত পুরুষ যথাসর্ব্বস্ব দিয়া হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট তিনিই মুক্ত।

(১০৮) বৈষ্ণব—নিষ্কিঞ্চন। তাঁ'কে কোনও বস্তু লুব্ধ ক'রতে পারে না। পর-জগতে বা এ-জগতে লোভের এমন কোনও বস্তু নাই, যা কৃষ্ণপাদনখাগ্রের শোভা হ'তে অধিক লোভনীয় হ'তে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের সেবায় লুব্ধ না হই, সেখানেই জানতে হ'বে, মায়া বহু-রূপিণী হ'য়ে আমাদিগকে ঝাপ্‌টে ধ'রছে—আক্রমণ ক'রছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী।

(১) প্রহ্লাদচরিত্র (৫ অধ্যায়ে বাংলা পদ্যে রচিত)।

(২) (ক—চ) ভাস্করাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায় বাসনাভাষ্য, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতিসহ; পাশ্চাত্ত্যগণিত রবিচন্দ্রসায়নস্পষ্ট, লঘুজাতক,

ভট্টোৎপল-টীকা ও বঙ্গানুবাদ; লঘুপারাশরীয় বা উডুদায়-প্রদীপ, ভৈরব-দত্ত টীকা, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতিসহ; রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত জ্যোতিষতত্ত্ব বঙ্গানুবাদসহ; পাশ্চাত্ত্যমতে কুযস্পষ্ট সাধক সমগ্র ভৌমসিদ্ধান্ত; আর্য্যভট্টের সমগ্র আর্য্য-সিদ্ধান্ত; পরমাদীশ্বর-কৃত ভট্টদীপিকা-টীকা, দিনকৌমুদী, চমৎকার-চিন্তামণি, জ্যোতিষতত্ত্বসংহিতা ('বৃহস্পতি' ও 'জ্যোতির্ব্বিদ্'-মাসিক পত্রে প্রকাশিত)।

(৩) সংস্কৃত ভক্তমাল (সমালোচনা)।

(৪) শ্রীমন্নাথমুনি।

(৫) 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্রে পারমার্থিক অংশ।

(৬) যামুনাচার্য্য ('সজ্জনতোষণী' পত্রিকায় প্রকাশিত)।

(৭) শ্রীরামানুজাচার্য্য ('সজ্জনতোষণী' পত্রিকায় প্রকাশিত)।

(৮) বঙ্গে সামাজিকতা (সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সমালোচনা-গ্রন্থ)।

(৯) ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত।

(১০) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্য।

(১১) উপদেশামৃতের অনুবৃত্তি।

(১২) গৌরকৃষ্ণোদয় (সম্পাদিত)।

(১৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের **টীকা** ও **শ্রীমদ্ভক্তি**-বিনোদ ঠাকুরের বঙ্গানুবাদসহ সম্পাদিত)।

(১৪) নবদ্বীপ পঞ্জিকা।

(১৫) সঙ্গীতমাধব-মহাকাব্য (সজ্জনতোষণীতে প্রকাশিত)।

(১৬) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার সম্পাদন ও বিবিধ মূল্যবান্ সারগর্ভ প্রবন্ধাবলীর প্রকাশ)।

(১৭) শিক্ষাষ্টকের লঘুবিবরণ।

(১৮) বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি (বৈষ্ণব-পরিভাষার অভিধান)।

(১৯) শ্রীমদ্ভাগবত (গৌরকিশোরান্বয়, স্বানন্দকুঞ্জানুবাদ, অনন্তগোপাল তথ্য ও সিন্ধুবৈভব-বিবৃতি-সহ)।

(২০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (গৌড়ীয় ভাষ্য-সহ)।

(২১) ভক্তিসন্দর্ভ (গৌড়ীয়-ভাষ্য-সহ)।

(২২) প্রমেয়রত্নাবলী (গৌড়ীয়-ভাষ্য-সহ)।

(২৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক (শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-প্রণীত, অন্বয়-বঙ্গানুবাদ ও গৌড়ীয় ভাষ্য-সহ)।

(২৪) বেদান্ততত্ত্বসার (শ্রীরামানুজাচার্য্য-প্রণীত বঙ্গানুবাদসহ)।

(২৫) মণিমঞ্জরী।

(২৬) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত 'সদাচার স্মৃতিঃ' (বঙ্গানুবাদ ও পরিশিষ্টসহ)।

(২৭) শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা।

(২৮) সজ্জনতোষণী বা Harmonist (ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় মাসিক পত্রিকা)।

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত (ইংরাজী অনুবাদ)।

(৩০) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (শ্রীল নরোত্তমঠাকুর-কৃত)।

(৩১) শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ (শ্রীল জীবগোস্বামি-কৃত)।

(৩২) শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত)।

(৩৩) হরিভক্তিকল্পলতিকা (বঙ্গানুবাদসহ)।

(৩৪) Rai Ramananda (in English)।

(৩৫) Sree Brahma Samhita (Translated in English)।

(৩৬) Relative Worlds (in English)।

(৩৭) A Few Words on Vedanta (in English)।

(৩৮) The Vedanta—Its Morphology and Ontology (in English)।

(৩৯) পরতত্ত্ব জগদ্বয়।

(৪০) পুরুষার্থ-বিনির্ণয়।

(৪১) ব্যাসপূজায় প্রত্যভিভাষণ।

(৪২) বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রে তল্লিখিত প্রবন্ধাবলী। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলী, যাহার তালিকা পূর্ব্ব-অধ্যায়ে প্রকাশিত সেই সকল গ্রন্থের সম্পাদন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-সম্পাদিত ও প্রবর্ত্তিত সাময়িক পত্রসমূহ

(১) সজ্জনতোষণী বা Harmonist, (মাসিক ইংরাজী)

(২) গৌড়ীয় (বাংলা সাপ্তাহিক)।

(৩) দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ (বাংলা দৈনিক)।

(৪) ভাগবত (হিন্দী মাসিক)।

(৫) কীর্ত্তন (অসমিয়া ভাষায় মাসিক)।

(৬) পরমার্থী (উৎকল ভাষায় পাক্ষিক)।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের অধ্যাপক-লীলাকালে নিম্নলিখিত পত্রিকার সম্পাদন—

(১) বৃহস্পতি বা Scientific India (গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ-বিষয়ক মাসিক পত্র)।

(২) জ্যোতির্ব্বিদ্ (গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ-বিষয়ক মাসিক পত্র)।

(৩) নিবেদন or Sign Board (সাপ্তাহিক পত্র)।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কলিত কতিপয় গ্রন্থের তালিকা,—

(১) শ্রীল সনাতন গোস্বামি-রচিত 'বৃহদ্ভাগবতামৃত', (২) শ্রীল রূপপাদ-প্রণীত 'সংক্ষেপভাগবতামৃত', (৩) শ্রীল জীবগোস্বামি-বিরচিত 'ভাগবত' সন্দর্ভ

বা 'ষট্সন্দর্ভ', ও (৪) সর্ব্বসংবাদিনী, (ঐ) (৫) শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিবৃতি, (৬) শ্রীল রূপপাদের 'স্তবমালা' (অন্বয় ও অনুবাদসহ), (৭) শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রণীত 'স্তবাবলী' (অন্বয় ও অনুবাদসহ), (৮) শ্রীল রূপপাদের 'পদ্যাবলী', (৯) শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যগণের সমগ্র গ্রন্থের অন্ততঃ মূল-মুদ্রণ, (১০) বৈষ্ণবস্মৃতিকল্পদ্রুম অথবা অষ্টোত্তরশততত্ত্ব, (১১) বেদান্তকল্পদ্রুম, (১২) Sree Rup Goswamin (in English) (১৩) পারমার্থিক ভারত, (১৪) প্রধান প্রধান কয়েকখানি উপনিষদ্ (বৈষ্ণবাচার্য্যের ভাষ্য ও গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সহ), (১৫) বেদান্তদর্শন (গৌড়ীয় ভাষ্যসহ), (১৬) শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের শ্রীল সনাতন, শ্রীজীব, শ্রীবিজয়ধ্বজ প্রভৃতির টীকা ও স্ব-রচিত বিবৃতিসহ, (১৭) Hints on the study of Bhagabatam, (১৮) শ্রীহরিভক্তিবিলাস-সার, (১৯) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, (২০) শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-কৃত 'স্বনিয়মদ্বাদশকম্', (২১) বেদান্তস্যমন্তক, (২২) সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক, (২৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (শ্রীরামানুজ ও শ্রীধরের টীকাসহ), (২৪) বৈষ্ণবমঞ্জুষা, (২৫) শ্রীমহাভারত (শ্রীবাদিরাজস্বামিকৃত টীকাসহ), (২৬) শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "শ্রীআম্নায় সূত্র" (শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও প্রকরণভাষ্যসহ) (২৭) শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (সংস্কৃত টীকাসহ) প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তি মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ (আকর মঠরাজ) শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া; (২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; (৩) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, (শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পীঠ) শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া; (৪) শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীধাম মায়াপুর; (৫) শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীধাম মায়াপুর; (৬) কাজির সমাধি-পাট, শ্রীমায়াপুর; (৭) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, শ্রীধাম মায়াপুর; (৮) পর-বিদ্যাপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর; (৯) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্, শ্রীধাম মায়াপুর; (১০) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার বা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্, শ্রীধাম মায়াপুর; (১১) জয়দেব গৌড়ীয় মঠালয়, শ্রীনাথপুর, নদীয়া; (১২) স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া, (১৩) সুবর্ণ-বিহার গৌড়ীয়মঠ, গৌড়পুর, নদীয়া; (১৪) শ্রীকুঞ্জকুটীর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া;

(১৫) তেতিয়া-কুঞ্জকানন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া; (১৬) শ্রীভাগবত আসন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া; (১৭) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ, চাঁপাহাটী, বর্দ্ধমান; (১৮) শ্রীমোদদ্রুম-ছত্র, মামগাছি, বর্দ্ধমান; (১৯) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠালয়, বিদ্যানগর, বর্দ্ধমান; (২০) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া; (২১) শ্রীএকায়ন মঠ, হাঁসখালি, নদীয়া; (২২) শ্রীমহেশপণ্ডিতের পাট, চাকদহ, নদীয়া; (২৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ঢাকা, (বর্ত্তমানে পূর্ব্ব পাকিস্তান); (২৪) শ্রীগোপালজী মঠ, কমলাপুর, ঢাকা, (পূর্ব্ব পাকিস্তান); (২৫) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ বালিয়াটী, ঢাকা (পূর্ব্ব পাকিস্তান); (২৬) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ, ময়মনসিংহ, (পূর্ব্ব পাকিস্তান); (২৭) আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম-মঠ, রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান; (২৮) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, ডুমুরকুণ্ডা, মানভূম; (২৯) শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর; (৩০) অমর্ষি গৌড়ীয় মঠ, অমর্ষি, মেদিনীপুর; (৩১) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ, ব্রাহ্মণপাড়া, হাওড়া; (৩২) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠ, দার্জ্জিলিং; (৩৩) রাণাঘাট গৌড়ীয়-মঠাসন; (৩৪) পুঁড়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পুঁড়া, চব্বিশ পরগণা; (৩৫) গোয়াল-পাড়া প্রপন্নাশ্রম, আসাম; (৩৬) সরভোগ গৌড়ীয় মঠ, আসাম; (৩৭) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী, উড়িষ্যা, (৩৮) ভক্তিকুটি, পুরী, (৩৯) ত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠ, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা; (৪০) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পুরী; (৪১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক, উড়িষ্যা; (৪২) শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, কব্বূর, মাদ্রাজ; (৪৩) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ, মাদ্রাজ; (৪৪) পাটনা গৌড়ীয় মঠ, বিহার; (৪৫) গয়া গৌড়ীয় মঠ; (৪৬) শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, বেনারস সিটি; (৪৭) শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ; (৪৮) শ্রীপরমহংস মঠ, নৈমিষারণ্য, (৪৯) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, কুরুক্ষেত্র; (৫০) শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ, হরিদ্বার; (৫১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম বৃন্দাবন; (৫২) শ্রীমথুরা গৌড়ীয় মঠালয়; (৫৩) শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ, শ্রীরাধাকুণ্ড; (৫৪) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, শ্রীরাধাকুণ্ড; (৫৫) সঙ্কেতবিহারী মঠ, বর্ষাণা, মথুরা; (৫৬) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়-মঠালয়, নন্দগ্রাম, মথুরা; (৫৭) বর্ষাণা-গৌড়ীয় মঠালয়, বর্ষাণা, মথুরা; (৫৮) গোষ্ঠবিহারী মঠ, শেষশায়ী, পাঞ্জাব; (৫৯) দিল্লী গৌড়ীয়মঠ, নিউ দিল্লী; (৬০) বোম্বে গৌড়ীয় মঠ, বোম্বে; (৬১) লণ্ডন গৌড়ীয় মঠালয়, লণ্ডন; (৬২) রেঙ্গুন মঠালয়, রেঙ্গুন প্রভৃতি

অধমের সর্ব্বশেষ বিজ্ঞপ্তি

গুরুদেব !

জানি না ভকতি, করমে প্রগতি,
কিরূপে উদ্ধার পাই ।
তোমার দয়ায়, পতিত তড়ায়,
আশ্রয় ল'য়েছি তাই ॥
করুণা-প্রকাশে, বালক বয়সে,
দর্শন দিয়াছ মোরে ।
তোমার করুণা, তথাপি বুঝি না,
রহিয়া মায়ার ঘোরে ॥
কবে বা বুঝিব, নিস্তার মাগিব,
তোমার চরণ স্মরি' ।

জীবন-সন্ধ্যায়, পৌঁছিয়া হেথায়,
সর্ব্বদা প্রার্থনা করি ॥
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বসিয়া আছয়ে দ্বারে ।
করুণা করিয়া, রাখহ ধরিয়া,
পালহ যতন ক'রে ॥
তোমার **ভারতী,** করুণা-মূরতি,
আনিয়া তোমারে দিল ।
কতনা যতনে, তোমার সেবনে,
আমারে শিক্ষিত কৈল ॥
তোমার **'আসন',** করিয়া স্থাপন,
অধমে ছাড়িয়া গেল ।
বেদনা পাইয়া, কাতরে কাঁদিয়া,
হৃদয়ে পাইনু শেল ॥

যখন তোমার, গ্রন্থের প্রচার,
করিতে আদেশ হয়।
শরণ লইয়া, মিনতি করিয়া,
প্রার্থনা করিনু তা'য় ॥

কিরূপে আদেশ, পালিব বিশেষ,
চিন্তায় ভাবিত মন।
হৃদয়ে বসিয়া, কহিলে ডাকিয়া,
আমার বচন শুন ॥

তোমার যতন, দেখিব যখন,
শক্তির সঞ্চার হবে।
তখন স্ফুরিবে, লেখনী চলিবে,
প্রকাশ হইবে তবে ॥

তোমার আপন, 'কুঞ্জদা' তখন,
আমারে প্রকাশ কৈল।
বেদান্ত-প্রকাশ, করিতে আদেশ,
প্রভুর বিশেষ ছিল ॥

প্রভুর আদেশ, পালিতে বিশেষ,
তোমার সঙ্কল্প হৈল।
তাঁহার করুণা, দিয়াছে প্রেরণা,
তাহাই প্রকাশ পেল ॥

সূত্রের প্রমাণ, ভাগবত পুরাণ,
সর্ব্বত্র রহয়ে যদি।
তাহাতে সবার, সন্তোষ অপার,
বহিবে প্রেমের নদী ॥

তোমার প্রেষ্ঠের, আদেশে আমার,
বর্দ্ধিত হইল আশা।

তখন আমার, **সিদ্ধান্ত-কণার,**
স্ফূরিত হইল ভাষা ॥

তোমার অভিন্ন, শক্তিতে অনন্য,
শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ।

তাঁহার মহিমা, নাহিক তুলনা,
সর্ব্বস্ব গুরুর স্বার্থ ॥

আমার জীবন, সার্থক যখন,
বৈষ্ণব-সেবার ফলে।

গুরুর সেবক, আমার পালক,
তাড়িবে আমারে হেলে ॥

বৈষ্ণব-সেবিব, জীবন যাপিব,
কবে বা হইবে মোর ?

তাঁদের করুণা, কদাপি ভুলি না,
এহো কি হইবে মোর ?

শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি ! করো না বিভ্রান্তি,
বুঝিয়া দেখহ সব।

সংসার-তারিতে, নাহিক ধরাতে,
বৈষ্ণব-বিহীন রব ॥

বৈষ্ণব-সেবন, শ্রীনাম-গ্রহণ,
সকল উপায়-সার।

অনন্য ভজন, অনন্য চিন্তন,
সৌভাগ্যে হইবে যাঁর ॥

বৈষ্ণব-চরণ, করিয়া বন্দন,
মাগিব কৃপার লেশ।

তাঁদের করুণা, নাহিক তুলনা,
জীবন আমার শেষ ॥

বৈষ্ণব-গোষ্ঠীতে, আশ্রয় লইতে,
বড়ই বাসনা মোর।
অযোগ্য বলিয়া, আছিগো পড়িয়া,
বিপদে ঘিরেছে ঘোর ॥

বৈষ্ণব-আশ্রয়, সকল সময়,
সকল মঙ্গল দিবে।
আমিত' তোমার, তুমিত' আমার,
বিচার যখন হবে ॥

শ্রীগুরু-সেবক, ধর্ম্মের ধারক,
তাঁদের চরণে রতি।
সর্ব্বদা প্রার্থনা, করিতে বাসনা,
সতীর্থ গণের প্রতি ॥

বেদান্ত-পঠন, সকলে যখন,
করিতে ইচ্ছুক হবে।
ব্যাসের রচনা, নাহিক তুলনা,
অন্তরে আনন্দ পাবে ॥

ভাষ্যের বিচার, করিতে অপার,
গোবিন্দ-স্মরণ হবে।
গোবিন্দ-ভাষ্যেরে সৌভাগ্যে আদরে,
তত্ত্বের বিচার পাবে ॥

এমত হবে না, কি দিব তুলনা,
পড়িয়া দেখহ ভাই!
আমিত অধম, সকলে উত্তম,
ভাষ্যের মহিমা গাই ॥

করুণা করিয়া, দেখগো পড়িয়া,
বিশুদ্ধ **সিদ্ধান্ত** পাবে।

স্তত্ত্ব জানিবে, আনন্দ পাইবে,
সর্ব্বত্র বিরাগ হবে ॥

ভক্তির সন্ধান, পাইবে তখন,
জীবন সার্থক হবে।

শাশ্বত জীবন, লভিবে তখন,
পার্ষদ হইবে তবে ॥

শ্রীপ্রভুপাদাবির্ভাব-তিথি,
৫, গোবিন্দ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৩,
বাং ১৪ই ফাল্গুন (১৩৭৬)
ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭০)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-
সেবাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী
(গ্রন্থ-সম্পাদক)

শ্রীগোবিন্দভাষ্যের কথামুখ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ আশুতোষ অধ্যাপক।
শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী
শাস্ত্রী, এম্, এ ; পি, আর, এস ; ডি, ফিল্ ; এফ, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)
স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ মহোদয় কর্তৃক লিখিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙ্গালীর অধ্যাত্মবোধ ও জীবনচর্যায় সর্বক্ষেত্রে অপূর্ব প্লাবন জাগায়। কাব্যের নন্দনকাননে, শাস্ত্রের গুহাহিত রহস্যময় লোকে, সাধনার অন্তরলালিত ভাবকল্পলোকে, মহিমময় জীবনাদর্শের সার্থক রূপায়ণে—সর্বত্র এক নব জাগৃতির তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়। জীবনের সর্বস্তরে, মননের প্রতি শাখায়—ধর্মে ও দর্শনে, কাব্যে ও অলঙ্কারে, চর্চা ও ও চর্যায়, ভাবে ও কর্মে এক অফুরন্ত পর্যাপ্তির প্রেরণা প্রকাশ পায়। শ্রীচৈতন্যের নব-উদ্বোধিত প্রেমভক্তির উৎস হইতেই এই অভূতপূর্ব উৎসায়।

বৃন্দাবনলীলার মহাকবি ঋষি বাদরায়ণ শ্রীমদ্ভাগবতের হৃৎকর্ণরসায়ন কথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রসঘন মাধুর্য্যের এক অনবদ্য বাঙ্ময়রূপ উপহার দিয়াছেন। আরাধিকা-শিরোমণি শ্রীরাধিকা অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-ভাবমূর্ত্তি। অগাধপ্রেমময়ী শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীগণের আনুগত্যে রসঘন শ্রীগোবিন্দের সেবাতেই যে জীবনের চরিতার্থতা, অনন্ত-মাধুর্য্যময় লীলাময়কে অখণ্ড প্রীতিরসে আপন হৃদয় দিয়া অনুভব করা, এবং সেই অপার্থিব প্রেমানুভূতির অপরিসীম হ্লাদধারাকে বিশ্ববাসীর মধ্যে বিতরণ করাই যে জীবনের ধর্ম—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমসম্পদের এই তত্ত্ব ছিল পূর্বে অনাবিষ্কৃত। কিন্তু কালক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা শ্রীবৃন্দাবনলীলার নিগূঢ় সাঙ্কেতিকতার মধ্যে অভিনব ভাবব্যঞ্জনা লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইল।

শ্রীচৈতন্যের প্রেরণাপ্রসূত দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া রূপ, সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উন্নতোজ্জ্বল রসের অলৌকিক রূপচ্ছটা ও প্রেম-

ভক্তির শাশ্বত দ্যুতি বিকীর্ণ করেন অপূর্ব রচনাসম্ভারে। বৈষ্ণব মনীষিবৃন্দ শুধু ভাবাবেগের স্থায়িত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। দার্শনিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ভিন্ন কোন সত্যই কালজয়ী মহিমার গৌরব অর্জন করিতে পারে না। তাই নীলাচলের ধ্যানতন্ময়তার মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপসনাতনের প্রতি তত্ত্বাশ্রয় প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। শ্রীল রূপসনাতনের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব-গোস্বামী তাঁহাদের উভয়ের পদপ্রান্তে বসিয়া এবং তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য, বিরাট মনীষা ও সুগভীর সূক্ষ্মানুভূতির আশ্চর্য্য সমাহারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সৌধ রচনা করেন। তিনি রচনা করিলেন দার্শনিক শাস্ত্ররত্ন 'ষট্সন্দর্ভ' ও তাহার পরিপূরক 'সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থ। তাঁহার প্রণীত 'তত্ত্ব, 'ভগবৎ', 'পরমাত্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ'—এই চারিটি সন্দর্ভে সম্বন্ধতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। মূল প্রতিপাদ্য বস্তুর সহিত অন্যান্য পদার্থের যে সম্পর্ক, তাহাকেই বলে সম্বন্ধ। প্রথম চারিটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমতত্ত্ব। তিনিই একমাত্র তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের সর্বপ্রমাণসার শ্রীমদ্ভাগবতই অবিসংবাদিত একমাত্র প্রমাণ ও প্রধান উপজীব্য। উহাই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। ভক্তিই যে অভিধেয়, বা সাধন, 'ভক্তিসন্দর্ভে' তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত সন্দর্ভ-চতুষ্টয়ের মূল প্রতিপাদ্য যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—সেই তত্ত্বকে লাভ করিবার যে স্বাভাবিক উপায়, তাহাই অভিধেয়। ভক্তিই জীবের স্বরূপ-উপলব্ধির সাধন এবং উহা তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি। "কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্বশাস্ত্রে কয়" (চৈতন্যচরিতামৃত)। কৃষ্ণপ্রেমই হইল ভক্তির প্রয়োজন বা ফল। উহাই জীবের পরমপুরুষার্থ। 'প্রীতিসন্দর্ভে' উহাই আলোচিত হইয়াছে। আনন্দঘন শ্রীভগবানকে লাভ করিয়াই জীব তাহার যথার্থ আনন্দকণ স্বরূপ উপলব্ধি করে—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)।

বেদবেদান্তবেদ্য দার্শনিক প্রস্থান অতীত দিনের ইতিহাসে যে মতবাদ গড়িয়া উঠে, সেই প্রাচীন মতগুলির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ইতিহাসগত সাম্প্রদায়িক যোগ অস্বীকার করিবার নহে। অতীত দর্শনচিন্তার দুর্বলতা বা অসারতার প্রতি শ্রীজীবগোস্বামিপাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি উহা যুক্তিমত্তার সহিত খণ্ডন করিয়া শ্রীচৈতন্য-

প্রবর্ত্তিত ধর্মচেতনার সহিত সঙ্গতি রক্ষায় অসামান্য সমন্বয়ী মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত স্থাপনে শ্রীমদ্ভাগবতকেই তিনি ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্র রচনার পর যখন দেখিলেন উহার নানা অপব্যাখ্যা হইতেছে, তখনই নারদের উপদেশে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে সমাধিস্থ-অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগামী গোস্বামিবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্ম-সূত্রের একমাত্র অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া শুধু শিরোধার্য্য করেন নাই, অনুভূতি দিয়া হৃদয়েও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেদান্তসূত্রের প্রাচীন ইতিহাসে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নানামতের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীল শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বলিষ্ঠ যুক্তিজালে স্থাপিত করিলেন নির্বি-শেষ ব্রহ্মবাদ। তাঁহার মতে নির্গুণ ও নিরুপাধিক ব্রহ্মই একমাত্র ত্রিকালবেদ্য সত্য। জীব ও জগৎ বলিয়া ব্রহ্ম ভিন্ন পৃথক্ অস্তিত্ব কিছু নাই। রজ্জুতে সর্প প্রতীতির ন্যায় উহা ব্রহ্মের বিবর্ত্তকার্য্য। মায়া বা মিথ্যা-জ্ঞানবশতঃই এইরূপ প্রতীতি। জীব ও জগৎ জীব ও জগদ্রূপে মিথ্যা, উহাদের অধিষ্ঠান ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। মায়া বা মিথ্যা জ্ঞান দূর হইলে নিত্য সত্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। ব্রহ্মের উপলব্ধিই হইল মোক্ষ। কিন্তু বৈষ্ণব বেদান্তের অধ্যাত্মসাধনার আকৃতি জগন্মিথ্যাত্বের মরীচিকার মধ্যে, বা রূপ-রস-মাধুর্য্য-রিক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের ঊষর ভূমিতে নিঃশেষিত হয় নাই। অতএব বৈষ্ণব বেদান্তের পূর্বাচার্য্যগণ ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে সেব্য-সেবক ভাবের প্রত্যয় প্রতিষ্ঠায় আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডনে ব্যাপৃত হইয়া কালক্রমে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটি সম্প্রদায় গড়িয়া তোলেন।

শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামানুজ তৎপ্রণীত 'শ্রীভাষ্যে' বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ভূমিকা রচনা করেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সগুণ, জগৎ ও জীবের সহিত তাঁহার 'শরীর-শরীরী' সম্বন্ধ। জীব ও জগৎ তাহার বাহ্য শরীর এবং উহারা সর্বদাই ব্রহ্মের অধীন। তন্মধ্যে জীব চিৎ, মায়া বা জগৎ অচিৎ এবং সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্, ব্রহ্ম জীব-জগৎরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া এক অদ্বৈতরূপে বিদ্যমান। অতএব উহাদের মধ্যে যেমন ভেদ আছে, সেইরূপ বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের অপৃথক্ সম্বন্ধ থাকায় আবার অভেদও

আছে। কার্য্যতঃ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বাভাবিক ভেদাভেদেরও ইঙ্গিত দেয়।

ব্রহ্মসম্পদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য (অন্য নাম আনন্দতীর্থ) তাঁহার 'সূত্রভাষ্য' ও 'অনুব্যাখ্যানে' জীব ও ব্রহ্ম যে এক নহে—তাহাই প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাঁহার 'ন্যায়বিবরণ' গ্রন্থে 'ব্রহ্ম' পদের বুৎপত্তিগত অর্থের আলোচনাতেও জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্যের সঙ্কেত করিয়াছেন। ব্রহ্ম পূর্ণ গুণবিশিষ্ট। জীব অনুগুণবিশিষ্ট। অতএব উহারা এক ও অভিন্ন হইতে পারে না। এক ও অভিন্নই যদি হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজনই হইত না। তিনি ভিন্ন বলিয়াই তাঁহাকে জানিবার সাধনায় তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হয়।

বিষ্ণুস্বামী রুদ্রসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তথাপি তিনি 'বল্লভী' এই নামে এক সম্প্রদায় গড়িয়া তোলেন। ইঁহাদের মতে ব্রহ্ম যে জগতের সমবায়ি বা নিমিত্ত কারণ—উহার একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য্য আছে। এবং এই যুক্তির বলেই ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের ভিত্তি রচনা করা হইয়াছে। শুদ্ধ জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন। রুদ্রসম্প্রদায়ের এই মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলিয়া চিহ্নিত। জগৎ অসত্য নহে, আবার, মায়াও মিথ্যা নহে। এবং ঈশ্বর সর্বান্তর্য্যামী ব্রহ্ম। জীবের কর্মফল তাঁহার নিয়ন্ত্রনাধীন। অতএব বল্লভসম্প্রদায় মুখ্যতঃ পুষ্টিভক্তিবাদই স্বীকার করেন। সাধন বা মর্য্যাদা-ভক্তির মার্গ হইতে ইহা ভিন্ন। ইঁহাদের মতে সাধন ব্যতীত ঈশ্বরানুগ্রহেই ভক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। সাধনচেষ্টার দ্বারা যে ভক্তি অর্জিত হয়, তাহাকে মর্যাদা ভক্তি বলে—"কৃতিসাধ্যসাধনসাধ্য-ভক্তি-মর্য্যাদাভক্তিঃ তদ্রহিতানাং ভগবদনুগ্রহৈকপ্রাপ্যপুষ্টিভক্তিঃ" ('ভক্তিমার্ত্তণ্ডঃ', পৃষ্ঠা ১৫১)। অবশ্য ভগবৎকৃপায় ভক্তির বীজরূপে প্রেম উপজাত হইলে ভগবন্নামকীর্ত্তন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর-ভজনকারী ভক্তের শুদ্ধাদ্বৈত স্বভাবের পরিচয় দিয়া এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ জীব, জগৎ ও মায়াকেও ঈশ্বরাশ্রয়ত্বরূপ-তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার অনুকূলে দৃঢ়তা দান করিয়াছে।

নিম্বার্কাচার্য্য প্রসিদ্ধ সনক সম্প্রদায়ের আচার্য্য। ইনি ছিলেন স্বাভাবিক

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। চিৎস্বরূপ জীব এবং অচিৎস্বরূপ জগৎ—ইহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। কারণ জীব ও জগৎ ব্রহ্মের এক পাদ মাত্র, ব্রহ্মের অংশবিশেষ। অংশী ব্রহ্ম অংশভূত জীবজগৎকে মাত্র এক অংশে ধারণ করিয়া আছেন, আবার ইহাকে অতিক্রম করিয়াও নিত্য বিরাজমান। অংশ সম্পূর্ণরূপে অংশীরই অন্তর্ভুক্ত, অতএব অংশ অংশী হইতে অভিন্ন। কিন্তু অংশী যখন অংশকে অতিক্রম করিয়াও বিদ্যমান থাকে, তখন অংশমাত্রে অংশীর সত্তা পর্য্যাপ্ত নহে। অতএব অংশী অংশ হইতে ভিন্নও বটে। তাই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীনিম্বার্ক বলিলেন—"সর্বভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাসুদেবো বিশ্বাত্মৈব জিজ্ঞাসাবিষয়ঃ" (১.১.৪)। ব্রহ্ম জগতের কারণ। কারণায়ত্ত সত্তার ধর্ম কারণ হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ বলিয়া কারণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন বটে, কিন্তু কারণাধীন জড়জগৎ হইতে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্ম আবার ভিন্নও বটে। তেমনি জীব হইতেও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ভাস্করাচার্য্যও নিম্বার্কের ন্যায় ভেদবাদী। কিন্তু তিনি ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। কারণ তাঁহার মতে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ ভেদরহিত, নির্বিশেষ এক, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ও কারণস্বরূপ। কার্য্যাবস্থায় উপাধিবশতঃই ব্রহ্মের বহুত্ব প্রভৃতি সবিশেষ ভেদ দৃষ্ট হয়। ভাস্করের মতে সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত অবস্থাতেই জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ঔপাধিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু কারণাবস্থায় জীব ও জগৎ হইতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন একীভূত অবস্থায় বিদ্যমান এবং প্রলয়ের পরেও ব্রহ্মের সহিত একীভূত। তবে শঙ্করের মতে উপাধি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভাস্করের মতে উহা সত্য, তবে সত্য হইলেও উহা অনিত্য।

উপরের আলোচনা প্রধানতঃ ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধতত্ত্বের নানা দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কেত দেয় এবং উহারই ফলে বৈষ্ণববেদান্তের সম্প্রদায়-ভেদে নানা ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভগবদ্ধাম, ভগবৎপরিকর গোষ্ঠী প্রভৃতি ভগবৎস্বরূপের চিচ্ছক্তিগত অন্তরঙ্গা শক্তির অপ্রাকৃত তত্ত্বের আলোচনা তাঁহারা খুব অল্পই করিয়াছেন। সবই যে রসামৃতমূর্ত্তি পরব্রহ্মের শক্তি, এবং শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ যে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই তত্ত্ব ও তথ্যের দার্শনিক সমর্থনের জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশপরম্পরায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদের ষট্‌সন্দর্ভ বিরচিত হয়।

অনন্তকল্যাণগুণময়, আনন্দময় ও মধুময় শ্রীভগবান্ জীবজগৎকে যেমন এক অংশে ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপ আবার ইহাকে অতিক্রম করিয়াও নিত্য বিরাজিত। তাঁহার অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভবপর। উপনিষৎ বলেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেতাশ্বতর)। কিন্তু সেই শক্তিতত্ত্ব অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর। প্রধানতঃ তাঁহার ত্রিবিধ শক্তি—পরা (অন্তরঙ্গা), অপরা (বহিরঙ্গা) ও তটস্থা (জীবশক্তি)। শ্রীভগবানের অংশভূত পরমাত্মাই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের নিয়ন্তা। পরমাত্মা মায়া ও মায়িক বস্তুতে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াও মায়ায় আসক্ত নহেন। জীবাত্মা শ্রীভগবানের তটস্থ শক্তি—বহিরঙ্গা মায়া ও অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির মধ্যকোটিতে তাহার স্থান। অনাদিবহির্মুখ বলিয়া মায়াকল্পিত মনের বৃত্তিতে আসক্ত হইয়া জীব দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু ভক্তির দ্বারাই শুদ্ধ জীবের সহিত শ্রীভগবানের নিত্য সম্পর্ক। অদ্বৈতবেদান্তীর মত খণ্ডন করিয়া শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ বলিলেন—জীব শ্রীভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে সত্য এবং শ্রীভগবানের অংশভূত এবং এই মায়াকল্পিত জগৎও মিথ্যা নয়, কারণ মায়াও শ্রীভগবানের শক্তি। মায়া ঈশ্বরবহির্মুখ জীবের উপরে আবরণপ্রভাব বিস্তার করিতে পারে সত্য, কিন্তু স্বরূপস্মৃতি-বিষয়ে জাগরূক জীব মায়ারও অতীত। সূর্য্যের কিরণের মতই জীব শ্রীভগবানের জীবশক্তিরূপ অংশ। জগৎ তাঁহারই মায়াশক্তির পরিণাম, আর ভগবদ্ধাম, ভগবৎপরিকর প্রভৃতি সব কিছুই শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বিলাস। ভগবৎসেবারূপ প্রেমানন্দেই জীবের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ভক্তিই উহার সাধন। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার শক্তিনিচয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক রহিয়াছে উহা একাধারে ভেদ ও অভেদ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাকে অচিন্ত্য বলা হয় এই কারণে যে উহার হেতু নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে অস্বীকার করিবার উপায়ও নাই।

রসিকশেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেই অখিলরসবৈচিত্রীর সমাবেশ। রস-আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার চিচ্ছক্তির বিশেষ বৃত্তি হ্লাদিনীশক্তিকে তাঁহারই পরিকর ভক্ত-হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া রসিকশেখররূপে লীলা প্রকটিত করেন। গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে শ্রীরাধা প্রভৃতি পরিকরবৃন্দ অখিলরসামৃত-

মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ এবং সেই পরিকরবৃন্দেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিরসের বিলাসবৈচিত্র্যের পরম চমৎকারিতা ও পরাকাষ্ঠা। ব্রজলীলার সহায়ক নিত্যপরিকরবৃন্দের আনুগত্যে রসঘন শ্রীগোবিন্দের সেবাই যে জীবের ভগবৎসেবারূপ ভক্তির সার কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্মের সেই তত্ত্ব গোস্বামিগণ অপূর্ব মনীষা ও হৃদয়ের সুগভীর ভাবনিষ্ঠা দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের স্বল্পসীমায় সেই সকল তত্ত্বের সুসংবদ্ধ আলোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীগোবিন্দের কৃপায় 'বেদান্তসূত্রের' শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিজয়বৈজয়ন্তী স্থাপিত করেন। তিনিও যে গোস্বামিগণের ভিত্তিস্তম্ভের উপরই সেই বিজয়পতাকা নিখাত করেন—শুধু এইটুকুর সূচনাকল্পেই এই আলোচ্য কথামুখে যৎকিঞ্চিৎ গৌড়ীয় দর্শনের ইতিবৃত্তের সূত্র উল্লেখ করিলাম।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ উড়িষ্যার বালেশ্বর মহকুমার রেমুণার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষাধন্য শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য ছিলেন শ্রীরসিকানন্দ মুরারি। শ্রীরসিকানন্দের প্রশিষ্য 'বেদান্ত-স্যমন্তক' গ্রন্থের রচয়িতা কনৌজব্রাহ্মণ শ্রীরাধাদামোদর দাস বলদেবের গুরু। বলদেব গোবিন্দ দাস নামে খ্যাত ছিলেন। শ্রীগোবিন্দের অশেষ কৃপাধন্য বলদেব ব্রহ্মসূত্রের **শ্রীগোবিন্দভাষ্য** রচনা করিয়া গৌড়ীয় বেদান্তের ভাষ্যকাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও ভাবসাধনার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে গোবিন্দভাষ্যের 'সূক্ষ্মা' নাম্নী টীকাও রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ ও টীকা প্রভৃতির মধ্যে 'সিদ্ধান্তরত্ন', 'গীতাভূষণ', 'কান্তিমালা' (রূপকৃত স্তবাবলীর টীকা), জীবকৃত-তত্ত্বসন্দর্ভের 'টীকা' এবং 'প্রমেয়রত্নাবলী' উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্বলদেব গোবিন্দভাষ্যের পরিশিষ্ট বাক্যে শ্রীশ্রীগোবিন্দের কৃপার কথা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—

বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদকে

সুদৃঢ় তাৎপর্য্য দিয়াছেন। জীব ঈশ্বরাংশ, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা—"জ্ঞাতুরপি জীবস্য জ্ঞানস্বরূপত্বেন ব্যপদেশঃ" (গোবিন্দভাষ্য ২-৩-২৭)। কিন্তু জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে সূর্য্যের কিরণ বা প্রভা দ্বারা সূর্য্য খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন হন না, অথচ সূর্য্যের কিরণ সূর্য্যেরই অঙ্গীভূত অংশ মাত্র—"পরেশস্যাংশো জীবঃ অংশুরিব অংশুমতস্তদ্ভিন্নস্তদনুযায়ী তৎসম্বন্ধাপেক্ষী"—জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের অংশ। উহাদের মধ্যে ভেদ ও অভেদ—এই উভয় সম্বন্ধই বিদ্যমান। দণ্ডধারী পুরুষে পুরুষরূপে অভিন্নতা, কিন্তু দণ্ড ও পুরুষের মধ্যে স্বরূপগত ভেদ আছে, সেইরূপ শক্তিরূপ জীব ও শক্তিমান্ ব্রহ্মের মধ্যে শক্তির অভিন্নতা হইলেও শক্তি ও ব্রহ্মের মধ্যে স্বরূপগত ভেদ আছে। গোবিন্দভাষ্যের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—"লোকে যথা দণ্ডিনঃ পুরুষাভেদেঽপ্যস্তি দণ্ডপুরুষয়োঃ স্বরূপতো ভেদস্তথা শক্তিমতো ব্রহ্মণঃ শক্ত্যভেদেঽপি শক্তিব্রহ্মণোঃ সোঽস্তি" (২-১-১০)। ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের এই যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, উহা অচিন্তনীয়, বা অপ্রতর্ক্য। কারণ ইহার হেতু নির্ণয় করা যায় না। অথচ ইহার অনুকূলে শ্রুতিবাক্যের সুদৃঢ় সমর্থন আছে। ইহাকে অস্বীকার করাও যায় না। "অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈকপ্রমাণত্বাৎ" (ব্রহ্মসূত্র, গোবিন্দভাষ্য ২-১-২৭)। শ্রীবলদেবের মতে ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের ভেদ প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীবজগৎ নিয়ন্ত্রণাধীন। জীব পাপপুণ্য ও সুখদুঃখাদির দ্বারা যুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম সেরূপ নহেন। আবার, জীবজগৎ কার্য্য ও ব্রহ্ম কারণ। কার্য্য ও কারণের অনন্যতাও এক হিসাবে যুক্তিসিদ্ধ। অতএব জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের অভেদসম্বন্ধও মানিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম কিরূপে 'এক' হইয়াও বহু হইলেন, কিরূপে স্বয়ং 'অবিকারী' হইয়াও জগদ্রূপে পরিণত হইলেন, 'নিরংশ' হইয়াও সাংশ হইলেন, এই সমস্ত পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মকারিতা আমাদের ধারণার অতীত হইলেও শ্রুতিবলে তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবেই উহা স্বীকার্য্য।

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দের উপলব্ধিই হইল মানুষের লক্ষ্য। আনন্দময় শ্রীভগবানের সেই যথার্থ সবিশেষ স্বরূপের অনুভব ব্যতীত সেই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নহে। শ্রীভগবানের স্ববিগ্রহ তাঁহার স্বরূপ হইতে

পৃথক্ নহে—"ন তু স্বরূপাদ্বিগ্রহস্য অতিরেকঃ" (সিদ্ধান্তরত্ন)। তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁহার লীলায় সবই সম্ভব। একই ভগবানের স্বরূপ স্বীয় অচিন্তনীয় শক্তিবশতঃ একই কালে সকল স্থানে প্রকাশ লাভ করিতে পারেন। নানাপ্রকার লীলায় তাঁহার আবির্ভাবস্থান এবং বিবিধ ভাববিশিষ্ট ভক্তগণের মধ্যেও তাঁহার সেই একই স্বরূপের প্রকাশ দেখা যায়—"স্থানভেদেঽপি স্থানি বিশেষ্যং ন ভিদ্যতে ইত্যর্থঃ। হি—যস্মাদেকমেব স্বরূপমচিন্ত্যশক্ত্যা যুগপৎ সর্বত্রাবভাত্যেকোঽপি সন্নিতি শ্রুতেঃ" (গোবিন্দভাষ্য ৩-২-১১)। তাঁহার আত্ম-স্বরূপ ও বিগ্রহে ভেদ নাই বলিয়াই তাঁহার শ্রীবিগ্রহেই ভক্তির অনুভব দ্বারা তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপলব্ধি হয়। তাঁহার আত্মা বা স্বরূপই শ্রীবিগ্রহ। শ্রীভগবানের দেহদেহি-ভেদ নাই। বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্রহ্মে জীবের ভক্তি কর্তব্য। উহাতেই পরতত্ত্বানুভব ও জীবেরও স্বরূপ উপলব্ধি ঘটে।

শ্রীভগবান্ উপাস্য তত্ত্ব ও জীব হইল শ্রীহরির উপাসক, সেবক ও দাস—"দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন"। জীব বিভু-চৈতন্যের অণুমাত্র। প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করিয়া শ্রীজীবপাদ জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপগত ভেদ দেখাইয়াছেন। সেই ভেদ অস্বীকার করিলে নিজ হইতে অভিন্ন শ্রীভগবানে আরাধ্য বুদ্ধিই উদিত হয় না। তাই বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার ভাষ্যে বলিলেন —"অথ ভজদ্ভ্যো ভজনীয়স্য ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে। ইতরথা স্বাভেদাবভাসে স্বস্মিন্নারাধ্যত্ববুদ্ধেরনুদয়াদ্ ভক্তির্নোপজায়েত" (৩-২-১৮)।

একমাত্র ভক্তির দ্বারাই যে শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করা যায়—'অপি সংরাধনে, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' (৩. ২. ২৪ সূত্র) এই সূত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যায় উহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন —"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্" (ভাগবত ১১. ১৪. ২১)। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজ শক্তিতেই অসাধারণ করুণাবশে হ্লাদিনীর সারভূত ভক্তিরস আস্বাদনের নিমিত্ত নিত্যই আগ্রহশীল। মানুষের দিক হইতে ভক্তি তাহার একাধারে সাধন ও সাধ্য, আর শ্রীভগবানের দিক হইতে ইহা তাঁহার করুণার ও আনন্দরসের অভিব্যক্তি।

'বিশেষত্ব'—যাহাকে বলা হয় 'ভেদ-প্রতিনিধি'রূপ অবস্থা—উহা হইতে ভেদবোধ উপজাত হয়। 'বিশেষ'-স্বীকারের ফলেই ধর্ম ও ধর্মিরূপে ভেদ-ব্যবহার দৃষ্ট হয়—"বিশেষস্ত ভেদপ্রতিনিধির্ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্য্যস্য ধর্মধর্মিস্বভাবাদের্ব্যবহারস্য নির্বর্ত্তকঃ" (৩-২-৩১)। সেইরূপ শ্রীভগবানে গুণ ও গুণী এক হইলেও যে ভেদপ্রতীতি হয়, উহার প্রতিনিধি হইল বিশেষ। ভেদ না থাকিলেও ঐ বিশেষই ধর্মধর্মিভাব প্রভৃতি ব্যবহার নিষ্পন্ন করে। এই 'বিশেষ'-তত্ত্ব শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই তত্ত্বের অনুপ্রেরণাতেই শ্রীবলদেব এই বিশেষ-তত্ত্বের সহিত সমন্বিত অবিচিন্ত্য অভেদতত্ত্বকে একাধারে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের ভিত্তিস্তম্ভে পরিণত করেন। শ্রীগোবিন্দভাষ্যের 'সূক্ষ্মা'টীকায় তিনি বলিয়াছেন—"তেনৈব তস্য বস্তুভিন্নত্বং স্বনির্বাহকত্বং চ স্বস্য তাদৃশে তদ্ভাবোজ্জৃম্ভকম্ অচিন্ত্যত্বং সিধ্যতি।" যদি 'বিশেষকে' অপ্রতর্ক্য না বলা হয়, তবে ভেদহীন ব্রহ্মে গুণগুণিভাবরূপে উভয়বিধত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

জীবজগৎ ব্রহ্মের অংশ—এই মতবাদ প্রতিষ্ঠায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ পরব্রহ্মকে উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তি—বিষ্ণুশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি ও অবিদ্যা-শক্তি। তাঁহার বিষ্ণুশক্তি বা অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি-প্রভাবে তিনি স্বরূপতঃ অবিকারী। কিন্তু আর দুইটি শক্তিই জীব ও জগৎরূপে পরিণত হয়। সাংখ্যমতে কার্য্যকে কারণ হইতে পৃথক্ মনে করা হয় না, যেহেতু কারণের মধ্যেই কার্য্য লীন থাকে। কিন্তু বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাংখ্যের সেই মতবাদ খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হইলেও উভয়ের মধ্যে নির্বিশেষ অভিন্নতা সম্ভব নহে। তাহা হইলে তত্ত্বতঃ কার্য্যও যাহা, কারণও তাহাই—এইরূপই হইত। কিন্তু মৃৎপিণ্ড হইতে ঘট নির্মিত হইলেও ঘটাবস্থায় মৃত্তিকা ও কারণাবস্থায় মৃত্তিকা স্বরূপতঃ একই বলা যায় না। কারণ-অবস্থাতে যদি কার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে কার্য্য মাত্রেরই নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। যদি বলা যায় কারণেরই কার্য্যরূপে অভিব্যক্তি, তাহা হইলে কার্য্যরূপ অভিব্যক্তিটিকেও আর একটি অভিব্যক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। উহাতে অনবস্থা দোষ হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিণাম ও

অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলেও কার্য্যকে তিনি কারণ হইতে পৃথক্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 'স্বতন্ত্রাভিব্যক্তিমত্ত্বং কার্য্যত্বম্' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা বা লীলাবশতই জগৎসৃষ্টি সংঘটিত হইয়াছে। কার্য্যরূপে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, কিন্তু যেহেতু ইহা ঈশ্বরের শক্তি, শুধু সেই কারণেই শক্তি অংশে ঈশ্বরের সহিত অভেদ সম্বন্ধ। জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্পর্কের সিদ্ধান্তই একমাত্র সকল সমস্যার সমাধানে সমর্থ। নানা দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বলিষ্ঠ যুক্তিজাল দিয়া এই তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ভক্তিকে তিনি 'ভগবদ্বশীকারহেতুভূতা শক্তিঃ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (সিদ্ধান্তরত্ন)। হ্লাদিনীর সারভূতা এই শক্তি। এই শক্তিবলে নিজে হ্লাদরূপ হইয়াও শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দ আস্বাদন করেন এবং অপরকেও আনন্দ আস্বাদন করাইয়া থাকেন। ভক্তি ভক্তেতেও পৃথক্ বিশেষণরূপে সিদ্ধ। অতএব ইহাতে ভক্ত ও ভগবান্—এই উভয়েরই আনন্দ লাভ হইয়া থাকে—"তয়োরানন্দাতিশয়ো ভবতি" (সিদ্ধান্তরত্ন)। এই হ্লাদধারার বিস্তারই রসামৃতমূর্তি শ্রীভগবানের করুণাঘন মাধুর্য্যের স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য এবং মনুষ্যের ভক্তি সাধনাই তাহার স্বরূপ উপলব্ধির উপায়। শ্রীভগবান ও জীবের সংযোগসেতুই হইল ভক্তি—উহাই উভয় কোটিকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্পর্কে অনুস্যূত করিয়া রাখিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সেই তত্ত্বকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাপদবীতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন গোবিন্দ-কৃপাধন্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ।

শ্রীবিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শ্রীগোবিন্দভাষ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অমূল্য নিধি। এই শাস্ত্রনিধির প্রচারের পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়া শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন-মিশন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামিমহারাজ সম্প্রতি এই দুষ্প্রাপ্য ভাষ্য সম্পাদনা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি রসপিপাসু ভক্ত ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক ও গবেষকবৃন্দ—সকলেরই অশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহার সম্পাদিত এই গ্রন্থের

ভাষ্য, টীকা, ভাষ্যবিবৃতি ও টীকানুবাদ এবং বিশেষতঃ প্রত্যেক ব্রহ্ম-সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণবচনের উদ্ধৃতি ও সমর্থন শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতিপাদিত দার্শনিক তত্ত্বের অখণ্ড দিগন্ত উদ্ভাসিত করিবে। আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহারই বিচ্ছুরিত দীপ্তির কয়েকটি আলোক-বিন্দুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলাম মাত্র। সেই তত্ত্বালোকের সমগ্রতার ব্যাপ্তি রহিয়াছে গ্রন্থটিতে। কথামুখে রহিয়াছে তাহারই সংক্ষিপ্ত পূর্বাভাষ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথি,
বাং ৭ই ফাল্গুন (১৩৭৬)
ইং ১৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৭০)।
পি-২১৫, সি. আই. টি রোড,
কলিকাতা-১০

বৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থী—
শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত
বিভাগের অধ্যক্ষ ও আশুতোষ অধ্যাপক।

প্রস্তাবনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রবীণতম রীডার
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপরিবারসম্ভূত ডঃ শ্রীসীতানাথ গোস্বামী
এম্, এ ; ডি, ফিল্ ; বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় কর্তৃক লিখিত।

বেদান্তের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণ পরস্পর ভিন্ন মতবাদ প্রচার করিলেও তাঁহারা সকলেই প্রস্থানত্রয়ের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষদ্‌কে শ্রুতিপ্রস্থান বলা হয়, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকে স্মৃতিপ্রস্থান এবং ব্রহ্মসূত্রকে ন্যায়প্রস্থান বলিয়া অভিহিত করা হয়। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব প্রভৃতি সম্প্রদায়প্রবর্তক আচার্যগণ অন্যান্য প্রস্থানের সহিত ন্যায়-প্রস্থানের অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রেরও ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু অপরাপর বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতবাদের সারাংশ গ্রহণ করিয়া জীবের প্রতি করুণাবশতঃ এক অভিনব সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিলেন—ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মসূত্রের কোনও ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই কারণ তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া মনে করিতেন।[১] ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যগুলির রচয়িতা বিভিন্ন আচার্যগণ সকলেই স্ব-স্ব-মতে সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রয়োজনমত স্থলবিশেষের ব্যাখ্যায় লক্ষণাদির দ্বারা স্বমতের সিদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা ব্যাসদেব যে-ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন তাহাই যে তাঁহার সূত্রগুলির তাৎপর্য সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এইজন্য ব্যাসরচিত ব্রহ্ম-সূত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া গণ্য হইতে পারে একমাত্র ব্যাসদৃষ্ট কোনও গ্রন্থ এবং সেই গ্রন্থই হইল শ্রীমদ্‌ভাগবত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা

---

(১) গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতাভিধঃ ইতি ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিমভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ।—তত্ত্বসন্দর্ভ, ২১

প্রকটিত করেন। এই গ্রন্থ একখানি পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তজ্জন্য ইহাকে শ্রুতি অপেক্ষা হীনপ্রমাণরূপে প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস অন্যান্য দার্শনিকগণের মধ্যে দৃষ্ট হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মনে করেন যে, পুরাণগ্রন্থগুলি শ্রুতির মধ্যেই গণ্য এবং সেইগুলিও অপরাপর শ্রুতিগ্রন্থের ন্যায় অপৌরুষেয়। ইঁহাদের মতে কঠাদি শ্রুতি যেরূপ কঠ বা কলাপ প্রভৃতি আচার্যগণ কর্তৃক রচিত নয় কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভাত হওয়ায় সেই সেই আচার্যের নামে অভিহিত হয় সেইরূপ স্কান্দ, আগ্নেয় প্রভৃতি পুরাণও স্কন্দ, অগ্নি প্রভৃতির দ্বারা রচিত না হইয়াও তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়া তাদৃশ আখ্যা লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণের শ্রৌতত্ব প্রতিপাদনের জন্য তাঁহারা শ্রুতিপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ..." (বৃঃ উঃ ২।৪।১০)। মহাভূত পরমাত্মার নিঃশ্বাস স্বরূপে ঋগ্বেদাদির ন্যায় ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি নির্গত হওয়ায় পুরাণেরও শ্রৌতত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হয়। এই অপৌরুষেয় গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাসদৃষ্ট হওয়ায় এবং ব্রহ্মসূত্র ব্যাস-রূপী শ্রীভগবান্ কর্তৃক উক্ত হওয়ায় শ্রীমদ্‌ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বকপোলকল্পনার কোনও দোষ থাকিতে পারে না এবং পৌরুষেয় দোষ ভ্রম-প্রমাদাদিরও কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতকে অন্যান্য ভাষ্যের সহিত সমপর্যায়ের বলিয়া চিন্তা করা অসঙ্গত যেহেতু শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্রহ্মসূত্রের আক্ষরিক অর্থের ব্যাখ্যা নাই কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের মূল তাৎপর্য অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও লক্ষণীয় যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ অপৌরুষেয় নিত্য গ্রন্থকে অপর একখানি অপৌরুষেয় গ্রন্থের অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিলেও তাহাতে দোষ হয় না যেহেতু এই ভাষ্য প্রসিদ্ধ অপরাপর ভাষ্যগুলি হইতে বিলক্ষণ হইলেও ভাষ্যলক্ষণাক্রান্ত[১]

---

(১) ভাষ্যের লক্ষণ সম্প্রদায়ক্রমে নিম্নরূপে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে—

সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুকারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥

অবশ্যই হইয়াছে। এই দৃষ্টিতেই শ্রীমদ্‌ভাগবত ভাষ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।[১] ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র যে ঈশ্বরপ্রোক্ত এবং তাহাতেও যে কোনও পুরুষদোষ আসিতে পারে না ইহা স্বয়ং মহাপ্রভুই বলিয়াছেন।[২]

যাহা হউক্, শ্রীমদ্‌ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া বৈষ্ণবাচার্যগণ পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনুগামিবৃন্দ তত্তৎ-সম্প্রদায়-প্রসিদ্ধ ভাষ্যের ন্যায় একটি প্রত্যক্ষরব্যাখ্যাত্মক ভাষ্যগ্রন্থ দেখিতে অভিলাষ প্রদর্শন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বাচার্য প্রণীত ভাষ্যকেই স্বমতের সহিত বহুলাংশে সদৃশ লক্ষ্য করিয়া সেই ভাষ্যপাঠের জন্য শিষ্যবৃন্দকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তিকালে দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষর ব্যাখ্যাস্বরূপ ভাষ্যগ্রন্থ না থাকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্যগণ বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া পড়িতেছেন। এই বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াই শ্রীমদ্‌-বলদেব বিদ্যাভূষণ অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীগোবিন্দের নির্দেশে এক অনবদ্য ভাষ্যগ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত করেন। ইহাই গোবিন্দভাষ্য নামে পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।[৩]

গোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোকগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আচার্য বলদেব অন্যান্য মতগুলির খণ্ডনের সহিত বিশেষভাবে

---

(১) বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ উভয়েই অপৌরুষেয় হইলেও ব্রাহ্মণভাগকে মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। সেইরূপ অপৌরুষেয় শ্রীমদ্‌ভাগবতও অপৌরুষেয় বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া গৃহীত হইলে কোনও অসঙ্গতির সম্ভাবনা নাই।

(২) শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে—

"প্রভু কহে, বেদান্তসূত্র—ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১০৬-১০৭)

(৩) ভাষ্যমেতদ্‌বিরচিতং বলদেবেন ধীমতা।
শ্রীগোবিন্দনিদেশেন গোবিন্দাখ্যামগাত্ততঃ॥—প্রারম্ভশ্লোক ১৮, গাবিন্দভাষ্য

খণ্ডিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন শঙ্করাচার্যপ্রদর্শিত কেবলাদ্বৈতবাদকে।[১] শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ যে মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং তাহা যে অসচ্ছাস্ত্র ইহা আমরা পদ্মপুরাণে দেখিতে পাই। আরও দুঃখের বিষয় যে, এই মায়াবাদ বস্তুতঃ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত এবং ইহার দ্বারা মানুষ ক্রমশঃ বেদবিরোধী বৌদ্ধমতের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। আচার্য শঙ্কর ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই বেদবিরোধী কার্যে লিপ্ত হওয়ায় তাহা নিতান্ত দুঃখজনক।[২] শঙ্করের এই প্রচেষ্টাও শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারেই ঘটিয়াছে। শ্রীশঙ্করের অবতার শ্রীশঙ্করাচার্য যদি ভগবৎস্বরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করেন তবে অকালেই এই সৃষ্টি বিলয় প্রাপ্ত হইবে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করাচার্যকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহাতে শঙ্করাচার্য ভগবানের স্বরূপকে গোপনে রাখিয়া জনগণকে ভগবদ্বিমুখ করিয়া রাখেন।[৩] তবে শঙ্করাচার্য নিজে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের চরমোৎকর্ষ যে বিশ্বাস করিতেন তাহা শ্রীজীব তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভগ্রন্থে প্রদর্শিত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য গোবিন্দাষ্টকাদি রচনা করিয়া গোবিন্দই যে পরতত্ত্ব তাহা দেখাইয়া নিজের বাগিন্দ্রিয়ের সাফল্য অনুভব করিয়াছেন।[৪] এইভাবে স্বয়ং শঙ্করাচার্যও যে শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করায় প্রধানমল্লনিবর্হণ-ন্যায়ে অন্যান্য বাদিগণও অনায়াসে পরাভূত হইবেন বলিয়া সূচিত করা হইয়াছে।

কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করসম্প্রদায় "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতিবাক্যের

---

(১) (ক) মায়াবাদমহান্ধকারপটলীসৎপুষ্পবন্তৌ সদা।
(খ) বিবর্তগর্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্। (প্রারম্ভশ্লোক, ৪ এবং ৫)

(২) মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা॥ (পদ্মপুরাণ উঃ ২৫।৭)

(৩) প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশং চ মাং কুরু।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং চ জনান্ মদ্‌বিমুখান্ কুরু।
মাং চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ (পদ্মপুরাণ উঃ ৬২।৩১)

(৪) শঙ্করাবতারতয়া...গোবিন্দাষ্টকাদৌ বর্ণয়তা তটস্থীভূয় নিজবচঃসাফল্যায় স্পৃষ্টমিতি।
—তত্ত্বসন্দর্ভ, ২৩

প্রামাণ্য অবলম্বন করিয়া এবং অপরাপর শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য নিরূপণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সজাতীয়-স্বগত-বিজাতীয় ভেদরহিত ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব। এইমতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন এবং জগৎ মায়ানির্মিত বা মিথ্যা। জগতের মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্য তাঁহারা বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়া থাকেন। আরও ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় ব্রহ্মের গুণ, ধর্ম, বিশেষ প্রভৃতি অঙ্গীকৃত হয় নাই; ফলে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর এইমতে শক্তিহীন, গুণাদিরহিত।

আচার্য বলদেব তাঁহার গোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভেই পূর্বপক্ষস্বরূপে অদ্বৈতবাদিগণের মত উল্লিখিত করিয়া তাদৃশ চিন্তা যে দুর্মতিগণের নিকটেই প্রতিভাত হয় ইহা দ্বিধাহীনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অনন্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অভিমত তত্ত্বের অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অবতরণিকাভাষ্যে যে-সিদ্ধান্তগুলি বিনিবেশিত করিয়াছেন তাহারই বিস্তৃতি পরবর্তী মহাগ্রন্থে এবং তাহার সূক্ষ্মা টীকায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে পাঁচটি তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হয়—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। এই পাঁচটি তত্ত্বই অনাদি। প্রথম চারিটি তত্ত্ব অনন্তও বটে, কিন্তু কর্ম অনাদি হইলেও সান্ত। কর্ম যে অনাদি তাহা ব্রহ্মসূত্রের "ন কর্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" (২।১।৩৫) সূত্রে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম যেরূপ অনাদি সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব এবং কর্মও অনাদি। এই কর্মেরই জড়, অদৃষ্ট, নিয়তি প্রভৃতি বহু আখ্যা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। ঈশ্বর স্বতন্ত্র এবং শক্তিমান্; জীবাদি অপর চারিটি তত্ত্ব ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ এবং ঈশ্বরের বশ্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও অদ্বয়বাদী কারণ ভাগবতে অদ্বয়তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ম্" (ভাঃ ১।২।১১)। এইস্থলে জ্ঞানকেই অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিলেও ঈশ্বরকে জ্ঞানমাত্রস্বরূপ বা চিন্মাত্রস্বরূপ বলা যায় না। প্রকাশস্বরূপ সূর্য যেরূপ প্রকাশকও হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রকাশবৎও হইয়া থাকে সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর জ্ঞানবৎও হইবেন, ইহাতে কোনও অসঙ্গতি নাই।[১] বলদেব বলিয়াছেন—জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং

(১) এই প্রসঙ্গে অহিকুণ্ডলাধিকরণ (৩।২।১৩ অঃ) দ্রষ্টব্য।

প্রকাশস্ত স্বপ্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্। (অবতরণিকাভাষ্য)। ঈশ্বরের ধর্ম-স্বরূপ জ্ঞান ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বিচার্য যে, শ্রুতিতে ব্রহ্মকে বহুভাবে উল্লিখিত করা হইয়াছে যেমন, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৮), "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ উঃ ২।১) ইত্যাদি। সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সত্যত্বাদি ধর্মগুলি কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন? এইস্থলে বৈষ্ণবগণের বক্তব্য—ব্রহ্মের ধর্ম সত্যত্বাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইতে পারে না কারণ ব্রহ্মে সকলপ্রকার ভেদ শ্রুতিতেই নিষিদ্ধ হইয়াছে; "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃঃ উঃ ৪।৪।২০), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ উঃ ২।১।১১) প্রভৃতি শ্রুতি এতদুদ্দেশ্যে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, যদি ব্রহ্মের সত্যত্বাদি ধর্মগুলি ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই না হয় তবে কিভাবে ধর্ম-ধর্মিভাব উপপন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন—বিশেষের দ্বারাই ধর্ম-ধর্মীর একত্ব তথা বহুত্ব সিদ্ধ হয়। বিশেষ একটি অসাধারণ বস্তু যাহা ভেদ বিদ্যমান না থাকিলেও ভেদকার্যকে সম্পন্ন করিয়া দেয়, এইজন্যই ইহাকে অর্থাৎ বিশেষকে ভেদপ্রতিনিধি বলা হয়। সত্তা একটি জাতি, জাতিতে জাতি বিদ্যমান থাকে না, অথচ আমরা অনুভব করি সত্তা সতী বা সত্তা বিদ্যমানা। কাল কালে বিদ্যমান থাকিতে পারে না কারণ কোনও বস্তুই তাহার নিজের আধার হইতে পারে না, অথচ আমরা অনুভব করি কাল সর্বকালে বিদ্যমান। এই সকল স্থলে অভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভেদকার্য বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বা ধর্মধর্মিভাব সিদ্ধ হয় একমাত্র বিশেষের দ্বারা। সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন সত্যত্বাদির ব্রহ্মধর্মরূপে প্রতীতি সম্ভব হইবে ব্রহ্মগত বিশেষের দ্বারা।[১]

অদ্বৈতবাদী ইহা স্বীকার করেন না। এইজন্য তাঁহারা ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলেন। তাঁহাদের মতে কালের স্বভাবের দ্বারাই 'কাল সর্বকালে বিদ্যমান'

(১) বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধির্ভেদাভাবেঽপি তৎকার্যং প্রত্যায়য়ন্ দৃষ্টঃ; সত্তা সতী, ভেদো ভিন্নঃ, কালঃ সর্বদাস্তীত্যাদৌ। তমন্তরা বিশেষণবিশেষ্যভাবাদিকং ন সম্ভবেৎ।

—বেদান্তস্যমন্তক, ২৩ পৃঃ

ইহা সিদ্ধ হয়; এইরূপ 'সত্তা সতী' ব্যবহারও স্বভাবের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে কিন্তু বিশেষ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে বৈষ্ণবগণ বলেন যে, বিশেষ স্বীকার না করিয়া যদি স্বভাব স্বীকৃত হয় তবে নামভেদমাত্র ঘটে, তাহাতে বস্তুভেদ হয় না। বৈষ্ণবগণ ভেদপ্রতিনিধি বিশেষ স্বীকার করেন এবং অদ্বৈতবাদী ভেদপ্রতিনিধি স্বভাব স্বীকার করেন।[১]

এই আলোচনার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে, অদ্বৈতবাদী অভিনিবেশ বশতঃই ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলেন কিন্তু যুক্তিতে তাঁহারা বিশেষস্থানীয় স্বভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই বিশেষকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অচিন্ত্য-শক্তি বলিয়া উল্লিখিত করেন।

পূর্বোদ্ধৃত ভাগবতপঙ্‌ক্তিতে অদ্বয়তত্ত্ব স্পষ্টভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু বৈষ্ণবমতে পাঁচটি তত্ত্বই সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হয়। পাঁচটি তত্ত্ব স্বীকার করিলে অদ্বয়বাদ রক্ষিত হয় না। এইজন্য বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন —"অদ্বয়ত্বং চাস্য স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ" (তত্ত্বসন্দর্ভ, ৫১)। পাঁচটি তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বর ও জীব চৈতন্যস্বরূপ, অপর তিনটি জড়। ঈশ্বরের সহিত সদৃশ তত্ত্ব হইল জীব এবং ঈশ্বরের সহিত অসদৃশ তত্ত্ব হইল প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। একটি তাদৃশতত্ত্ব ও তিনটি অতাদৃশতত্ত্বের কোনটিই স্বয়ংসিদ্ধ নয় পরন্তু ঈশ্বরাধীন। সুতরাং ঈশ্বর ব্যতীত কোনও স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশতত্ত্ব বিদ্যমান নাই এবং কোনও স্বয়ংসিদ্ধ অতাদৃশতত্ত্বও নাই। স্বয়ংসিদ্ধতা-দৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তর না থাকায় ঈশ্বরকে অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়া উপনিষদে ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে উল্লিখিত করা হইয়াছে।

ঈশ্বরসদৃশতত্ত্ব হইল জীব কারণ উভয়েই চিৎস্বরূপ। অদ্বৈতবাদিগণ এতদুভয়ের চিৎস্বরূপতা লক্ষ্য করিয়াই উভয়ের অভেদ স্বীকার করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উভয়ের ভেদ অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায় কারণ

---

(১) ন চ সত্তাদেঃ সত্তাদ্যন্তরাভাবেঽপি স্বভাবাদেব সতীত্যাদিব্যবহারস্তৈবেহ তচ্ছন্দে-নোক্তেঃ। তস্মান্নির্ভেদেঽপি হরৌ ভেদপ্রতিনিধিঃ সোঽভ্যুপেয়ঃ।

—বেদান্তস্যমন্তক, ২৪ পৃঃ

—"বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যং তু জীবঃ।" অদ্বৈতবাদিগণ 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' বলিলেও সূত্রগ্রন্থ প্রভৃতি আলোচনা করিলে পুনঃপুনঃ জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। ইতরব্যপদেশাধিকরণে (২।১।৯ অঃ) জীব অপেক্ষা পরমেশ্বরের উৎকর্ষ বলা হইয়াছে, উৎক্রান্ত্যধিকরণে (২।৩।১৩ অঃ) ঈশ্বরকে বিভুপরিমাণ ও জীবকে অণুপরিমাণ বলিয়া উল্লেখ করায় এতদুভয়ের ভেদ অনায়াসগ্রাহ্য হইয়াছে। অংশাধিকরণে (২।৩।১৭ অঃ) অতি স্পষ্টভাবে জীবকে পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অংশাধিকরণের সূত্র এতাদৃশ স্পষ্টার্থক যে জীবব্রহ্মৈক্যবাদী শঙ্করও এই সূত্রের ভাষ্যে জীবকে পরমাত্মার অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। "মন্ত্রবর্ণাচ্চ" (২।৩।৪৪ সূঃ) সূত্রটির ব্যাখ্যাকালে শঙ্করাচার্য ছান্দোগ্যমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি' মন্ত্রের প্রামাণ্যে জীবকে ঈশ্বরাংশ বলিয়াছেন। পুনরায় "অপি চ স্মর্যতে" (২।৩।৪৫ সূঃ) সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"ঈশ্বরগীতাস্বপি চেশ্বরাংশত্বং জীবস্য স্মর্যতে—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ···(গীতা ১৫।৭) ইতি। তস্মাদপ্যংশত্বাবগমঃ।" পুনরায় অতএব চোপমাধিকরণে (২।৩।৮ অঃ) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। জলসূর্যকাদি উপমার দ্বারা শাস্ত্রে বহুস্থলে (ভাঃ ১১।১৮।৩২ দ্রঃ) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এক চন্দ্র যেরূপ বহু জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুস্বরূপে প্রতিভাত হয় সেইরূপ এক পরমেশ্বর বহু শরীরে অন্তর্যামিরূপে বিদ্যমান থাকেন। এই উপমার দ্বারা ঈশ্বরের বিম্বত্ব ও জীবের প্রতিবিম্বত্ব উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সিদ্ধির জন্য উভয়ের ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে; দুইটি অভিন্ন বস্তুর বিম্বপ্রতিবিম্বভাব হয় না। তাহা সম্ভব হইলে অগ্নির ছায়ার দ্বারা দাহ হইত এবং খড়্গচ্ছায়ার দ্বারা ছেদনকার্য সম্পন্ন করা যাইত।

জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ করার জন্য বৈষ্ণবগণ শ্রুতিপ্রমাণও প্রদর্শিত করিয়া থাকেন। মোক্ষাবস্থায় বিদ্বান্ ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্য লাভ করেন (পরমং সাম্যমুপৈতি—মুণ্ডক ৩।১।৩) অথবা তাদৃশ হইয়া যান (তাদৃগেব ভবতি—কঠ ২।১।১৫) এইরূপ জীব ও ব্রহ্মের মোক্ষাবস্থাতেও পার্থক্য সূচিত হয়। দুইটি ভিন্ন বস্তুরই সাম্য ও সাদৃশ্য সম্ভবপর।

সুতরাং কঠশ্রুতি ও মুণ্ডকশ্রুতির দ্বারা মোক্ষেও জীবব্রহ্মৈক্য সিদ্ধ হইল না। বদ্ধাবস্থাতে যে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন তাহা আমরা সকলেই অনুভব করি। সুতরাং শঙ্কর কর্তৃক জীবব্রহ্মৈক্যস্বীকার দুরাগ্রহ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? প্রমেয়রত্নাবলীতে (৪।২) আছে—এষু মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেঃ স্যাদ্ ভেদঃ পারমার্থিকঃ।

জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ভাগবতীয় প্রমাণের দ্বারাও অতি সহজেই প্রতিপাদিত হইতে পারে। ভাগবতে আছে—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াং চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥ (১।৭।৪-৫)

'মায়াং চ তদপাশ্রয়াম্' বলায় ঈশ্বর বা পূর্ণ পুরুষ যে মায়াবশ নহেন তাহা বলা হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকে 'যয়া সম্মোহিতো জীবঃ' অংশের দ্বারা জীবকে মায়ার দ্বারা সম্মোহিত স্বীকার করা হইয়াছে। মায়াধীন জীব কিরূপে মায়াপ্রভাববিরহিত ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হইবে? এই প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য যে, ঈশ্বর মায়ার পরিচালক অর্থাৎ মায়াবী। যিনি মায়াবী তিনি কখনও মায়াবশ হন না, ইহাই সর্বত্র প্রসিদ্ধ। কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের অভেদ স্বীকার করিলে ঈশ্বর অর্থাৎ মায়াবীও মায়াবশ হইয়া পড়েন। সুতরাং জীবব্রহ্মৈক্যসিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদীর কুকল্পনা বলিয়াই জানিতে হইবে।

বৈষ্ণবগণ আরও বলেন যে, সূর্য ও সূর্যরশ্মিপরমাণু যেরূপ অভিন্ন বলা যায় না এবং ভিন্নও বলা যায় না সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের বিষয়েও বুঝিতে হইবে। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন কারণ উভয়েই চৈতন্য, আবার ভিন্নও বটে কারণ জীব ঈশ্বরের অংশ। এইরূপ তথাকথিত পরস্পর-বিরোধ পরমেশ্বরের ক্ষেত্রে দূষণীয় নয় কারণ তিনি অচিন্ত্যশক্তিসমন্বিত। শক্তির স্বভাবই এই যে তাহা অচিন্ত্য। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ, অভেদ কোনটিই বলা যায় না, আবার ভেদ ও অভেদ উভয়ই বিদ্যমান।

অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি **অভিন্ন নয়** কারণ অগ্নি ধর্মী এবং শক্তি তাহার ধর্ম; অগ্নি প্রত্যক্ষ, শক্তি অনুমেয়। আবার অগ্নি ও শক্তি **ভিন্ন নয়** যেহেতু ইহারা গো-মহিষের মত অত্যন্ত ভিন্ন হইলে একটি অপরটির ধর্ম হইতে পারিত না। মহিষ কখনও অত্যন্ত ভিন্ন গরুর ধর্ম হইতে পারে না। আবার লক্ষ্য করা যায় যে, অগ্নি ও দাহশক্তি **অভিন্ন** কারণ যখন দাহ হয় না তখন তাহাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য অনুভূত হয় না। ইহারা **ভিন্নও** বটে কারণ দাহকালে অগ্নির ধর্মরূপে অর্থাৎ অগ্নি হইতে ভিন্নরূপে দাহিকাশক্তির প্রতীতি হয়। শক্তি অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর হওয়ায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ বা অভেদ কোনটিই নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা সম্ভব না হওয়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃক প্রতিপাদিত এই দার্শনিক মত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।[১]

ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি যে কেবল গৌড়ীয়গণই স্বীকার করেন এরূপ নহে, অদ্বৈতবাদী শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তাহা স্পষ্টতঃ অঙ্গীকার না করিয়া পারেন নাই। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (২।১।২৭ সূঃ) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্ত-বৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্যবিষয়া দৃশ্যন্তে। তা অপি তাবন্নোপ-দেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তেঽস্য বস্তন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি। কিমুতাচিন্ত্যস্বভাবস্য ব্রহ্মণো রূপং বিনা শব্দেন ন নিরূপ্যেত। তথা চাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥"

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৫।১২)

---

(১) শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।—বিষ্ণুপুরাণ ১।৩।২-৩

পুনরায় "সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ" (২।১।৩০) সূত্রে শঙ্করাচার্য ব্রহ্মের বিচিত্র-শক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে (২।২।৮ অঃ) যে-ভাবে পাঞ্চরাত্রমত খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছেন তদ্দ্বারা পাঞ্চরাত্র মত খণ্ডিত হয় নাই বলিয়াই বৈষ্ণবগণ মনে করেন। যথার্থ পাঞ্চরাত্র মত উপস্থাপিত না করিয়া তাহা খণ্ডন করিলে তাহা যথার্থতঃ মতের খণ্ডন বলিয়া গণ্য হয় না। এই গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি মহারাজ তাহা পর্যাপ্ত বিস্তৃতির সহিত প্রদর্শিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন অন্যান্য মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে তখন মায়াবাদ খণ্ডিত না হওয়ায় ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য মায়াবাদে ইহা মায়াবাদিগণ প্রতিপাদিত করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে বৈষ্ণবগণ বলেন যে, শঙ্করপ্রোক্ত মায়াবাদ বস্তুতঃ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। সুতরাং বৌদ্ধমতের নিরাসের দ্বারা ভঙ্গ্যন্তরে মায়াবাদ খণ্ডিতই হইয়া যায়।

শঙ্করাচার্য তাঁহার শারীরকমীমাংসাভাষ্যে ব্যাসরচিত সূত্রের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রকারের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আনন্দ-ময়াধিকরণে (১।১।৬ অঃ) শঙ্কর সূত্রের অন্যথা করিয়া বলিয়াছেন যে, আনন্দময় বলিতে পরমাত্মা বুঝিতে পারা যাইবে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ইহাতে অত্যন্ত মর্মাহত হন কারণ ভাষ্যপ্রণেতা হইয়াও শঙ্কর সূত্রের অবমাননা করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তদ্রচিত গোবিন্দভাষ্যে সূত্রের মর্যাদা রক্ষা করিয়া আনন্দময় বলিতে পরমাত্মাই যে প্রতিপাদিত হন তাহা প্রদর্শিত করিয়াছেন। শঙ্করপ্রোক্ত যুক্তি যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহাও বলদেব "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১।১।১২) সূত্রের ভাষ্যে সংক্ষেপে এবং সূক্ষ্মা টীকায় বিস্তৃতিপূর্বক বলিয়াছেন।

আলোচ্য মহাগ্রন্থে গ্রন্থসম্পাদক শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিমহারাজ যে-ভাবে প্রত্যেকটি সূত্রের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বিস্মিত

হইতে হয়। প্রতিটি সূত্রের পদগুলির অর্থ নির্দেশ পূর্বক সূত্রবাক্যের আক্ষরিক মর্মার্থ নিরূপণ করার দ্বারা তাঁহার এই গ্রন্থে নিবিড় প্রবেশ সূচিত হয়। ইহার পূর্বে শঙ্কররচিত ভাষ্যগ্রন্থের সম্পাদনায় কোনও কোনও সম্পাদক ইহাতে সচেষ্ট হইলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ে এইভাবে কেহ সূত্রের প্রতিটি পদের অর্থোল্লেখের দ্বারা বাক্যার্থ অবধারণের চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শ্রুত হয় নাই। গ্রন্থসম্পাদক বলদেবরচিত গোবিন্দ-ভাষ্য যথাসম্ভব শুদ্ধভাবে মুদ্রিতাকারে প্রকাশের জন্য পর্যাপ্ত প্রচেষ্টার আশ্রয় করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই সম্প্রদায়ে আজ পর্যন্ত এইরূপ ব্যাপক প্রযত্ন না হওয়ায় মুদ্রিত গোবিন্দভাষ্যগ্রন্থ হস্তগত হওয়া কষ্টকর। একটি মাত্র মুদ্রিত সংস্করণও দীর্ঘকাল ধরিয়া দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দুর্বোধ্য মুদ্রণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া গ্রন্থপ্রকাশ একপ্রকার অসম্ভব ছিল। তদুপরি ভাষ্যের অনুবাদ, সূক্ষ্মা টীকার সম্পাদনা ও তাহার অনুবাদের দ্বারা গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট একটি অমূল্য রত্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভক্তিসর্বস্ব ভক্ত ভক্তিকেই প্রথম স্থান দিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রতিবাদীর সহিত বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া যখন উপায় থাকে না, দার্শনিক হিসাবে যখন বিপক্ষের বা পূর্বপক্ষের মত জানিয়া তাহার খণ্ডন করিতেই হইবে তখন যুক্তিতর্কের ভিত্তি যথেষ্ট সুদৃঢ় না হইলে দার্শনিক সমাজে নিতান্ত হেয় হইতে হয়। এই সকল কথা অন্তঃকরণে রাখিয়াই বিচারমল্ল আচার্যগণ ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী ব্যাখ্যা, অনুব্যাখ্যা প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে বহু বৈষ্ণব এই দার্শনিক বিচারে পরাঙ্মুখ তথা উদাসীন থাকায় এই শাস্ত্রের প্রচার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যুক্তিবাদী মানুষ যুক্তিকে কখনও উপেক্ষা করিতে পারে না। সাধনার উচ্চকোটিতে উপস্থিত হইলে সেই যুক্তিবাদীই হয়ত আবার যুক্তিকে নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন কিন্তু তাহার পূর্ব পর্যন্ত যুক্তি অবশ্যই অবলম্বনীয়। সারস্বত গৌড়ীয় আসন এই শাস্ত্রপ্রচার ও যুক্তিমার্গ অন্বেষণপূর্বক ভক্তির পথ উন্মুক্ত করার প্রয়াস করিয়া দেশবাসীর নিকট শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য মনে হইয়াছে সিদ্ধান্তকণা ব্যাখ্যাটি। ইহা গ্রন্থসম্পাদক শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিমহারাজ কর্তৃক লিখিত। এই প্রস্তাবনার প্রারম্ভেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। কিন্তু প্রতিটি সূত্রের তাৎপর্য যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে তাহা সম্প্রদায়ক্রমে কর্ণগোচর হইলেও এরূপ কোনও গ্রন্থ দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই অথবা এরূপ কোনও আচার্যের সান্নিধ্য লাভ ঘটে নাই যাহাতে কোন্ বিশেষ সূত্র কোন্ বিশেষ ভাগবতীয় শ্লোকের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে তাহা স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যায়। গ্রন্থসম্পাদক আদ্যোপান্ত গ্রন্থটিতে ইহা প্রদর্শন করায় সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আন্তরিক শ্রদ্ধা সমাকর্ষণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে আমার প্রবেশ না থাকিলেও এবং প্রেমভক্তির অধিকার বিন্দুমাত্র না থাকিলেও সারস্বত গৌড়ীয় আসনের কর্তৃপক্ষ কেন যে আমার দ্বারা এই মহাগ্রন্থের প্রস্তাবনা লিখাইবার কথা চিন্তা করিলেন তাহা বুঝিলাম না। তাঁহাদিগের অকৃত্রিম ভালবাসা ও নির্ব্যাজ অনুরোধ উপেক্ষা করা যেমন সম্ভবপর হয় নাই তেমনই ব্যক্তিগত যোগ্যতার অভাবসত্ত্বেও বংশগত ও স্থানগত যোগ্যতার কথা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। শ্রীধাম নবদ্বীপের অধিবাসী হিসাবে এবং সর্বোপরি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপরিবার-সম্ভূত বলিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর বিষয়ে আলোচনা করিতে স্বাভাবিক আগ্রহ জাগে, তখন স্বীয় অযোগ্যতার কথা ভুলিয়া যাই, বিপদে ও সম্পদে তাঁহাকে ডাকিয়া তৃপ্তি পাই। এইজন্য তাঁহার নাম ও তাঁহার মত আলোচনা করিয়া এই অন্তরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়াছি। এখানে বিদ্যার অভাব প্রধান অন্তরায় হইবে বলিয়া চিন্তা করা সঙ্গত হইলেও দায়িত্বগ্রহণের সময়ে তাহা সাময়িকভাবে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম। অনন্তর অক্লান্ত সেবক শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর পুনঃপুনঃ তাগাদায় কালি-কলম লইয়া বসিতে বাধ্য হই। শ্রীমন্মহা-প্রভুকে স্মরণ করিয়া লিখিয়াছি, এই ভরসাতেই নিতান্ত অযোগ্য হইলেও মল্লিখিত এই প্রস্তাবনাটি মুদ্রণের জন্য প্রদান করিতে সাহস পাইয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে অসংখ্য প্রণাম করি, তাঁহার নাম ও

ঐ

মতধারা প্রসারিত হউক, কামনা করি যেন আমিও তাহাতে অঙ্গীভূত হইতে পারি।

মহাপ্রভুপাড়া
শ্রীধাম নবদ্বীপ
২৫শে মাঘ, ১৩৭৬
ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

**শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীচরণাশ্রিত
শ্রীসীতানাথ গোস্বামী**

বেদান্তসূত্র

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পরম পণ্ডিত
শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ ; পি, আর, এস্ (লণ্ডন)
মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মাটীকা-সমন্বিত। গ্রন্থখানি শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিগোস্বামিকৃত বঙ্গভাষাময় সিদ্ধান্তকণা টীকা-সমৃদ্ধ এবং অশেষশাস্ত্রার্থদর্শী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থকৃত ভাষ্য ও টীকার বঙ্গানুবাদযুক্ত। গ্রন্থের চারিটি খণ্ড বেদান্তদর্শনের একটি করিয়া অধ্যায়দ্বারা সমাপ্ত হইয়াছে। ২৯বি হাজরা রোড্, কলিকাতা-২৯, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন হইতে শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বেদান্তসূত্রের চার জন বৈষ্ণবাচার্য ভাষ্যকার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবল্লভ, ভেদাভেদবাদী শ্রীনিম্বার্ক ও ভেদবাদী শ্রীমধ্বের মধ্যে মধ্বাচার্যের মতানুসারে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়াও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্য বলদেবের এই ভাষ্যটি বেদান্তে—ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠাপক। গোবিন্দভাষ্য-মতে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র, সর্বকর্তা, সবিশেষ, বিভু, জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানাদিগুণসম্পন্ন, সচ্চিদানন্দ। তাঁহার শরীর, অহংপদবাচ্য। এইরূপ ঈশ্বরই ব্রহ্মপদবাচ্য। জীব অণু, নিত্যজ্ঞানাদি-গুণক, অহংপদবাচ্য, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি জড়া অথচ নিত্যা। বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যদাত্মক কাল নিত্য। ধর্ম ও অধর্মরূপ কর্ম অনাদি অথচ সান্ত। জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম এই চারটি পদার্থই ঈশ্বরের শক্তি। এইজন্য শক্তিবিশিষ্টরূপে ঈশ্বরকে এক বলা হয়। অদ্বৈতশ্রুতির এইরূপ অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরে তাৎপর্য। কেবলাদ্বৈতবাদ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম —এই পাঁচটি তত্ত্ব গোবিন্দভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই বেদান্তদর্শনের বিষয়—অচিন্ত্য, অনন্তশক্তিমান্ ঈশ্বর। ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার বা প্রাপ্তি

প্রয়োজন। সৎসঙ্গজনিত ভাগ্যবান্ শমাদিগুণযুক্ত অধিকারী। বেদান্ত-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত বেদের সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে সমন্বয় অর্থাৎ তাৎপর্য-রূপে সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। গোবিন্দভাষ্যের উপর শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত সূক্ষ্মা টীকাটি ভাষ্য বুঝিবার পক্ষে উপাদেয় এবং সাম্প্রদায়িক তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের ভাষ্য এবং টীকার বঙ্গানুবাদ গোবিন্দভাষ্যের গূঢ়ার্থতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছে এবং উহা এত প্রাঞ্জল যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা অপরিহার্যরূপে পাঠ্য বলিয়া মনে হয়। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি-মহারাজকৃত সিদ্ধান্তকণা ও ভূমিকা মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের তত্ত্বার্থ বুঝিতে বিশেষ উপকার করিয়াছে।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী,
৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৬।

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য
অধ্যক্ষ,
কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত
মহাবিদ্যালয়।

শ্রীবলদেব-কৃত-ভাষ্যতাৎপর্য্যম্,

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়স্থ মহাচার্য্য

পণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ

বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণেন বিরচিতম্

স্বপ্নে ভক্তায় ভগবান্ যথা ভাষ্যং সমাদিশৎ।
বলদেবস্তথা চক্রে ব্যাসবেদান্তসূত্রকে ॥

দুর্ব্বোধং পরতো জানন্ সূক্ষ্মাং টীকাং ততান সঃ।
বিদ্ধাদ্বৈততমশ্ছন্ন-লোকান্ বোধয়িতুং পুনঃ ॥

অচিন্ত্যভেদাভেদাখ্য-বাদস্তেন প্রকাশিতঃ।
বিষ্ণুর্নিনায় তং বিদ্যাভূষণোপাধিমাদরাৎ ॥

যথা ভক্তস্য শ্রীবিষ্ণুঃ প্রাণাস্তস্য তথৈব সঃ।
জীবসখ্যং সদাপন্নো হৃদি তস্য বসন্ হরিঃ ॥

পক্ষিণাবিব তৌ বৃক্ষ একস্মিন্ কৃতনীড়কৌ।
একঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্ক্তে পরঃ সাক্ষিতয়া স্থিতঃ ॥

জীবশ্চিদংশ ঈশস্য প্রতিবিম্বো ন কর্হিচিৎ।
তথাত্বে ন হি চৈতন্যং প্রতিবিম্বোহ্যচেতনঃ ॥

সলিল-প্রতিবিম্বস্থঃ সূর্য্যো ন হি ময়ূখভাক্।
দৃষ্টান্তেন স্ফুলিঙ্গানাং জীবানাং চিদভিন্নতা ॥

উৎক্রান্তিমত্ত্বাজ্জীবোঽণুঃ তিরোধানং বিভোর্ভবেৎ।
অচিন্ত্যশক্ত্যা জীবো ন লীয়তে হি ঘটাভ্রবৎ ॥

শ্রুতের্বিরোধাৎ সাম্যাচ্চ বায়োস্তত্ত্বেন তুল্যতা।
জীবজ্ঞানং নিত্যধর্ম্মো ন মনোযোগসম্ভবি ॥

নিত্যাংশয়োঃ কথং যোগঃ শ্রুতিরপ্যাহ নিত্যতাম্।
প্রত্যগ্ ব্রহ্ম স্বতোঽব্যক্তম্ আহতুস্তৎশ্রুতিস্মৃতী॥

লভ্যত্বাৎ শুদ্ধভক্ত্যাহি নৈরাশ্যং তত্র নোদয়েৎ।
তদ্ধ্যাননির্ম্মিতার্চ্চাদাবভ্যাসেন প্রকাশ্যতা॥

দেবস্য পরমেশস্য নিঃস্নেহে তু নিগূঢ়তা।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা তস্যারোপো ন যুজ্যতে॥

অধ্যাসো মিথ্যাভূতস্য কুত্রাপি ন হি দৃশ্যতে।
বিবর্ত্তো ন জগদ্রূপো ব্রহ্মণি যো বিবক্ষ্যতে॥

বিবর্ত্তঃ প্রকৃতেরূপমপহায় ন তিষ্ঠতি।
জলস্য বুদ্বুদো যদ্বদ্ বিবর্ত্তো ন জলাৎ পৃথক্॥

জগদ্ ব্রহ্মবিবর্ত্তশ্চেৎ ন ব্রহ্মরূপতা কথম্।
অদ্বৈতং কেবলং ব্রহ্ম যদি স্যাদ্ দ্বা সুপর্ণকৌ॥

বিরোধঃ শ্রুতিবাক্যেন নিরস্যোঽদ্বৈতবাদিভিঃ।
সর্ব্বত্র যদি মুখ্যার্থত্যাগাৎ স্যাল্লক্ষণাশ্রিতা॥

বেদাপ্রামাণ্যং পতিতং বার্য্যতাং তৈর্হি বাদিভিঃ।
গুণমুখ্যব্যতিক্রমে মুখ্যেন বেদসঙ্ক্রমঃ॥

বিধিকাণ্ডে তথৈবোক্তং চিন্ত্যতাং তদ্গতিঃ কথম্।
ব্যবহারে দ্বৈতবাদো মতমেতন্ন যুজ্যতে॥

শ্রুতৌ তাদৃক্ পদাভাবাৎ অনুবাদো ন সম্ভবী।
তস্য মানান্তরাপ্রাপ্তের্বিশিষ্টং ব্রহ্ম দিশ্যতে॥

আনন্দো ব্রহ্মণোরূপমিত্যুক্তির্ভেদসংশ্রয়া।
ভেদং বিনা কথং ষষ্ঠী শ্রুতিবাক্যে ন লক্ষণা॥

অদ্বৈতং ব্রহ্মণস্তত্ত্বমিত্যুপাসন-সঙ্গতিঃ।
কথং স্যাৎ তেন ন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং ভবেৎ ক্বচিৎ॥

প্রাকৃতরূপহীনত্বাদরূপমিতি কথ্যতে।
বিশেষোঽপি প্রাকৃতশ্চেত্তন্নিষেধোঽপি তত্র বৈ॥

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মস্বরূপং পশ্যতি শ্রুতম্
উপপন্নং কথং ভক্ত্যা দর্শনং তস্য সম্ভবেৎ॥

নির্ব্বিশেষস্য কি পশ্যেৎ—কেন পশ্যেৎ বিলোকনম্।
কঃ কুর্য্যাৎ যদি সগুণ ব্রহ্মবাদপরা শ্রুতিঃ॥

তদাঽস্য দ্বৈতধর্ম্মস্যাভাবাৎ কেন গুণান্বিতা।
তস্মান্ন কেবলাদ্বৈতবাদো যুক্তিসহো মতঃ॥

শ্রীপঞ্চমী তিথিঃ
১৩৭৬ সংখ্যকে
বঙ্গাব্দীয় সৌরমাঘস্য
সপ্তবিংশতিতম দিবসীয়া

শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মমধুপ-
সম্প্রেক্ষকঃ
শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ দেবশর্ম্মা

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

পরম করুণাময়বিগ্রহ পরমারাধ্যতম পতিতপাবন **শ্রীগুরুদেব** নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদের সঙ্কলিত **'বেদান্তসূত্রম্'** গ্রন্থখানির চতুর্থ অধ্যায় অদ্য তদীয় **আবির্ভাব-তিথিতে** প্রকাশিত হইয়া গ্রন্থটি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন। এই গ্রন্থ-সম্পাদনে মদভীষ্ট শ্রীশ্রীগুরুদেবেরই অহৈতুকী করুণার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পরিলক্ষিত হইতেছে। কেননা, মাদৃশ নরাধম কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, **'বেদান্ত'**-গ্রন্থের সম্পাদনা তাহার করিতে হইবে। কি ভাবে যে, শ্রীগুরুদেব অহৈতুকী প্রেরণা দ্বারা অধমের হৃদয়ে এইরূপ একটি বাসনা জাগ্রত করিলেন, তাহা আমারও অজ্ঞাত। পূর্ব্বে অবশ্য মদীয় শিক্ষা-গুরুদেব পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ভারতী মহারাজের মনোভীষ্ট ও আরব্ধ দুইখানি গ্রন্থ অসমাপ্ত অবস্থায় থাকায় সেই দুইখানি গ্রন্থের সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হই। তদবধি গ্রন্থের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে থাকি এবং শ্রীশ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের 'কিরণ', 'বিন্দু' ও 'কণা'—তিনখানি গ্রন্থ সম্পাদন করি। তৎপরে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্য ও ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের ভাষ্য-সহ 'শ্রীগীতা'র একখানি বিস্তৃত সংস্করণ সম্পাদন করিবার অভিলাষ আমার হৃদয়ে জাগে এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের করুণায় সমাপ্ত হয়। সেই সময়েই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রেরণায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর রচিত **'গোবিন্দভাষ্য'** ও **'সূক্ষ্মা টীকা'**-সহ বেদান্তের একটি বিস্তৃত সংস্করণ সম্পাদন করিবার ইচ্ছা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তখনও জানিতাম না যে, এইরূপ একটি গ্রন্থের সঙ্কল্প শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ে ছিল। কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারেই শ্রীগুরুদেবের প্রেরণা পাইয়া এই গ্রন্থের কার্য্য আরম্ভ হয়, কিন্তু এরূপ গ্রন্থ সম্পাদনে যে কিরূপ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রয়োজন এবং বিশেষভাবে কিরূপ অর্থের প্রয়োজন, তাহা না ভাবিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু দেখিলাম, যে-কার্য্যে শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা থাকে, তাহা কাহারও পক্ষে অসাধ্য হইলেও শ্রীগুরু-কৃপায় সাধিত হইতে পারে। আমি

দ্বিধাহীনভাবে তাই সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতেছি যে, এই গ্রন্থ-সম্পাদনায় মাদৃশ অধমের কোন কৃতিত্ব নাই, সকলই মদভীষ্ট শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণা। আমি শ্রীগুরু-কৃপা-লাভেরও সম্পূর্ণ অযোগ্য সুতরাং এই করুণাকে অহৈতুকী ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না।

আজ শ্রীগুরুদেবের মহামহিম কৃপা-প্রভাবে এই বিরাট গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইলেন বলিয়া শ্রীগুরুদেবের রাতুলচরণে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত-পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে, হে পরম দয়াল প্রভুপাদ! আপনার এই অহৈতুকী করুণাকে যে কি ভাবে আমি বন্দনা করিব, তাহার ভাষা আমার জানা নাই, অজ্ঞ শিশুর মত কেবল প্রার্থনা করিতেছি, হে প্রভো! এই করুণা হইতে আমি যেন কখনও বঞ্চিত না হই, আমার অশেষ দোষ, অশেষ অযোগ্যতা, তাই যেন সর্ব্বদা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের কৃপায় প্রার্থনা করিতে পারি—

"যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।"

আরও—"বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি',
কৃপা কর ছোড়ত বিচার।"

হে প্রভো! আমার আরও একটি প্রার্থনা যে, আপনার সঙ্কল্পিত কয়েকখানি উপনিষদ্ও যেন গৌড়ীয়-ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হই। সে-স্থলেও আপনার কৃপা ব্যতীত কোন সম্বল আমার নাই। জীবন সন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছি, নানা পীড়াও আক্রমণ করিয়াছে; তথাপি আপনার কিঞ্চিৎ মনোভিলাষ পূরণের আশা বলবতী আছে। যদিও এ-আশা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার মত, পঙ্গু হইয়া গিরি উল্লঙ্ঘনের মত, মূক হইয়া বাচালত্ব-লাভের মত, তাহা হইলেও আপনার করুণার নিকট সব অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, ইহা আমার নিকট প্রত্যক্ষীভূত সত্য। জয় শ্রীগুরুদেবের জয়, জয় শ্রীগুরু-কৃপার জয়, জয় শ্রীগুরু-চরণ-মহিমার জয়। জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয়তম মূর্ত্তি মদীয় শিক্ষা-গুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যপাদ পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের** শ্রীচরণেও গ্রন্থ-সমাপ্তি-দিনে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আমাকে জ্ঞাত করাইলেন যে 'বেদান্তদর্শন' গ্রন্থটি সম্পাদনের সংকল্প শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ছিল। তিনি আমাকে কি ভাবে যে উৎসাহ দিলেন, কি ভাবে যে আমার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিলেন, তাহা আজও ভুলিবার নহে; এমন কি, তিনি যদি প্রতি সূত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধার করিবার আদেশ না করিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থে এ-বিষয়টি আজ পরিদৃষ্ট হইত না। সুতরাং এই প্রভুবরের প্রদত্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা, আদেশ, উপদেশ পাইয়াই আমি যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কল্পিত একটি সুমহান্ কার্য্য সম্পাদন করিতে কিঞ্চিৎ সক্ষম হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহার শ্রীচরণে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। গুরুবর্গের করুণার কৃতজ্ঞতা স্বীকারই পর্য্যাপ্ত নহে, তথাপি গত্যন্তর নাই বলিয়াই অধমের এই প্রয়াস। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের ঋণ চির-অপরিশোধ্য।

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজনীয় **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ** করুণা প্রকাশ-পূর্ব্বক গ্রন্থের সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি দেখিয়া দিয়া অধমের যে মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্যও আমি তাঁহার শ্রীচরণে চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তাঁহার ন্যায় একজন শাস্ত্রজ্ঞ, মহামনীষী বৈষ্ণবাচার্য্যের দ্বারা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি পরিদৃষ্ট হওয়ায় আমি বিশেষ কৃতার্থ হইয়াছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ আশুতোষ অধ্যাপক বিদ্বদ্বরেণ্য **ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, শাস্ত্রী,** এম্, এ ; পি, আর, এস্ ; ডি, ফিল্ ; এফ, আর, এ, এস্ (লণ্ডন) স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ মহোদয় এবং যাদব-পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রবীণতম রীডার পরম পণ্ডিত **ডক্টর শ্রীসীতানাথ গোস্বামী** এম্, এ ; ডি, ফিল্ ; বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপে তাঁহাদের গবেষণামূলক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রদান

করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই গোস্বামি-সন্তান এবং পরম বিদ্বান্, বংশগৌরবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধারক ও বাহকরূপে সম্মানিত। গৌড়ীয়-ধর্ম্ম, গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়-বিজ্ঞান, গৌড়ীয়-সাহিত্য, গৌড়ীয়ের যাহা কিছু সম্পদ্ সকলই উঁহাদের নিজস্ব আরাধ্য সম্পদ্। সুতরাং জনসাধারণ উঁহাদের মনীষার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেন। আধুনিক ধর্ম্ম-বিপ্লবের যুগে পরম প্রেমময় মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের বাণীই সমগ্র মানব-জাতিকে ভগবৎ-প্রেমের দিকে আকর্ষণকরতঃ বিশ্বমানবগণকে অনাবিল শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতির সূত্রে গ্রথিত করিয়া আদর্শ সমাজব্যবস্থা-স্থাপনে উদ্যোগী করিতে সমর্থ।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-বিরচিত শ্রীগোবিন্দভাষ্য-খানি যে কিরূপ বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকারগণের ভাষ্যের মধ্যে পরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এই মনীষীদ্বয়ের লিখিত প্রবন্ধ-পাঠে 'বেদান্ত-সূত্রম্'-গ্রন্থের পাঠকগণ অবশ্যই অবগত হইতে পারিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস।

এই কৃতবিদ্য পুরুষদ্বয় মাদৃশ অকিঞ্চনের অনুরোধে তাঁহাদের মূল্যবান্ সময় ব্যয় করিয়া প্রবন্ধ-লিখনে যে প্রযত্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট আন্তরিক চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমি আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ও মেধাবী ছাত্রগণ বেদান্তদর্শন-পাঠকালে যাহাতে শ্রীবলদেব-রচিত গৌড়ীয় ভাষ্য-সমন্বিত গ্রন্থখানিরও অধ্যয়নের সুযোগ পান, তজ্জন্য ইঁহারা সচেষ্ট থাকিবেন।

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পরম পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য** এম্, এ; পি, আর, এস্ (লণ্ডন) মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক 'বেদান্তসূত্র' সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য এই গ্রন্থে প্রকাশ করায় আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইনি অতিশয় অমায়িক ও সজ্জন।

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের নবপ্রবর্ত্তিত গবেষণা-কার্য্যের সাহিত্যালঙ্কারের মহাচার্য্য, বিবিধ শাস্ত্রবেত্তা, মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক ভারত সরকার হইতে সদ্য পুরস্কারপ্রাপ্ত, পণ্ডিতপ্রবর **শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ**, বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহাশয় আন্তরিকতার সহিত সযত্নে আগাগোড়া **শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকার আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ**

করিয়াছেন। তিনি প্রায় সর্ব্বত্র টীকার অনুসরণে ভাষ্যের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

তাঁহার মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার-প্রাপ্তির আলোক-চিত্রখানিও এই গ্রন্থে সংযোজিত রহিল এবং পণ্ডিত মহাশয় কর্ত্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতি-সমীপে অর্পিত **শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন** হইতে প্রকাশিত **'বেদান্তসূত্রম্'** গ্রন্থের খণ্ডগুলিও ঐ আলোকচিত্রে রাষ্ট্রপতির পার্শ্বে শোভা পাইতেছে।

পণ্ডিত মহাশয় এই গ্রন্থের একটি প্রুফ্ সংশোধন করিয়া গ্রন্থখানিকে যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে মুদ্রণের সাহায্য করিয়াছেন। তবে তাঁহার ন্যায় অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধের পক্ষে এবং সর্ব্বদা নানাবিধ বিদ্যাচর্চ্চা ও ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যাপৃত থাকার দরুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুবাদ তথা প্রুফ্ সংশোধন-কার্য্যে কিছু কিছু বিচ্যুতি দৃষ্ট হওয়ায় ভ্রম-সংশোধন-পত্রে তাহার কিছু শোধন করা হইয়াছে। এইরূপ একটি বিপুল আকার গ্রন্থের এত অল্প সময়ের মধ্যে অনুবাদাদি এবং মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হওয়ায় কিছু কিছু দোষ-ত্রুটী থাকা অসম্ভব নহে।

উক্ত পণ্ডিত মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীবলদেবের ভাষ্য-তৎপর্য্য-বিষয়ক কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের অযৌক্তিকতা বর্ণনমুখে উক্ত মতবাদ নিরাস করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয়ের আন্তরিকতা, মাদৃশ ব্যক্তির প্রতি বৎসলতা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, শাস্ত্রকুশলতা এবং অপার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দর্শনে আমি বিশেষ মুগ্ধ। তজ্জন্য এই গ্রন্থ-সমাপ্তি দিনে তাঁহার মহোপকার স্মরণ করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিদ্যা—অমূল্য ধন, অর্থ-প্রদানাদি অকিঞ্চিৎকর। বিশেষতঃ আজকাল বেদ-বেদান্তাদি-বিষয়ে পারদর্শী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত খুবই দুর্ল্লভ। অবশ্য দুই একজন যাঁহাদিগকে পাওয়া যায়, তাঁহারাও শঙ্কর-মতাবলম্বনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের এই পণ্ডিত মহাশয় শঙ্কর-বেদান্তে পারঙ্গত হইয়াও এই গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদে নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়াছেন;

তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আশা করি, তিনি শ্রীভগবানের কৃপায় আরও দীর্ঘকাল সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিবেন এবং এইরূপ সুমহান্ কার্য্যে ব্রতী হইবেন। শ্রীভগবানের শ্রীচরণে ইহাও কামনা করিতেছি যে, তিনি শ্রীগোবিন্দ-চরণে অচলা ভক্তি লাভকরতঃ নৃত্যগোপালের কৈঙ্কর্য্য প্রাপ্ত হউন।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে এবং মুদ্রণকালে যাঁহারা আমাকে নানাপ্রকার গ্রন্থাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, গ্রন্থসমাপ্তি-দিনে তাঁহাদের নিকটও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজ, শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, বেদান্তভূষণ; বোলপুর শান্তি-নিকেতনের অধ্যাপক শ্রীসুধীর কুমার ঘোষ, ক্ষিদিরপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আমাদের আর একটি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইতেছেন—'রূপ লেখা প্রেসের' সত্বাধিকারী শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী বি,এস,সি, 'ভক্তি-কলানিধি' মহাশয়। তিনি যেরূপ আন্তরিক যত্নের সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে এইরূপ একটি বিরাটাকার গ্রন্থ, যাহা চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ, তাহা এত অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মুদ্রাকর-নামের সার্থকতা ও অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার সরলতা, উদারতা এবং স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার-দর্শনে আমি বিশেষ মুগ্ধ। তিনি অনেক সময় তাঁহার পারিবারিক কাহারও বিশেষ অসুস্থতাজনিত অশান্তির মধ্যেও গ্রন্থের কাজ ফেলিয়া রাখেন নাই। বিশেষতঃ এরূপ ধর্ম্মগ্রন্থের কার্য্য করিবার-কালে আহার-নিদ্রার প্রতিও সেরূপ লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। সুতরাং এইরূপ একটি মহাপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি শুধু ধন্যবাদ জ্ঞাপনই যথেষ্ট নহে। আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের সকলের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের

শ্রীচরণেও প্রার্থনা জানাইতেছি। তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথ নন্দীও কলেজে অধ্যয়ন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া Chartered Accountantship অধ্যয়নকালেও পিতার আনুগত্যে এই গ্রন্থের কার্য্যে যে সহায়তা করিয়াছে, তাহাও আদর্শস্থানীয়। সেজন্য তাহাকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

বুক্ বাইণ্ডার শ্রীমোহন লাল নন্দী মহাশয় এই 'বেদান্তসূত্রম্'-গ্রন্থের বাঁধাই কার্য্যে যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনিও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

আমাদের শ্রীআসনের আর একটি উদীয়মান সেবক শ্রীমান্ তমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিসর্ব্বস্ব মহাশয় এই গ্রন্থের প্রকাশকালে প্রুফাদি বহনকার্য্যে প্রেসে যাতায়াত ও নানাবিধ সেবাকার্য্য সম্পাদন করায় যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ-প্রচারে ও সেবাকার্য্যে যেরূপ উৎসাহ, তাহা অনেকের মধ্যেই দুর্ল্লভ। শিক্ষিত জন-সমাজে যাহাতে এই সকল গ্রন্থ আদৃত হয়, তাহার চেষ্টাতেও তাঁহার বিরাম নাই। শ্রীমদ্বলদেবের ভাষ্য-সমন্বিত শ্রীগীতাটিও তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিভিন্ন কলেজে, বিভিন্ন স্কুলে, এমন কি, বিভিন্ন বিখ্যাত বিখ্যাত পাঠাগারেও পৌছাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেবের সুবিখ্যাত গোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকা-সম্বলিত এই 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থটি ভারতের বিভিন্ন বিদ্বন্মণ্ডলীর হস্তে, এমন কি, পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের নিকটও পৌছাইয়া দিবার তাঁহার বড়ই আশা।

আমি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে তাঁহার আত্যন্তিক মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং তাঁহার হৃদ্গত গ্রন্থ-প্রচার-বাসনা সফল হউক, ইহাও কামনা করি।

সর্ব্বশেষ আমি আমাদের শ্রীআসনের আশ্রিত শিষ্য ও শিষ্যাগণের মধ্যে যাঁহারা এই গ্রন্থ-প্রচার-সেবার আনুকূল্যস্বরূপে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য দ্বারা প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিত্য কল্যাণের জন্য শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণায় **'বেদান্তসূত্রম্'**-গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়খানি প্রকাশিত হইয়া গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইতেছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম। গ্রন্থটি পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** অভীপ্সিত এবং পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের** সঙ্কল্পিত ছিল,—ইহা পূর্ব্বেই আমরা অবগত হইয়াছি। আর আমাদের ন্যায় বহুজনের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ছিল —ইহাও আমরা পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি। বহু ভাগ্যে বহু চেষ্টায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় তাহা পূর্ণ হওয়ায় আমরা সকলেই যে আনন্দিত, সে-বিষয় অধিক বলা বাহুল্য।

গ্রন্থখানি **শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন** হইতে প্রকাশিত হইলেন। এই আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ**। তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত একজন বিশিষ্ট শিষ্য। শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য পরিচয় গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং এই গ্রন্থের মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন। সেই প্রভুপাদের প্রকটকালে আমাদের পূজনীয় গুরু-মহারাজ তদানুগত্যে ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর বেষে আসমুদ্র-হিমাচল পরিভ্রমণ-করতঃ শ্রীপ্রভুপাদ-আচরিত ও প্রচারিত বিমল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরম নিষ্ঠা ও গৌরবের সহিত সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার বাগ্মিতায় এবং আচরণে আমরা বিশেষ মুগ্ধ হইয়াই বহু ভাগ্যক্রমে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়াছি এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী, যাঁহারাই শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আকৃষ্ট হইতেন সে-বিষয়ে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদই শ্রীমহারাজ-রচিত ভক্তি-বিবেক কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থের প্রাগ্‌বৃন্তে লিখিয়াছেন—

"আমাদের এই পরমার্থ-রাজ্যের আচার-প্রচারে উৎসর্গিত এই উদীয়মান হস্তের গঠিত কবিতাগুলি সে-জাতীয় নিন্দা বা প্রশংসার ধার ধারেন না।

যাঁহাদের হৃদয়ে পরমার্থের অঙ্কুর উদ্গত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহারাই এই নবীন কবির রচনা-সম্বন্ধে বিশুদ্ধভাবে নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন। কবির পরিচয়ে আমরা বলিতে পারি যে, তিনি কখনও গ্রাম্যরসে দীক্ষিত, শিক্ষিত হইয়া আধুনিক কবিগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সাহিত্য-শোভাবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে কবিতা লেখেন নাই। তিনি আচারবান্ শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তির প্রচারক। তাঁহার ভাষায়—তাঁহার বাগ্মিতায় শ্রোতৃবর্গ সর্ব্বদাই মুগ্ধ হন—ইহাই আমি শুনিয়াছি। সুতরাং আমার বড়ই আশা যে, তাঁহার কবিতাগুলিরও সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে। * * * * * * * * *

স্নেহবিগ্রহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বঙ্গের বহু সাহিত্যিকের নিকট, বহু কবিগণের নিকট, বহু অভিজ্ঞ শিক্ষিতগণের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র। আমার আশা হয় যে, তিনি যেরূপ বাগ্মিতা-প্রভাবে বহু শিক্ষিত জনের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তদ্রূপ তাঁহার স্নেহজলবিবর্দ্ধিতা কাব্যলতিকা উত্তরোত্তর ভাবরাজ্যে অগ্রসর হইয়া জনসাধারণের পরমার্থ-পথে রুচিফল উৎপাদন করিবে।"

আজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হইতে **'বেদান্তসূত্রম্'**-গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় তিনিও যে অন্তরাল হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, সে-বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের শ্রীগুরুদেবের অভিন্নহৃদয় শ্রীআসন ও মিশনের বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্যপাদ মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ** বর্ত্তমান 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থখানির সম্পাদক। গ্রন্থখানির সম্পাদনাকার্য্যে তিনি যে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সুধী পাঠকবৃন্দই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমার লেখা নিষ্প্রয়োজন।

ইনিও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একজন সুপরিচিত শ্রীচরণাশ্রিত-শিষ্য। প্রভুপাদের প্রকটকালে তদানুগত্যে আকুমার ব্রহ্মচারীরূপে আচার-প্রচারে রত ছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের প্রাচুর্য্য, বাগ্মিতাশক্তি তাঁহার

মুখনিঃসৃত দৈনন্দিন পাঠশ্রবণকালেই আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলি অকাট্য যুক্তিসহকারে যে ভাবে পরিবেশন করেন, তাহা একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে তেমনি খুব শিক্ষাপ্রদ। অবশ্য 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থের তদ্‌রচিত **'সিদ্ধান্তকণা'**-পাঠে তাঁহার সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের গভীরতা ও শাস্ত্রজ্ঞানের পারদর্শিতা পাঠকবর্গের সহজেই উপলব্ধির বিষয় হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং আমাদের এই মহারাজকে যে তিনটি **"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্"** প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীল মহারাজের সিদ্ধান্ত-জ্ঞান-বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রচারণে বিধৌ।
অতুলোৎসাহসচ্চেষ্টাসম্পন্নাশেষচেতসে ॥ ১ ॥
সাত্বতশাস্ত্রসদ্‌যুক্তিযুক্তবাণীপ্রকাশিনে।
শ্রীমৎসিদ্ধস্বরূপায় ব্রহ্মচর্য্যপদাজুষে ॥ ২ ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
উপদেশক ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাদরম্ ॥ ৩ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(২)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রচারণে কৃতী।
বৈষ্ণবশাস্ত্রসদ্ব্যাখ্যানিপুণো বাগ্মিতাযুতঃ॥
ব্রহ্মচারিবরঃ শ্রীমদ্গুরুভক্তিপরায়ণঃ।
সিদ্ধস্বরূপনামায়ং শ্রীমান্ সদ্গুণরাজিতঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈর্ম্মুদা বিমণ্ড্যতে।
মহোপদেশক খ্যাতিপ্রবরেণাদ্য সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(৩)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিপুলোৎসাহচেষ্টা-সম্পন্নায়োদারবুদ্ধয়ে।
শাস্ত্রযুক্ত্যা পরস্যাপি দুষ্টমতবিনাশিনে॥
মহোপদেশকাহ্বায় শ্রীমতে ব্রহ্মচারিণে।
সিদ্ধস্বরূপসংজ্ঞায় সিদ্ধরূপস্যসেবিনে॥

ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
বিদ্যাবাগীশ ইত্যেতদুপাধিপ্রবরং মুদা॥
সপ্তেষুবসুশুভ্রাংশু শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥
সভাপতিঃ
স্বাঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

আমাদের এই শ্রীল মহারাজেরই সন্ন্যাসের পূর্ব্ব নাম ছিল—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যাবাগীশ।

মিশনের অর্থের দ্বারাই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলেন। পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ কতনা কষ্টে এই অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যেও গ্রন্থখানির প্রকাশ সম্পূর্ণ করায় সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কেননা, এইরূপ একটি বিপুল আকার গ্রন্থ এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করিয়া পূজ্যপাদ মহারাজ স্বীয় অসীম ধৈর্য্য, সহ্য এবং শ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। যদি 'বেদান্তসূত্রম্' এর পাঠকবর্গ এই গ্রন্থখানি পাঠে গৌড়ীয় বৈদান্তিকের সিদ্ধান্তের সারত্ব অনুভব করিয়া বেদান্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবগত হইতে পারেন, তবেই আমাদের সকল শ্রমের সার্থকতা হইবে।

আমি আশা করি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সংকল্পিত এই গ্রন্থখানি প্রকাশের দ্বারা এক দিকে যেমন শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ সন্তুষ্ট হইবেন, অপর দিকে শ্রীমহারাজের গুরুভ্রাতাগণও শ্রীল প্রভুপাদের একটি বিশেষ মনোভীষ্ট পূরণ হইল জানিয়া আনন্দিত হইবেন। তাহার নিদর্শনও আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এবং পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজের লেখনীতে অবগত হইয়াছি।

আমাদের আরও আনন্দের বিষয় এই যে, পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই মনোভীষ্ট কার্য্যটি তাঁহারই আবির্ভাব তিথিতে অর্থাৎ শ্রীব্যাস-পূজাবাসরে সম্পূর্ণ হইলেন।

ইতি—

মাঘী পূর্ণিমা, বৈষ্ণবদাসানুদাস-

৩০ মাধব, গৌরাব্দ ৪৮৩। শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (গ্রন্থ-প্রকাশক)

প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক-

চতুর্থ অধ্যায়ের অধিকরণ-সূচী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

চতুর্থ অধ্যায়ের সূত্র-সূচী

(বর্ণানুক্রমে প্রদত্ত)

চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম পাদ হইতে চতুর্থ পাদ

(অ)

(আ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বেদান্তসূত্রম্

(শ্রীশ্রীমদ্ভগবদবতার-মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসেন বিরচিতম্)

গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য-শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত সটীক শ্রীগোবিন্দভাষ্য-সমেতম্

প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক-

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ (ফলাধ্যায়)

প্রথমঃ পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

দত্ত্বা বিদ্যৌষধং ভক্তান্ নিরবদ্যান্ করোতি যঃ।
দৃক্‌পথং ভজতু শ্রীমান্ প্রীত্যাত্মা স হরিঃ স্বয়ম্॥

অনুবাদ—যিনি বিদ্যারূপ ঔষধ প্রদান করিয়া ভক্তগণকে অবিদ্যা-রোগ-শূন্য করেন, সেই আনন্দময় শ্রীহরি স্বয়ং আমাদের দৃষ্টিগোচর হউন।

মঙ্গলাচরণ-টীকা—অথ ফলাধ্যায়ং ব্যাচক্ষাণো বিশুদ্ধিপূর্ব্বকশ্রীহরিদর্শন-স্পৃহারূপং মঙ্গলমাচরতি দত্ত্বেতি। যো বিদ্যৌষধং দত্ত্বা ভক্তান্নিরবদ্যানবিদ্যা-রোগশূন্যান্ করোতীতি ক্লেশহানিরুক্তা। স প্রীত্যাত্মা সুখময়ঃ শ্রীহরি-র্দৃক্‌পথং ভজত্বিতি সুখপ্রাপ্তিশ্চেতি নিঃশেষদুঃখহানিপূর্ব্বকস্তৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণো মোক্ষ এবাত্রার্থো ব্যজ্যতে। দত্ত্বৌষধমিত্যত্র ভক্তেভ্য ইতি সম্প্রদান-

বিভক্তির্ন স্যাৎ। পশ্য মৃগো ধাবতীত্যত্র কর্ম্মবিভক্তিবৎ। "অপাদানসম্প্রদান-করণাধারকর্ম্মণাম্। কর্ত্তুশ্চান্যোন্যসন্দেহে পরমেকং প্রবর্ত্তত" ইত্যুক্তেঃ।

মঙ্গলাচরণ-টীকানুবাদ—অতঃপর ভাষ্যকার ফলাধ্যায় ব্যাখ্যার প্রারম্ভে অবিদ্যানাশরূপ বিশুদ্ধি পূর্ব্বক শ্রীহরির দর্শনকামনায় মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। যিনি বিদ্যারূপ ঔষধ দান করিয়া ভক্তগণকে নিরবদ্য অর্থাৎ অবিদ্যা-রোগশূন্য করেন—ইহার দ্বারা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি-নিবেশরূপ ক্লেশক্ষয় সেই পরমেশ্বর হইতে হয়, ইহা বলা হইল। 'স প্রীত্যাত্মা' —আনন্দময় শ্রীহরি দৃষ্টিপথে থাকুন ও সুখ লাভ হউক, ইহার দ্বারা নিঃশেষে দুঃখহানি (পুনরুৎপত্তিহীন ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তি) পূর্ব্বক পরমেশ্বরসাক্ষাৎ-কাররূপ মুক্তি-অর্থই সূচিত হইতেছে। আপত্তি হইতেছে, 'দত্ত্বৌষধম্' ভক্তান্ এখানে 'ভক্তেভ্যঃ' এইরূপ সম্প্রদানে চতুর্থী হইল না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'পশ্য মৃগো ধাবতি' এই বাক্যে মৃগপদে কর্ম্মবিভক্তির মত। অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তৃকারকের একত্র প্রাপ্তি-সন্দেহে এই কারকক্রমানুসারে নির্দ্দিষ্ট একটি কারকই হইবে। অতএব এখানে সম্প্রদান ও কর্ম্মকারকের সন্দেহে 'করোতি' ক্রিয়াযোগে কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়াই হইল, সম্প্রদানে চতুর্থী হইল না।

বিদ্যার ফল-বিচারাধ্যায়

অবতরণিকাভাষ্যম্—বিদ্যাফলবিচারোঽয়মধ্যায়ঃ। যদ্যপ্যত্র কতিপয়ৈঃ সূত্রৈরাদিতঃ সাধনবিচারোঽস্তি তথাপি ফলপ্রাধান্যাৎ ফলাধ্যায়ো ভণ্যতে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি শ্রূয়তে। এতদ্‌বিহিতস্য শ্রবণাদেরাবৃত্তিঃ কার্য্যা ন বেতি সংশয়ে সকৃদনু-ষ্ঠিতাদগ্নিষ্টোমাদেঃ স্বর্গাদিবৎ সকৃৎ কৃতাদপি শ্রবণাদেরাত্মদর্শনং স্যাদতো নেতি প্রাপ্তে।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়টি বিদ্যার ফল-বিচার-স্বরূপ। যদিও এই অধ্যায়ে প্রথমে কতিপয় সূত্র দ্বারা মুক্তির সাধন-বিচার করা হইয়াছে, তাহা হইলেও ফলের প্রাধান্যহেতু ইহাকে ফলাধ্যায় বলা

যাইতে পারে। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য' ইত্যাদি একটি শ্রুতি আছে, ইহাতে সংশয় এই,—শ্রুতিবিহিত শ্রবণাদি কি পুনঃপুনঃ কর্ত্তব্য? অথবা একবার? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—যেমন সকৃৎ-অনুষ্ঠিত অগ্নিষ্টোমাদি-যাগ হইতে স্বর্গাদিফল লাভ হয়, সেইরূপ সকৃৎ-কৃত শ্রবণাদি হইতেই আত্মদর্শন হইবে, অতএব পুনঃপুনঃ শ্রবণাদির প্রয়োজন নাই, এই মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বাধ্যায়ে বিদ্যায়াঃ সাধনান্যুক্তানি, ইহ তস্যাঃ ফলং চিন্ত্যমিত্যনয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবঃ সঙ্গতিঃ। পূর্ব্বত্র প্রারব্ধনাশে মুক্তিরুক্তা। তদ্বৎ সকৃৎকৃতে শ্রবণাদিকে বিদ্যা স্যাদিতি পূর্ব্বোত্তরন্যায়য়োর্দৃষ্টান্তঃ সঙ্গতিঃ। ইহ প্রথমে পাদে ব্রহ্মবিদঃ প্রারব্ধাতিরিক্তসর্ব্বকর্ম্ম-নিবৃত্তিঃ। দ্বিতীয়ে ম্রিয়মাণস্যোৎক্রান্তিঃ। তৃতীয়েঽর্চ্চিরাদিমার্গেণ শ্রীহরিণা চ তদুপাসকস্য তল্লোকগতিঃ। চতুর্থে মুক্তানাং ভোগৈশ্বর্য্যাবাপ্তিরপুনরা-বৃত্তিশ্চ নিরূপ্যতে। পাদসঙ্গত্যাদয়শ্চোহ্যাঃ। অথাশ্লেষন্যায়পর্য্যন্তোঽবশিষ্টঃ সাধনবিচারো দর্শ্যতে ইত্যাহ যদ্যপ্যত্রেতি। অথোনবিংশতিসূত্রকং ত্রয়োদশা-ধিকরণকং প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভত আত্মেত্যাদিনা। পূর্ব্বপক্ষে শ্রবণাদেরদৃষ্টফলকত্বং সিদ্ধান্তে তু দৃষ্টফলকত্বং বোধ্যম্। সকৃৎকৃতাদিতি। প্রযাজাদিবদিতি বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বাধ্যায়ে বিদ্যার সাধনসমূহ বলা হইয়াছে, এখানে সেই বিদ্যার ফল বিচারণীয়, এইরূপে দুইটির হেতুহেতু-মদ্ভাবসঙ্গতি। পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, প্রারব্ধ কর্ম্মনাশ হইলে মুক্তি হয়, সেইরূপ একবার শ্রবণ-মননাদি করিলে বিদ্যা হইতে পারে; এইরূপে পূর্ব্বাপর অধিকরণ দুইটির পরস্পর দৃষ্টান্তসঙ্গতি জ্ঞাতব্য। এই চতুর্থাধ্যায়ে প্রথম পাদে ব্রহ্মবিদের প্রারব্ধভিন্ন সকল কর্ম্মের ক্ষয় প্রতিপাদিত হইবে, দ্বিতীয় পাদে ম্রিয়মাণ ব্যক্তির অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যুগ্রস্তের দেহ হইতে নির্গম-প্রকার, তৃতীয় পাদে অর্চ্চিঃ প্রভৃতি মার্গে শ্রীহরি-কৃপায় তাঁহার উপাসকগণের বৈকুণ্ঠধাম-প্রাপ্তি এবং চতুর্থ পাদে মুক্ত পুরুষদিগের ভোগৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তি ও পুনরাবৃত্তির অভাব বর্ণিত হইতেছে। পাদসঙ্গতি প্রভৃতিও স্বয়ং কল্পনীয়। অতঃপর অশ্লেষাধিকরণ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট সাধন-বিচার প্রদর্শিত হইতেছে,

ইহাই অবতরণিকাভাষ্যে বলিতেছেন—ষষ্ঠপ্যত্রেত্যাদিবাক্যে। অতঃপর ভাষ্যকার ঊনবিংশতি (ঊনিশ) সূত্রাত্মক তেরটি অধিকরণযুক্ত প্রথম পাদ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা। পূর্ব্বপক্ষে আত্মবিষয়ক শ্রবণাদির ফল অদৃষ্ট, সিদ্ধান্তিমতে ঐ ফল দৃষ্ট। সকৃদনুষ্ঠিতাৎ ইতি—যেমন প্রধান যাগের অঙ্গ প্রযাজাদি একবার অনুষ্ঠান করিলেই হয়।

আবৃত্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥১॥

সূত্রার্থ—বারবার শ্রবণাদি আবশ্যক, যেহেতু শ্বেতকেতুর প্রতি নয় বার উপদেশ হইয়াছে ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রবণাদেরাবৃত্তিরাবশ্যকী। কুতঃ ? অসকৃদিতি। 'স য এষোঽণিমা', 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং', 'তৎ সত্যং', 'স আত্মা', 'তত্ত্বমসি' ইতি শ্বেতকেতুং প্রতি নবকৃত্বঃ কথনাৎ। ন চ সকৃৎ কৃতেন কৃতঃ শাস্ত্রার্থ ইতি ন্যায়বিরোধঃ, তস্যাদৃষ্টফলবিষয়ত্বাৎ। অত্রাত্ম-সাক্ষাৎকারলক্ষণস্য দৃষ্টফলস্য সম্ভবাৎ বৈতুষ্যদৃষ্টফলকাবঘাতাদিবৎ ফলপর্য্যন্তং শ্রবণাদ্যাবর্ত্তনীয়মিতি ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রবণাদি পুনঃপুনঃ আবশ্যক। কারণ কি ? 'অসকৃদুপ-দেশাৎ' যেহেতু বহুবার শ্রুতিতে উপদেশ হইয়াছে, যথা 'স য এষোঽণিমা' এই যে অণুপরিমাণ ইনিই সেই আত্মা। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব এই ব্রহ্মস্বরূপ, 'তৎ সত্যং' সেই ব্রহ্মই একমাত্র সৎস্বরূপ, 'স আত্মা' তিনিই আত্মা, 'তত্ত্বমসি' শ্বেতকেতো! তুমিই তৎ সেই অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম—এইরূপে শ্বেতকেতুর প্রতি নয়বার আত্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে, এইজন্য। যদি বল, একবার অনুষ্ঠান দ্বারাই শাস্ত্র-বিধি পালন করা হয়, এই ন্যায়ের সহিত বিরোধ হইল, তাহা নহে, ঐ ন্যায় অদৃষ্টফলক

ক্রিয়াস্থলে। এখানে আত্মসাক্ষাৎকারে দৃষ্টফল সম্ভব, সুতরাং অবঘাতের ফল বিতুষীকরণ যাবৎকাল পর্য্যন্ত না হয়, তাবৎকাল যেমন দৃষ্টফলক অবঘাত কর্ত্তব্য, সেই প্রকার ফলোদয়-(বিদ্যোৎপত্তি) পর্য্যন্ত শ্রবণাদি পুনঃপুনঃ আচরণীয় ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আবৃত্তিরিতি। ষড়্জাদিস্বরাণামাবৃত্তির্বিশিষ্টশ্রবণাদিসাধ্য-সাক্ষাৎকারদর্শনাদিতি দুর্গমস্য শ্রীহরেরপি সাক্ষাৎকারস্তাদৃশশ্রবণাদিতি সাধ্য ইত্যর্থঃ। দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা নোপযুক্তেতিভাবঃ। তস্য ন্যায়স্য ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—'আবৃত্তিরিত্যাদি' সূত্রে। ষড়্জ প্রভৃতি সাতটি স্বরের (ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ) আবৃত্তি-বিশিষ্ট শ্রবণাদি হইতে যেমন সাক্ষাৎকার দৃষ্ট হয়, সেইপ্রকার অতি দুর্জ্ঞেয় শ্রীহরিরও সাক্ষাৎকার তাদৃশ (পৌনঃপুনিক) শ্রবণ হইতে হয়। এ-জন্য বহুবার শ্রবণসাধ্য বলা হইয়াছে। দৃষ্টফল সম্ভব হইলে অদৃষ্ট-ফল কল্পনা অনুপযুক্ত, কথিত আছে—'লভ্যমানে ফলে দৃষ্টে নাদৃষ্টপরিকল্পনা। কল্প্যস্তু বিধিসামর্থ্যাৎ স্বর্গো বিশ্বজিদাদিবৎ' ইতি। তস্যাদৃষ্টফলবিষয়ত্বাদিতি—তস্য—সকৃৎকৃতেন কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ—এই ন্যায়ের ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদারম্ভে ভাষ্যকার মঙ্গলাচরণে বলিতেছেন যে, যিনি বিদ্যারূপ ঔষধি প্রদান পূর্ব্বক ভক্তগণকে নিরবদ্য অর্থাৎ অবিদ্যারূপ রোগশূন্য করেন, সেই সুখময় শ্রীমান্ শ্রীহরি স্বয়ং আমাদের দৃষ্টিগোচর হউন।

এই অধ্যায়ে বিদ্যার ফল বিচার হইবে বলিয়া ইহাকে **ফলাধ্যায়** বলা হয়। যদিও প্রথম পাদের আরম্ভে কয়েকটি সূত্রে সাধনের বিষয়ই বিচারিত হইয়াছে, তথাপি ফল-বিচারেরই আধিক্য দৃষ্ট হয়।

শ্রুতিতে যে কথিত হইয়াছে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো নিদি-ধ্যাসিতব্য" ইত্যাদি (বৃঃ ৪।৪।৫) এস্থলে একটি সংশয় হইতেছে যে, বেদান্তবিহিত শ্রবণাদি পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান করিতে হইবে? অথবা একবার করিলেই হইবে? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ একবার অনুষ্ঠান করিলেই স্বর্গাদি-ফল লাভ হইয়া থাকে; অতএব শ্রবণাদিও 'সকৃৎ' অর্থাৎ

একবার অনুষ্ঠান করিলেই আত্মদর্শন হইবে, সুতরাং পুনঃপুনঃ শ্রবণাদির প্রয়োজন নাই; পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রবণাদির পুনঃপুনঃ আবৃত্তির আবশ্যকতা আছে, কারণ শ্রুতিতে সেইরূপই উপদেশ আছে। 'স য এষোঽণিমা' (ছাঃ ৬।৯।৪) 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' (ছাঃ ৬।৯।৪) 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং' (ছাঃ ৬।৯।৪) 'তৎ সত্যং' 'স আত্মা' (ছাঃ ৬।৯।৪) প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যে শ্বেতকেতুর প্রতি নয় (৯) বার উপদেশ করা হইয়াছে।

যদি বলা যায় যে, শাস্ত্রে আছে—একবার অনুষ্ঠান করা হইলেই শাস্ত্র-বিধি পালন করা হয়; এই ন্যায়ের সহিত বিরোধ হইবে। তাহাও নহে, কারণ ঐ ন্যায় অদৃষ্টফল-বিষয়ক। আর এ-স্থলে আত্মসাক্ষাৎকার-লক্ষণ দৃষ্টফলের সম্ভাবনা থাকায় ধান্যকে তুষরহিত করা কাল পর্য্যন্ত যেমন তাহাকে অবঘাত করা হয়, তদ্রূপ বিদ্যার উৎপত্তিরূপ ফলোদয় পর্য্যন্ত শ্রবণাদির আবৃত্তি করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।
নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং
মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদুরুর্বিভাসি॥" (ভাঃ ৩।৯।১)
"কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎ-কথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্॥" (ভাঃ ৩।১৩।৫২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"নিরন্তর নাম কর, তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৩৬)
"অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার।

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৪৬-১৪৭)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

পুনঃ পুনঃ বেদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ; যেহেতু ঐরূপ উপদেশই আছে অর্থাৎ ধ্যান ও উপাসনা প্রভৃতি একার্থবোধক শব্দের দ্বারাই উপদিষ্ট রহিয়াছে। ধ্যান ও উপাসনা শব্দসমূহ বেদনেরই সমানার্থক, বেদনোপদেশপর বাক্যে তাহা অবগত হওয়া যায়। পুনঃ পুনঃ চিন্তার প্রবাহকে ধ্যান বা উপাসনা বলে। বেদ যে ব্রহ্মকে বেদন অর্থাৎ জানিবার কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ব্রহ্মকে ধ্যান বা উপাসনা করা। এ-বিষয়ে তিনি ছান্দোগ্যের বহু প্রমাণ এবং বৃহদারণ্যক মুণ্ডক, ও শ্বেতাশ্বতরের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ফলং নিগদ্য তস্মিন্ অধ্যায়ে। কর্ম্মণা শাখ্যং ফলমস্মিন্ পাদে নিত্যশঃ কার্য্যা সর্ব্বথা ভাব্যং সাধনং প্রথমত উচ্যতে। প্রায়িকত্বাচ্চাধ্যায়ানাং পাদানাঞ্চ ন বিরোধঃ। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য' ইত্যাদিনা অগ্নিষ্টোমাদিবদেকবারেণৈব ন ফলপ্রাপ্তিঃ কিন্ত্বাবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা 'স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' ইত্যাত্মসকৃদুপদেশাৎ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

„অসকৃৎ সাধনাবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদি ব্রহ্মদর্শনায়োপদেশাৎ।"॥ ১ ॥

সূত্রম্—লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—মহাজনের আচরণও জ্ঞাপক (প্রমাণ) আছে, অতএব অসকৃৎ শ্রবণাদির আবৃত্তি আবশ্যক ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসারেতি ভৃগোরাবৃত্তিলিঙ্গাচ্চ সা সিদ্ধা। ইদমাবৃত্তিবিধানমপরাধসত্ত্বাপেক্ষয়েতি বোধ্যম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই আত্মতত্ত্ব জানিয়া ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণের নিকট আসিয়াছিলেন, ভৃগুর এই আবৃত্তিরূপ জ্ঞাপক প্রমাণ হইতেও সেই অসকৃৎ-শ্রবণাদি সিদ্ধ হইতেছে। এই যে বারবার আবৃত্তির বিধান, ইহা যদি সাধকের অপরাধ থাকে তবেই, নতুবা একবার শ্রবণাদিতেও আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ইহা জানিবে ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—লিঙ্গাচ্চেতি। তদ্বিজ্ঞায়েতি। জানাতিরুপাসনার্থঃ। সংবর্গবিদ্যায়াং বিদিতেনোপক্রম্যোপাস্তিনোপসংহারাৎ। আবৃত্তাবিদং লিঙ্গং সিদ্ধম্। ইদমিতি। নামাপরাধভাজাং তদপরাধপরিক্ষয়ায় শ্রবণাদেরাবৃত্তিস্তদ্রহিতানান্তু সকৃৎ কৃতেনাপি তেন স স্যাদেব। "সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি" ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ। নামাপরাধাশ্চ দশ পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে বিজ্ঞেয়াঃ। নামাপরাধপরিক্ষয়ায় নামাবৃত্তিঃ কার্য্যেতি তৎস্তোত্রে দর্শিতম্। "নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যদিতি" ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—'লিঙ্গাচ্চেতি' সূত্রে। তদ্বিজ্ঞায়েত্যাদি ভাষ্যে, বিজ্ঞায়-পদে জ্ঞা-ধাতুর অর্থ উপাসনা, যেহেতু সংবর্গ-বিদ্যাতে জ্ঞান দ্বারা উপক্রম করিয়া উপাস্তি-অর্থাৎ উপপূর্ব্বক আস্‌ধাতুর দ্বারা—উপাসনা দ্বারা উপসংহার করিয়াছেন, উপক্রম ও উপসংহার একপ্রকার হওয়া উচিত, এজন্য জ্ঞান উপাসনা-অর্থে ধর্ত্তব্য। আবৃত্তি-বিষয়ে ইহা জ্ঞাপকলিঙ্গ সিদ্ধ হইল। 'ইদমাবৃত্তিবিধানমিত্যাদি' যাঁহারা নামাপরাধ করেন, তাঁহাদের সেই অপরাধ ভঞ্জনের জন্য শ্রবণাদির আবৃত্তি আবশ্যক; কিন্তু যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহাদের একবার শ্রবণ দ্বারাই সেই মোক্ষ হইবে। এ-বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে, যথা—'সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়মিত্যাদি'—যে ব্যক্তি—'হরি' এই দুইটি অক্ষর একবার উচ্চারণ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি মোক্ষপথে গমনবিষয়ে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন ইত্যাদি আরও বহু বাক্য আছে। নামাপরাধ

দশটি—পদ্মপুরাণে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে জ্ঞাতব্য। সেই স্তোত্রে দেখান হইয়াছে—নামাপরাধ ক্ষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণ করণীয়। যথা নামাপরাধী ব্যক্তিদিগের নামই অপরাধ নাশ করে, যেহেতু সেই নামগুলি অবিশ্রান্তভাবে উচ্চারিত হইলে তাঁহারাই কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে মহাজনের আচরণরূপ দৃষ্টান্ত-লিঙ্গের কথা বলিতেছেন। বরুণতনয় ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞান লাভানন্তর পুনরায় পিতা বরুণের নিকট উপদেশ লাভের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে আবৃত্তির নিরন্তরতার আবশ্যকতা জানা যায়। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির বিধান আবার অপরাধ ক্ষয়ের নিমিত্তই ব্যবস্থাপিত হয়। অপরাধশূন্য হইলে একবার শ্রবণ-কীর্ত্তনেও আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

" 'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৮।২৬-৩০)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত
যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্।" (ভাঃ ৫।১।৩৫)

অর্থাৎ অন্ত্যজও যদি একবার মাত্র সেই ভগবানের শ্রীনাম গ্রহণ করেন, তিনিও তন্মুহূর্ত্তেই অবিদ্যা-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

"যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥" (ভাঃ ২।৪।১৫)

স্কন্দপুরাণে পাই,—

"সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥" (ভাঃ ৬।২।১০)

এই শ্লোকের টীকার মধ্যে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ একস্থানে লিখিয়াছেন—"যথা নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধ-বলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্ত ইত্যতো নামমাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গোঽপি নাশক্যঃ।"

দশবিধ নামাপরাধ-বিষয়ে পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু-সহতে তদ্বিগরহণম্ ॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥"
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥
জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে তু কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়েন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্ ॥
অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যৎ ॥”
(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৪৮ অঃ)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

“স তপোঽতপ্যত পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসারেত্যাদ্যাবর্ত্তনলিঙ্গাচ্চ নিত্যশঃ শ্রবণঞ্চৈব মননং ধ্যানমেব বা কর্ত্তব্যমেব পুরুষৈর্ব্রহ্মদর্শনমিচ্ছুভিরিতি বৃহত্তন্ত্রে।”

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

“অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়” ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

শ্রীরামানুজ ভাষ্যের মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

“লিঙ্গ-অর্থে স্মৃতিবাক্য। স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও এইরূপ অর্থ অবগত হওয়া যায়। এ-বিষয়ে তিনি শ্রীবিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ উদ্ধার করিতেছেন—

“তদ্রূপ-প্রত্যয়ে চৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈঃ ষড়্ভিরঙ্গৈর্নিষ্পাদ্যতে তথা ॥”
(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৯১) ॥২॥

কিরূপ বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে হইবে, তাহা বিচারিত হইতেছে—

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তত্রৈব বিচারান্তরম্। ইদমুপাসনমীশ্বরবুদ্ধ্যাত্মবুদ্ধ্যা বেতি। “জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্” ইতি শ্রুতেরীশ্বরবুদ্ধ্যেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সেই শ্রবণাদির আবৃত্তি-বিষয়ে অন্য একটি বিচার উঠিতেছে, যথা—সংশয় এই—উপাসনা কি ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বর বুদ্ধিতে? অথবা মাধুর্য্যবিশিষ্ট আত্মবুদ্ধিতে করণীয়? পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—শ্রুতিতে আছে—‘জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্’ উপাসিত ব্রহ্মকে যখন অন্য ঈশ্বরভাবে দর্শন করে,—এই শ্রুতি হইতে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে দর্শন অবগত হওয়া যাইতেছে, এই মতবাদের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। আশ্রয়াশ্রয়িভাবোঽত্র সঙ্গতিঃ। তথাচ শ্রীহরিশ্রবণাদেরাবৃত্তিঃ পূর্ব্বমুক্তা ততস্তামাশ্রিত্য তদাবৃত্তিকালে শ্রবণাদিবিষয়ে শ্রীহরৌ বুদ্ধিবিশেষো বিচিন্ত্য ইতি আশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিরিতিভাবঃ। ঈশ্বরেতি। ঈশ্বরবুদ্ধ্যা মহাপ্রবলঃ সর্ব্বনিয়ন্তা দুর্দ্ধর্ষঃ কশ্চিদয়মিতি ধিয়া। আত্মবুদ্ধ্যা বিভুচৈতন্যানন্দঃ পুরুষোত্তমোঽয়মিতি ধিয়েত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই অধিকরণে আশ্রয়াশ্রয়িভাবরূপ সঙ্গতি। যেহেতু পূর্ব্বাধিকরণে শ্রীহরির শ্রবণাদির পুনঃপুনঃ অভ্যাস বলা হইয়াছে, তাহার পর সেই শ্রবণাদির আবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই আবৃত্তিকালে শ্রবণাদি-বিষয়ে শ্রীহরিতে বুদ্ধিবিশেষ করণীয়—এইরূপ আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি, ইহাই অভিপ্রায়। 'ঈশ্বরবুদ্ধ্যেতি' তিনি মহাশক্তিশালী, সর্ব্বনিয়ন্তা, দুর্দ্ধর্ষ কেহ তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে না—এইরূপ ঈশ্বরবিষয়ক বুদ্ধিসহকারে শ্রবণ বিধেয়? 'আত্মবুদ্ধ্যাবেতি' অথবা ইনি সর্ব্বব্যাপক চৈতন্য-আনন্দময় পুরুষোত্তম এই বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য।

আত্মত্বোপাসনাধিকরণম্

সূত্রম্—আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—সেই ঈশ্বরকে আত্মবুদ্ধিতেই উপাসনা করিবে, কারণ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাকে আত্মরূপেই অনুভব করেন এবং শিষ্যগণকে সেইভাবেই বুঝাইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দোঽবধারণে। স ঈশ্বর আত্মেত্যেবোপাস্যঃ। যৎ কারণং তমাত্মত্বেনোপগচ্ছন্তি তত্ত্বজ্ঞাঃ, "যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক" ইত্যাদিনা, তথা শিষ্যানপি গ্রাহয়ন্তি চ আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদিনা। ইহাত্মশব্দেন পুরুষাকারং বিজ্ঞানানন্দস্বরূপং বিভুবস্তু বোধ্যতে। স্বসত্তাপ্রদত্বাদিনা স্বাত্মভূতমিত্য-

পরে। যত্তু জীবস্যৈবাবিদ্যাবিনির্ম্মুক্তস্য ব্রহ্মতাদাত্ম্যধিয়া তচ্চিন্তনমিত্যাহ তদসৎ প্রাগেব প্রত্যাখ্যানাৎ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি অবধারণার্থে অর্থাৎ আত্মবুদ্ধিতেই উপাসনা কর্ত্তব্য, অন্য বুদ্ধিতে নহে। সেই ঈশ্বরকে আত্মা—এই বোধে উপাসনা করিবে, কারণ এই যে, তত্ত্ববিদ্‌গণ সেই ঈশ্বরকে আত্মরূপে আশ্রয় করেন; তাঁহারা মনে করেন যে, উপাসক আমাদিগের এই অনুভূয়মান পদার্থ আত্মা, তাদৃশ পুরুষোত্তম এইলোক অর্থাৎ সাধ্য-সাধক ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। সেই প্রকার শিষ্যগণকেও বুঝাইয়া থাকেন যে, আত্মবোধেই তাঁহাকে উপাসনা করিবে। এই শ্রুতিতে আত্মন্-শব্দদ্বারা নিত্য ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বিশিষ্ট পুরুষাকৃতি-সম্পন্ন বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ বিভু বস্তুকে বুঝাইতেছেন। অপরে বলেন, নিজের সত্তা প্রদানাদি দ্বারা নিজ আত্ম-ভূত। তবে যে কেহ বলেন—অবিদ্যা-নির্ম্মুক্ত জীবই ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ আত্মবুদ্ধিতে ধ্যান আবশ্যক, তাহা অসৎকথা, কারণ পূর্ব্বেই সেই মতের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আত্মেতীতি। যেষামিতি। যেষাং নোঽস্মাকং উপাসকানাং অয়মনুভবপথারূঢ় আত্মা তাদৃশঃ পুরুষোত্তম এবায়ং লোক এতল্লোকসাধ্য-সাধক ইত্যর্থঃ। স্বসত্তাপ্রদত্বং স্ববৃত্তিহেতুত্বম্। প্রাক্ অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাদিত্যস্য সূত্রস্য ভাষ্যে ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—আত্মেতি সূত্রে। যেষাং নোঽয়মাত্মা ইত্যাদি ভাষ্যে যেষাং নঃ—উপাসক আমাদিগের, অয়ম্—অনুভূতির বিষয় আত্মা, তিনি অনুভূয়মান পুরুষোত্তমই। অয়ংলোক ইতি এই লোক সাধ্য সকল বস্তুর সাধক এই অর্থ। স্বসত্তাপ্রদত্বেতি—স্বকীয়বৃত্তির প্রদায়িত্ব। প্রাগেব প্রত্যাখ্যানাৎ—ইতি প্রাক্ 'অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় শ্রবণাদি-বিষয়ে অন্য একটি বিচার উত্থাপিত হইতেছে যে, এই শ্রীভগবানের উপাসনা কি ঈশ্বর বুদ্ধিতে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে—তাঁহাকে মহাশক্তিযুক্ত, সর্ব্বনিয়ন্তা, দুর্দ্ধর্ষ-জ্ঞানে করিতে হইবে?

অথবা আত্মবুদ্ধিতে—তাঁহাকে চৈতন্যময়, আনন্দময়, পুরুষোত্তম-বুদ্ধিতে মাধুর্য্যবিশিষ্টজ্ঞানে করিতে হইবে? এইরূপ সংশয়স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যখন শ্রুতিতে 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্" (শ্বেঃ ৪।৭) পাওয়া যায়, তখন তাঁহাকে ঈশ্বরবুদ্ধিতেই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উপাস্যবস্তুকে আত্মবুদ্ধিতেই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু এই লোকসমূহের কারণভূত পরমেশ্বর উপাসকগণের নিকট আত্মরূপেই অনুভবের বিষয়ভূত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইভাবেই আশ্রয় করেন এবং শিষ্যগণকেও এইরূপ ভাবে আশ্রয়ের উপদেশ প্রদান করেন। এ-স্থলে আত্মন্-শব্দ নিত্য ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যনিলয় পুরুষাকার বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ বিভুবস্তুকেই বুঝাইতেছেন। কেহ কেহ আবার বলেন যে, নিজের সত্তাপ্রদ অর্থাৎ স্ব-বৃত্তির হেতু অতএব আত্মভূত। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, অবিদ্যা-নির্ম্মুক্তিতে জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করেন বলিয়া নিজেকেই সেই বুদ্ধিতে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। শেষোক্ত এই মতটি কিন্তু 'অসৎ' ইতঃপূর্ব্বেই এই মতবাদ 'ভেদনির্দ্দেশাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।২২) সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ॥" (ভাঃ ৩।৯।৪২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৬১)

"মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥'
(চৈঃ চঃ আদি ৪।২১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে॥

যদ্যপি ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে॥
শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিৎ।
শুকস্থানে জিজ্ঞাসেন হই' পুলকিত॥
পরম অদ্ভুত কথা কহিলা গোসাঞি।
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই॥
নিজ পুত্র হইতে পর-তনয় কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি, স্নেহ কৈল কেমন প্রকারে?
শ্রীশুক কহেন,—"শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
পরমাত্মা—সর্ব্বদেহে বল্লভ বিদিত॥
আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র, বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির করায় ততক্ষণ॥
অতএব, পরমাত্মা—সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা—শ্রীনন্দনন্দন॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ৭।৪৮-৫৫)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"আত্মেত্যুপদেশ উপাসনঞ্চ মোক্ষার্থিভিঃ সর্ব্বদা কার্য্যমেব নান্যং বিচিন্তয় আত্মানমেবাহং বিজানীয়ামাত্মানং হ্যুপাসি আত্মাহি মমৈষ ভবতীত্যুক্তাপ-গচ্ছসি আত্মেত্যেবোপাস্স্ব আত্মন্যেব বিজানীহি নান্যং কিঞ্চন বিজানতা আত্মা হ্যেব ভবতীতি গ্রাহয়ন্তি চ। আত্মেত্যুপাসনং কার্য্যং সর্ব্বথৈব মুমুক্ষুভিঃ। নানাক্লেশসমাযুক্তোঽপ্যেতাবন্নৈব বিস্মরেদিতি· ভবিষ্যৎপর্ব্বণি। আত্মা বিষ্ণুরিতি ধ্যানং পরমঃ স বিশেষতঃ। সর্ব্বেষাঞ্চ মুমুক্ষূণামুপদেশশ্চ তাদৃশঃ। কর্ত্তব্যো নাস্য নানেন কস্যচিন্মোক্ষ ইষ্যত ইতি ব্রাহ্মে।"

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

"উপাস্যকে আত্মস্বরূপেই উপাসনা করিতে হইবে। উপাসক নিজে যেমন নিজের দেহের আত্মা, সেইরূপ পরব্রহ্মকেও স্বীয় আত্মার আত্মারূপে উপাসনা করিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী উপাসকগণ এই ভাবেই উপাসনা করিয়াছেন এবং শাস্ত্রও ইহা উপাসকগণকে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। এতৎ-

প্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্রের ২।১।২২, ৩।৪।৮, ১।১।১৭ প্রভৃতি সূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। এবং "য আত্মনি তিষ্ঠন্···আত্মাহন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" (বৃহদারণ্যক ৫।৭।২২) "সন্মূলা সৌম্যেমাঃ···ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছান্দোগ্য ৬।৮।৪), "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) প্রভৃতি বহু শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যেও পাই,—

"এষ মে আত্মা" ইতি পূর্ব্বে উপগচ্ছন্তি। "এষ তে আত্মা" ইতি শিষ্যানুপদিশন্তি। অতো মুমুক্ষুণা পরমপুরুষঃ স্বস্যাত্মত্বেন ধ্যেয়ঃ।" ॥৩॥

প্রতীক উপাসনা নিবারিত হইতেছে—

অবতরণিকাভাষ্যম্—ছান্দোগ্যাদৌ মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যাদীন্যুপাসনানি শ্রূয়ন্তে। তত্র সংশয়ঃ—ঈশ্বরবৎ মন আদাবাত্মধীঃ কার্য্যা ন বেতি। মনো ব্রহ্মেত্যভেদপ্রতীতেঃ কার্য্যেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে 'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত' মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে ইত্যাদি উপাসনা সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে সংশয় এই—ঈশ্বরের মত মন প্রভৃতিতেও আত্মবুদ্ধি করণীয় কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'মনো ব্রহ্ম' এই বাক্যে মনের ব্রহ্মের সহিত অভেদ-প্রতীতি হওয়ায় মন প্রভৃতিতেও আত্মবুদ্ধি করণীয়। ইহাতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ছান্দোগ্যাদাবিতি। অস্য ন্যায়স্য প্রাসঙ্গিকী পাদসঙ্গতিঃ। পূর্ব্বন্যায়েন দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ। তত্রেতি। যথেশ্বরে আত্মদৃষ্টিস্তথা তদভেদাৎ প্রতীকেঽপি সাস্ত্বিতি প্রয়োজনাৎ। অভেদেতি। বাধায়াং সামানাধিকরণ্যাদিতি ভাবঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ছান্দোগ্যাদৌ ইতি—এই অধিকরণের এই পাদের সহিত প্রসঙ্গনামক সঙ্গতি। পূর্ব্বাধিকরণের সহিত দৃষ্টান্তসঙ্গতি। তত্র সংশয় ইতি। যেমন ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টি করণীয় সেইরূপ মন প্রভৃতি প্রতীকেও ঈশ্বরের অভেদহেতু সেই দৃষ্টি হউক, এই প্রয়োজনবশতঃ। সামানাধিকরণ্যহেতু বাধা হইতে পারে না—এই অভিপ্রায়।

প্রতীকাধিকরণম্

সূত্রম্—ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—প্রতীক অর্থাৎ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি করণীয় নহে, হি—যেহেতু, প্রতীক ঈশ্বর নহেন। মন তাঁহার অধিষ্ঠান মাত্র ॥৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন খলু প্রতীকে মন আদৌ তদ্ধীঃ কার্য্যা। হি যস্মাৎ প্রতীক ঈশ্বরো ন ভবতি। কিন্তু তস্যাধিষ্ঠানমেবেতি। স্মৃতিশ্চ "খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্। সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ" ইত্যাদ্যা। তথাচ সপ্তম্যর্থে প্রথমেয়মিতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মন প্রভৃতি প্রতীকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি করণীয় নহে। যেহেতু প্রতীক ঈশ্বর হয় না। তবে কি? ঈশ্বরের জ্ঞানের অধিষ্ঠান এইমাত্র। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও প্রমাণ যথা—'খং বায়ুমগ্নিম্···প্রণমেদনন্যঃ' ইত্যাদি। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক সমূহ, সমস্ত প্রাণী, দিঙ্-মণ্ডল, বৃক্ষলতাগুল্ম প্রভৃতি, নদী ও সমুদ্র এবং আর যাহা কিছু পদার্থ আছে, তাহা ঈশ্বরের শরীর, এই বুদ্ধিতে প্রণাম করিবে। 'মনো ব্রহ্ম' এই শ্রুতিস্থ মনঃ—এই পদে প্রথমা বিভক্তি সপ্তমী-অর্থে অর্থাৎ মনে ব্রহ্মের উপাসনা কর্ত্তব্য—ইহাই সিদ্ধান্ত।

সূক্ষ্মা টীকা—নেতি। তদ্ধীরাত্মবুদ্ধিঃ। অধিষ্ঠানত্বে প্রমাণং—খং বায়ু-মিতি শ্রীভাগবতে। তথাচেতি। মনো ব্রহ্মেত্যত্র মনসি ব্রহ্মোপাস্যমিত্যর্থঃ ॥৪॥

টীকানুবাদ—নেতি সূত্রে। 'তদ্ধীঃ' প্রতীক মন প্রভৃতিতে আত্ম-জ্ঞান করণীয় নহে। মন প্রভৃতি যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, এ-বিষয়ে প্রমাণ যথা 'খং বায়ুমগ্নিমিত্যাদি'—শ্রীমদ্ভাগবতীয়। তথাচ সপ্তম্যর্থে প্রথমেতি 'মনঃ ব্রহ্ম' এই প্রথমা বিভক্তি মনসি ব্রহ্ম উপাস্যম্—এই সপ্তমী-অর্থে ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১) মনকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে, এস্থলে সংশয় এই যে,

ঈশ্বরের ন্যায় মনেও আত্মবুদ্ধি করা উচিত কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, শ্রুতিতে যখন মনকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তখন অভেদ-প্রতীতি লইয়া মনকেও আত্মজ্ঞানে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, মন প্রভৃতি প্রতীকে আত্মবুদ্ধি করণীয় হইতে পারে না, যেহেতু সেই প্রতীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় কথনই ঈশ্বর হইতে পারে না। মন কেবল ঈশ্বরের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। স্মৃতিতেও আকাশ প্রভৃতিকে শ্রীহরির শরীর-জ্ঞানে প্রণাম করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং মনে ব্রহ্মের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥" (ভাঃ ১১।২।৪১)

অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, চন্দ্রসূর্য্যাদি জোতিষ্কসকল, প্রাণিসমূহ, দিঙ্‌মণ্ডল, বৃক্ষাদি, নদী, সমুদ্র এবং যাবতীয় স্থাবরজঙ্গমকে শ্রীহরির অবয়বজ্ঞানে একচিত্ত হইয়া প্রণাম করিবেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৭২-২৭৩)

মহাভাগবতগণের কৃষ্ণময় জগদ্দর্শনের সঙ্গে প্রতীকোপাসকগণের প্রতীকে ঈশ্বর বুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধি এক নহে। বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, প্রতীকোপাসকের প্রতীক কথনই ঈশ্বর বা আত্মা নহে। আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র।

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

প্রতীকে আত্মত্বের অনুসন্ধান কর্ত্তব্য নহে। কারণ প্রতীক বস্তুটি কখনই উপাসকের আত্মা নহে। প্রতীকোপাসনাস্থলে প্রতীকই উপাস্য কিন্তু ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম কেবল তথায় উপাসনার বিশেষণরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন মাত্র।

প্রতীকোপাসনার তাৎপর্য্য অব্রহ্ম বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টির অনুসন্ধান। সে-স্থলে উপাস্য প্রতীকের উপাসকের আত্মত্বাভাবহেতু তথায় আত্মানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যাদিনা শব্দভ্রান্ত্যা ন প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কার্য্যা। কিন্তু তৎস্থত্বেনৈবোপাসনং কার্য্যম্। ব্রহ্মতর্কে চ—"নামাদি প্রাণপর্য্যন্তমুভয়োঃ প্রথমাত্বতঃ। ঐক্যদৃষ্টিরিতি ভ্রান্তিরবুধানাং ভবিষ্যতি। নামাদিস্থিতিরেবাত্র ব্রহ্মণো হি বিধীয়তে। সর্ব্বথা প্রথমা যস্মাৎ সপ্তম্যর্থাৎ ততো মতা" ইতি ॥"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যেও পাই,—

"প্রতীকে ত্বাত্মানুসন্ধানং ন কার্য্যং, ন স উপাসিতুরাত্মা" ॥ ৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ঈশ্বরে দর্শিতাত্মদৃষ্টিঃ প্রতীকে প্রতিষিদ্ধা। অথ তস্মিন্নীশ্বরে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কার্য্যা ন বেতি বিচার্য্যতে। ঈশ্বরপরাণি ব্রহ্মশব্দবন্তি বাক্যানি বিষয়ঃ। অত্র বিহিতা ব্রহ্মদৃষ্টির্ন কার্য্যা পূর্ব্বমাত্মদৃষ্ট্যবধারণাদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বাধিকরণে ঈশ্বরে দর্শিত-আত্মদৃষ্টি প্রতীকে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর বিচার করা যাইতেছে—প্রতীকে যেমন আত্মদৃষ্টি নিষিদ্ধ, সেই প্রকার ঈশ্বরে ব্রহ্মদৃষ্টি করণীয় কি না? এই অধিকরণের বিষয় হইতেছে—ব্রহ্মশব্দবিশিষ্ট ঈশ্বরবোধক যত বাক্য আছে, সেইগুলি। তাহাতে—উক্ত সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ঈশ্বরে শ্রুতিবিহিত ব্রহ্মদৃষ্টি করণীয় নহে, যেহেতু পূর্ব্বে ঈশ্বরের উপর আত্মদৃষ্টি অবধারিত হইয়াছে, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ঈশ্বর ইতি। প্রতীকস্যানাত্মত্বাৎ তত্র যথা-ত্মদৃষ্টির্নিষিদ্ধা তথেশ্বরে ব্রহ্মদৃষ্টির্নিষিদ্ধা স্বাত্মদৃষ্টেরবধৃতত্বাদিতি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। মোক্ষরূপং ফলন্ত আত্মদৃষ্টৈ্যব সেৎস্যতি। ব্রহ্মশব্দবন্তীতি। অয়ং বৈ হরয়ো যদা পশ্যঃ পশ্যত ইত্যাদীনি বাক্যানীত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ঈশ্বরে ইতি ভাষ্যে, প্রতীক তো আত্মা নহে, সেজন্য তাহাতে যেমন আত্মদৃষ্টি নিষিদ্ধ, সেইপ্রকার ঈশ্বরেও ব্রহ্মদৃষ্টি নিষিদ্ধ হউক, যেহেতু ঈশ্বরে নিজ আত্মদৃষ্টি করণীয়ত্বরূপে অবধৃত। এইভাবে এখানেও পূর্ব্বাধিকরণের মত দৃষ্টান্তসঙ্গতি জানিবে। মোক্ষরূপ ফল আত্মদর্শনেই সিদ্ধ হইবে। ব্রহ্মশব্দবন্তীত্যাদি যথা—'অয়ং বৈ হরয়ো যদা পশ্যঃ পশ্যত' ইনিই (পরমাত্মা) শ্রীহরি, যখন এই জ্ঞান করিবে, তখন জানিবে। ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মশব্দগুলি আত্মবোধক।

ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণম্

সূত্রম্—ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—ঈশ্বরের উপর আত্মদৃষ্টির মত ব্রহ্মদৃষ্টিও সর্ব্বদা করণীয়, কারণ কি? 'উৎকর্ষাৎ' যেহেতু ঈশ্বর অনন্ত কল্যাণগুণময় বস্তু, সেইজন্য শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ ব্রহ্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য ॥৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ঈশ্বরে তস্মিন্নাত্মদৃষ্টিরিব ব্রহ্মদৃষ্টিশ্চ নিত্যং কার্য্যা। কুতঃ? উৎকর্ষাৎ। অনন্তকল্যাণগুণোপস্থাপকত্বেন তস্যাঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। শ্রুতিশ্চ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূতিরিত্যুভয়ং দর্শয়তি। অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্মেত্যাদিনা তথৈব নির্ব্বক্তি চ" ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ঈশ্বরে আত্মদর্শনের মত ব্রহ্মদর্শনও নিত্য কর্ত্তব্য। কারণ কি? 'উৎকর্ষাৎ' যেহেতু ঈশ্বরে অনন্তকল্যাণগুণের উপস্থাপকতা নিবন্ধন তাঁহার শ্রেষ্ঠতা, সেইহেতু ব্রহ্মদৃষ্টিও কর্ত্তব্য। শ্রুতিও 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূতিঃ' ঈশ্বরই আত্মা ও ব্রহ্ম; ইনিই সকলের অনুভূতিস্বরূপ—

এই উভয় স্বরূপ দেখাইতেছেন। তবে কি কারণে বলিতেছ যে, ব্রহ্মদৃষ্টি করণীয় নহে। শ্রুতিতো ঈশ্বরের ব্রহ্মত্ব ও সর্ব্বানুভূতিত্ব স্বীকারই করিয়াছেন এবং নির্বচনও করিতেছেন ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ব্রহ্মেতি। উভয়মিতি। আত্মদৃষ্টিব্রহ্মদৃষ্টিরূপং দ্বয়মিত্যর্থঃ ॥৫॥

টীকানুবাদ—'ব্রহ্মদৃষ্টিরিত্যাদি' সূত্রে। ইত্যুভয়ং দর্শয়তি—ভাষ্যে, উভয়ম্ অর্থাৎ আত্মদৃষ্টি ও ব্রহ্মদৃষ্টি এই দুইটি ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় আর একটি বিচার উত্থাপিত হইতেছে যে, পূর্ব্বে ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টির কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং মন প্রভৃতি প্রতীকে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টির ন্যায় ব্রহ্মদৃষ্টিও কর্ত্তব্য কি না? এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, ঈশ্বরে যখন আত্মদৃষ্টির কথা অবধারিত হইয়াছে, তখন ঈশ্বরে ব্রহ্মদৃষ্টি করণীয় নহে। এই মত খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টির ন্যায় ব্রহ্মদৃষ্টিও নিত্য কর্ত্তব্য। যেহেতু ঈশ্বর অনন্তকল্যাণগুণময় বস্তু, সেইহেতু তাঁহার উৎকর্ষ-নিবন্ধন তাঁহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করণীয়।

বৃহদারণ্যকেও পাই,—

> "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূতিরিত্যনুশাসনম্" (বৃঃ ২।৬।১৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্।
> সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্ ॥" (ভাঃ ২।৬।৪০)
> "রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
> ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
> সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
> স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥" (ভাঃ ১০।৩।২৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

> "পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
> তাতে বড় তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২১।৩৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ব্রহ্মদৃষ্টিঃ সর্ব্বথা কার্য্যৈব পরমেশ্বরে উৎকৃষ্টত্বাৎ। ব্রহ্মদৃষ্ট্যা সদোপাস্যো বিষ্ণুঃ সর্ব্বৈরপি ধ্রুবম্। মহত্ত্ববাচী শব্দোঽয়ং মহত্ত্বজ্ঞানমেব হি। সর্ব্বতঃ প্রীতিজনকমত্যন্তৎ সর্ব্বথা ভবেৎ। আত্মেত্যেব যদোপাস্যা তদা ব্রহ্মত্বসংযুতা। কার্য্যৈব সর্ব্বথা বিষ্ণৌ ব্রহ্মত্বং ন পরিত্যজেদিতি ব্রহ্মতর্কে।" ॥ ৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্‌বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত" ইতি পুরুষসূক্তে শ্রূয়তে। অত্র ভগবচ্চক্ষুরাদিষ্বাদিত্যাদিহেতুতাবুদ্ধয়ঃ প্রতীয়ন্তে। তাঃ কার্য্যা ন বেতি বীক্ষায়াং পঙ্কজাদিপ্রখ্যেষ্বতিসুকুমারেষু তেষূগ্রহেতুতাবুদ্ধীনামনর্হত্বান্ন কার্য্যেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পুরুষসূক্তমন্ত্রে শ্রুত হয় যে 'চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত' ইত্যাদি (ভগবানের) বিরাট্ পুরুষের মন হইতে চন্দ্র জন্মিয়াছেন, এইরূপ চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য, কর্ণ হইতে বায়ু ও প্রাণ এবং মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন। এখানে শ্রীভগবানের চক্ষুঃ প্রভৃতিতে সূর্য্যাদির উৎপত্তি-হেতুতা-বুদ্ধি প্রতীত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ এই,—তাহাই কি করণীয়? অথবা নহে? পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—এখানে শ্রীভগবানের চক্ষুঃ প্রভৃতি অঙ্গ আদিত্যাদির-কারণরূপে প্রতীত হইতেছেন, কিন্তু সেভাবে তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত নহে। যেহেতু পদ্ম প্রভৃতিসদৃশ অতি কোমল তাঁহার চক্ষুরাদির উগ্রহেতুতা-বুদ্ধি অসমীচীন, এজন্য তাহা করণীয় নহে, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অস্মীশে ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ তদঙ্গেষু চক্ষুরাদিষু আদিত্যাদিহেতুতাদৃষ্টির্মাস্ত; পরমকোমলত্বেন শ্রুতেষু তেষু তদ্‌দৃষ্টেরনর্হত্বাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ। চন্দ্রমা ইত্যাদি। উগ্রেতি। অতিতপ্তোরবিরগ্নিশ্চ অতিশীতশ্চন্দ্রোঽতিখরো বায়ুঃ ন হীদৃশানাং কারণানি তানি তচ্চক্ষুরাদীনি ভবেয়ুঃ তেষামতিমৃদুত্বাৎ অন্যথা অতথাত্বাপত্তিরিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি এই, পরমেশ্বরে ব্রহ্মদৃষ্টি উৎকর্ষাবধায়কত্ব নিবন্ধন হয় হউক, কিন্তু তাঁহার অঙ্গ চক্ষুঃ প্রভৃতিতে

আদিত্যাদিহেতুকত্বজ্ঞান না হউক, যেহেতু অতি কোমলরূপে শ্রুত তাঁহার সেই সেই অঙ্গে তীব্রজ্যোতিঃ সূর্য্যহেতুকত্বজ্ঞান অনুচিত, এইরূপ প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি এখানে গ্রাহ্য। চন্দ্রমা ইত্যাদি—উগ্রহেতুতাবুদ্ধীনামিত্যাদি—সূর্য্য অতি সন্তপ্ত, তাহার ভগবানের অতি কোমল চক্ষুঃ হইতে উৎপত্তি—এইরূপ অতি তীব্র তেজা অগ্নি অতি কমনীয় মুখ হইতে, অতি শীতল চন্দ্র মন হইতে অত্যধিক প্রখর বায়ু প্রাণ হইতে সম্ভূত হইতে পারে না, অতএব ঈদৃশবস্তুগুলির কারণ তাঁহার চক্ষুঃ প্রভৃতি হওয়া অনুচিত, যেহেতু তাঁহার মন প্রভৃতি অতি কোমল, ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ যদি তাহাই হয় তবে তাঁহার মন প্রভৃতি অঙ্গের চন্দ্র-প্রভৃতির কারণত্ব না হউক।

আদিত্যাদিমত্যধিকরণম্

সূত্রম্—আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—তাঁহার চক্ষুরাদি-অঙ্গে আদিত্যাদি-বুদ্ধি করণীয়, কারণ তাহাতে ভগবানের চক্ষুরাদির উৎকর্ষ সিদ্ধ হয় ॥ ৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থশ্চশব্দঃ। বিষ্ণোশ্চক্ষুরাদিষঙ্গেষু তদ্‌বুদ্ধয়ঃ কার্য্যাঃ। কুতঃ? উপপত্তেঃ। তাভিরুৎকর্ষসিদ্ধেঃ। সূর্য্যজনকচক্ষুষ্ট্বাদিকং হি তদুৎকর্ষকং ভবতি। তাদৃশানামপি তেষাং তদ্ধেতুতা তু শ্রৌতত্বাদলৌকিকত্বাচ্চ প্রতিপত্তব্যা ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দ পূর্ব্বপক্ষ নিরাসার্থ প্রযুক্ত। বিষ্ণুর চক্ষুঃ প্রভৃতি অঙ্গে সূর্য্যাদি-হেতুতা-বুদ্ধি করণীয়; কারণ সেইরূপ চিন্তা দ্বারা তাঁহার চক্ষুরাদির উৎকর্ষ সিদ্ধ হইতেছে। তাঁহার চক্ষুঃ সূর্য্যের উৎপাদক—এ-কথা বলিলে চক্ষুর উৎকর্ষ বলা হইল, এইরূপ অন্যান্য অঙ্গে চন্দ্রমা প্রভৃতির জনকত্ব বলিলে সেই সেই অঙ্গের উৎকর্ষ-প্রখ্যাপন করা হয়। অতিকোমল বিষ্ণুর সেই সেই অঙ্গের সূর্য্যাদি উগ্রসন্তাপী বস্তুর উৎপাদকত্ব শ্রুতিসিদ্ধ ও অলৌকিকত্ব-নিবন্ধন স্বীকরণীয় ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আদিত্যাদীতি। পূর্ব্বপক্ষং নিরস্যন্ সঙ্গময়তি তাদৃশানামপীতি। পদ্মাদিতুল্যানামপি তেষাং চক্ষুরাদীনামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ—'আদিত্যাদীতি' সূত্রে। পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোমলের তীব্রজনকত্ব-ধর্ম্ম সঙ্গত করিয়া দেখাইতেছেন—'তাদৃশানামপীত্যাদি' বাক্যে। তাদৃশানামিতি—পদ্মাদিসদৃশ হইলেও তাঁহার চক্ষুঃ প্রভৃতির সূর্য্যাদি-জনকতা আছে—এই অর্থ। ভাষ্যের অন্যাংশ সুস্পষ্ট ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুরুষসূক্তে পাওয়া যায়—শ্রীভগবানের মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, চক্ষু হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি ইত্যাদি। এ-স্থলে আশঙ্কা এই যে, শ্রীভগবানের চক্ষুরাদি-চিন্তাকালে সূর্য্যাদির জনকত্বরূপে চিন্তনীয় কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, শ্রীভগবানের চক্ষু পঙ্কজাদির ন্যায় সুকোমল, তাহাতে উগ্রতার হেতু চিন্তা করা সঙ্গত নহে; অতএব ঐরূপ চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত চক্ষুরাদিতে সূর্য্যাদির জনকত্ব চিন্তনীয়। কারণ তাহাতে উৎকর্ষই সিদ্ধ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোঽবিশদ্বিভোঃ।
> চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥" (ভাঃ ৩।৬।১৫)
> শ্রীবিশ্বনাথের টীকায় পাওয়া যায়—"ত্বষ্টা সূর্য্যঃ"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়তেত্যাদ্যুপাসনং চ দেবানাং কার্য্যমেব স্বোৎপত্তিস্থানত্বাৎ মুক্তৌ তত্র লয়স্যাপেক্ষিতত্বাচ্চোপপন্নং তেষাং তথোপাসনম্। নারায়ণতন্ত্রে চ—'আধিব্যাধিনিমিত্তেন বিক্ষিপ্তমনসোঽপি তু। গুণানাং স্মরণং শক্তৌ বিষ্ণোত্র কৃত্যমেব তু। স্মর্ত্তব্যং সততং তত্তু ন কদাচিৎ পরিত্যজেৎ। অত্র সর্ব্বগুণানাঞ্চ যতোঽন্তর্ভাব ইষ্যতে। স্বোৎপত্ত্যঙ্গঞ্চ দেবানাং বিষ্ণোশ্চিন্ত্যং সদৈব তু। তেষাং তত্র প্রবেশো হি মুক্তিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। তদাশ্রিতাশ্চ তে নিত্যং ততশ্চিন্ত্যং বিশেষত ইতি।" ॥ ৬ ॥

আসনের উপযোগিতা-বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি" ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠ্যতে। তত্রেদমাসনবিধানমাবশ্যকং ন বেতি সংশয়ে মানসব্যাপারং স্মরণং প্রতি দেহস্থিতিবিশেষস্যানুপযোগাৎ নাবশ্যকমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদধ্যায়ীরা পাঠ করেন—'ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্' ইত্যাদি—যে শরীরের তিনটি অংশ—দেহ, গ্রীবা ও মস্তক উন্নত তাদৃশ শরীরকে সমভাবে রাখিয়া এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়গুলিকে হৃদয়স্থিত ব্রহ্মে সন্নিবেশিত করতঃ ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মরূপ নৌকাযোগে কামক্রোধাদিরূপী ভয়াবহ সকল স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। এই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সংশয় হইতেছে যে,—এইরূপ আসন-ব্যবস্থা, ইহা অবশ্য করণীয় কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—উপাসনা স্মরণ-পদার্থ, উহা মানসিক ব্যাপার, তাহাতে দেহাদি-স্থিতিবিশেষের কোন উপযোগিতা না থাকায় উহা অনাবশ্যক। এই মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—আদিত্যাদিসমাশ্রয়স্য শ্রীহরের্ধ্যানমুক্তং তদাশ্রিত্য তত্রাসননিয়মো নিরূপ্যতে ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যাহ ত্রিরিত্যাদি। ত্রয়ং দেহগ্রীবাশির উন্নতং যস্য তৎ শরীরং সমং সংস্থাপ্য মনসা সহ ইন্দ্রিয়াণি হৃদি তদ্বর্ত্তিনি ব্রহ্মণি সন্নিবেশ্য তদুপাসকো ব্রহ্মোড়ুপেন নৌকয়া সর্ব্বাণি স্রোতাংসি কামক্রোধাদিরূপাণি প্রতরেত। ভয়াবহানি দুঃখজনকানি। স্ফুটার্থমন্যৎ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আদিত্যাদির আশ্রয়ীভূত শ্রীহরির উপাসনা বলা হইল, তাহা আশ্রয় করিয়া এক্ষণে আসন-সম্বন্ধে নিয়ম নিরূপিত হইতেছে; এইজন্য এই অধিকরণে আশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন—'ত্রিরুন্নতম্' ইত্যাদি। ইহার অর্থ—দেহ, গ্রীবা ও মস্তক এই তিনটি যে শরীরের উন্নত, তাদৃশ শরীরকে সমভাবে রাখিয়া মনের সহিত

ইন্দ্রিয়গুলিকে হৃদয়ে অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীক-স্থিতব্রহ্মে সন্নিবিষ্টকরতঃ সাধক ব্রহ্মরূপ উড়ুপ (ভেলা—নৌকা বিশেষ) সাহায্যে কাম-ক্রোধাদিরূপ সকল প্রবাহ উত্তীর্ণ হইবেন। ভয়ানকানি—অর্থাৎ দুঃখজনক ঐ সকল স্রোতকে। অন্যান্য অংশের অর্থ সুস্পষ্ট।

আসীনাধিকরণম্

সূত্রম্—আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—আসন রচনা করিয়াই শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে। যেহেতু তাহা হইলেই স্মরণ সম্ভব ॥ ৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আসীনঃ কৃতাসন এব শ্রীহরিং স্মরেৎ। কুতঃ? তস্যৈব তৎসম্ভবাৎ। শয়নোত্থানগমনেষু চিত্তবিক্ষেপস্য দুর্ব্বারত্বাৎ তদসম্ভবঃ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আসন রচনা করিয়াই শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে। কারণ— যে ঐরূপ আসন বিধান করে, তাহারই ধ্যান সম্ভব; অন্যথা শয়ন, উত্থান, গমন প্রভৃতি কায়িক ব্যাপারে চিত্তবিক্ষেপ দুর্নিবার—অবশ্যম্ভাবী, এজন্য ধ্যান হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আসীন ইত্যাদি স্পষ্টম্ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—আসীন ইত্যাদি গ্রন্থ সুস্পষ্ট ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং······সর্ব্বাণি ভয়াবহানি।" (শ্বেঃ ২।৮)

ইত্যাদি শ্রুতিতে আসন-বিধানের আবশ্যকতা শ্রীভগবদারাধনায় দৃষ্ট হয়। এস্থলে সংশয় এই যে, শ্রীভগবদুপাসনায় আসনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? এস্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, শ্রীভগবদ্ভজন স্মরণ-মূলক, উহা কেবল মানসব্যাপার, তাহাতে দেহস্থিতিবিশেষ—আসনের উপযোগিতা না থাকায়,

উহা অনাবশ্যক। এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, আসনে উপবিষ্ট হইয়াই শ্রীহরিকে স্মরণ করা উচিত। চিত্তের একাগ্রতা-সাধনের পক্ষে আসনাদি আবশ্যক। চিত্ত একাগ্র হইলেই ধ্যান সম্ভব; অন্যথা চিত্তবিক্ষেপ ঘটিলে স্মরণ অসম্ভব হয়।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ॥ (ভাঃ ১১।১৪।৩২)

শ্রীকপিলদেবও মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন,—

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্।
তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ॥ (ভাঃ ৩।২৮।৮)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং……মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥" (গীঃ ৬।১১-১৪) শ্লোকসমূহও আলোচ্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"সর্ব্বদোপাসনং কুর্ব্বন্নপ্যাসীনো বিশেষতঃ। কুর্য্যাত্তদা বসন্ বিক্ষেপালব্ধেন হি সম্ভবাৎ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"আসীন এবোপাসনমনুতিষ্ঠেৎ তস্যৈব তৎসম্ভবাৎ"।

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

আসনবিশেষে উপবেশন করিয়াই উপাসনা করিবে। যেহেতু ঐ ভাবেই উপাসনা সম্ভব হয়। আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই চিত্তের একাগ্রতা সম্ভবপর॥ ৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্নিত্যাদি-ভিস্তল্লিপ্সোর্ধ্যানং তৈঃ পঠ্যতে। তচ্চ কৃতাসনস্য সম্ভবতি নান্যস্যেত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—শ্বেতাশ্বতরীয়গণ পাঠ করেন, তাঁহারা ধ্যান-যোগ অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কারার্থীর ধ্যান-প্রকার বলিয়া থাকেন। সেই ধ্যান আসন রচনা হইলেই সম্ভব, অন্যের পক্ষে নহে, ইহাই পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন—

সূত্রম্—ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—নিদ্রাদি-বিশিষ্টের ধ্যান সম্ভব হয় না, এজন্যও আসন করণীয় ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরাব্যবহিতমেকচিন্তনং ধ্যানম্। তচ্চ স্বাপাদিমতো ন সম্ভবেদতঃ কৃতাসন ইতি ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ধ্যেয়বস্তুর বিজাতীয় অন্য জ্ঞান দ্বারা বিচ্ছেদ রহিত ধারাবাহিক চিন্তার নাম ধ্যান। সেই ধ্যান নিদ্রাদিবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্ভব হয় না, এজন্য বলিলেন—কৃতাসনঃ—আসন রচনা করিয়া ধ্যান করিবে ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ধ্যানাচ্চেতি। উপাসনং খলু ধ্যানমেব নিদিধ্যাসিতব্য-পদবোধ্যম্। তচ্চৈকবিষয়দৃষ্টিষু বিরহিণ্যাদিষু প্রতীতমতো ধ্যাতুঃ সাসন-ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—'ধ্যানাচ্চেতি'সূত্রে—উপাসনা বলিতে ধ্যানই, যাহা নিদি-ধ্যাসন-সংজ্ঞাবোধ্য। সেই ধ্যান এক বিষয়ে স্থির দৃষ্টি যাহা বিরহিণী রমণী প্রভৃতিতে প্রতীত হয়। অতএব ধ্যানকারীর আসন রচনা কর্ত্তব্য, এই অর্থ ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাওয়া যায়—"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্" (শ্বেঃ ১।৩) অর্থাৎ তাঁহারা ধ্যানযোগে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্ব দর্শন করিয়া-ছিলেন, সুতরাং আত্মদর্শনেচ্ছু ব্যক্তির ধ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই ধ্যান আবার আসন ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। তাহাই সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ধ্যানের দ্বারাই উপাসনা হইয়া থাকে। বিজাতীয় বস্তুর জ্ঞানের দ্বারা

বিচ্ছিন্ন না হইয়া, ব্যবধান-রহিতভাবে একমাত্র ধ্যেয় বস্তুর চিন্তনের নামই ধ্যান। তাহা আসন বন্ধন করিয়াই করিতে হয়।

শ্রীরামানুজভাষ্যে পাই,—

"নিদিধ্যাসিতব্যঃ (বৃহদারণ্যক ৬।৫।৬) ইতি ধ্যানরূপত্বাদুপাসনস্য, একাগ্রচিত্ততা অবশ্যম্ভাবিনী। ধ্যানং হি বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরাব্যবহিতমেক-চিন্তনমিত্যুক্তম্।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"স্মরণোপাসনঞ্চৈব ধ্যানাত্মকমিতি দ্বিধা, স্মরণং সর্ব্বদা যোগ্যং, ধ্যানোপাসনমাসনে। নৈরন্তর্য্যং মনোবৃত্তির্ধ্যানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। আসীনস্য ভবেৎ তচ্চ ন শয়ানস্য নিদ্রয়া। স্থিতস্য গচ্ছতো বাপি বিক্ষেপস্যৈব সম্ভবাৎ। স্মরণাৎ পরমং জ্ঞেয়ং ধ্যানং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। ইতি নারায়ণ-তন্ত্রে—অতো ধ্যানাচ্চ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"উপাসনস্য ধ্যানরূপত্বাদাসীন এব তদনুতিষ্ঠেৎ।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সর্ব্বতো মন আকৃষ্য হৃদি ভূতেন্দ্রিয়াশয়ম্।
ধ্যায়ন্ ভগবতো রূপং নাদ্রাক্ষীৎ কিঞ্চনাপরম্॥"
(ভাঃ ৪।৮।৭৭)

অর্থাৎ শব্দাদি-বিষয়ের এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের-বিশ্রামস্থান মনকে বিষয় হইতে হৃদয়-মধ্যে আকর্ষণ করিয়া কেবল ভগবদ্রূপ-ধ্যান-তৎপর হওয়ায় ধ্রুব শ্রীভগবানের রূপ-ব্যতীত অপর বাহ্যবিষয় আর কিছুই দেখিলেন না। ॥ ৮ ॥

সূত্রম্—অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—নিশ্চলত্ব—দেহের স্থিরতা ধরিয়াই ধ্যান-শব্দের প্রয়োগ আছে, এজন্যও আসন কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চোঽবধৃতৌ। ছান্দোগ্যে নিশ্চলত্বমেবাপেক্ষ্য ধ্যায়তেঃ প্রয়োগঃ। ধ্যায়তীব পৃথিবীতি। অতো লিঙ্গাদপ্যাসীনঃ স্যাৎ। ধ্যায়তি কান্তং প্রোষিত-রমণীতি লোকেঽপি ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি অবধারণার্থে, ছান্দোগ্যোপনিষদে শরীরের নিশ্চলত্বকে ধরিয়াই ধ্যৈ-ধাতুর প্রয়োগ আছে, যথা—'ধ্যায়তীব পৃথিবীতি' যেন পৃথিবীর মত নিশ্চল হইয়া ধ্যানই করিতেছে। অতএব এই জ্ঞাপক চিহ্ন হইতেও বুঝাইতেছে—আসীন হইবে। লৌকিক প্রয়োগেও আছে প্রোষিতভর্ত্তৃকা রমণী বিদেশস্থ স্বামীকে একমনে ধ্যান করিতেছে ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অচলত্বমিত্যাদি স্পষ্টম্ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—সুস্পষ্ট ভাষ্য ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রেও সূত্রকার বলিতেছেন যে, দেহের স্থিরতা অর্থাৎ নিশ্চলতা সাপেক্ষ ধ্যান। আসনাধীন নিশ্চলতার দ্বারাই ধ্যান সম্ভব।

ছান্দোগ্যে পাই,—

"ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং
······তে ভবন্তি ধ্যানমুপাস্স্বেতি।" (ছাঃ ৭।৬।১)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

পৃথিবী ও পর্ব্বতাদির ন্যায়, চিত্তের একাগ্রতা সাধনের জন্য যে শরীরের নিশ্চলত্ব, তাহা আসনে উপবিষ্ট উপাসকের পক্ষেই সম্ভব, অন্যের পক্ষে নহে।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"অচলং চেচ্ছরীরং স্যাৎ মনসশ্চাপ্যচালনম্। চলনে তু শরীরস্য চঞ্চলং হি মনো ভবেদ্" ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৪২) ॥ ৯ ॥

সূত্রম্—স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—সেইভাবে স্মৃতিতেও উক্তি আছে, এ-বিষয়ে "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য" ইত্যাদি গীতা-বাক্য স্মরণীয় ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্। তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে। সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্" ইত্যাদিষু ধ্যাতৄণাং দেহেন্দ্রিয়নৈশ্চল্যং স্মরন্তি। তচ্চাসনাদ্বিনা ন সম্ভবেদতঃ সাসনেনৈব ভাব্যমিতি তথৈবোক্তম্ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ—পবিত্রস্থানে নিজের স্থিরসুখ অর্থাৎ চিত্ত-বিক্ষেপহীন আসন পাতিবে, সেই আসন অতি উচ্চও না হয় এবং অতি নিম্নও না হয়। প্রথমে কুশাসন, তদুপরি কৃষ্ণাজিন, তাহার উপর ক্ষৌম বস্ত্র উত্তরোত্তর পাতিয়া, তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক মনকে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করতঃ মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিবে। এইরূপ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির জন্য সমাধি অবলম্বন কর্ত্তব্য। শরীরের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবা সমান ও স্থির-ভাবে রাখিয়া স্থিরচিত্তে নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করতঃ অন্য কোন দিকে না তাকাইয়া ধ্যান করিবে ইত্যাদি বাক্যে ধ্যানকারীদিগের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা স্মরণ করিয়া থাকেন। সেই দেহেন্দ্রিয়ের নিশ্চলতা আসন-ব্যতিরেকে সম্ভব নহে, এই নিমিত্ত আসন রচনা করিতে হইবে। এইরূপই বলিয়াছেন ॥ ১০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্মরন্তীতি। ভগবান্ বাদরায়ণঃ সঞ্জয়শ্চেতি ত্রয়ঃ। অথবা হিরণ্যগর্ভপতঞ্জলিপ্রভৃতয়ো যোগশাস্ত্রেষু পদ্মকাদ্যাসনানি ধ্যাতুঃ স্মরন্ত্যতস্তস্য তস্য তৎ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরি, বেদব্যাস ও সঞ্জয় এই তিন জন বলিয়া থাকেন, অথবা হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা, পতঞ্জলি প্রভৃতি যোগশাস্ত্রে পদ্মক প্রভৃতি

আসন ধ্যানকারীর কর্ত্তব্য বলিয়া স্মরণ করেন। অতএব সেই ব্রহ্মা ও পতঞ্জলিরও সেই মত ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে স্মৃতিবাক্য স্মরণ করাইতেছেন। মূল কথা—আসনে উপবিষ্ট হইয়াই ধ্যান আবশ্যক। কারণ ধ্যান করিতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা প্রয়োজন। দেহের নিশ্চলতা সাধিত না হইলে চিত্ত একাগ্র হয় না। তজ্জন্যও চিত্ত-বিক্ষেপ যাহাতে না হয়, সেবিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া আসনাদি আবশ্যক। দণ্ডায়মান থাকিলে চিত্তবিক্ষেপ হয় এবং শয়ন করিলে নিদ্রা আকর্ষণ করে। এই জন্যই স্থিরভাবে উপবেশন কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে ধ্যান হয় না। এ-বিষয়ে শ্রীগীতাতেও উপদেশ আছে। "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য…যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥" (গীঃ ৬।১১-১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ।
শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে॥
অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্‌ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্ ॥" (ভাঃ ২।১।১৬-১৭)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ইত্যাদি।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যেও পাই,—

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য" ইত্যাদি স্মরন্তি চ। ॥ ১০ ॥

চিত্তের একাগ্রতাই সর্ব্বত্র প্রয়োজন।

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদিষু প্রাগুক্তেষু বাক্যেষু বিচারান্তরম্। উপাসনেঽস্মিন্ দিগ্দেশকালনিয়মঃ স্যান্ন

বেতি বীক্ষায়াং বৈদিকে কর্ম্মণি তন্নিয়মস্য দর্শনাত্বুপাসনস্য চ বৈদিকত্বাবিশেষাদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য-সমুদায়ে অন্যপ্রকার বিচার আরব্ধ হইতেছে। এই উপাসনাতে দিক্, দেশ ও কালবিশেষের নিয়ম হইবে কি না? এই বিচারে (সংশয়ে) পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বৈদিক কর্ম্মে যখন সেই দিগ্দেশাদি-নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে, তখন উপাসনায়ও সেই নিয়ম অবশ্য পালনীয়; যেহেতু ইহাও বৈদিক কর্ম্ম, কোন প্রভেদ নাই, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। প্রাগুপাসনায়ামাসননিয়মো দর্শিত-স্তথা তস্যাং দিগাদিনিয়মঃ স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ। দিগ্দেশেতি। প্রাচ্যাদি-দিঙ্নিয়মঃ প্রদোষাদিকালনিয়মঃ সরিত্তীরাদিদেশনিয়ম ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ব অধিকরণে যেমন উপাসনায় আসনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে, সেই প্রকার উপাসনায় দিক্-বিশেষ প্রভৃতিও অবশ্য গ্রাহ্য। এইরূপ দৃষ্টান্তসঙ্গতি জানিবে। দিগ্দেশ-কালনিয়ম ইতি—পূর্ব্বাদি দিক্, প্রদোষাদি কাল ও নদীতীর প্রভৃতি দেশ-বিশেষ নিয়মতঃ স্বীকার্য্য—এই অর্থ।

একাগ্রতাধিকরণম্

সূত্রম্—যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—যে দিক্, দেশ ও কালে চিত্তের একাগ্রতা হইবে, তথায় শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে, এ-বিষয়ে কোনও দিক্ প্রভৃতির নিয়ম নাই। যেহেতু আসনের মত কোন বিশেষবিধি ইহাতে শ্রুত হইতেছে না ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যত্র দিগাদৌ চিত্তৈকাগ্রতা স্যাৎ তত্রৈ-বোপাসীত হরিং নাস্ত্যত্র দিগাদিনিয়ম ইত্যর্থঃ। কুতঃ? অবিশেষাৎ

তদ্বদত্র বিশেষস্যাশ্রবণাৎ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ। "তমেব দেশং সেবেত তং কালং তামবস্থিতিম্। তানেব ভোগান্ সেবেত মনো যত্র প্রসীদতি। ন হি দেশাদিভিঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ সমুদীরিতঃ। মনঃ-প্রসাদনার্থং হি দেশকালাদিচিন্তনম্" ইতি। নন্বস্তি দেশবিশেষনিয়মঃ। "সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনো-ঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে নিযোজয়েদিতি" শ্বেতা-শ্বতরোক্তেস্তীর্থসেবায়া মোক্ষহেতুত্বপ্রতিপাদনাচ্চেতি চেৎ সত্যং সত্যুপদ্রবে তীর্থমপ্যসাধকং অসতি তু তস্মিন্ সাধকতমং তৎ। অত উক্তং "মনোঽনুকূলে" ইতি ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যে স্থানে, যে কালে ও যে দিকে চিত্তের একগ্রতা জন্মিবে, তাদৃশস্থান প্রভৃতিতেই শ্রীহরিকে উপাসনা করিবে, এ-বিষয়ে কোন দিক্-প্রভৃতির নিয়ম নাই। এই সূত্রার্থ। হেতু কি? 'অবিশেষাৎ' বৈদিক কর্ম্মে যেমন দিগাদির নিয়ম আছে, সেইরূপ উপাসনায় দিক্ প্রভৃতির কোনও বিশেষ নিয়ম শ্রুত হইতেছে না, এইজন্য। স্মৃতিও এইরূপ বলিতেছেন—'তমেব দেশং সেবেত···দেশকালাদিচিন্তনমিতি'। উপাসনাকারী সেই স্থানই আশ্রয় করিবে, সেইকাল, সেই পরিস্থিতি, সেই ভোগ্যবস্তু (খাদ্যাদি) গ্রহণ করিবে, যাহাতে চিত্তপ্রসাদ হয়। দেশ, দিক্, কালনিবন্ধন উপাসনার কোনও বৈশিষ্ট্য কথিত হয় নাই, যেহেতু চিত্তের প্রসন্নতা অর্থাৎ বিক্ষেপের অভাবের উদ্দেশেই দেশাদির বিচার হইয়া থাকে। আপত্তি হইতেছে—দেশাদি নিয়ম নাই, এ-কথা বলা চলে না, কারণ শ্বেতাশ্বতরীয়রা বলেন যে, সমভূমিতে, পবিত্রস্থানে, শর্করা (কাঁকর), অগ্নি, বালুকাদির উপদ্রবরহিত, শব্দ, জলাশয় প্রভৃতি শূন্য, মনের প্রিয় কিন্তু চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, এইরূপ স্থলে যথা পর্ব্বত গুহা ও প্রবল বায়ুহীন (ঝটিকাহীন) আশ্রয়ে মনকে ঈশ্বরে নিযুক্ত করিবে। এই উক্তিহেতু এবং তীর্থসেবার মুক্তিফলদায়কত্ব-নিবন্ধন দেশাদি নিয়ম আবশ্যক—এই যদি বল, তাহা ঠিক, কিন্তু তীর্থাদিক্ষেত্রও উপদ্রবসত্ত্বে উপাসনার সাধক হয় না, আর উপদ্রব না থাকিলে উহা মুক্তির সাধকতম। এইজন্যই বলিয়াছেন—মনের অনুকূল স্থানাদিতে ॥১১॥

সূক্ষ্মা টীকা—যত্রেতি। তদ্বৎ বৈদিককর্ম্মবৎ। তমেবেত্যাদি বারাহে। আশঙ্কতে নম্বিতি। সমে শুচাবিতি। শর্করাঃ সূক্ষ্মপাষাণাঃ। জলাশয়বিবর্জ্জনং শীতনিবারণার্থম্। চক্ষুঃপীড়নং দংশমশকাদিকম্॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—'যত্রৈকাগ্রতেত্যাদি' সূত্রে—তদ্বদত্রাবিশেষাৎ—তদ্বৎ—বৈদিককর্ম্মের মত। 'তমেব দেশম্' ইত্যাদি বাক্যগুলি বরাহপুরাণোক্ত। নমু ইত্যাদি গ্রন্থে আশঙ্কা করিতেছেন। 'সমে শুচৌ' ইত্যাদি। শর্করাঃ—ছোট ছোট পাথর—কাঁকর। জলাশয় পরিত্যাগের উক্তি শীত নিবারণের জন্য। 'চক্ষুঃপীড়নম্' ইতি—ডাঁশ মাছি প্রভৃতি চক্ষুঃপীড়াজনক॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬) ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্য-সম্বন্ধে অন্য বিচার উত্থাপিত হইতেছে। বৈদিক কর্ম্মে যেমন দিক্, দেশাদির নিয়ম আছে, উপাসনায়ও সেরূপ নিয়ম আছে কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বৈদিক কর্ম্মের মত উপাসনাতেও দিক্-দেশাদির নিয়ম থাকা আবশ্যক। এই আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যেরূপ স্থানাদিতে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইবে, সেইরূপ স্থানাদিতে শ্রীহরির উপাসনা করিতে হইবে, ইহাতে দিগাদি-সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম নাই। কারণ শ্রুতিতে দেশাদির কোন বিশেষত্ব উল্লিখিত হয় নাই। মূল কথা—চিত্তের একাগ্রতা, তাহার যে স্থান অনুকূল, সেইরূপ স্থান অর্থাৎ মনের অনুকূল স্থানই আশ্রয়ণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

" তৎ সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্॥" (ভাঃ ১১।১৪।৪৩)
"যদা মনঃ স্ববিরজং যোগেন সুসমাহিতম্।
কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ॥"
(ভাঃ ৩।২৮।১২)

শ্রীরামানুজভাষ্যেও পাই,—

"একাগ্রতাতিরিক্ত-দেশকালবিশেষাশ্রবণাৎ একাগ্রতানুকূলো যো দেশঃ কালশ্চ, স এবোপাসনস্য দেশঃ কালশ্চ।"

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে।" (বৃহদারণ্যক ৬।৫।৬) ইতি বচনমেকাগ্রতৈকান্তদেশমাহ; ন তু দেশং নিযচ্ছতি, "মনোঽনুকূলে" ইতি বাক্যশেষাৎ।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"দেশকালাবস্থাদিষু যত্রৈকাগ্রতা ভবতি তত্রৈব স্থাতব্যম্। "তমেব দেশং সেবেত তং কালং তামবস্থিতিম্। তানেব ভোগান্ সেবেত মনো যত্র প্রসীদতি। ন হি দেশাদিভিঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ সমুদীরিতঃ। মনঃপ্রসাদনার্থং হি দেশকালাদি-চিন্তনম্। ইতি বারাহে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"যত্র চিত্তৈকাগ্র্যং তত্রোপাসীত, তদতিরিক্তদেশাদিবিশেষাশ্রবণাৎ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ, কাল, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।১৮)

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকেও পাই,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ" ॥ ১১ ॥

মুক্তির পরেও উপাসনার উপদেশ শ্রুতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অবতরণিকাভাষ্যম্,—"স যো হৈতৎ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণা-ন্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত"ইতি ষট্‌প্রশ্ন্যাং "যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ"ইতি নৃসিংহতাপন্যাঞ্চ শ্রূয়তে। অন্যত্র চ এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি। ইহ মুক্তিপর্য্যন্তং মুক্ত্যনন্তরঞ্চোপাসনমুক্তম্। তৎ তথৈব ভবেদুত মুক্তি পর্য্যন্তমেবেতি সংশয়ে মুক্তিফলত্বাৎ তৎপর্য্যন্তমেবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ষট্প্রশ্নী-গ্রন্থে শ্রুত হয় 'স যো হৈতদ্-ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত' হে ভগবন্! মনুষ্যদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই প্রসিদ্ধ, যে কেহ ওঙ্কারস্বরূপ শ্রীহরিকে মুক্তির পরে স্মরণ করেন, নৃসিংহতাপনী-উপনিষদেও শ্রুত হইয়া থাকে—'যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' সকল দেবতা ও মুক্ত, মুক্তিকামী ব্রহ্মবিদ্গণও যে শ্রীহরিকে ভজন করেন, অপর শ্রুতিতেও সামগান আছে—'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর সেই পরমপদ সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন ইত্যাদি এই সকল শ্রুতিতে মুক্তি পর্য্যন্ত ও মুক্তির পরেও শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার কথা বলা আছে। এ-বিষয়ে সংশয় এই,—সেই উপাসনা কি সেইরূপই অর্থাৎ মুক্তির পরও হইবে? অথবা মুক্তি পর্য্যন্তই অনুষ্ঠেয়? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী মত প্রকাশ করেন যে, যখন উপাসনার ফল মুক্তি, তখন মুক্তিলাভ পর্য্যন্তই শ্রীহরি উপাস্য। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্রোপাসনে দিগাদ্যনিয়মো দর্শিতঃ। তদ্বৎ তস্যাং সার্ব্বদিকত্বনিয়মঃ স্যাদিতি প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। স যো হেতি। হে ভগবন্ মনুষ্যেষু মধ্যে স প্রসিদ্ধো যঃ কশ্চিৎ ওঙ্কারং শ্রীহরিমভিধ্যায়ীত স্মরেদিত্যর্থঃ। যমিতি। যং শ্রীনৃহরিং। দেবা মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনো মুক্তাশ্চ। নমন্তি ভজন্তীত্যর্থঃ। বদিঃ স্থৈর্য্যে। ব্রহ্মণা সহ বদিতুং স্থিরী-ভবিতুং শীলং যেষাং তে ব্রহ্মবাদিনো মুক্তা ইত্যর্থঃ। এবং তদ্বিষ্ণোরি-ত্যাদিনা সামগানাং সদা শ্রীবিষ্ণুপদদর্শনঞ্চ তদ্ভজনমুক্তম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ব অধিকরণে যেমন উপাসনায় দিক্ প্রভৃতির নিয়মাভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইপ্রকার সেই উপাসনায় সর্ব্ব-কালীনত্বের নিয়ম হইতে পারে, এইরূপ পূর্ব্বাধিকরণের মত দৃষ্টান্তসঙ্গতি জ্ঞাতব্য। 'স যো হেত্যাদি' শ্রুতির অর্থ—হে ভগবন্! মনুষ্যদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই প্রসিদ্ধ, যিনি মুক্তির পরেও ওঙ্কাররূপী শ্রীহরিকে ধ্যান করিবেন অর্থাৎ স্মরণ করিবেন। 'যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ —যে নৃসিংহদেবকে দেবগণ, মুক্তিকামী ও মুক্ত ব্রহ্মবিদ্গণ প্রণাম করেন অর্থাৎ ভজন করেন। এখানে আশঙ্কা এই, ব্রহ্মবাদী-শব্দের অর্থ মুক্ত পুরুষ হইল কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বদ্ধাতু স্থৈর্য্য অর্থে আছে,

ব্রহ্মের সহিত স্থির হইতে যাঁহাদের স্বভাব, এই শীলার্থে বদ্‌ধাতুর উত্তর ণিনি প্রত্যয় দ্বারা ব্রহ্মবাদিন্ শব্দটি নিষ্পন্ন, ইহার অর্থ মুক্ত। এইরূপ সামগ-দিগের সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুপদ-দর্শনরূপ ভজনও 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলা হইয়াছে।

আপ্রায়ণাধিকরণম্

সূত্রম্—আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—মুক্তি পর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য, আবার মুক্তির পরেও উপাসনার কথা শ্রুতিতে দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্য্যন্তমুপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি মোক্ষে চ। কুতঃ? হি যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টম্। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা। "সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তি। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি" সৌপর্ণশ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্রাহুঃ। মুক্তেরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপি বস্তুসৌন্দর্য্য-বলাদেব তৎ প্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ। তথাচ সার্ব্বদিকং ভগবদুপাসনং সিদ্ধম্ ॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ—'আপ্রায়ণাৎ' অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য এবং তত্রাপি অর্থাৎ সেই মোক্ষ হইলে তাহার পরেও সেই উপাসনা কর্ত্তব্য। কারণ কি? যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ দৃষ্ট হইয়াছে। সেই শ্রুতিও দেখান হইয়াছে—যথা 'সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্‌বিমুক্তি'—মুক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা শ্রীহরিকে উপাসনা করিবে। 'মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত' ইতি মুক্ত হইয়াও এই শ্রীহরিকে উপাসনা করিয়া থাকেন—এই কথা সৌপর্ণ-শ্রুতিতে (গারুড় শ্রুতিতে) আছে। তবে পূর্ব্বে তথায় তথায় অর্থাৎ মুক্তির পূর্ব্বে ও পরে যে উপাসনা বলা হইয়াছে, সে-বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, যথা—মুক্তগণকর্ত্তৃক আর উপাসনা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু সে-বিষয়ে কোনও

বিধি নাই এবং মুক্তিফলও লব্ধ হওয়ায় সে উদ্দেশ্যও নাই। ইহার উত্তর—হাঁ, সে-কথা সত্য; মুক্তির পর উপাসনার কোনও বিধি নাই সত্য, তাহা হইলেও প্রাপ্ত শ্রীহরি-পদের সৌন্দর্য্য-প্রভাবেই সেই উপাসনা হইয়া থাকে, যেমন পিত্তদ্বারাদগ্ধ ব্যক্তির শর্করা দ্বারা পিত্তনাশ হইলে আবার সেই শর্করাস্বাদে প্রবৃত্তি হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই—সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের উপাসনা করণীয় ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আপ্রায়ণাদিতি। তত্র তত্র চেতি। মোক্ষাৎ প্রাগূর্দ্ধঞ্চেত্যর্থঃ। তদা মোক্ষে। বস্ত্বিতি। পুরুষোত্তমস্বরূপগুণচরিতলাবণ্যসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। তদাস্বাদবৎ সিতাস্বাদবৎ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—'আপ্রায়ণাদিত্যাদি' সূত্রে। 'তত্র তত্র চেতি'ভাষ্যে, তত্র তত্র —মুক্তির পূর্ব্বে ও পরে। 'তদা বিধ্যভাবেঽপি' তদা—মোক্ষে। 'বস্তুসৌন্দর্য্য-বলাদেবেতি'—বস্তুর সৌন্দর্য্য অর্থাৎ পুরুষোত্তম শ্রীহরির স্বরূপ, গুণ, চরিত্র, লাবণ্য—ইহাদের মহিমাবশতঃ। 'তদাস্বাদবৎ'—সেই শর্করার আস্বাদের মত ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রশ্ন—উপনিষদে পাওয়া যায়,—"স যো হ বৈ তদ্ভগবন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত।" (প্রঃ ৫।১)। "যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি" ইত্যাদি কথা নৃসিংহতাপনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়। সুতরাং কোন শ্রুতিতে মুক্তি পর্য্যন্ত উপাসনার উপদেশ আছে আবার কোন শ্রুতিতে মুক্তির পরও উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। এ-স্থলে সংশয় এই যে—উপাসনা কি মুক্তি পর্য্যন্ত করিতে হইবে? কিংবা মুক্তির পরও করিতে হইবে? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যখন মুক্তিই উপাসনার ফল, তখন মুক্তি পর্য্যন্তই উপাসনা করিতে হইবে। এই মতের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, মুক্তি পর্য্যন্ত তো উপাসনা করিতেই হইবে। কিন্তু মুক্তি লাভের পরও উপাসনা করা কর্ত্তব্য; কারণ শ্রুতিতে তদ্রূপ উপদেশই দৃষ্ট হয়।

কেহ বলিতে পারেন যে, মুক্ত পুরুষের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা যখন থাকে না, অথবা তাঁহার জন্য কোন বিধিও নাই, তখন মুক্তাবস্থায় উপাসনার

প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। এ-বিষয়ে ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু বলেন যে, মুক্তপুরুষ বিধির অধীন না হইলেও শ্রীভগবানের অপার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই উপাসনায় রত থাকেন। তিনি একটি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন যে, পিত্তদগ্ধ ব্যক্তি শর্করার দ্বারা পিত্ত-নাশের পরও যেমন শর্করা আস্বাদ করেন, সেইরূপ ভগবদ্ভজনের দ্বারা মুক্ত হইয়াও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি মুক্তির পর ভগবদ্‌-গুণাকৃষ্ট হইয়া ভগবদ্ভজনের দ্বারা ভগবদ্রস আস্বাদনের যোগ্য হইয়া নিত্যকাল ভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের পার্ষদ হইয়া নিত্য ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" (ভাঃ ১।৭।১০)

শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন,—

"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥" (ভাঃ ২।১।৯)

নৃসিংহ-তাপনীতেও পাই,—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" (ভাঃ ৬।১৪।৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

'আত্মারাম' পর্য্যন্ত করে ঈশ্বরভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৮৫)
"ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥"
"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।

ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥" (ভাঃ ১২।১২।৬৯)
"ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয় আত্মারামের মন ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৭-১৩৯)

চতুঃসন, নবযোগেন্দ্র, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতির আচরণেও ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্ত পুরুষেরও শ্রীহরিভজনে রতি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"যাবন্মোক্ষস্তাবদুপাসনাদিকং কার্য্যং স যো হ বৈ তদ্ভগবন্মনুষ্যেষু প্রাপণং তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীতেতি শ্রুতিঃ। সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তি মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি সৌপর্ণশ্রুতিঃ। শৃণুয়াদ্ যাবদজ্ঞানং মতির্যাবদযুক্ততা। ধ্যানঞ্চ যাবদীক্ষা স্যান্নেক্ষা ক্বচন বাধ্যতে। দৃষ্টতত্ত্বস্য চ ধ্যানং যদা দৃষ্টি র্ন বিদ্যতে। ভক্তিশ্চানন্তকালীনা পরমে ব্রহ্মণি স্ফুটা। আবিমুক্তের্ব্বিধির্নিত্যং স্বত এব ততঃ পরমিতি ব্রহ্মাণ্ডে" ॥ ১২ ॥

বিদ্যার ফল-বিচার আরম্ভ হইতেছে—

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং বিদ্যাসাধনং বিচার্য্য তৎফলমিদানীং বিচারয়তি। ছান্দোগ্যে—"যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেব বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" ইতি। "তদ্ যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি চ শ্রূয়তে। ইহ সংশয়ঃ। ক্রিয়মাণসঞ্চিতপাপে ভোগেন ক্ষপণীয়ে উত বিদ্যাপ্রভাবাৎ তয়োরশ্লেষবিনাশৌ স্যাতামিতি। "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্" ইতিস্মৃতে-স্তেনাপি তে ভোগেন ক্ষপণীয়ে। এবং সতি শ্রুত্যর্থস্তু তদ্বিদাং প্রাশস্ত্যং লক্ষয়তীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে বিদ্যা-প্রাপ্তির সাধন (উপায়) বিচার করিবার পর এক্ষণে সেই বিদ্যার ফল বিচারিত হইতেছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—যেমন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিতে পাপ লিপ্ত হয় না। আবার ইহাও শ্রুত হয়, তাহা কিরূপ? যেমন ইষীকা (তৃণমুষ্টি ও তুলা) অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, এইরূপ ব্রহ্মবিদের সকল পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। এই বিষয়ে সংশয় এই—ক্রিয়মাণ (যাহা বর্ত্তমানে কৃত হইতেছে) ও পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ—এই দুইটি কি ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে? অথবা ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রভাবে ক্রিয়মাণ-পাপের অশ্লেষ অর্থাৎ লেপের অভাব এবং সঞ্চিত-পাপের বিনাশ হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—স্মৃতিবাক্যে পাওয়া যায়—ভোগ না হইলে শত কোটি যুগেও পাপ-কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, ভালমন্দ অর্থাৎ পাপ-পুণ্য কৃতকর্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মবিদেরও সেই দুইটি পাপ অবশ্যই ভোগদ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। এমতাবস্থায় ব্রহ্মবিদের যে পাপ-লেপ হয় না, এই শ্রুতির অর্থ ব্রহ্মবিদের প্রশস্ততা বুঝাইতেছে, এই পূর্ব্বপক্ষীয় মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—এবং বিদ্যাসাধনানুষ্ঠানে প্রযত্নাধিক্যজ্ঞাপনায় ফলাধ্যায়েঽপি তদনুষ্ঠানক্রমো বিচারিতঃ। অথ তদ্গতাং তৎফলচিন্তা-মুপক্রম্য নিখিলস্য সাধনবিচারস্য জাতত্বাদিদানীং ফলবিচারাবসরলাভাদস্য ন্যায়-স্যাবসররূপা সঙ্গতিঃ। যথেতি। ন শ্লিষ্যন্তে লগ্না ন ভবন্তি। বিদি ব্রহ্মো-পাসকে পুংসি। যথেষীকেতি। নন্বত্র ইষ্টকেষীকমালানাং চিততূলভারি-ষ্বিতি পাণিনিস্মরণাৎ ইষীক-তূলমিতি হ্রস্বেনৈব ভাব্যম্। দীর্ঘদর্শনং কথমিতি চেৎ সত্যং ছান্দসং দৈর্ঘ্যমিতি গৃহাণ। প্রদূয়েত নির্দ্দগ্ধং ভবেৎ। অস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য। নাভুক্তমিতি। তেন বিদুষা। তে দ্বিবিধে পাপে। তদ্বিদা-মিতি। ব্রহ্মবিদঃ শ্লাঘ্যা ইত্যেতদর্থো লক্ষ্য ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে বিদ্যাধি-গমেঽপি পাপফলভোগোত্তরং মোক্ষঃ। সিদ্ধান্তে তু বিদ্যোৎপত্ত্যনন্তরং প্রারব্ধ-ক্ষয়ে সত্যেব স ইতি ফলদ্বয়ং ভাব্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এইরূপ বিদ্যার উপায়ানুষ্ঠানে সম-ধিক প্রযত্ন জানাইবার জন্য এই ফল-বিচারাধ্যায়েও সেই উপায়ানু-ষ্ঠানের ক্রম বিচার করিয়াছেন। অতঃপর বিদ্যাবিষয়ক তদীয় ফল চিন্তা আরম্ভ করিয়া সমগ্র সাধন-বিচার সম্পূর্ণ হওয়ায় এক্ষণে ফল-বিচারের অবসর

পাওয়া গেল; সুতরাং এই অধিকরণের অবসর-নামক সঙ্গতি জানিবে। প্রতিবন্ধকীভূত জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির নাম অবসর। 'আপো ন শ্লিষ্যন্তে' ইতি—জল লগ্ন হয় না, 'এবমেব বিদি' ইতি—এই প্রকারই বিদি—ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিতে। 'যথেষীকাতূলমিত্যাদি'। প্রশ্ন হইতেছে—'ইষীকাচতূলঞ্চ' এই দ্বন্দ্ব-সমাসের পর 'ইষ্টকেষীকমালানাং চিততূলভারিষু' চিত—তূল ও ভারিন্-শব্দ উত্তর পদ হইলে ইষ্টকা, ইষীকা ও মালা-পদের অথবা তদুত্তর-পদের আকারের হ্রস্ব হয়—এই পাণিনির অনুশাসন থাকায় 'ইষীকতূলম্' এইরূপ পদ হওয়াই উচিত, তবে দীর্ঘস্বর কেন? এই যদি বল, তাহা সত্য, অতএব বৈদিক প্রয়োগরূপে দীর্ঘ স্বীকার কর। প্রদূয়েত—নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাইবে। 'এবং হাস্তেতি'—অস্য—এই ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির। 'তেনাপি তে ক্ষপণীয়ে' ইতি—তেন—সেই ব্রহ্মবিৎ কর্ত্তৃক। তে—উক্ত দ্বিবিধ পাপ। 'শ্রুত্যর্থস্তু তদ্বিদাং প্রাশস্ত্যমিতি'—'ব্রহ্মবিদ্গণ প্রশংসনীয়' এই অর্থ লক্ষণীয়। পূর্ব্বপক্ষীর মতে বিদ্যালাভ হইলেও পাপফলভোগের পর মুক্তি হয়, সিদ্ধান্তি-মতে বিদ্যা জন্মিবার পর প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই মুক্তি হয়, এইরূপ ফলদ্বয় চিন্তনীয়।

তদধিগমাধিকরণম্

সূত্রম্—তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদে-শাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—তদধিগমে—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মবিদ্যা হইলে পরে ক্রিয়মাণ-কর্ম্মের লেপাভাব ও সঞ্চিত-পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। কারণ যথা, 'পুষ্করপলাশে' ইত্যাদি শ্রুতিতে ক্রিয়মাণ পাপের অশ্লেষ ও 'তদ্যথেষীকা-তূলমিত্যাদি' শ্রুতিতে কৃত-পাপের বিনাশ উক্ত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তস্য ব্রহ্মণোঽধিগমস্তদধিগমঃ। ব্রহ্মবিদ্যে-ত্যর্থঃ। তস্যাং সত্যামুত্তরস্য ক্রিয়মাণস্য পাপস্যাশ্লেষঃ। পূর্ব্বস্য

তু সঞ্চিতস্য বিনাশো ভবতি। কুতঃ? তদিতি। যথেত্যাদিভ্যাং বাক্যাভ্যাং তয়োস্তথাভিধানাদিত্যর্থঃ। ন হি শ্রুতেঽর্থে সঙ্কোচঃ শক্যঃ কর্ত্তুম্। নাভুক্তমিত্যাদিকং ত্বজ্ঞবিষয়তয়া যুক্তিমৎ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তস্য—সেই ব্রহ্মের, অধিগমঃ—আপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। সেই ব্রহ্মবিদ্যা জন্মিলে পরে ক্রিয়মাণ-পাপের ব্রহ্মবিদে লেপ হয় না, এবং সঞ্চিত-পূর্ব্বপাপের ধ্বংস হয়; প্রমাণ কি? 'তদ্ব্যপদেশাৎ' যেহেতু 'যথা-পুষ্কর পলাশ আপঃ' ইত্যাদি বাক্য ও 'তদ্‌যথেষীকাতুলমিত্যাদি' বাক্য দ্বারা সেই পাপ দুইটির নাশ বিহিত আছে। শ্রৌত-অর্থে সঙ্কোচ—অর্থান্তর কল্পনা করা যায় না; যেহেতু উক্ত শ্রুতিদ্বয়ে তাহাই বলিয়াছেন। তবে যে বলা আছে—'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি' শতকোটিকল্পেও কৃতকর্ম্মের ভোগ না হইলে ক্ষয় হয় না, ইহার কি গতি হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ঐ উক্তি ব্রহ্মবিদ্-ভিন্ন অজ্ঞের পক্ষে ধরিয়া যুক্তিসঙ্গত ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদধিগমেতি। তথেতি। অশ্লেষবিনাশোক্তেরিত্যর্থঃ ॥১৩॥

টীকানুবাদ—'তদধিগমঃ' ইত্যাদি সূত্রে। 'তয়োস্তথাভিধানাদিতি'—তথা—ক্রিয়মাণ-পাপের লেপাভাব ও সঞ্চিত-পাপের নাশের উক্তিহেতু, এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এইরূপে বিদ্যাসাধন-বিচার সমাপ্ত করিয়া সম্প্রতি বিদ্যার ফল-বিচার আরম্ভ করিতেছেন। ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়—"যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে" (ছাঃ ৪।১৪।৩) এবং "তদ্ যথেষীকাতুলমগ্নৌ" ইত্যাদি (ছাঃ ৫।২৪।৩), সুতরাং ব্রহ্মবিদের নিখিল পাপ বিনষ্ট হয়। এ-স্থলে সংশয় এই যে,—ক্রিয়মাণ-পাপ এবং সঞ্চিত-পাপ কি ভোগের দ্বারা বিনষ্ট হইবে? অথবা বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা-প্রভাবেই নির্লিপ্ততা ও বিনাশ ঘটিবে? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যখন স্মৃতিতে আছে যে, ভোগ-ব্যতীত পাপের ক্ষয় হয় না, তখন কৃত-কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিদ্যার প্রভাবেই ক্রিয়মাণ-পাপের অশ্লেষ অর্থাৎ নির্লিপ্ততা এবং

সঞ্চিত-পাপের বিনাশ হইবে। যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ ব্যপদেশ আছে। পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্যের প্রমাণ দ্রষ্টব্য। তবে যে স্মৃতিতে ভোগের দ্বারা পাপক্ষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানহীন বিমুখের পক্ষেই প্রযোজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥" (ভাঃ ১।২।২০-২১)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২০।৩০ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। "যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৪।১৯)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ব্রহ্মদর্শন উত্তরাঘস্যাশ্লেষঃ পূর্ব্বাঘস্য বিনাশশ্চ। তদ্ যথা—পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেব বিদি পাপং কর্ম্মনৈব শ্লিষ্যতে তদ্ যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হৈবাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্ত ইতি তদ্ ব্যপদেশাৎ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"বিদুষ উত্তরপূর্ব্বয়োরঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ। কুতঃ? "এববিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" "অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি ব্যপদেশাৎ" ॥১৩॥

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব-পাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১০৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাই,—

"নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।৬১)

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"
(ভাঃ ৩।২।৪২) ॥ ১৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে "উভে উ হৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধুনী ইতি।" অত্রোভয়োঃ পুণ্যপাপয়োস্তীর্ণতোচ্যতে। ভবেদিহ সংশয়ঃ। উত্তরপূর্ব্বয়োরঘয়োরিব পুণ্যয়োরপি তয়োরশ্লেষবিনাশৌ স্যাতাং ন বেতি। পুণ্যয়োস্তৌ ন স্যাতাং বৈদিকত্বেন তয়া সহাবিরোধাৎ। কিন্তু তে ভোগেনৈব ক্ষপণীয়ে। তথাচ প্রতিবন্ধসত্ত্বাৎ বিদ্যায়াং সত্যাং বিমুক্তিরিতি রিক্তং বচঃ। এবং প্রাপ্তে প্রাগুক্তমতিদিশতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যকোপনিষদে শ্রুত হয় যে, 'উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি' ইত্যাদি। এই সাধক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী হইয়া ভালমন্দ অর্থাৎ পুণ্যপাপ অতিক্রম করে, এই শ্রুতিতে ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত উভয়বিধ পুণ্য ও পাপ হইতে উত্তীর্ণতা অভিহিত হইতেছে। ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে, পূর্ব্বাপর পাপের মত পূর্ব্বাপর পুণ্যেরও কি লেপাভাব ও বিনাশ হইবে? অথবা নহে? পূর্ব্বপক্ষী তাহাতে বলেন,—বিদ্যার সহিত সেই দ্বিবিধ পুণ্যের বৈদিকত্ব-নিবন্ধন বিরোধ না থাকায় তাহাদের অশ্লেষ ও বিনাশ হইবে না, কিন্তু ভোগ দ্বারা সেই দুইটির ক্ষয় করিতে হইবে। এ কথা না মানিলে প্রতিবন্ধক (ঐ দ্বিবিধ পুণ্য) থাকায় বিদ্যা হইলে মুক্তি হয়, এ-বাক্য মিথ্যা ও অসার। এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে পূর্ব্বোক্তের অতিদেশ করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—বৃহদারণ্যক ইত্যাদি। পুণ্যবিদ্যয়োঃ শাস্ত্রীয়ত্বেনাগ্নিহোত্রদর্শয়োরিবাবিরোধাৎ শঙ্কাধিক্যে ন্যায়াতিদেশঃ অতোঽত্র ন পৃথক্ সঙ্গত্যপেক্ষা। উভে ইতি। এষ লব্ধব্রহ্মানুভবঃ সন্ সাধ্বসাধুনী পুণ্যপাপে উভে উত্তরপূর্ব্বে ক্রিয়মাণসঞ্চিতে তরত্যতিক্রামতি। তয়েতি বিদ্যয়া সহ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—বৃহদারণ্যকে ইত্যাদি। পুণ্য ও বিদ্যা উভয়ই শাস্ত্রবিহিত, অতএব প্রমাণ—যেমন অগ্নিহোত্র ও দর্শ যাগ ইহাদের

পরস্পর বিরোধ নাই, সেইপ্রকার বিরোধের অভাবে কোন শঙ্কা নাই, যেখানে শঙ্কা অথবা আধিক্য থাকিবে, তথায় অধিকরণের অতিদেশ হয় সুতরাং এখানে স্বতন্ত্র সঙ্গতির অপেক্ষা নাই। 'উভে উ হৈবৈষ' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—এষঃ—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী এই পুরুষ সাধু ও অসাধু কর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্যপাপ, উভে পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত কর্ম্ম দুইটি অতিক্রম করে। 'তয়া সহাবিরোধাদিতি' তয়া—বিদ্যার সহিত।

ইতরাধিকরণম্

সূত্রম্—ইতরস্যাপ্যেবমশ্লেষঃ পাতে তু ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—'ইতরস্য'—পরবর্ত্তী ও সঞ্চিত পুণ্যেরও, 'এবম্'—পাপের মত, 'অশ্লেষঃ'—লেপাভাব ও বিনাশ বিদ্যা দ্বারা হইবে। 'পাতে তু'—প্রারব্ধ নাশ হইলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইতরস্যোত্তরপূর্ব্বরূপস্য পুণ্যস্যাপ্যেবং পাপবদশ্লেষো বিনাশশ্চ বিদ্যয়া ভবতি। ন চ পুণ্যং বৈদিকত্বাৎ তয়া সহাবিরুদ্ধম্। স্বফলহেতুত্বেন তৎফলপ্রতিবন্ধাৎ। ন চ তদ্‌বস্তুতঃ শুদ্ধম্। "সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে" ইতি ছান্দোগ্যে। তত্রাপি পাপ্মশব্দপ্রয়োগাৎ। অতএব "যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ" ইত্যাদৌ সঞ্চিতকর্ম্মমাত্রক্ষয়ঃ স্মর্য্যতে। তথাচ পাপয়োরিব পুণ্যয়োশ্চ তৌ সিদ্ধৌ। বক্তব্যমাহ পাতে ত্বিতি। তুর্নিশ্চয়ে। প্রারব্ধনাশে সতি মুক্তিরেবেতি ন রিক্তং তদ্বচঃ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বোত্তর অর্থাৎ সঞ্চিত ও পরে ক্রিয়মাণ পুণ্যেরও পাপের ন্যায় বিদ্যা দ্বারা লেপাভাব ও বিনাশ হইবে। যদি বল, পুণ্য—বেদোক্ত ক্রিয়া-সাধ্য, অতএব পুণ্য বিদ্যার সহিত থাকিতে পারে, কোন বিরোধ নাই, তাহা নহে; যেহেতু পুণ্য স্বর্গ জন্মাইয়া থাকে, সুতরাং বিদ্যাফল মুক্তিকে

বাধা দিবে। আর ইহাও ঠিক যে, পুণ্য বাস্তবিকপক্ষে শুদ্ধ অর্থাৎ পাপের সহিত অবিমিশ্র নহে; ছান্দোগ্যে বলা আছে—এই ব্রহ্মবিদ্ হইতে সকল পাপ চলিয়া যায়, অতএব ইহাতে পুণ্য ও পাপ শব্দ প্রযুক্ত আছে, এইজন্য। সুতরাং—'যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎকুরুতেঽর্জ্জুন' ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্যে সঞ্চিত কর্ম্মমাত্রের ক্ষয় স্মৃত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত—ঐ দ্বিবিধ পাপের মত দ্বিবিধ পুণ্যেরও লেপাভাব ও বিনাশ হয়। অতঃপর ফলকথা বলিতেছেন—প্রারব্ধ কর্ম্ম নাশ হইলে মুক্তি হইবেই, ইহা অসার কথা নহে ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইতরস্যেতি। স্বফলেতি। পুণ্যং স্বর্গং জনয়দ্বিদ্যাফলং মোক্ষং প্রতিবধ্নীয়াদিত্যর্থঃ। ন চেতি। তৎ পুণ্যং। তত্রাপীতি। পুণ্যেঽপীত্যর্থঃ। নৈনং সেতু নাহোরাত্রে তরত ইত্যত্র উভে সুকৃতদুষ্কৃতে নির্দ্দিশ্য অবিশেষেণ সর্ব্বে পাপ্মানো ইত্যুক্তেরিত্যর্থঃ। তদ্বচ ইতি। বিদ্যায়াং সত্যাং বিমুক্তিরেবেত্যেতদ্বোধকং বাক্যমিত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে বিশদীভাবি ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'ইতরস্যাপ্যেবমিত্যাদি' সূত্রে। 'স্বফলহেতুত্বেনেতি'—পুণ্য স্বর্গ জন্মাইতে থাকিলে বিদ্যাফল মুক্তিকে বাধা দিবে,—এই অর্থ। 'ন চ তদিতি'—তৎ—পুণ্য। 'তত্রাপি পাপ্মশব্দপ্রয়োগাৎ'—তত্রাপি—অর্থাৎ পুণ্যেও। 'নৈনং সেতু নাহোরাত্রে তরতঃ' ইহাকে অহোরাত্র অর্থাৎ পুণ্য ও পাপরূপ সেতু সংসার-সাগর উত্তীর্ণ করে না, ইহাতে পুণ্য-পাপ উভয় নির্দ্দেশ করিয়া নির্ব্বিশেষে পুণ্য ও পাপকে পাপই বলিয়াছেন, এইজন্য। 'ন রিক্তং তদ্বচঃ' ইতি বিদ্যা হইলে মুক্তি হইবেই ইহার বোধকবাক্য মিথ্যা নহে। ইহা পরে বিশদ হইবে ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পুনরায় একটি সংশয় উত্থাপিত হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদের ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত পাপের বিনাশের ন্যায় তাঁহার ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত পুণ্যদ্বয়েরও অশ্লেষ ও বিনাশ হইবে কি না? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অশ্লেষ ও বিনাশ হইবে।

পুণ্যকর্ম্ম বৈদিক বলিয়া উহার সহিত বিদ্যার বিরোধ নাই ; এ-কথাও মনে করিতে পার না, কারণ বিদ্যার ফল মোক্ষ আর পুণ্যের ফল স্বর্গাদি পরস্পর বিভিন্ন।

ছান্দোগ্যের "সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৮।৪।১) কৌষিতকী উপনিষদেও পাওয়া যায় "তৎসুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে" (কৌ-১।৪), অতএব পাপ যেরূপ বিদ্যাফলের বিরোধী, পুণ্যও সেইরূপ বিদ্যাফলের প্রতিবন্ধক। সুতরাং পাপ ও পুণ্য অথবা সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ে সমধর্ম্মী বলিয়া একরূপ নির্দ্দেশকরতঃ উভয়ই পরিত্যাজ্য। এই জন্য শ্রুতি বলেন—"পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥" (ভাঃ ৪।২২।৩৯)

শ্রীঋষভদেবের বাক্যে পাই,—

"পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।
যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্ম্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ॥" (ভাঃ ৫।৫।৫)

এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—
"তর্হি পুণ্যং কর্ত্তব্যমিতি চেন্ন তস্যাপি সংসার-হেতুত্বেন ক্লেশহেতুত্বাৎ, তস্মাৎ পুণ্যপাপয়োর্নিরাসকং জ্ঞানমেবাভ্যসনীয়মিত্যাহ"।

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" (গীঃ ৪।৩৭)

ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের বাক্যেও পাই,—

"পুণ্য সে সুখের ধাম, তাহার না লইও নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই পরিহরি।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"পুণ্যস্থাপ্যেবমশ্লেষঃ। তু-শব্দোঽনুত্থানবাচী। যথাশ্লেষো বিনাশশ্চ মুক্তস্ত তু বিকর্ম্মণঃ। এবং স্বকর্ম্মণশ্চাপি পততস্তমভিধ্রুবমিতি চাগ্নেয়ে॥"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"পুণ্যস্য কাম্যকর্ম্মণোঽপি অঘবন্মুক্তিবিরোধিত্বাদুত্তরস্যাশ্লেষঃ, পূর্ব্বস্য বিনাশ এব। উত্তরপূর্ব্বয়োরশ্লেষবিনাশানন্তরং দেহপাতে সতি মুক্তিরেব"।॥ ১৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্,—সঞ্চিতয়োঃ পাপপুণ্যয়োরুভয়োর্বিদ্যয়া বিনাশে তৎকৃতস্য দেহস্যাপি তদৈব নাশাপত্তিস্ততো ব্রহ্মবিদামুপদেশাদ্যসম্ভব ইত্যাশঙ্কাং পরিহর্ত্তুমধিকরণমারভতে। তথাহি সঞ্চিতে পাপপুণ্যে দ্বিবিধে। অনারব্ধফলে আরব্ধফলে চেতি। তয়োর্দ্বিবিধয়োরপি বিনাশঃ স্যাদুতানারব্ধফলয়োরেবেতি বিষয়ে উভে উ হৈবেত্যাদৌ বিশেষাশ্রবণাৎ বিদ্যায়াঃ সর্ব্বত্র তৌল্যাৎ তয়োর্দ্বিবিধয়োরপীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে, সঞ্চিত পাপপুণ্য উভয়ের বিদ্যা দ্বারা বিনাশ হইলে সেই পাপপুণ্যজনিত দেহেরও তৎক্ষণাৎ পাত হউক, তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্‌দিগের কোনও উপদেশাদি সম্ভব হইতে পারে না, এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। কথাটি এই—সঞ্চিত পাপপুণ্য দুই প্রকার, এক অনারব্ধফল (যাহার ফল আরব্ধ হয় নাই) দ্বিতীয় আরব্ধ ফল—ফলদানে প্রবৃত্ত। সেই দ্বিবিধ পাপপুণ্যেরই বিনাশ হইবে? অথবা অনারব্ধফল—পাপপুণ্যের মাত্র? এই বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'উভে উ হৈব' ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন অনারব্ধ আরব্ধ বলিয়া কোন বিশেষ নাই তখন বিদ্যার সর্ব্বত্র তুল্য ফলদাতৃত্বহেতু দ্বিবিধ পাপপুণ্যেরই বিনাশ হইবে, এই উক্তিতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সঞ্চিতয়োরিত্যাদি। বিদ্যয়া সঞ্চিতকর্ম্মক্ষয়ঃ প্রাগুক্তঃ তস্য প্রারব্ধাতিরিক্তবিষয়ত্বেনাপবাদাৎ অপবাদোঽত্র সঙ্গতিঃ। ইহ পূর্ব্বপক্ষে উপদেশাদ্যসম্ভবঃ ফলম্। সিদ্ধান্তে তু তৎসম্ভবঃ ফলমিতি বোধ্যম্। উভে উ হৈবেত্যাদাবাদিপদাৎ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণীত্যাদি গ্রাহ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'সঞ্চিতয়োরিত্যাদি'। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যা দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় হয়, কিন্তু সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয়—প্রারব্ধ-ভিন্ন বিষয়ক—এই অপবাদহেতু এখানে অপবাদনামক সঙ্গতি। এই অধিকরণে উপদেশাদির অসম্ভব ফল পূর্ব্বপক্ষী দেখাইয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে তাহার সম্ভব-ফল প্রদর্শিত হইয়াছে।—ইহা জ্ঞাতব্য। 'উভে উ হৈবেত্যাদি'—এই আদিপদ দ্বারা 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' ইত্যাদি প্রমাণ গ্রহণীয়।

অনারব্ধকার্য্যাধিকরণম্

সূত্রম্—অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥১৫॥

সূত্রার্থ—ঐ আশঙ্কা করিও না, যেহেতু পূর্ব্বে—সঞ্চিত পাপ ও পুণ্য, যাহা অনারব্ধকার্য্য অর্থাৎ এখনও ফল উৎপাদন করে নাই, তাহারাই বিদ্যা দ্বারা নষ্ট হয়, কিন্তু আরব্ধ-ফলক পুণ্যপাপকে নষ্ট করে না; যেহেতু শ্রুতিতে আছে—বিদ্যোদয় ও ঈশ্বরের ইচ্ছা পর্য্যন্তই তাহারা থাকে অর্থাৎ ঈশ্বরের তাদৃশ ইচ্ছাই প্রারব্ধনাশের অবধি ॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। পূর্ব্বে সঞ্চিতে পাপপুণ্যে অনারব্ধকার্য্যে অনুৎপাদিতফলে এব বিদয়া বিনশ্যতো ন ত্বারব্ধকার্য্যে চোৎপাদিতফলে। কুতঃ? তদবধেঃ। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" ইতি শ্রুতেঃ। "ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়ো গুর্ণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ" ইতি স্মৃতেঃ। পরেশেচ্ছায়াঃ প্রারব্ধনাশাবধিভূতত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। অতিবলিষ্ঠা খলু বিদ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি নিরবশেষাণি দহতি প্রদীপ্তবহ্নিরিব বিবিধান্যেধাংসীতি। যদ্যপি বাক্যাৎ প্রতীতং তথাপি ব্রহ্মবিদাং দেহস্থিতিদর্শনাৎ তদারম্ভকং কর্ম্ম উপদেশাদিপ্রচারিণ্যা তদিচ্ছয়ৈব তিষ্ঠেদিতি স্বীকার্য্যম্। এবঞ্চ সতি মণ্যাদিপ্রতিবদ্ধ-

শক্তের্বহ্নেরিব বিদ্যায়াঃ কিঞ্চিৎ কর্ম্মাদাহকত্বেঽপি ন কাপি ক্ষতিরিতি। যত্তু বদন্তি আরব্ধফলকর্ম্মাশয়মনাশ্রিত্য বিদ্যোৎপত্তির্নোপপদ্যতে। আশ্রিতে তু তস্মিন্ কুলালচক্রবৎ প্রবৃত্তবেগস্য তস্য ভবেদেব বেগনাশাপেক্ষা। যথা বেগক্ষয়ে চক্রং স্বয়ং শাম্যেদেবং ফলেঽতীতে তদারম্ভকং কর্ম্ম নশ্যতীতি। তন্ন। অতিবলীয়স্যাস্তস্যাঃ সর্ব্বাণি তানি প্রসহ্য নির্ম্মূলয়ন্ত্যাস্তদিচ্ছাং বিনা ক্বচিদপ্যবষ্টম্ভো ন স্যাৎ। ন হি গুরুতরশিলানিপাতে চক্রং পুনর্ভ্রমিতুমলম্। তস্মাৎ প্রাগুক্তমেব সুষ্ঠু ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি শঙ্কানিরাসার্থ। পূর্ব্ব অর্থাৎ সঞ্চিত পাপপুণ্য, যাহা অনারব্ধকার্য্য—এখনও ফল উৎপাদন করে নাই, তাহারাই মাত্র বিদ্যা দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়; তদ্‌ভিন্ন প্রারব্ধফলক পাপপুণ্য নহে। কারণ কি? 'তদবধেঃ'—'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে' ইহার অর্থ—আচার্য্যবান্ পুরুষের—যিনি পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছেন, তাঁহার তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত দেহপাতরূপ বিলম্ব হয়, যাবৎ-পর্য্যন্ত পরমাত্মা তাঁহাকে মুক্ত না করেন। তাহার পর তাঁহার ইচ্ছা হইলে সেই বিদ্বান্ উপাসক দেহ সম্বন্ধহীন হইবেন। 'বিমোক্ষ্যে' ও বাক্য শেষান্তর্গত 'সম্পৎস্যে' এই দুই পদে প্রযোজ্য প্রথমপুরুষ স্থানে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ বৈদিক প্রয়োগ। শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতিগণ বলিতেছেন—'ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থ-শুভাশুভয়োর্গুণবিগুণান্বয়াং স্তরহি (তর্হি) দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ' ইহার অর্থ—হে ভগবন্! তোমা হইতে উৎপন্ন পাপপুণ্যের গুণদোষ-সম্পর্ক তোমার ভজনকারী পুরুষ অনুসন্ধান করেন না এবং দেহাভিমানীদিগের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবোধক বাক্যও জানেন না। এই শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে পাওয়া গেল যে, পরমেশ্বরের ইচ্ছাই প্রারব্ধ নাশের (দেহপাতের) সীমা। কথাটি এই—বিদ্যা অতি বলবতী, সকল কর্ম্মই সে নিঃশেষে দগ্ধ করে, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন বিবিধ কাষ্ঠ ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ। যদিও ইহা বাক্য হইতে প্রতীত হইল, তাহা হইলেও যখন দেখা যাইতেছে—ব্রহ্মবিদ্‌দিগের দেহ রহিয়াছে, অতএব মানিতেই হইবে—দেহারম্ভক কর্ম্ম—উপদেশাদি-প্রচারকারিণী ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারাই স্থিতিলাভ করে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি প্রতিবন্ধক মণিযোগে ক্ষণিক

অপ্রকাশ হয়, সেইপ্রকার বিদ্যা কিছু কর্ম্মের নাশ না করিলেও কোন অনুপপত্তি নাই। তবে যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আরব্ধফলক কর্ম্মবাসনাকে আশ্রয় না করিয়া অর্থাৎ তাহা থাকিতে বিদ্যোৎপত্তি হয় না, তাদৃশ কর্ম্মবাসনা আশ্রয় করিলে সেই ব্যক্তিতে কুম্ভকারের চক্রের মত প্রবৃত্ত-বেগ কর্ম্মের বেগনাশ অপেক্ষা করিতেই হইবে। অর্থাৎ যেমন কুম্ভকারের চক্রবেগ থামিলে চক্র স্বয়ংই থামিয়া যায়, এইরূপ কর্ম্মফল অতীত হইলে সেই ফলারম্ভক কর্ম্মও নষ্ট হয়। এইমত ঠিক নহে; কারণ বিদ্যা অতি প্রবলা, সে বলপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম নির্ম্মূল করিতে থাকিলে এক ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত কোথায়ও তাহার রোধ হয় না, দেখ, ঘূর্ণমান চক্রে অতি গুরুতর শিলাপাত হইলে তাহা আর ঘুরিতে পারে না। অতএব আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই সমীচীন ॥১৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনারব্ধকার্য্যে ইতি। দেহাবচ্ছেদেন সুখদুঃখানুভবায় যে পাপপুণ্যে প্রবর্ত্তেতে তে আরব্ধকার্য্যে তদ্ভিন্নে তু অনারব্ধকার্য্যে ভবতঃ। পূর্ব্বে অনাদিভবপরম্পরায়াং বিদ্যোদয়পর্য্যন্তং সঞ্চিতে ইত্যর্থঃ। তস্যেতি। তস্যাচার্য্যবতো জনস্য পরমাত্মানং শ্রীহরিং জ্ঞাতবত উপাসীনস্য তাবদেব চিরং তাবানেব দেহপাতরূপো বিলম্বো ভবতি যাবৎ স পরমাত্মনা ন বিমোক্ষ্যে ন বিমোক্ষ্যতে স স্বোপাসকো বিমোক্তুং নেষ্যতে। অথ সংপৎস্যে ইতি বাক্যশেষঃ। অথ তদিচ্ছানন্তরং নির্ধূতদেহসম্বন্ধঃ সম্পৎস্যত ইত্যর্থঃ। উভয়ত্র প্রথমপুরুষস্থানে উত্তমঃ পুরুষশ্ছান্দসঃ। ননু মুচোঽকর্ম্মকস্য গুণো বেতি সূত্রেণাকর্ম্মকস্য মুচেঃ সাদৌ সন্যভ্যাসলোপো গুণশ্চ বিহিতঃ। সকর্ম্মকস্য তস্য তদুভয়বিধিরত্র কথমিতি চেৎ ছান্দসস্তদ্বিধিরিতি গৃহাণ। ত্বদবগমীতি শ্রীভাগবতে ভগবন্তং প্রতি শ্রুতীনামুক্তিঃ। ভবদুখয়োস্তদ্ধেতু-কয়োঃ শুভাশুভয়োরিতি। তত্রেশ্বরেচ্ছৈব হেতুলর্ভ্যতে ন তু কর্ম্মশক্তিস্তদ্ধে-তুরিত্যর্থঃ। ত্বদবগমী লব্ধত্বদনুভবো ভক্তঃ। এতদুক্তমিতি। বাক্যাদিতি। তদ্‌যথেষীকাতূলমিত্যাদের্জ্জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যাদেশ্চেত্যর্থঃ। উপদেশা-দীতি। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানবত্ম্প্রবর্ত্তিকয়েত্যর্থঃ। যত্ত্বিতি। আরব্ধফলং জনিত-দেহতদাশ্রিতসুখদুঃখম্। তস্যেতি কর্ম্মাশয়স্য। তস্যা বিদ্যায়াঃ। অবষ্টম্ভঃ স্থিতিঃ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—'অনারব্ধকার্য্যে' ইত্যাদি সূত্রে—আরব্ধ কার্য্য—পাপপুণ্য বলিতে জীবের দেহাবচ্ছেদে (দেহাংশে) সুখদুঃখভোগের জন্য যে পাপপুণ্য প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহারাই আরব্ধকার্য্য; তদ্‌ভিন্ন পাপপুণ্য—অনারব্ধ কার্য্য। পূর্ব্বে অর্থাৎ অনাদি জন্মপরম্পরায় বিদ্যোদয়পর্য্যন্ত সঞ্চিত, 'তস্য তাবদেবং চিরম্' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—তস্য—আচার্য্যবান্ পুরুষের—যিনি পরমাত্মা শ্রীহরিকে উপাসনা করিয়াছেন, 'তাবদেব চিরম্' ততকাল দেহপাতরূপ বিলম্ব হয়, যাবৎ পর্য্যন্ত তিনি পরমাত্মা কর্ত্তৃক বিমুক্ত না হইবেন অর্থাৎ তিনি নিজ উপাসককে মুক্ত করিতে অভিপ্রায় না করিবেন, । 'অথ সম্পৎস্যে' ইহা ঐ শ্রুতির অবশিষ্ট বাক্য; ইহার অর্থ—তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাহার পর দেহসম্বন্ধ ছাড়িবে। 'বিমোক্ষ্যে' ও 'সম্পৎস্যে' এই উভয় পদেই প্রযোজ্য প্রথম পুরুষ-স্থানে উত্তম পুরুষ বৈদিক প্রয়োগ। প্রশ্ন হইতেছে— 'বিমোক্ষ্যে' এই পদে 'মুচোঽকর্ম্মকস্য গুণো বা' এই সূত্রানুসারে অকর্ম্মক মুচ্ ধাতুর সকারাদি অর্থাৎ ইড়াগমরহিত সন্ প্রত্যয়ে অভ্যাসের (দ্বিত্বের পূর্ব্ব ধাতুর) লোপ হয় ও গুণ হয়, কিন্তু সকর্ম্মক মুচ্ ধাতুর ঐ উভয় কার্য্য হয় না, তবে এখানে হইল কেন? এই যদি বল, তবে বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া মানিয়া লও। 'ত্বদবগমী' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতিগণের উক্তি। হে ভগবন্! তোমা হইতেই পাপপুণ্য জন্মায়; সে-বিষয়ে ঈশ্বরেচ্ছাই হেতু, কর্ম্মশক্তি তাহার কারণ নহে, এই তাৎপর্য্য। ত্বদবগমী—অর্থাৎ যিনি তোমার অনুভূতি লাভ করিয়াছেন সেই ভক্ত। 'এতদুক্তং ভবতীতি'—যদ্যপি বাক্যাৎ অর্থাৎ 'তদ্ যথেষীকাতুলম্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ও 'জ্ঞানাগ্নিঃ' 'সর্ব্বকর্ম্মাণি' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে। 'উপদেশাদি প্রচারিণ্যা' ইতি—ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের প্রবৃত্তিজনক তাঁহার ইচ্ছায়। যত্তু ইত্যাদি—আরব্ধফলং অর্থাৎ যে কর্ম্ম দেহ জন্মাইয়াছে ও দেহাবচ্ছেদে সুখদুঃখ ভোগ করাইতেছে। 'তস্য ভবেদেব বেগনাশাদিতি'—তস্য—কর্ম্মবাসনার। অতি বলীয়স্যাস্তস্যা ইতি তস্যাঃ—বিদ্যার, অবষ্টম্ভঃ—স্থিতি, বেগনিবৃত্তি ॥১৫॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পুনরায় আর একটি পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, বিদ্যা লাভের পর যদি পাপ ও পুণ্য দুইটিই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে

তৎকৃত-দেহেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, যদি দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্‌গণের আর উপদেশ প্রদান সম্ভব হয় না। এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্তই বর্ত্তমান অধিকরণের আরম্ভ।

দেখা যাইতেছে—সঞ্চিত পাপ ও পুণ্য দ্বিবিধ—আরব্ধ ও অনারব্ধ। সঞ্চিত কর্ম্মমধ্যে যেগুলির ফলভোগ ইহজন্মে আরম্ভ হইয়াছে, উহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। আর যেগুলির ফলভোগ এখনও হয় নাই, তাহাকে অপ্রারব্ধ বলে। শ্রুতিতে বিদ্যোদয়ে অবিশেষে কর্ম্মনাশের কথা বর্ণিত হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, বিদ্যা লাভ হইলে আরব্ধ ও অনারব্ধ উভয় কর্ম্মেরই নাশ হউক; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বসঞ্চিত অনারব্ধ কার্য্য—পাপ ও পুণ্যেরই বিদ্যা দ্বারা বিনাশ হইয়া থাকে, আরব্ধ কার্য্যের নাশ হয় না; কারণ "তস্য তাবদেব" (ছাঃ ৬।১৪।২) এই শ্রুতি-অনুসারে পরমেশ্বরের ইচ্ছাই প্রারব্ধ-নাশের অবধীভূতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

যদিও অতি বলিষ্ঠা বিদ্যা সর্ব্বকর্ম্ম নিরবশেষে দগ্ধ করিতে সমর্থ, তথাপি ব্রহ্মবিদের দ্বারা উপদেশাদি প্রচার-কার্য্য করাইবার অভিলাষী হইয়া পরমেশ্বর তাঁহাদের দেহের স্থিতিবিধান করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়ো-
> র্গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ।
> অনুযুগমন্বহং সগুণ গীতপরম্পরয়া
> শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৪০)

পদ্মপুরাণে পাই,—

> "অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
> ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"অনারব্ধকার্য্যে এব পূর্ব্বে পুণ্যপাপে বিনশ্যতঃ। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেত অথ সংপৎস্যত ইতি তদবধেঃ। তু-শব্দঃ স্মৃতিদ্যোতকঃ। যদনারব্ধপাপং স্যাত্তদ্বিনশ্যতি নিশ্চয়াৎ। পশ্যতো ব্রহ্মনির্দ্বন্দ্বং হীনঞ্চ ব্রহ্ম-পশ্যতঃ। দ্বিষতো বা ভবেৎ পুণ্যনাশো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। তস্যাপ্যারব্ধকার্য্যস্য ন বিনাশোঽস্তি কুত্রচিৎ। আরব্ধয়োস্ত নাশঃ স্যাদল্পয়োঃ পুণ্যপাপয়োরিতি নারায়ণতন্ত্রে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"বিদ্যাপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বে পাপপুণ্যে অপ্রবৃত্তফলে এব ক্ষীয়েতে; কুতঃ? তস্য 'তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে' ইতি শরীরপাতাবধি শ্রবণাৎ" ॥১৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বিদুষঃ পুরাতনং পুণ্যং নশ্যতীত্যুক্তেঃ কাম্যবন্নিত্যকর্ম্মণোঽপি বিনাশঃ প্রাপ্তস্তন্নিরাসায়েদমারভ্যতে। উভে উ হৈবৈষ এতে তরতীত্যত্র কাম্যবন্নিত্যকর্ম্মাপ্যগ্নিহোত্রাদি বিদ্যয়া বিনশ্যতি ন বেতি বিষয়ে বস্তুশক্তের্বিহন্তুমশক্যত্বাৎ তদিব বিনশ্যতীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মবিদের সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়, এ-কথা বলায় কাম্যকর্ম্মের মত নিত্য কর্ম্মেরও বিনাশ হইতে পারে, এই আশঙ্কার নিরাসের জন্য এই অধিকরণের আরম্ভ হইতেছে—'উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি' এই শ্রুতিতে কাম্য কর্ম্মের মত নিত্য কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিও বিদ্যা দ্বারা বিনষ্ট হয় কি না? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—হাঁ বিনষ্ট হয়, যেহেতু বস্তুশক্তি (বিদ্যারশক্তি) রোধ করিতে পারা যায় না। কাম্য কর্ম্মের মত নিত্যকর্ম্মও বিনষ্ট হয়, এই মতের নিরসনার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্রানারব্ধফলানাং সঞ্চিতকর্ম্মণাং বিদ্যয়া বিনাশোঽভিহিতস্তস্য নিত্যনৈমিত্তিকাতিরিক্তানাং বিরুদ্ধফলককর্ম্মবিষয়ত্বেনা-

ত্রাপবাদাৎ প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। বিদুষ ইত্যাদি। অগ্নিহোত্রাদীতি। যাবজ্জীব-মগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিত্যত্র যাবজ্জীববচনাদগ্নিহোত্রস্য নিত্যকর্ম্মত্বং। আদি-শব্দাদ্দর্শপৌর্ণমাসৌ গ্রাহ্যৌ। বস্তুশক্তের্বিদ্যাপ্রভাবস্য। তদিব জ্যোতিষ্টোমা-দিকাম্যকর্ম্মবৎ। পূর্ব্বপক্ষে নিত্যস্যাপি কাম্যবন্মুমুক্ষুণানমুষ্ঠেয়ত্বং ফলং সিদ্ধান্তে তু অনুষ্ঠেয়ত্বং তদিতি বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বাধিকরণে অনারব্ধফলক সঞ্চিত কর্ম্ম সমুদায়ের বিদ্যা দ্বারা বিনাশের কথা বলা হইয়াছে—সেই বিনাশ নিত্য-নৈমিত্তিকাতিরিক্ত বিদ্যাপ্রতিবন্ধক ফলজনকবিষয়কত্বরূপে অপবাদ করায় এখানেও পূর্ব্বাধিকরণের মত অপবাদসঙ্গতি জানিবে। 'বিদুষ' ইত্যাদি 'নিত্যকর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীতি'—'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ' যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম অনুষ্ঠান করিবে, এই শ্রুতিতে যাবজ্জীবম্-পদ শ্রুত হওয়ায় 'নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ'। অতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগদর্শনাৎ। ফলা-শ্রুতেবীপ্সয়াচ তন্নিত্যমিতিকীর্ত্তিতম্'। যে কর্ম্ম নিত্য, সদা, যাবজ্জীবন-শব্দে বিহিত, যাহাকে কখনও ত্যাগ করিবে না, অতিক্রম করিলে দোষ-শ্রুতি থাকিলে এবং ত্যাগাভাব দর্শনে, ফলশ্রুতির অভাবে ও বীপ্সাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাদৃশ কর্ম্ম নিত্য। অতএব এখানে যাবজ্জীবনের উল্লেখহেতু অগ্নিহোত্র নিত্য কর্ম্ম। অগ্নিহোত্রাদি—এই আদিপদ-গ্রাহ্য নিত্যকর্ম্ম দর্শ-পৌর্ণ-মাস যাগ (প্রতি মাসীয় অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় বিহিত যাগ) গ্রাহ্য। 'বস্তু-শক্তের্বিহন্তুমশক্যত্বাদিতি' বস্তুশক্তেঃ—অর্থাৎ বিদ্যার প্রভাব রোধ করা যায় না, এজন্য 'তদিব বিনশ্যতীতি'—জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্য কর্ম্মের মত। পূর্ব্বপক্ষীর মতে ফল—মুমুক্ষুব্যক্তির কাম্য কর্ম্মের মত নিত্য কর্ম্মেরও অনুষ্ঠানত্যাগ; কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানার্হতা ফল, ইহা জ্ঞাতব্য।

অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণম্

সূত্রম্—অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥১৬॥

সূত্রার্থ—না, নিত্য কর্ম্ম নষ্ট হয় না, যেহেতু বিদ্যা জন্মিবার পূর্ব্বে **অনুষ্ঠিত** নিত্য **অগ্নিহোত্রাদি** কর্ম্ম তাহার কার্য্য বিদ্যারূপ ফলের কারণ

হয়। প্রমাণ কি? 'তদ্দর্শনাৎ' যেহেতু 'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহা অবগত হওয়া যায়। অতএব নিত্য অগ্নিহোত্রাদিভিন্ন প্রাচীন পুণ্যকর্ম্ম বিনষ্ট হয়—ইহাই সিদ্ধান্ত ॥১৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। বিদ্যোদয়াৎ প্রাগনুষ্ঠিতং নিত্যাগ্নিহোত্রাদি তৎকার্য্যায় বিদ্যারূপায় ফলায় ভবতি। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ। "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদৌ তথাবগমাদিত্যর্থঃ। তথাচ নিত্যাগ্নিহোত্রাদিভিন্নং পুরাতনং পুণ্যং কর্ম্ম বিনশ্যতীত্যয়মিতরস্যাপ্যেবমিতি সূত্রার্থঃ। তস্য নিত্যস্য বিনাশো নাভিধীয়তে জনিতফলত্বাৎ। ন হি গৃহদাহবিপ্লুষ্টস্য ধান্যাদেরিব বাপক্ষীণস্য তস্যাস্তি নাশব্যবহারঃ। "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকাৎ স্বর্গপ্রদাংশনাশস্তু স্যাদেব ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কা নিরাসের জন্য প্রযুক্ত। ইহার অর্থ—বিদ্যা জন্মিবার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত যে নিত্য-অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম তাহার কার্য্য বিদ্যারূপফলে পরিণত হয়। প্রমাণ কি? 'তদ্দর্শনাৎ' যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ দেখা যাইতেছে যথা 'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে অভিহিত 'তপসা' এইপদে অবগত হওয়া যায়। অতএব সূত্রার্থ হইল যে, নিত্যাগ্নিহোত্রাদিভিন্ন পূর্ব্বকৃত পুণ্যকর্ম্ম বিনষ্ট হয়, এইরূপ ক্রিয়মাণপুণ্য-বিষয়েও জানিবে। নিত্যকর্ম্মের বিনাশ ঐ শ্রুতিতে অভিহিত হইতেছে না, কারণ উহা ফল উৎপাদন করিয়াছে, অর্থাৎ যদি নিত্য-অগ্নিহোত্রাদি নষ্ট হইত, তবে বিদ্যোৎপত্তিরূপ ফল হইত না। দেখ, গৃহদাহে দগ্ধ ধান্যাদি শস্য—বীজ ক্ষেত্রে বপন করিলেও তাহার অঙ্কুর হয় না, এজন্য তাহা নষ্ট হইয়াছে, এইরূপ প্রয়োগ যেমন হয় না, সেইরূপ নিত্যকর্ম্মের নাশ ব্যবহার নাই। তবে যে বলা আছে—'কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ' কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক হয়, এই বৃহদারণ্যক শ্রুতির কি সঙ্গতি হইবে? অর্থাৎ নিত্য কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি হইলে কর্ম্ম-নাশই বলা হইল, তাহাতে উপপত্তি এই—স্বর্গজনক পুণ্যাংশ নষ্টই হইবে, ইহা নিঃসংশয় ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অগ্নিহোত্রাদীতি। বাপক্ষীণস্যেতি। ক্ষেত্রে বীজ-বিক্ষেপো বাপস্তেন ব্যয়িতস্যেত্যর্থঃ। তত্রৈবং বিচারণীয়ম্। অগ্নিহোত্রাদিকং নিত্যং কাম্যঞ্চ ভবতি যাবজ্জীবমিত্যাদিশ্রবণাৎ তমেতমিত্যাদিশ্রুতৌ বিদ্যা-ফলকতয়া যজ্ঞাদীনাং বিধানাৎ। সন্ধ্যোপাসনমপি নিত্যং কাম্যঞ্চ অহরহরিতি বীপ্সাদর্শনাৎ অকরণাৎ প্রত্যবায়োক্তেশ্চ কৃতে ফলস্যাপ্যুক্তেশ্চ। নন্থ কাম্যত্বে বিদ্যামনিচ্ছতাশ্রমমাত্রনিষ্ঠেনানুষ্ঠেয়মগ্নিহোত্রাদীতি চেন্নৈবং যাবজ্জীবাদিশ্রুত্যা তস্যাপি তদ্বিধানাৎ। অন্যথা প্রত্যবায়াপত্তিঃ। নন্থ বিদ্যামনিচ্ছতাশ্রমিণানু-ষ্ঠেয়াৎ তস্মাদন্যদিদং যদ্বিদ্যার্থিনানুষ্ঠেয়ং সংযোগপৃথক্ত্বাৎ। যাবজ্জীবাদি-শ্রুতিকল্পিতঃ সংযোগো নিত্যঃ। তমেতমিতিশ্রুতিকল্পিতস্ত্বনিত্যঃ। ততশ্চ নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধাৎ ততোঽন্যদিদমিতি চেৎ সংযোগভেদেঽপি কর্ম্মাভেদাৎ খাদিরবৎ। যথা খাদিরো যূপো ভবতি খাদিরং বীর্য্যকামস্যেতি শাস্ত্রদ্বয়বলাদেকস্য খাদিরস্য নিত্যসংযোগেন ক্রত্বর্থত্বমনিত্যেন তেন তু পুরুষার্থত্বঞ্চ ন বিরুধ্যতে তথাগ্নিহোত্রাদেরপি নিত্যত্বং কাম্যত্বং চ তদ্বলাদ-বিরুদ্ধমভ্যুপেয়ং। নন্থ কাম্যত্বে চ যাবজ্জীবমিতি নিত্যত্বং শ্রুতিবিরুদ্ধম্। নৈবং কাম্যানুষ্ঠানেনৈব নিত্যস্যাপ্যনুষ্ঠানাৎ। অতএব সিদ্ধবদুৎপন্নরূপাণি যজ্ঞাদীন্যনূদ্য বিদ্যাসাধনত্বং তেষাং বিহিতং যজ্ঞেন দানেনেত্যাদিনা। তথাচ বিদ্যার্থিনো দ্বিরনুষ্ঠানশঙ্কা নিরস্তেতি। কর্ম্মণা পিতৃলোক ইত্যাদি শ্রুত্যা কর্ম্মমাত্রস্য স্বর্গপ্রদত্বং শ্রূয়তে। তচ্চ নিত্যকর্ম্মণামপ্যবিশেষম্। তচ্চ বিষপারদশোধনন্যায়েন বিদ্যৈব নির্দহতীতি ভাবেনাহ কর্ম্মণেতি। তেন সর্ব্বশব্দোঽপ্যসঙ্কুচিতো ভাবীতি ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—'অগ্নিহোত্রাদীতি' সূত্রে। 'বাপক্ষীণস্য তস্যাস্তি নাশ-ব্যবহার ইতি' বাপক্ষীণস্য—ক্ষেত্রে বীজ-নিক্ষেপের নাম বাপ বা বপন, তাহার দ্বারা ব্যয়িতের। এই ক্ষেত্রে এইরূপ বিচার্য্য বিষয় আছে, যথা—অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্ম নিত্য ও কাম্য উভয় প্রকারই আছে। যেহেতু বিধিবাক্যে 'যাবজ্জীবং' বলা আছে এজন্য নিত্য, আবার 'তমেতমিত্যাদি' শ্রুতিতে বিদ্যারূপ ফলদাতৃত্ব-রূপে যজ্ঞাদির বিধান থাকায় কাম্য। এইরূপ সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম নিত্য ও কাম্য উভয়বিধ। কারণ 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' এই বিধায়ক বাক্যে বীপ্সাবোধক 'অহরহঃ' পদ দেখা যাইতেছে এবং অকরণে (অনুষ্ঠানের

অভাবে) প্রত্যবায় শ্রুত আছে, এজন্য নিত্য, আবার অনুষ্ঠান করিলে ফলেরও উক্তি আছে, যথা 'সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ। বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্' এই বাক্যে সন্ধ্যানুষ্ঠানে পাপনাশ ও ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিফল ঘোষিত হইতেছে। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, যদি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম কাম্য হয়, তবে যে বিদ্যার্থী নহে, কিন্তু আশ্রমমাত্র-নিষ্ঠ, তাহার নিত্য অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠেয় না হউক ; এই যদি বল, তাহা নহে। যেহেতু 'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ' এই বাক্যে নিত্য অগ্নিহোত্রের বিধান আছে। তাহা পালন না করিলে প্রত্যবায় হইবে। ইহাতেও পুনঃ আশঙ্কা হইতেছে, যে ব্যক্তি বিদ্যা চাহে না, কিন্তু আশ্রমী, তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্র কর্ম্ম হইতে বিদ্যার্থিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্র কর্ম্ম বিভিন্ন বলিব, যেহেতু সংযোগপৃথক্ত্ব-ন্যায় তথায় রহিয়াছে ; ইহার অর্থ—সম্বন্ধের পার্থক্য ধরিয়া বিরোধ হয় না, এখানে যাবজ্জীব-শ্রুতিকল্পিত অগ্নিহোত্র নিত্য, আর 'তমেতমিত্যাদি' শ্রুতিকল্পিত, উহা অনিত্য, তাহা হইলে নিত্যানিত্য সংযোগ-বিরোধ হয়, ; অতএব ঐ বিদ্যার্থীর অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্র বিদ্যার্থি-ভিন্ন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন, এই যদি বল, তবে বলিব—সংযোগ-ভেদ হইলেও (নিত্য-অনিত্যরূপ সম্বন্ধ) কর্ম্মের ভেদ না থাকায় বিরোধের অভাব, যেমন খাদির যূপে দেখা যায়। যথা—'খাদিরো যূপো ভবতি' এই বিধিবাক্যে ক্রতুপকারকত্বরূপে বিহিত যূপ নিত্য, আবার খাদিরং বীর্য্যকামস্য—বীর্য্যকামীর পক্ষে খাদির যূপ কর্ত্তব্য, এই অনিত্য (ফলার্থিতা না থাকিলে) যূপ—পুরুষার্থ, এইরূপে ইহাদের যেমন বিরোধ নাই, সেইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেরও নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব শাস্ত্রদ্বয় বলে বিরোধ হইতেছে না। যদি বল, কাম্য হইলে 'যাবজ্জীবম্' এই উক্তি-লব্ধ নিত্যত্ব-শ্রুতির বিরোধ হইল। তাহাও নহে ; যেহেতু কাম্য অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান দ্বারাই নিত্য অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান সিদ্ধ হয়। এই যুক্তিতে সিদ্ধবন্নির্দ্দিষ্ট-উৎপন্ন যজ্ঞাদিকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহাদের বিদ্যাসাধনত্ব বিধান করা হইয়াছে, যথা—'যজ্ঞেন-দানেন' ইত্যাদি দ্বারা। ফলে ইহার দ্বারা বিদ্যার্থীর দুইবার অগ্নিহোত্রা-নুষ্ঠানের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল। 'কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা কর্ম্মমাত্রের স্বর্গজনকত্ব শ্রুত হইতেছে ; সুতরাং উহা নিত্য কর্ম্মেও নির্ব্বিশেষে ধর্ত্তব্য। এই হইলে সেই কর্ম্মকে বিষ-মিশ্রিত পারদ-শোধনের মত বিদ্যাই

স্বর্গপ্রদ অংশ দগ্ধ করিবে, এই অভিপ্রায়ে 'কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ' ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার ফলে সর্ব্বকর্ম্মের বিনাশ কথায় যে সর্ব্বশব্দের সঙ্কোচ করা হইয়াছিল, তাহাও করিতে হইল না ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের সঞ্চিত পুরাতন পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই কথা বলায় কাম্যকর্ম্মের ন্যায় নিত্যকর্ম্মেরও বিনাশ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা পরিহারের জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ হইতেছে। বৃহদারণ্যকে আছে—"উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি" (বৃঃ ৪।৪।২২)। এই শ্রুতি-অনুসারে কাম্যকর্ম্মের ন্যায় নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকলও বিদ্যা দ্বারা বিনষ্ট হয় কি না ? এইরূপ সন্দেহ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বিদ্যাশক্তি অপ্রতিরোধ্যা বলিয়া নিত্যকর্ম্মও বিনষ্ট হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিদ্যোদয়ের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম-সকল বিদ্যারূপ ফল উৎপাদনের পর নিবৃত্ত হয়, নিত্যকর্ম্ম নষ্ট হয় না। নিত্যকর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য পুরাতন কর্ম্মের বিনাশ হইয়া থাকে। ইহা বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়—"তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি (বৃঃ ৪।৪।২২)। বৃহদারণ্যকের "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" বাক্যের দ্বারা স্বর্গ-প্রাপক পুণ্যাংশ অবশ্যই বিনষ্ট হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
আবর্ত্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনাশ্নুতেঽমৃতম্ ॥" (ভাঃ ৭।১৫।৪৭)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"অগ্নিহোত্রাদ্যপি মোক্ষানুভবায়ৈব। তু-শব্দাদ্ ব্রহ্মদর্শনবতঃ স এনমা-বেদিতেন ভুনক্তি যথা বেদো বা ননূক্তোঽন্যদ্বা কর্ম্মাকৃতং যদি হ বা অপ্যেনেবংবিন্মহৎ পুণ্যং কর্ম্ম করোতি তদ্ধাস্যাং ততঃ ক্ষীয়ত এবাত্মা-নমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে তস্মাদ্দেবাত্মনো যদ্যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজত ইতি তদ্দর্শনাৎ" ॥১৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বিদ্যোপদেশাদিপ্রবর্ত্তকেনেশ্বরসঙ্কল্পেনৈব বিদুষাং প্রারব্ধয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ স্থিতির্দর্শিতা। অথ কেষাঞ্চিন্নিরপেক্ষাণাং বিনৈব ভোগাৎ তয়োর্বিনাশঃ স্যাদিতি প্রদর্শ্যতে। তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতমিতি কৌষীতকিনঃ পঠন্তি। তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামিতি তু শাট্যায়নিনঃ। অত্র সংশয়ঃ। প্রারব্ধয়োরপি তয়োর্ভোগং বিনাপি বিনাশঃ প্রতীতঃ স ক্বচিৎ স্যান্ন বেতি। ভোগৈ্যকস্বভাবত্বাৎ তমন্তরাসৌ ন স্যাদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, বিদ্যা ও উপদেশ (ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের পথ) প্রভৃতি প্রবর্ত্তক ঈশ্বরের সঙ্কল্প দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্‌গণের প্রারব্ধ পুণ্যপাপের স্থিতি হয়। অতঃপর এই অধিকরণে কতিপয় নিরপেক্ষ ভক্তের ভোগ-ব্যতিরেকেই (বিদ্যামহিমায়) সেই প্রারব্ধ পুণ্যপাপের বিনাশ হইবে, ইহা দেখাইতেছেন, যথা—শ্রুতি—'তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্।—কৌষীতকী ব্রাহ্মণগণ এইরূপ পাঠ করেন। ইহার অর্থ—তদ্—তখন শ্রীহরির আশ্রিত ব্রহ্মবিদ্ প্রারব্ধ পুণ্য-পাপও অশ্বসটাস্থ রোমের মত ঝাড়িয়া ফেলেন। তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিবর্গ পুণ্য ভোগ করে এবং অপ্রিয় ব্যক্তিগণ পাপ ভোগ করে। শাট্যায়নীরা বলেন, সেই ভক্তের পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। সুহৃদ্বর্গ পুণ্যক্রিয়া গ্রহণ করে, আর শত্রুরা পাপ ক্রিয়া লইয়া থাকে। এই বিষয়ে সংশয় এই—প্রারব্ধ পুণ্যপাপেরও ভোগ-ব্যতিরেকে যে বিনাশ অবগত হওয়া যাইতেছে তাহার ব্যতিক্রম কোথায়ও হয় কি না? পূর্ব্বপক্ষী ইহাতে বলেন, পাপপুণ্যের এইমাত্র স্বভাব (ধর্ম্ম) যে, তাহা ভোগ্য হইবে, ভোগ-ব্যতিরেকে ঐ প্রারব্ধ ক্ষয় হইবে না, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ব্রহ্মবিদাং নিত্যাগ্নিহোত্রাদিকং ফলং জনয়তি ন বিনশ্যতীত্যুক্তং প্রাক্। তদ্বন্নিরপেক্ষাণাং প্রারব্ধং কর্ম্ম তেভ্যো বিশ্লিষ্যৎ ফলং জনয়ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ অথ কেষাঞ্চিদিত্যাদিনা। তদিতি।

তৎ তদা শ্রীহরিং ব্রজন্ বিদ্বান্ সুকৃতদুষ্কৃতে প্রারব্ধরূপে অপি বিধুনুতে রোমাণীবাশ্বঃ। স্ফুটমন্যৎ। তস্যেতি। পুত্রাঃ সুতাঃ শিষ্যাশ্চ যথাযথং গ্রাহ্যাঃ। ভোগেতি। অবশ্যভোক্তব্যত্বাদ্ভোগৈকনাশ্যস্বভাবত্বাদিত্যর্থঃ। তমন্তরা ভোগং বিনা। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্‌-দিগের নিত্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ফল জন্মাইয়া থাকে, বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, সেইপ্রকার নিরপেক্ষ ভক্তদিগের প্রারব্ধ কর্ম্ম সেই নিরপেক্ষগণ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া ফল জন্মাইবে—এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি-অনুসারে এই অধিকরণের আরম্ভ হইতেছে, 'অথ কেষাঞ্চিদিত্যাদি' বাক্য দ্বারা। 'তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—তৎ—তদা—তখন, যখন শ্রীহরির আশ্রয় লইয়া বিদ্যা-লাভ করিয়াছে, অশ্ব গ্রীবার সটা—রোমের মত সেই শ্রীহরির আশ্রিত ব্রহ্মবিদ্ প্রারব্ধ পুণ্যপাপ ঝাড়িয়া ফেলেন, এইরূপ অন্বয়। অন্য অংশ স্ফুটার্থ। তস্য পুত্রা ইতি—পুত্রাঃ—সুতগণ ও শিষ্যবর্গ ইহা যথাযথভাবে গ্রহণীয়। 'ভোগৈকস্বভাবত্বাদিতি' একমাত্র ভোগ দ্বারা নাশ্যতা-ধর্ম্মহেতু—এই অর্থ। তমন্তরা—সেই ভোগ-ব্যতীত। এই মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অতোঽন্যাপ্যধিকরণম্

সূত্রম্—অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥১৭॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মৈক-রত পরম আর্ত্ত কতিপয় নিরপেক্ষ ভক্তের ভোগ-ব্যতীতই দ্বিবিধ প্রারব্ধ পুণ্যপাপের নির্লেপ হইবে, কারণ 'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে' ইত্যাদি শ্রুতি ও অন্য শ্রুতিও তাহার প্রমাণ। কতিপয় কৌষীতকীদিগের শাখায় যাহা পঠিত হয়, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রারব্ধ সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়েরই ভোগ-ব্যতীত বিনাশ হয় ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ব্রহ্মৈকরতানাং পরমাতুরাণাং কেষাঞ্চিন্নিরপেক্ষাণাং বিনৈব ভোগমুভয়োঃ প্রারব্ধয়োঃ পাপপুণ্যয়োর্বিশ্লেষঃ স্যাৎ। তত্র হেতুরন্যেতি। হি যস্মাৎ অত ঈশ্বরেচ্ছাস্থিতারব্ধনিরূপকশ্রুতেরন্যা চ শ্রুতিরেকেষাং শাখায়াং পঠ্যতে। তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ইত্যাদ্যা তস্য পুত্রা দায়মিত্যাদ্যা চ। অয়ং ভাবঃ। জ্ঞানভোগাভ্যাং কর্ম্মবিনাশং প্রকাশয়ন্ত্যা শ্রুত্যা সহৈতস্যাঃ শ্রুতেরবিরোধায় বিষয়ভেদোঽবশ্যং বাচ্যঃ। ন চৈষা কাম্যকর্ম্মবিষয়া। তদধিগমাদিসূত্রাভ্যাং প্রারব্ধাতিরিক্তয়োর্নিখিলয়োঃ পাপপুণ্যয়োর্বিনাশনিরূপণাৎ পাপকৃত্যায়াং কাম্যত্বাভাবাচ্চ। তস্মাদতিপ্রেয়সাং স্বং দ্রষ্টুমার্ত্তানাং কেষাঞ্চিদ্ভক্তানাং স্বাপ্তিবিলম্বমসহিষ্ণুরীশ্বরস্তৎপ্রারব্ধানি তদীয়েভ্যঃ প্রদায় তান্ স্বান্তিকং নয়তীতি বিশেষাধিকরণে বক্ষ্যতে। তৈশ্চ তেষাং ভোগাৎ তানি ভোগ্যস্বভাবানীতি স্বকৃতসংস্থা চ সিদ্ধেতি। নন্বু তয়োরমূর্ত্তত্বাদকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাচ্চ নৈতদ্যুক্তমিতি চেন্ন ঈশ্বরত্বেনান্যথাবিধানে সামর্থ্যাৎ। তস্মাৎ কেষাঞ্চিৎ পরমাতুরাণাং বিনৈব ভোগাৎ প্রারব্ধানি বিশ্লিষ্যন্তীতি সিদ্ধম্॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ—একমাত্র ব্রহ্মে-রত পরম-আর্ত্ত কতিপয় নিরপেক্ষ ভক্তের ভোগ-ব্যতীতই সেই প্রারব্ধ পুণ্যপাপের বিশ্লেষ অর্থাৎ নির্লেপ হইবে। সে-বিষয়ে হেতু—'হি' যেহেতু, অতঃ—এই ঈশ্বরেচ্ছায় প্রারব্ধস্থিতির নিরূপণকারিণী 'তস্য তাবদেব চিরম্' ইত্যাদি শ্রুতি এবং অন্য শ্রুতিও যাহা কোন কোন বেদাধ্যায়ীর শাখায় পঠিত হয়, ঈদৃশ শ্রুতি যথা 'তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে' ইত্যাদি এবং শাট্যায়নীদিগের—'তস্য পুত্রা দায়ম্' ইত্যাদি পঠিত শ্রুতি—প্রারব্ধ সুকৃতদুষ্কৃতের নির্লেপতা বলিতেছেন। অভিপ্রায় এই—কোন কোনও শ্রুতি প্রকাশ করিতেছেন যে, জ্ঞান ও ভোগ দ্বারা কর্ম্মের বিনাশ, সেই শ্রুতির সহিত 'তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে' এই শ্রুতির বিরোধ পরিহারের জন্য অবশ্যই বিষয়ভেদ বলিতে হইবে। কিন্তু এই 'তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে' ইত্যাদি শ্রুতি কাম্যকর্ম্ম বিষয় করিয়া বলা যায় না, যেহেতু 'তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ' ইত্যাদি ও 'ইতরস্যাপ্যেবমিত্যাদি' দুইটি সূত্রদ্বারা সূত্রকার

নিরূপণ করিয়াছেন যে, প্রারব্ধ-ভিন্ন সমস্ত পাপ ও পুণ্যের বিনাশ হইবে, তদ্‌ভিন্ন—পাপকর্ম্মের কাম্যত্বও স্বীকৃত নহে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—অতি প্রিয়তম, নিজেকে দেখিবার জন্য লালায়িত আর্ত্ত কতিপয় ভক্তের স্ব-প্রাপ্তির বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ঈশ্বর তাঁহাদিগের প্রারব্ধ সেই ভক্তদিগের আত্মীয়গণকে দিয়া সেই নিরপেক্ষ আর্ত্ত ভক্তদিগকে নিজ-সমীপে লইয়া যান। এই তাৎপর্য্য—বিশেষাধিকরণে বলা হইবে। আর তাহারা অর্থাৎ সেই ভক্তের জ্ঞাতি, পুত্র প্রভৃতি ঐ ভক্তদিগের পাপপুণ্য ভোগ করার জন্য তোমাদের সম্মত পাপপুণ্যের ভোগৈকস্বভাবত্ব ও নিজকৃত ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণই রহিল। যদি বল, পাপপুণ্য তো মূর্ত্তিহীন এবং তাহাতে অকৃতের আগম প্রসঙ্গ হয়, এই দোষে ঐরূপ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নহে—ইহাও বলিও না। ঈশ্বরের অসাধারণ মহিমা, অন্যথা-বিধান করিতে তাঁহার সামর্থ্য আছে। অতএব সিদ্ধান্ত—ঈশ্বর-দর্শনেচ্ছার জন্য অতিকাতর নিরপেক্ষ কতিপয় ভক্তের ভোগ-ব্যতিরেকেই প্রারব্ধ বিশ্লিষ্ট হয়॥ ১৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—অত ইত্যাদি। ঈশ্বরেচ্ছাস্থিতেতি। 'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে' ইত্যাদিবাক্যাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানভোগাভ্যামিতি। যথা পুষ্করেতি তদ্‌যথেষীকেতি শ্রুতির্জ্ঞানেন কর্ম্মবিনাশং প্রকাশয়তি তস্য তাবদেব চিরমিত্যাদ্যা শ্রুতিস্তু ভোগেনৈব তদ্বিনাশং তয়া তয়া চ সহেত্যর্থঃ। এতস্যাস্তৎ সুকৃতেত্যাদিকায়াঃ। ন চৈষেতি। এষা তৎ সুকৃতেত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। স্বং দ্রষ্টুমার্ত্তানামিতি। ভগবদ্‌বীক্ষণেন বিনাতিদুঃখিতানামিত্যর্থঃ। তদীয়েভ্যস্তজ্‌জ্ঞাতিপুত্রাদিভ্যঃ। তৈশ্চেতি। তৈর্জ্ঞাত্যাদিভিস্তেষাং সুকৃতাদীনাং ভোগাৎ তানি সুকৃতাদীনি প্রারব্ধানি ভোগৈকনাশ্যানীতি ভবৎকৃতমর্য্যাদা চ সিধ্যতীত্যর্থঃ। অমূর্ত্তত্বাদিতি। বস্ত্রালঙ্কারাদিবন্মূর্ত্তত্বাভাবাদিত্যর্থঃ॥১৭॥

টীকানুবাদ—'অতোঽন্যাপি' ইত্যাদি সূত্রে—ঈশ্বরেচ্ছাস্থিতেত্যাদি—ইহার অর্থ—'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে' ইত্যাদি বাক্য হইতে অবগত—প্রারব্ধ ঈশ্বরেচ্ছাপর্য্যন্ত স্থিত হওয়ায়। 'জ্ঞানভোগাভ্যাং কর্ম্মবিনাশমিত্যাদি' যথা—'পুষ্কর পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত' ইত্যাদি শ্রুতি ও 'তদ্ যথেষীকাতুলমিত্যাদি' শ্রুতি জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মবিনাশ ও কর্ম্মালেপ প্রকাশ করিতেছেন,

'তস্য তাবদেব চিরং' ইত্যাদি শ্রুতি কিন্তু ভোগদ্বারাই কর্ম্ম বিনাশ বলিতেছেন অতএব পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মলেপাভাব ও কর্ম্মবিনাশ-শ্রুতির সহিত এবং ভোগ দ্বারা কর্ম্মবিনাশ-শ্রুতির সহিত 'এতস্যাঃ শ্রুতেরবিরোধায়েতি' এতস্যাঃ— এই 'তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে' ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ-নিবৃত্তির জন্য। 'ন চৈষা কাম্যকর্ম্মবিষয়েতি'—এষা 'তৎসুকৃতদুষ্কৃতে' ইত্যাদি শ্রুতি। 'স্বং দ্রষ্টুমার্ত্তানাম্' ইতি ভগবদ্দর্শনের অভাবে নিরতিশয় কাতর। 'প্রারব্ধানি তদীয়েভ্যঃ' ইত্যাদি তাহার জ্ঞাতি ও পুত্রাদিকে। 'তৈশ্চ তেষামিতি'—তৈশ্চ —আর সেই জ্ঞাতি ও পুত্রাদি কর্তৃক সেই নিরপেক্ষ ভগবদ্দর্শনের অভাবে আর্ত্তভক্তদিগের, তানি—সেই প্রারব্ধ সুকৃতদুষ্কৃত। 'ভোগৈকনাশ্যানীতি'— ভোগদ্বারা নাশনীয় এই উক্তি ও 'স্বকৃতসংস্থা চ'—তোমাদের কৃত ব্যবস্থাও সিদ্ধ হইতেছে, এই অর্থ। 'তয়োরমূর্ত্তত্বাদিতি'—সুকৃত-দুষ্কৃত বস্ত্র-অলঙ্কারাদির মত আকৃতিহীন সুতরাং ভোগার্থ তাহাদের দান কিরূপে সম্ভব? ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর আশয় ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বিদ্যার উপদেশাদি প্রবর্ত্তক পরমেশ্বরের সঙ্কল্পের দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞের প্রারব্ধ পুণ্যাদির স্থিতি হয়। এক্ষণে পুনরায় দেখাইতেছেন যে, কোন কোন নিরপেক্ষ অধিকারী ভক্তের ভোগব্যতিরেকেই প্রারব্ধের বিনাশ হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষীর মত এই যে, প্রারব্ধ পাপ ও পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ-ব্যতীত ক্ষয় হইতে পারে না। এইরূপ মত নিরসনের নিমিত্ত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানে অনন্যা ভক্তিসম্পন্ন পরমার্ত্ত কোন কোন নিরপেক্ষ ভক্তের ভোগ-ব্যতিরেকেই প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া থাকে।

কৌষীতক্যুপনিষদে পাওয়া যায়,—

"তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধূনুতে" (কৌঃ ১।৪)।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র; সুতরাং তিনি ইচ্ছামাত্রে কোন পরমার্ত্ত ঐকান্তিক ভক্তের প্রারব্ধ ভোগ-ব্যতিরেকেই ক্ষয় করিতে সমর্থ। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নৈবংবিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য
পুংসাং তদঙ্ঘ্রিরজসা জিতষড়্গুণানাম্।
চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত
যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্ ॥" (ভাঃ ৫।১।৩৫)
"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥" (ভাঃ ১।১।১৪)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৪।১৫, ২।৪।১৮, ৩।৯।১৫, ৩।৩৩।৬, ৭।৭।৫৪, ১২।৩।৪৪ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

"যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতি-নিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥"
(শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম-স্তোত্রে)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"মুক্তাবনুভবকারণাৎ যদন্যৎ পুণ্যমপি নশ্যতি। অপ্রারব্ধমনভীষ্টঞ্চ তথা হ্যেকেষাং পাঠঃ উভয়োস্ত্যাগেন তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি সুকৃতঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামিতি। অনভীষ্টমনারব্ধং পুণ্যমস্য বিনশ্যতি। কিমু পাপং পরব্রহ্মজ্ঞানিনো নাস্তি সংশয় ইতি পাদ্মে" ॥১৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তেষাং তান্যন্যগামীনি ভবেয়ুরিত্যত্রা-সম্ভাবনানিরাসায়াহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সেই কতিপয় পরমাতুর নিরপেক্ষ ভক্ত-বিশেষের সেই সুকৃত-দুষ্কৃত জ্ঞাতি ও সুত-গত হয়, এ-বিষয়ে অসম্ভাবনার আশঙ্কা নিরাসের জন্য বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—তেষামিতি। কেষাঞ্চিৎ পরমাতুরাণাং নিরপেক্ষবিশেষাণামিত্যর্থঃ। তানি প্রারব্ধানি। অন্যগামীনীতি। যথা পুরোর্যৌবনং যযাতিনা গৃহীতং যযাতের্জরা চ পুরুণা তথেদং দ্রষ্টব্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'তেষামিত্যাদি' অর্থাৎ কতিপয় পরমাতুর নিরপেক্ষ বিশেষের, তানি—সেই প্রারব্ধগুলি। অন্যগামীনীতি—অন্যজ্ঞাতিপুত্রাদি-গামী হয়, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—রাজা যযাতি পুত্র পূরুর যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পুরু যযাতির বার্দ্ধক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইহা জানিবে।

সূত্রম্—যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥১৮॥

সূত্রার্থ—'যদেব বিদ্যয়া করোতি' ইত্যাদি শ্রুতি জীবের জ্ঞান-সম্বন্ধ হইতে কর্ম্মেতে প্রভাবাতিশয় দেখাইতেছেন। হি—যেহেতু পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হইতে ভোগব্যতিরেকেই প্রারব্ধলেপাভাব ও প্রারব্ধনাশরূপ বৈশিষ্ট্য জীবেও হয় ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদ্যা শ্রুতির্জৈব-জ্ঞানসম্বন্ধাৎ কর্ম্মণি বীর্য্যাতিশয়ং দর্শয়তি। হি যস্মাৎ অতো বিদ্যাসামর্থ্যাপ্রতিবন্ধরূপাৎ পারমেশ্বরাৎ প্রসাদান্নির্ভোগারব্ধাভাব-রূপোঽতিশয়ো জীবেঽপি ক্বচিদ্ভবেদিতি ন চিত্রম্ ॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ—'যদেব বিদ্যয়া করোতি' ইত্যাদি শ্রুতি জীবের জ্ঞানসম্বন্ধ হইতে কর্ম্মেতে প্রভাবাতিশয় দেখাইতেছেন। যেহেতু এই বিদ্যার প্রভাবের অপ্রতিবন্ধরূপ পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হইতে ভোগরহিত প্রারব্ধাভাবরূপ উৎকর্ষ কোন কোনও জীবেও হয়, ইহা বিচিত্র নহে ॥১৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—যদেবেতি। নির্ভোগেতি। ভোগং বিনৈব প্রারব্ধাভাব-রূপোঽতিশয় ইত্যর্থঃ ॥১৮॥

টীকানুবাদ—'যদেবেত্যাদি' সূত্রে। 'নির্ভোগারব্ধাভাবেত্যাদি' ইহার অর্থ ভোগ-ব্যতীতই প্রারব্ধাভাবরূপ উৎকর্ষ হয় ॥১৮॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি আশঙ্কা করেন যে, নিরপেক্ষ ভক্তগণের প্রারব্ধ কি প্রকারে তাহার সুতাদি-গামী হইতে পারে? সেই অসম্ভাবনা নিরাসার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যেরূপ বিদ্যার প্রভাবে কর্ম্মেতে বীর্য্যাতিশয় শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন, সেইরূপ ঈশ্বরের অনুগ্রহেই জীবেও প্রারব্ধ-রাহিত্যরূপ প্রভাব দৃষ্ট হয়।

ছান্দোগ্যে পাই,—"যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদি, (ছাঃ ১।১।১০) অর্থাৎ বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং রহস্যজ্ঞানের দ্বারা যাহা করা হয়, তাহা অধিকতর বীর্য্যশালী হয়।

শ্রীরামানুজভাষ্যের মর্ম্মে পাওয়া যায়,—যে কর্ম্ম বিদ্যার সহযোগে করা হয়, তাহার শক্তি অধিক হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥" (ভাঃ ৬।২।৪৯)
"এতদ্বিমানপ্রবরমুত্তমঃশ্লোকমৌলিনা।
উপস্থাপিতমায়ুষ্মন্নধিরোঢ়ুং ত্বমর্হসি॥" (ভাঃ ৪।১২।২৭)
"তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্।
মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্॥" (ভাঃ ৪।১২।৩০)

শ্রীমহাপ্রভু জগাইমাধাইকে উদ্ধারকরতঃ বলিয়াছেন,—

"প্রভু বলে,—শুন শুন তোরা দুই জন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিলাম মোচন॥
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস,—সব দায় মোর॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।২২৬-২২৭) ॥১৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ততঃ কিং তদাহ—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—তাহার পর কি হয়, তাহা বলিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ততঃ কিমিতি। প্রারব্ধানাং জ্ঞাত্যাদিষু গমনানন্তরং তেষাং কিমভূদিত্যর্থঃ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা-ভাষ্যস্য সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'ততঃ কিমিত্যাদি'—প্রারব্ধ-পাপপুণ্য জ্ঞাতি ও পুত্র প্রভৃতিতে চালনা করিবার পর তাহাদের কি হইল, এই অর্থ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূত্রম্—ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে ॥১৯॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—প্রাপ্তব্য-পার্ষদ-শরীর প্রাপ্তির পূর্ব্বে তদ্ভিন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দুইটি ক্ষয় করিয়া অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া পরে বিষ্ণুপার্ষদ-শরীর প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্ববিধ ভোগ সম্পন্ন হয় ॥১৯॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমপাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রাপ্তব্যপার্ষদশরীরাদিতরে স্থূলসূক্ষ্মশরীরে ক্ষপয়িত্বা বিহায়াথ পার্ষদবপুঃপ্রাপ্ত্যনন্তরং "ভোগেন সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তেন সম্পদ্যতে সম্পন্নো-ভবতীত্যর্থঃ ॥১৯॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে শ্রীবলদেবকৃত-মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পরে প্রাপ্য বিষ্ণুপার্ষদ শরীর-ভিন্ন ভুজ্যমান স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর দুইটি নাশ করিয়া পরে পার্ষদ-শরীর প্রাপ্ত হইলে 'ভোগেন সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্' ভোগ দ্বারা সে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হয়, এই শ্রুতি-কথিত ভোগসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥১৯॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভোগেনেত্যাদি। স্পষ্টার্থম্ ॥১৯॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—'ভোগেন ইত্যাদি' ভাষ্যের অর্থ সুস্পষ্ট ॥১৯॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমপাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—করুণাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে স্বীয় ভক্তের পার্ষদ-শরীর লাভ হয় এবং তদ্ব্যতীত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

"গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ।
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥" (ভাঃ ৮।৪।৬)

অর্থাৎ সেই সময়ে গজেন্দ্রও ভগবৎ-সংস্পর্শে অজ্ঞান-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবাস ও চতুর্ভুজ হইয়া শ্রীভগবানের সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"ভগবৎস্পর্শাৎ ভগবৎকর্ম্মকস্পর্শাৎ তত্র মনোবচোভ্যাং স্পর্শাৎ অজ্ঞান-বন্ধতো মুক্তঃ। স্থূলদেহেন স্পর্শাৎ স্পর্শমণিন্যায়েন ভগবতো রূপং প্রাপ্তো ধ্রুব-ইবেতি জ্ঞেয়ম্। দেহমব্যয়ং করোত্বিতি পূর্ব্বপ্রার্থনাৎ।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"আরব্ধপুণ্যপাপে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সংপদ্যতে। অথেতি নিয়মসূচকঃ। "আরব্ধপুণ্যপাপস্য ভোগেন ক্ষপণাদনু। প্রাপ্নোত্যেব তমোঘোরং ব্রহ্ম বা নাত্র সংশয়ঃ। ব্রহ্মণাং শতকালাত্তু পুর্ব্বমারব্ধসংক্ষয়ঃ। নিয়তেন ভবেন্নাত্র কার্য্যা কাচিদ্বিচারণা।" ইতি নারায়ণতন্ত্রে॥" ॥১৯॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমপাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

মন্ত্রাদ্ যস্য পরাভূতাঃ পরা ভূতাদয়ো গ্রহাঃ।
নশ্যন্তি স্বলসত্তৃষ্ণঃ স কৃষ্ণঃ শরণং মম॥

অনুবাদ—ভাষ্যকার এই দ্বিতীয়পাদে বিদ্বানের স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর হইতে নির্গম-বর্ণনের আনুকূল্য লাভের জন্য ভগবৎ-শরণাগতি-প্রার্থনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'মন্ত্রাদিত্যাদি' শ্লোকের অর্থ—যস্য—যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের, মন্ত্রাৎ—অষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্র হইতে অর্থাৎ তাহার জপ-প্রভাবে, পরাঃ—প্রবল শক্তিসম্পন্ন, ভূতাদয়ঃ গ্রহাঃ—দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণস্বরূপ গ্রাহক অর্থাৎ স্বরূপাবরক অথবা কুম্ভীরাদি, পরাভূতাঃ—পরাজিত অর্থাৎ স্ব-স্ব কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া, নশ্যন্তি—পলায়ন করে, সঃ—সেই, স্বলসত্তৃষ্ণঃ—স্বাধীনকাম বা স্বভক্ত-সঙ্কল্পরক্ষাকারী; শ্রীকৃষ্ণঃ—শ্রীহরি, মম শরণং—আমার রক্ষক হউন।

মঙ্গলাচরণ-টীকা—অথ স্থূলসূক্ষ্মদেহাদ্বিদুষো নির্গমং বর্ণয়ন্ তদ্ধেতুভূতাং শ্রীহরিপ্রপত্তীচ্ছাং মঙ্গলমাচরতি মন্ত্রাদ্যস্যেতি। যদ্বিষয়কাদষ্টাদশার্ণাদের্মন্ত্রাদ্ধেতোর্ভূতাদয়ো দেহেন্দ্রিয়প্রাণাঃ পরাভূতাঃ সন্তো নশ্যন্তি তথাভূতাস্তে তজ্জপ্তারং হিত্বা পলায়ন্তে। স চ জপ্তা বিশুদ্ধঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণং বিন্দতীতি ভাবঃ। কীদৃশাস্তে পরাঃ প্রবলাঃ। গ্রহা গ্রাহকাঃ স্বরূপাবরকা ইতি যাবৎ। শ্লেষপোষিতেন রূপকেণাত্রোপমা ব্যজ্যতে। যদ্বা মন্ত্রণং মন্ত্রবিচার ইত্যর্থঃ। ব্রজকার্য্যমমন্ত্রয়দিত্যাদৌ তদর্থাবগমাৎ যৎসম্বন্ধিবিচারাদিত্যর্থঃ। শ্রীহরিস্বরূপ-গুণবিভূতিচরিতবিষয়কাদ্বিমর্শাদুপাধিবিগমো হরিপদলাভশ্চ ভবেদিতি ভাবঃ।

মঙ্গলাচরণ-টীকানুবাদ—অতঃপর স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে ব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি-বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভাষ্যকার তাহার হেতুভূত

শ্রীভগবানের প্রপত্তির—শরণাগতির ইচ্ছারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্র-জপের ফলে ভূতাদি অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ পরাভূত অর্থাৎ স্ব-স্ব কার্য্য করণে অক্ষম হইয়া, মন্ত্রজপকারীকে ত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে। অভিপ্রায় এই—সেই মন্ত্রজপকারী বিশুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। সেই ভূতাদি কিরূপ? পরাঃ—প্রবল, গ্রহাঃ—গ্রাহক—আত্মস্বরূপের আবরক; এখানে গ্রহরূপ গ্রহ—ভূতপিশাচাদি এই শ্লেষানুপ্রাণিত রূপকালঙ্কার দ্বারা উপমালঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। অথবা মন্ত্রাঃ—ইহার অর্থ মন্ত্রণ অর্থাৎ মন্ত্রবিচার; 'ব্রজকার্য্যমমন্ত্রয়ৎ' ইত্যাদি বাক্যে মন্ত্রণার অর্থ—বিচার পাওয়া যায়, অর্থাৎ মন্ত্রবাচ্য শ্রীকৃষ্ণের বিচার হইতে। ভাবার্থ এই—শ্রীহরির স্বরূপ, গুণ, বিভূতি ও চরিতবিষয়ক বিচার হইতে স্থূলসূক্ষ্ম দেহ প্রভৃতি উপাধির নাশ এবং শ্রীহরিপদ-প্রাপ্তি হইবে।

অবতরণিকাভাষ্যম্—পরস্মিন্ পাদে দেবযানং পন্থানং বিবক্ষুরস্মিন্ পাদে বিদুষো দেহাদুৎক্রান্তিপ্রকারং বিচারয়তি। ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে। "অস্য সৌম্য পুরুষস্য প্রযতো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ বৃত্ত্যা বাক্সম্পত্তিরুত স্বরূপেণেতি মনসো বাক্প্রকৃতিত্বাভাবাদ্ বাগাদীনাং মনোঽধীনবৃত্তিকত্বাচ্চ বৃত্ত্যৈবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই অধ্যায়ের পরবর্ত্তী তৃতীয় পাদে দেবযান পন্থা বিবৃত করিবার ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া এই পাদে ব্রহ্মবিদের দেহ হইতে নির্গমন-প্রকার বিচার করিতেছেন। ছান্দোগ্যে শ্রুত হয়—'অস্য সৌম্যেত্যাদি' হে সৌম্য! দেহ হইতে প্রস্থানকারী এই জীবের বাক্শক্তি মনে লীন হয়, এইরূপ মন প্রাণে, প্রাণবায়ু অগ্নিতে, অগ্নি পরদেবতায় সংযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে সংশয় হইতেছে—এই যে বাক্যের মনে লয় বলা হইল, ইহা কি বৃত্তি দ্বারা লয় অর্থাৎ বাক্শক্তির কার্য্য লয়? অথবা স্বরূপতঃ লয়? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, বৃত্তি দ্বারাই লয় বলিতে হইবে, স্বরূপ-লয় এখানে বলা চলে না, যেহেতু কারণে কার্য্যের লয়কে স্বরূপ-লয় বলা হয়, তাহা এখানে সম্ভব নহে, তাহার কারণ মন বাক্শক্তির কারণ নহে, বরং বাক্

প্রভৃতির বৃত্তি (কার্য্য) মনের অধীন, অতএব বৃত্তি দ্বার করিয়া লয়, ইহাই হওয়া উচিত ; ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—একবিংশতিসূত্রকং দশাধিকরণকং দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে পরস্মিন্নিত্যাদিনা। পূর্ব্বত্র স্থূলসূক্ষ্মদেহত্যাগ উক্তস্তমাশ্রিত্য তৎপ্রকারোঽত্র চিন্ত্য ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। অস্যেতি। প্রযতো ম্রিয়মাণস্য। কিমিহ বৃত্ত্যেতি। বাক্‌প্রকৃতিত্বাভাবাদ্বাগুপাদানত্ব-বিরহাদিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই দ্বিতীয় পাদে একুশটি সূত্র ও দশটি অধিকরণ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন—'পরস্মিন্ পাদে' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। পূর্ব্বে স্থূলসূক্ষ্ম দেহত্যাগের কথা বলিয়াছেন। এক্ষণে তাহা অবলম্বন করিয়া তাহার প্রকার এই পাদে বিচার্য্য। অতএব আশ্রয়াশ্রয়িভাবরূপ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। 'অস্য সৌম্য পুরুষস্য প্রযতঃ' ইত্যাদি—প্রযতঃ—গমনকারী দেহত্যাগকারী ম্রিয়মাণ জীবের। 'কিমিহ বৃত্ত্যেতি' ভাষ্যে 'বাক্-প্রকৃতিত্বাভাবাৎ' ইতি মন বাকের উপাদান নহে, এইহেতু এই অর্থ।

বাগধিকরণম্

সূত্রম্—বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—স্বরূপতঃই বাক্ মনে মিশিয়া যায়। প্রমাণ এই—যেহেতু বাক্ থামিয়া গেলেও মনের চেষ্টা দেখা যায় এবং 'বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে' এই শ্রুতিও আছে ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্বরূপেণৈব মনসি বাক্ সম্পদ্যতে। কুতঃ ? উপরতায়াং বাচি মনসঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" ইতি শব্দাচ্চ। ইতরথা শব্দস্বারস্যভঙ্গঃ। ন চ মানান্তরেণ তত্র বাগ-বগম্যতে যেন বৃত্তিসম্পত্তিঃ কল্প্যেতেতি ভাবঃ। নন্বু মনসো বাক-

প্রকৃতিত্বাভাবান্ন তত্র তস্যাঃ স্বরূপসম্পত্তিঃ কিন্তু বৃত্তিসম্পত্তিরেব স্যাদপ্রকৃতাবপি বারিণি বহ্নিবৃত্তিসম্পত্তিদর্শনাদিতি চেদুচ্যতে। মনসা বাক্ সংযুজ্যতে ন তু সংলীয়ত ইতি। অর্থাদপ্রকৃতাবপি তস্মিন্ স্বরূপসংযোগো ভবতীতি ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—স্বরূপতঃই বাক্ মনে পরিণত হয়। কি প্রমাণে বুঝিব? উত্তর—যেহেতু বাক্ নিবৃত্ত হইলেও মনের কার্য্য দেখা যায়। তদ্ভিন্ন শ্রুতিও আছে, যথা—'বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে'। যদি স্বরূপতঃ বাকের মনে সংযোগ না মান, তবে 'বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে' এই শ্রুতির স্বরসতা (অভিপ্রায়) নষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ (প্রত্যক্ষ) দ্বারা মনে বাকের প্রতীতিও হইতেছে না, যাহাতে বৃত্তি-লয় কল্পনা করা যাইবে, এই তাৎপর্য্য। যদি বল, বাকের মন প্রকৃতি (উপাদান কারণ) নহে ; অতএব সেই মনে বাকের স্বরূপতঃ লয় বলা যায় না, কিন্তু বৃত্তিলয় হইতে পারে, যেহেতু দৃষ্টান্তরূপে দেখা যায়,—প্রকৃতি না হইলেও জলে অগ্নির বৃত্তি লয় হয় ; এই যদি বল, তবে বলা যাইতেছে—মনের সহিত বাক্ সংযুক্ত হয়, তাহাতে লীন হয় না ; ইহাই সম্পত্তি-শব্দের অর্থ। কথাটি এই—মন বাকের প্রকৃতি না হইলেও তাহাতে বাকের স্বরূপসংযোগ হয়, এই ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বাঙ্মনসীতি। মনসি বাচঃ সংযোগো ভবতি বাগ্‌বৃত্তিস্তু তত্র লীয়তে। এবং শ্রোত্রাদীনাঞ্চ বোধ্যম্। এবমেব ভাষ্যকারোঽপি সঙ্গময়িষ্যতি নম্বিত্যাদিনা। ন চেতি। ক্ষীরতণ্ডুলন্যায়েন মনসি বাক্-সম্পত্তির্ভবতীত্যর্থঃ। মনসা বাক্ সংযুজ্যত ইতি ক্ষীরনীরন্যায়েনেতি ভাবঃ। নম্বিত্যাদি। নম্বু বৃত্তিলয়োঽপ্যনুপাদানে কথমিতি চেন্ন। অগ্নিবৃত্ত্যনুপাদা-নেঽপি জলে তল্লয়দর্শনাৎ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—'বাঙ্মনসি' ইত্যাদি সূত্রে। মনে বাকের সংযোগ হয়, কিন্তু বাগ্‌বৃত্তি মনে লীন হইয়া থাকে। এইরূপ শ্রোত্রাদিরও সম্বন্ধে জানিবে। ভাষ্যকারও এইভাবে এই গ্রন্থের সমন্বয় করিবেন। 'নচ মানান্তরেণ' ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। 'ন চেতি' দুগ্ধে চাউল মিশ্রণের মত মনে বাকের মিশ্রণ হয়, এই

তাৎপর্য্য। আর 'মনসা বাক্ সংযুজ্যতে' ইত্যাদি বাক্য হইল দুগ্ধে-জলে মিশ্রণের মত—এই ভাবার্থ। 'নন্থ মনসোবাক্প্রকৃতিত্বাভাবাদিত্যাদি'—যদি বল, বৃত্তিলয়, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? মনতো বাকের উপাদান কারণ নহে; ইহাও নহে, যেহেতু জল অগ্নি-বৃত্তির উপাদান নহে, কিন্তু তাহাতে অগ্নি-বৃত্তির লয় দেখা যায়॥ ১॥

সিদ্ধান্তকণা—চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের প্রথমেই ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু মঙ্গলাচরণে বলিতেছেন যে—যে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রের জপ-প্রভাবে প্রবল দেহেন্দ্রিয়াদি-ভূতসমূহ পরাভূত হইয়া কৃষ্ণমন্ত্রজপকারীকে পরিত্যাগ করে এবং তিনি জপপ্রভাবে বিশুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন। সেই ভক্তরক্ষাকারী স্বাধীনসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ্য হউন।

এই অধ্যায়ের পরবর্ত্তী পাদে অর্থাৎ তৃতীয় পাদে দেবযান-পন্থা বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে এই দ্বিতীয়পাদে বিদ্বান্ অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞের দেহ হইতে উৎক্রমণ-রীতি বিচার করিতেছেন।

ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়—"অস্য সোম্য পুরুষস্য···তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্।" (ছাঃ ৬।৮।৬)। এ-স্থলে দেখা যায় যে, এই পুরুষ যখন প্রয়াণ করেন, তখন তাঁহার বাক্ মনের সহিত মিলিত হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ আবার পরদেবতায় মিলিত হইয়া থাকে। ইহাতে সংশয় এই যে, বাক্ কি বৃত্তি দ্বারাই মনে লয় প্রাপ্ত হয়? অথবা স্বরূপতঃ লয় প্রাপ্ত হয়? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, বৃত্তি দ্বারাই লয় হইবে, তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় স্বরূপতঃই মনে মিলিত হয়। ইহা প্রত্যক্ষও দেখা যায় এবং শ্রুতি হইতেও অবগত হওয়া যায়।

এখানে সাক্ষাৎ বাগিন্দ্রিয়ই মনে সংযুক্ত হয়, শুধু বৃত্তিমাত্র নহে। কারণ মনের বিলয়ের পূর্ব্বেই বাকের বিলোপ হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় এবং শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—"বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" অর্থাৎ বাক্ মনেতে সম্মিলিত হয়। অর্থাৎ মনে বাকের সংযোগ হয়, উহার লয় হয় না। এ-বিষয়ে ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বাচং জুহাব মনসি তৎ প্রাণ ইতরে চ তম্।
মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ ॥
...সর্ব্বমাত্মন্যজুহবীদ্ ব্রহ্মণ্যাত্মানমব্যয়ে ॥" (ভাঃ ১।১৫।৪১-৪২)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলেন—"সর্ব্বং তদাত্মনি ভগবৎপার্ষদরূপে অজূহবীৎ ভাবয়ামাস তঞ্চ আত্মানং নরাকৃতিপরব্রহ্মণি সমর্পয়ামাস।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"দেবানাং মোক্ষ উৎক্রান্তিশ্চাস্মিন্ উচ্যতে। বাগভিমানিন্যুমা মনোঽভিমানিনি রুদ্রে বিলীয়তে। বাচো মনঃশব্দত্বদর্শনাৎ। তস্য যাবন্ন বাঙ্মনসি সম্পদ্যত ইতি শব্দাচ্চ। "উমা বৈ বাক্ সমুদ্দিষ্টা মনো রুদ্র উদাহৃতঃ। তদেতন্মিথুনং জ্ঞাত্বা ন দাম্পত্যাদ্বিহীয়ত" ইতি স্কান্দে ॥"

শ্রীরামানুজ-ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

বাগিন্দ্রিয় স্বরূপতঃই মনে সম্পন্ন হয়। কারণ দেখাও যায় যে, বাগিন্দ্রিয় উপরত হইলেও মনের ক্রিয়া প্রবৃত্ত থাকে। শ্রুতিও আছে—সাক্ষাৎ বাগিন্দ্রিয়ই মনেতে সম্মিলিত হয়, বৃত্তিমাত্র নহে।

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যেও পাই,—

"বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" ইতি বাগিন্দ্রিয়স্য মনসি সংযোগরূপা সম্পত্তিরুচ্যতে, বাগিন্দ্রিয়ে উপরতেঽপি, মনঃপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ, "বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" ইতি শব্দাচ্চ ॥১॥

সূত্রম্—অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥২॥

সূত্রার্থ—অতএব—যেহেতু বাকের মনেই সংযোগ, অগ্নিতে নহে; এইহেতু শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিও সেই মনেই সংযুক্ত হয় ॥২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যতো বাচো মনস্যেব সংযোগো নাগ্নাবতঃ সর্ব্বাণি শ্রোত্রাদীন্যপি তত্রৈব সংযুজ্যন্ত ইতি মন্তব্যম্। অনু বাক্‌সম্পত্ত্যনন্তরম্। প্রশ্নোপনিষদি শ্রূয়তে। "তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈর্যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণ আয়াতি" ইতি। "যথা গার্গ্য মরীচয়োঽস্তং গচ্ছতোঽর্কস্য সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডলে একীভবন্তি তাঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্ত্যেবং হ বৈতৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি" ইতি ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ—যেহেতু বাকের মনেই সংযোগ, অগ্নিতে নহে, এ-কারণে কর্ণ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়গুলিও সেই মনেই সংযুক্ত হয়, ইহা মনে করিতে হইবে। অনু-শব্দের অর্থ—বাকের মনে সংযোগের পর। প্রশ্নোপনিষদে শ্রুত হয়—'তস্মাদুপশান্ততেজাঃ···প্রাণ আয়াতীতি।' শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরের উৎক্রমণের পর দেহের উত্তাপ নিবৃত্ত হয়, পরে আবার মনে স্থিত ইন্দ্রিয়গণের সহিত জন্ম প্রাপ্ত হয়। আরও আছে, যথা—'গার্গ্য! মরীচয়োঽস্তং···মনস্যেকী ভবতি'—হে গার্গ্য! সূর্য্যের কিরণগুলি যেমন অস্তগমনকালে সূর্য্যের তেজোমণ্ডলে মিলিত হয়, আবার তাহারা সূর্য্যের উদয় হইলে বাহিরে বিচরণ করে, এই প্রকার ইন্দ্রিয়বৃন্দ সমস্ত পরম দেবতা মনে সংযুক্ত হয় ॥২॥

সূক্ষ্মা টীকা—উক্তশ্রুতের্বাচ এব মনসি লয়দর্শনাৎ তদন্যেষাং শ্রোত্রাদীনাং তত্র ন লয় ইতি ভ্রান্তিং নিবারয়িতুমাহ—অতএবেতি। যস্মাদেব মনসো বাগুপাদানত্বাভাবান্মনসি বাচো বৃত্তিমাত্রলয়োঽভিহিতঃ অতএব সর্ব্বাণি শ্রোত্রাদীনি স্বানুপাদানেঽপি মনসি সবৃত্তিকে স্ববৃত্তিমাত্রলয়েনানুবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। তস্মাদুৎক্রমণাদূর্দ্ধং উপশান্ততেজা বিনিবৃত্তদেহৌষ্ণ্যঃ. পুনর্ভবং জন্ম মনসি স্থিতৈরিন্দ্রিয়ৈরায়াতি লভত ইত্যর্থঃ। যথেতি। হে গার্গ্য! মরীচয়োঽর্কস্য কিরণাঃ এতস্মিংস্তেজোমণ্ডলেঽর্কে একীভবন্তি সংযুজ্যন্তে। এবং হেতি। এতদ্বাগাদীন্দ্রিয়বৃন্দম্। মনসো দেবত্বং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রধানত্বাৎ ॥২॥

টীকানুবাদ—উক্ত শ্রুতির (বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে)—ইহা হইতে কেবল বাকের মনে লয় দর্শনহেতু বাক্‌ভিন্ন কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের মনে লয় হয় না,—এই ভ্রম নিবারণের জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—'অতএব' ইত্যাদি সূত্র। অতএব—যেহেতু মন বাকের উপাদান-কারণ না হইলেও তাহাতে বাকের বৃত্তিমাত্র লয় হয়। কিন্তু মনের সহিত বাক্ সংযুক্ত থাকে, এই কথা বলা হইয়াছে, এই হেতু শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের উপাদান কারণ না হইলেও নিজ বৃত্তিযুক্ত মনে স্ব-বৃত্তিমাত্র লয় লইয়া অনুসরণ করে, এই সূত্রার্থ। 'তস্মাদুপশান্ততেজাঃ' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—তস্মাৎ—দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণের পর, উপশান্ততেজাঃ—দেহের উত্তাপ নিবৃত্ত হইলে, 'পুনর্ভবং'—পুনরায় জন্ম, 'মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ'—মনে স্থিত ইন্দ্রিয়গণের সহিত, আয়াতি—প্রাপ্ত হয়, জীব যে চিত্তসম্পন্ন ছিল, সেই চিত্ত লইয়া প্রাণে আসে। যথা গার্গ্যেত্যাদি শ্রুতির অর্থ—হে গার্গ্য! সূর্য্যের কিরণগুলি সূর্য্যের অস্ত-গমনকালে যেমন এই তেজোমণ্ডল সূর্য্যে একীভূত হয় অর্থাৎ সংযুক্ত হয়, আবার তাহারা সূর্য্যের উদয়ে তাহা হইতে বহির্গত হয়, এই প্রকার এই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃন্দ পরম দেবতা মনে সংযুক্ত হয়। মন সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান, এ-জন্য মনের পরম দেবত্ব। ইন্দ্রিয়গণ দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, এ-জন্য তাহারা দেবতা, মন তাহার পরিচালক, এ-জন্য পরম দেবতা ॥২॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, মনের সহিত বাগিন্দ্রিয়ের সংযোগের পর শ্রোত্রাদিরও মনেই সংযোগ হইয়া থাকে।

প্রশ্নোপনিষদেও পাওয়া যায়,—"তেজো হ বাব উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ। পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ।" (প্রশ্ন—৩।৯-১০)। আরও পাই,—"যথা গার্গ্য মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ···সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকী ভবন্তি।"

(প্রঃ ৪।২)

অর্থাৎ দেহ হইতে সূক্ষ্ম শরীরের উৎক্রমণের পর শরীরের তাপ বিনিবৃত্ত হইলে মনে সম্মিলিত ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত জীব পুনরায় জন্ম লাভ করে। প্রশ্নোপনিষদে দৃষ্টান্তও আছে—যেরূপ অস্তগত সূর্য্যের কিরণসমূহ অস্তগমনকালে সেই সূর্য্যেই মিলিত হয় এবং উদয়কালে পুনরায়

সূর্য্যের সহিত প্রকাশ পায়। সেইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গও মনে সংযুক্ত হয় এবং পুনরায় জন্মকালে মনের সহিত প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তকণায় যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, উহা এ-স্থলেও উদাহৃত হইবে।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"অতএব চ-শব্দাৎ সর্ব্বাণি দৈবতানি যথানুকূলং বিলীয়ন্তে। অগ্নৌ সর্ব্বে দিবা বিলীয়ন্তে অগ্নিরিন্দ্রে ইন্দ্র উমায়াম্ উমা রুদ্রে বিলীয়তে। এবমন্যানি দৈবতানি যথানুকূলমিতি গৌপবনশ্রুতিঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"বাচমনু সর্ব্বাণ্যপীন্দ্রিয়াণি মনসি সম্পদ্যন্তে, তথা দর্শনাৎ। "ইন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ" ইতি শব্দাচ্চ" ॥২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—মনঃ প্রাণ ইতি বিচারয়তি। মনশ্চন্দ্রে প্রাণে বা সম্পদ্যত ইতি সংশয়ে—"মনশ্চন্দ্রম্" ইতি শ্রুতেশ্চন্দ্র ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—মন প্রাণে সংযুক্ত হয়, ইহাই বিচার করিতেছেন—এক্ষণে সংশয় হইতেছে—মন চন্দ্রে অথবা প্রাণে সংযুক্ত হয়, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন 'মনশ্চন্দ্রম্' মন চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, এই শ্রুতি রহিয়াছে, তখন চন্দ্রেই লয় বলিব ; ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—মনঃ প্রাণ ইত্যাদি। মনসীন্দ্রিয়সম্পত্তিঃ শ্রুতত্বাদ্ যথোক্তা তথা চন্দ্রে মনঃসম্পত্তিঃ শ্রুতত্বাদেবাস্থিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—মনে ইন্দ্রিয়-সংযোগ শ্রুত হওয়ায় যেমন সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেই প্রকার চন্দ্রে মনের সংযোগ হয়, ইহা শ্রুত থাকায় তাহাই হউক ; এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য—

মনোঽধিকরণম্

সূত্রম্—তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥৩॥

সূত্রার্থ—তৎ—সকল ইন্দ্রিয়-সহিত, মন প্রাণে সংযুক্ত হয়। প্রমাণ কি ? উত্তরাৎ—পরবর্ত্তী বাক্য 'মনঃ প্রাণে' ইহা হইতে ॥৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়সহিতং মনঃ প্রাণে সম্পদ্যতে। কুতঃ ? "মনঃ প্রাণ" ইত্যুত্তরস্মাৎ বাক্যাৎ। "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃত-স্যাগ্নিং বাগপ্যেতি" ইত্যাদিবাক্যন্তু স্বার্থপরং ন ভবতীত্যুক্তং ভগবতা সূত্রকারেণৈব। "অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাদিতি" ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ—তৎ—সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মন প্রাণে সম্পন্ন (সংযুক্ত) হয়। কারণ কি ? যেহেতু 'মনঃ প্রাণে' এই পরবর্ত্তী শ্রৌতবাক্য রহিয়াছে। তবে যে 'যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি' যখন এই পুরুষ মৃত হয়, তখন তাহার বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অগ্নিতে সংযুক্ত হয় ইত্যাদি বাক্য রহিয়াছে, তাহার উপায় কি হইবে ? ইহার উত্তরে ভগবান্ সূত্রকারই বলিয়াছেন যে, ইহা স্বার্থবোধক নহে। যদি বল, তাহা হইলে অগ্ন্যাদি-গতির উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইবে ? তাহাও নহে ; যেহেতু উহা গৌণ-প্রয়োগ ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদিতি। সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিলয়স্থানং মনঃ স্ববৃত্ত্যৈব প্রাণে লীয়তে সুষুপ্তিমৃত্যবস্থয়োঃ সবৃত্তিকে প্রাণে সত্যেব মনোবৃত্তের্লয়দর্শনাদিতি ভাবঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥৩॥

টীকানুবাদ—তন্মন ইত্যাদি সূত্রে। সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তির লয়স্থান মন নিজ বৃত্তির সহিতই প্রাণে লীন হয়, যেহেতু সুষুপ্তিদশায় ও মৃত্যু অবস্থাতে প্রাণ বৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকিলেই তাহাতে মনোবৃত্তির লয় দেখা যায়, ইহাই অভিপ্রায়। ভাষ্যের অন্য অংশ পরিস্ফুট ॥৩॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে আর একটি সংশয় হইতেছে যে, মন চন্দ্রে সংযুক্ত হয় ? অথবা প্রাণে সম্পন্ন হয় ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, শ্রুতিতে যখন

পাওয়া যায়, চন্দ্রই মন, তখন মন চন্দ্রেই সম্পন্ন হয় বলিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত সেই মন প্রাণে সংযোগ লাভ করে। কারণ সেইরূপ শ্রুতি আছে, যথা—"মনঃ প্রাণে" (ছান্দোগ্য ৬।৮।৬)।

কেহ যদি বলেন যে, বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়—"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি।" (বৃঃ ৩।২।১৩)। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিতে মিলিত হয় ইত্যাদি। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলেন যে, সূত্রকারের উক্তি হইতেই জানা যায় উহার অর্থ অন্যরূপ অর্থাৎ অগ্ন্যাদিতে গতি মুখ্যার্থে নহে, উহা গৌণার্থে বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"দেশে চ কালে চ মনো ন সজ্জয়েৎ
প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ॥
মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য
ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েত্তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো
লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ॥" (ভাঃ ২।২।১৫-১৬)

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"মনঃ প্রাণ ইত্যুত্তরাদ্বচনান্মনোঽভিমানী রুদ্রঃ প্রাণে বায়ৌ বিলীয়তে বায়োর্ব্বা রুদ্র উদেতি বায়ৌ বিলীয়তে তস্মাদাহুর্ব্বায়ুর্দ্দেবানাং শ্রেষ্ঠ" ইতি কৌণ্ডিন্যশ্রুতিঃ।

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাওয়া যায়,—

"তচ্চ প্রাণেন সংযুজ্যতে, "মনঃ প্রাণে" ইত্যুত্তরাচ্ছব্দাৎ" ॥৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রাণস্তেজসীত্যত্র বিচারঃ। স সেন্দ্রিয়মনাঃ প্রাণঃ কিং তেজসি সম্পদ্যতে কিং বা জীবে ইতি বীক্ষায়াং প্রাণস্তেজসীত্যুক্তেস্তেজস্যেবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রাণ তেজে (অগ্নিতে) সংযুক্ত হয়, এ-বিষয়ে বিচার হইতেছে। ইহাতে সংশয়, সেই ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত প্রাণ কি তেজে সম্পন্ন হয় ? অথবা জীবাত্মায় ? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'প্রাণস্তেজসি' এই শ্রুতিবশতঃ প্রাণ তেজেই সংযুক্ত হইবে ; ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—শ্রুতত্বাদ্ যথা প্রাণে মনসো লয়োঽভিহিতস্তথৈব তেজসি প্রাণস্য লয়োঽস্থিতি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। প্রাণস্তেজসীত্যাদি স্পষ্টম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—শ্রুতির উক্তি অনুসারে যেমন প্রাণে মনের লয় পাওয়া গিয়াছে সেইরূপ তেজে প্রাণের লয় হউক, এইরূপ দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য। 'প্রাণস্তেজসি' ইত্যাদি ভাষ্যার্থ সুস্পষ্ট।

অধ্যক্ষাধিকরণম্

সূত্রম্—সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥৪॥

সূত্রার্থ—সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ দেহ-ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা (পরিচালক) জীবাত্মায় সংযুক্ত হয়। কুতঃ—কি প্রমাণে ? 'তদুপগমাদিভ্যঃ'—যেহেতু তাহার অভিমুখে গমনাদি শ্রুতি হইতে পাওয়া যাইতেছে ॥৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স প্রাণোঽধ্যক্ষে দেহেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতরি জীবে সম্পদ্যতে। কুতঃ ? তদিতি। বৃহদারণ্যকে—"তদ্‌যথা রাজানং প্রযিযাসন্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতা গ্রামণ্য উপসমীয়ন্ত্যেবং হৈবংবিদং সর্ব্বে প্রাণা উপসমীয়ন্তি। যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি" ইতি প্রাণস্য সেন্দ্রিয়স্য জীবোপগামিত্বাদিশ্রবণাদিত্যর্থঃ। ন চৈবং প্রাণস্তেজসীতি শ্রুতিবিরোধঃ, জীবেন সংযুজ্য পশ্চাত্তেজসীতি বক্তুং-শক্যত্বাৎ। গঙ্গয়া সংযুজ্য সাগরং গচ্ছন্তী যমুনা তং গচ্ছতীতি শক্যতে বক্তুম্ ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই প্রসিদ্ধ প্রাণবায়ু অধ্যক্ষ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা—পরিচালক জীবাত্মায় সংযুক্ত হয়। প্রমাণ কি? বৃহদারণ্যকো-পনিষদে ইহার প্রমাণ আছে, যথা—'তদ্ যথা রাজানং প্রযিযাসন্তম্...উপ-সমীয়ন্তি'। অর্থাৎ যেমন কোন রাজা অন্য রাজার নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলে তাহার অঙ্গরক্ষকগণ, যোদ্ধৃবর্গ, সারথিগণ ও সেনাপতিসমূহ নিকটে থাকিয়া ঐ রাজার সহিত চলিতে থাকে, এইরূপ জীবের নিকট সকল প্রাণ ইন্দ্রিয়সহ গমন করে, যখন জীব এই শরীর হইতে ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বাস (প্রাণবায়ুত্যাগ) করিতে থাকে। ইহাতে ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণের জীব-সমীপে গমন শ্রুত হওয়ায়, এই হেতু, এই অর্থ। যদি বল, তবে 'প্রাণস্তেজসি' এই শ্রুতির বিরোধ হইল, তাহাও নহে, কারণ—আগে জীবের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরে তেজে সংযুক্ত হয়, এই অর্থ করিতে পারা যায়। যেমন বলিতে পারা যায় যে, যমুনা সাগরে যাইবার কালে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সাগরে যায় ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সোঽধ্যক্ষ ইতি। স প্রাণো নিবৃত্তবৃত্তিকঃ সন্নধ্যক্ষে জীবে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। কুতঃ? উপগমাদিভ্যঃ। আভিমুখ্যেন গমনমুপগমঃ। তদ্-যথেতি। প্রযিযাসন্তং যাত্রেচ্ছুং নৃপম্। উগ্রা অঙ্গরক্ষকাঃ। প্রত্যেনসো-যোদ্ধারঃ। সূতাঃ সারথয়ঃ। গ্রামণ্যঃ সেনাপতয়ঃ। তত্র কেচিৎ উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ পাপিদণ্ডনায় নিযুক্তা জাতিবিশেষাঃ গ্রামণ্যো গ্রামাধ্যক্ষা ইত্যাহুঃ। উপসমীয়ন্তি সন্নিহিতাঃ সন্তঃ সার্দ্ধং চলন্তীত্যর্থঃ। এবং হৈবংবিদং জীবং সর্ব্বে প্রাণা উপসমীয়ন্তীতি সেন্দ্রিয়স্য প্রাণস্য জীবোপগামিত্বমুক্তম্। সবিজ্ঞানো-ভবতীতি শ্রুতেঃ করণব্যুৎপত্ত্যা বিজ্ঞানশব্দিতস্যেন্দ্রিয়বৃন্দস্য প্রাণসহিতস্য প্রাপ্য-কর্ম্মফলজ্ঞানবতি জীবে স্থিতিং দর্শয়তীত্যাদিপদাৎ। তস্মাৎ জীবে বৃত্ত্যা প্রাণলয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—'সোঽধ্যক্ষে' ইত্যাদি সূত্রে। সেই প্রাণ বৃত্তিশূন্য হইয়া অধ্যক্ষ জীবে থাকে, ইহাই অর্থ। প্রমাণ কি? 'উপগমাদিভ্যঃ' ইতি উপগম-শব্দের অর্থ—অভিমুখে গমন। 'তদ্‌যথা' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—'প্রযিযাসন্তম্' —অন্য রাজার নিকট গমনেচ্ছু রাজাকে। উগ্রাঃ—তাহার অঙ্গরক্ষকগণ, প্রত্যেনসঃ—যোদ্ধৃবর্গ, সূতাঃ—সারথিগণ ও গ্রামণ্যঃ—সেনাপতিগণ। তাহাতে

কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ—পাপীদের দণ্ড-বিধানের জন্য নিযুক্ত উগ্র ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ এবং 'গ্রামণী'—গ্রামাধ্যক্ষ (কোতোয়াল) এইরূপ। 'উপসমীয়ন্তি' অর্থাৎ সন্নিহিত থাকিয়া সঙ্গে চলে। 'এবং হ'—এইরূপ 'এবংবিদং'—এইরূপ জ্ঞানী জীবকে সকলপ্রাণ প্রাপ্ত হয়; ইহাতে বলা হইল যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণের জীব-প্রাপ্তি। শ্রুতিতে আছে—'সবিজ্ঞানো ভবতি'—প্রাণ বিজ্ঞানের সহিত বর্ত্তমান হয়, 'বিজ্ঞায়তে অনেন বিষয়ঃ' এই করণবাচ্যে বি-পূর্ব্বক জ্ঞা-ধাতুর ল্যুট্ প্রত্যয় সিদ্ধ হওয়ায় বিজ্ঞান-শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়সমূহের প্রাণের সহিত ভোগ্য কর্ম্মফলের অনুভবকারী জীবে স্থিতি দেখাইতেছেন। ইহা ভাষ্যোক্ত 'জীবোপগামিত্বাদি' এই আদি-পদ হইতে বুঝা গেল। অতএব অর্থ হইল, জীবাত্মায় বৃত্তির সহিত প্রাণের লয় হয় ॥৪॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে (ছাঃ ৬।৮।৬) পাওয়া যায়, "প্রাণস্তেজসি" সুতরাং উক্ত শ্রুতি অনুসারে পূর্ব্বে যেরূপ বাক্ ও মনের যথাক্রমে মন ও প্রাণে সম্মিলনের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ তেজে প্রাণের সম্মিলন হউক ; এই পূর্ব্ব-পক্ষীর কথার উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সেই প্রাণ দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা জীবে মিলিত হয়। কারণ শ্রুতিতে জীবের সহিত প্রাণের সম্মিলনের কথাই পাওয়া যায়। যেমন বৃহদারণ্যক বলেন—"তদ্ যথা রাজানং...যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি।" (বৃঃ ৪।৪।৩৮)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বমাত্মন্যজুহবীদ্ ব্রহ্মণ্যাত্মানমব্যয়ে ॥" (ভাঃ ১।১৫।৪২)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"স প্রাণঃ পরমাত্মনি বিলীয়তে সর্ব্বে প্রাণমুপগচ্ছন্তি প্রাণং দেবা অনু-প্রাণন্তি প্রাণঃ পরমনুপ্রাণিতি তস্মাদাহুঃ প্রাণস্য প্রাণ ইতি। প্রাণঃ পরস্যাং দেবতায়াম্। মুক্তাঃ সন্তোঽগ্নিমাবিশ্য দেবাঃ সর্ব্বেঽপি ভুঞ্জতে। অগ্নিরিন্দ্রং তথেন্দ্রশ্চ বায়ুমাবিশ্য সোঽপি তু। আবিশ্য পরমাত্মানং ভুঙ্ক্তে ভোগাংস্তু বাহকান্। নহ্যানন্দো নিজস্তেষাং পরৈর্ল ভ্যঃ কথঞ্চন। কিমু বিষ্ণোঃ পরানন্দো ন তে বিষ্ণাবিতি শ্রুতেঃ। প্রাণস্য তেজসি তস্মো

মার্গমাত্রমুদাহৃতম্। সর্ব্বেশিতুশ্চ সর্ব্বাদেস্তস্যান্যত্র লয়ঃ কথম্। ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"প্রাণো জীবেন সংযুজ্যতে। কুতঃ? "এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি", "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি," "কস্মিন্ বা প্রতি-ষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠিতঃ স্যাম্" ইতি তদুপগমাদিবোধকবাক্যেভ্যো জীবসংযুক্তস্য প্রাণস্য তেজসি সম্পত্তিরিতি ফলিতোঽর্থঃ।"

শ্রীরামানুজ-ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

সেই প্রাণ অধ্যক্ষে—ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবে সম্পন্ন হয়। কারণ? তদুপ-গমাদিভ্যঃ অর্থাৎ প্রাণের জীবে আশ্রয়লাভ প্রভৃতির কথাই শ্রুতিতে পাওয়া যায়। যথা 'অন্তকালে সমস্ত প্রাণ আত্মাতে যায়।' 'জীবের উৎক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণ উৎক্রমণ করে'। 'কে উৎক্রমণ করিলে আমি উৎক্রমণ করিব? এবং কে থাকিলে আমি থাকিব?' ইত্যাদি হইতে দেখা যায়, প্রাণ প্রথমে জীবের সহিত মিলিত হয়, পরে তদবস্থায়ই তেজের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। যেমন যমুনা নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সাগরে অভিগমন করিলেও যদি বলা হয় যে, যমুনা সাগরে যাইতেছে, তাহা যেমন বিরুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ॥৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তেজসীত্যেতদ্বিচার্য্যতে। সপ্রাণো-জীবস্তেজসি সম্পদ্যতে উত সংহতেষু ভূতেম্বিতি সংশয়ে প্রাণস্তেজসী-ত্যুক্তেস্তেজস্যেবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইবার জীব তেজে সম্পন্ন হয়, ইহার বিচার হইতেছে। প্রাণ-সহিত জীব তেজে সংযুক্ত হয়? অথবা সজ্ঘীভূত (মিলিত) পঞ্চভূতে? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষী মত প্রকাশ করেন যে, যখন 'প্রাণস্তেজসি' এই শ্রুতি রহিয়াছে, তখন কেবল তেজেই সপ্রাণ জীবের সংযোগ বলিব, ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—প্রাণস্তেজসীত্যত্র যথা মুখ্যার্থং হিত্বা প্রাণস্য জীবে লয়োঽভিহিতস্তথা মুখ্যার্থং ত্যক্ত্বা জীবস্য ব্রহ্মণ্যেব লয়ে স্থিতিদৃষ্টান্তা-দাক্ষিপ্যারভতে তেজসীত্যাদি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে যেমন 'প্রাণস্তেজসি' এই শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া প্রাণের জীবে লয় বলা হইয়াছে, সেইপ্রকার মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া জীবের ব্রহ্মেই লয় হয়, এই স্থিতি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত ধরিয়া আক্ষেপপূর্ব্বক আরম্ভ করিতেছেন 'তেজসীত্যেতদ্ বিচার্য্যতে' ইত্যাদি বাক্য।

ভূতাধিকরণম্

সূত্রম্—ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৫॥

সূত্রার্থ—না, কেবল তেজে নহে, কিন্তু পঞ্চভূতেতে জীবের সংযোগ হয়। প্রমাণ এই যে, 'তচ্ছ্রুতেঃ' সেইরূপ শ্রুতি আছে ॥৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জীবঃ পঞ্চসু ভূতেষু সম্পদ্যতে। ন কেবলে তেজসি। কুতঃ? তত্রৈব—জীবস্য "আকাশময়ো বায়ুময়স্তেজোময় আপোময়ঃ পৃথিবীময়ঃ" ইতি সর্ব্বভূতময়ত্বশ্রবণাৎ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ—জীবাত্মা পঞ্চভূতে মিলিত হয়, কেবল তেজে নহে, এই অর্থ। কি জন্য? যেহেতু সেই বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে যে, জীব আকাশময় হয়, এইপ্রকার বায়ুময়, তেজোময়, জলময় ও পৃথিবীময় হয়; এইভাবে জীবের পঞ্চভূতময়ত্ব শ্রুত হইতেছে ॥৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভূতেষ্বিতি। তত্রৈব বৃহদারণ্যকে ॥৫॥

টীকানুবাদ—'ভূতেষ্বিত্যাদি' সূত্রে। 'তত্রৈব' ইতি ভাষ্যে, তত্র—বৃহদারণ্যকোপনিষদে, এই অর্থ ॥৫॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে একটি সংশয় হইতেছে যে, জীবসহ প্রাণ তেজেই সংযুক্ত হয় ? অথবা জীবসংযুক্ত প্রাণ সংহত অর্থাৎ মিলিত পঞ্চভূতে সংযোগ লাভ করে ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যখন শ্রুতিতে আছে—'প্রাণস্তেজসি' প্রাণ তেজে সংযুক্ত হয় তখন জীব সহপ্রাণ তেজেই সম্পন্ন হইবে ; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবসমন্বিত প্রাণ পঞ্চভূতেই মিলিত হয় ; কেবল তেজে নহে। কারণ বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়—"স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ো" ইত্যাদি (বৃঃ ৪।৪।৫)। এই শ্রুতি-অনুসারে জীবের সর্ব্বভূতময়ত্বই স্থির হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥" (ভাঃ ১০।১।৩৯)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

জীবসংযুক্ত প্রাণ ভূতসংঘাতেই মিলিত হয় ; কারণ সেইরূপ শ্রুতি আছে—"পৃথিবীময় আপোময়…তেজোময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫)।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ভূতেষ্বন্যেষাং দেবানাং লয়ঃ। ভূতেষু দেবা লীয়স্তে ভূতানি পরেণ পর-উদেতি নাস্তমেত্যেকৈক এব মধ্যে স্থাতেতি বৃহচ্ছ্রুতেঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"স চ জীবসংযুক্তস্য তস্য তেজঃসহিতেষু ভূতেষু ভবতি "পৃথ্বীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ঃ" ইতি সঞ্চরতো জীবস্য সর্ব্বভূতময়ত্ব-শ্রবণাৎ" ॥৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—কিঞ্চ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ—আর এক কথা, আরও একটি প্রমাণ।

সূত্রম্—নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥৬॥

সূত্রার্থ—এক তেজেই জীবের অবস্থান নহে, যেহেতু এই অর্থই প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর নিরূপণ করিতেছে অথবা এই অর্থবোধক শ্রুতি-স্মৃতি তাহা দেখাইতেছেন ॥৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—একস্মিন্ তেজস্যেব জীবস্যাবস্থানং ন মন্তব্যম্। হি যস্মাদেতমর্থং প্রশ্নপ্রতিবচনে নিরূপয়তঃ। প্রতিপাদিতঞ্চৈতৎ তদনন্তরপ্রতিপত্তাবিত্যাদিনা প্রাক্। তথাচ তেজঃপ্রভৃতিষু ভূতেষু প্রাণসম্পত্তির্জীবদ্বারেতি সিদ্ধম্ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ—এক তেজেই জীবের অবস্থান মনে করা উচিত নহে। যেহেতু এই অর্থই প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তরবাক্য নিরূপণ করিতেছে। ইহা 'তদনন্তর-প্রতিপত্তৌ' দেহ হইতে উৎক্রমণের পর জীবের গতি বা ভূতাশ্রয়-বিষয়ে ইত্যাদি দ্বারা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই, প্রাণ জীবকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ জীবের সহিত তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূতে সংযুক্ত হয় ॥৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—নৈকস্মিন্নিতি। সূত্রে দর্শয়ত ইত্যত্র ব্যাখ্যান্তরম্। একস্মিংস্তেজস্যুৎক্রান্তিকালে জীবস্য নাবস্থিতিরুত্তরদেহারম্ভস্য পাঞ্চভৌতিকত্বেন তস্যাঃ পঞ্চস্বাবশ্যকত্বাৎ। এতদর্থং শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ। তত্র শ্রুতিরাকাশময় ইত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ "সূক্ষ্মা মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ। তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং স ভবত্যনুপূর্ব্বশ" ইতি। মীয়ন্ত ইতি মাত্রাঃ। অবিনাশিন্যঃ প্রাঙ্‌মুক্তেঃ। দশার্দ্ধানাং পঞ্চানাং ভূতানাম্। নন্বুৎক্রান্তিকালে জীবস্য ভূতাশ্রয়ত্বে স্বীকৃতে তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদূচতুরিতি কর্ম্মাশ্রয়ত্ববোধিকা শ্রুতির্বিরুদ্ধা স্যাদিতি চেন্নৈবং কর্ম্মণো বন্ধহেতুত্বেনাশ্রয়ত্বং ভূতানান্তু দেহহেতুত্বেনেত্যবিরোধাৎ। তৌ যাজ্ঞবল্ক্যার্ত্তভাগৌ। যৎ জীবাধারভূতম্ ॥৬॥

টীকানুবাদ—'নৈকস্মিন্' ইত্যাদি সূত্রে। সূত্রোক্ত 'দর্শয়তঃ' পদের প্রশ্ন-প্রতিবচন-নিরূপণ-অর্থের মত অন্য ব্যাখ্যা আছে; যথা—জীবের দেহ হইতে

উৎক্রমণকালে তেজেই কেবল অবস্থিতি নহে, যেহেতু পরবর্ত্তী দেহের উৎপাদন পঞ্চভূত হইতে হয়, অতএব সেই জীবস্থিতি পঞ্চভূতেই অবশ্য হওয়া উচিত। এই কথাটি শ্রুতি ও স্মৃতি দেখাইতেছেন। তন্মধ্যে শ্রুতি যথা 'আকাশময়োবায়ুময়ঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ব সূত্রভাষ্যধৃত। স্মৃতিটি এই—'সূক্ষ্মা-মাত্রা বিনা…সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ' পঞ্চভূতের যে সকল অবিনাশিনী সূক্ষ্ম মাত্রা (অংশ) কথিত আছে, সেই ভৌত মাত্রাগুলির সহিত সেই জীব ঠিক পূর্ব্বের মত দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতস্বরূপ হয়। 'মাত্রাঃ' পরিমিত হয় ঐ অর্থে মা-ধাতুর কর্ম্মবাচ্যে ত্র-প্রত্যয়। অবিনাশিন্যঃ—অর্থাৎ মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থির। 'দশার্দ্ধানাং' অর্থাৎ পঞ্চভূতের। এখানে আপত্তি হইতেছে, যদি দেহ হইতে উৎক্রমণকালে জীব পঞ্চভূতকে আশ্রয় করে বল, তবে 'তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদূচতুঃ' তাঁহারা জীবের আধার যাহা বলিলেন, তাহা কর্ম্মকেই বলিলেন, এই কর্ম্মাশ্রয়ত্ববোধিনী শ্রুতি বিরুদ্ধ হইল। এই যদি বল, তাহা এরূপ নহে ; ইহার সামঞ্জস্য এইরূপ—কর্ম্মকে যে আশ্রয় বলিয়াছেন, তাহা বন্ধহেতু হওয়ায়, আর পঞ্চভূতকে যে আশ্রয় বলিয়াছেন, তাহা দেহের উপাদান-বশতঃ। সুতরাং কোন বিরোধ নাই। তৌ যদূচতুঃ ইতি—তৌ—যাজ্ঞবল্ক্য ও আর্ত্তভাগ, যৎ—জীবের আধারস্বরূপ ॥৬॥

সিদ্ধান্তকণা—আরও একটি প্রমাণের দ্বারা সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, এক তেজেই জীবের মিলন মনে করা উচিত নহে ; যেহেতু প্রশ্ন ও উত্তরের দ্বারা জীবের পঞ্চভূতেই মিলন নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং জীব দ্বারাই প্রাণের পঞ্চভূতে সম্মিলন সিদ্ধ হইল। দেহ হইতে উৎক্রমণের পর এইরূপ ভূতাশ্রয়-সম্বন্ধে "তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ" বেদান্ত সূত্রে (৩।১।১) প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব যে পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থান করে, ইহা শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রদর্শন করিতেছেন।

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে পাই,—

"অনেন জীবেনাত্মনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি" (ছাঃ ৬।৩।২-৩)।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও পাই,—

"নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥
সমেত্যান্যোন্য-সংযোগং পরস্পর-সমাশ্রয়াঃ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ১।২।৫২, ৫৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ততে বয়ং লোকসিসৃক্ষয়াদ্য
ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ স্ম।
সর্ব্বে বিযুক্তাঃ স্ববিহারতন্ত্রং
ন শক্নুমস্তৎ প্রতিহর্ত্তবে তে ॥" (ভাঃ ৩।৫।৪৮)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"নৈকস্মিন্ ভূতে সর্ব্বেষাং দেবানাং লয়ঃ পৃথিব্যামৃভবো দেবাঃ বিলীয়ন্তে বরুণেঽশ্বিনাবগ্নাবগ্নয়ো বায়াবিন্দ্রঃ সোম আদিত্যো বৃহস্পতিরিত্যাকাশ এব সাধ্যা বিলীয়ন্তে ঋভবঃ পৃথিব্যাং বরুণ আপোঽগ্নয়স্তেজসি মরুতো মারুত আকাশে বিনায়কা বিলীয়ন্ত ইতি মহোপনিষচ্চতুর্ব্বেদশিখায়াঞ্চ দর্শয়তঃ। অতোঽগ্নৌ সর্ব্বে দেবা বিলীয়ন্ত ইত্যত্র নির্দ্দিষ্টানামেব" ॥৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তস্মিন্নেব বাক্যে বিমর্শান্তরম্। ইয়মুৎক্রান্তিরজ্ঞস্যৈব ভবেদ্বিজ্ঞস্যাপি বেতি সংশয়ে—**"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"** ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুত্যা বিজ্ঞস্যাত্রৈবামৃতত্বাভিধানে-নোৎক্রান্ত্যভাবাদজ্ঞস্যৈবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সেই বাক্যেই অন্য বিচার হইতেছে—এই যে উৎক্রমণ বলা হইল, ইহা কি অজ্ঞ (ব্রহ্মজ্ঞানহীন) ব্যক্তির পক্ষে? অথবা বিজ্ঞেরও সেই প্রকার উৎক্রমণ হয়? এই সংশয়ের

উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায় যে, এই উপাসকের হৃদয়স্থিত সমস্ত বাসনা যখন অপগত হয়, তখন মরণধর্ম্মা জীব অমৃত হন এবং এইখানে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, অতএব ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির এই শরীরেই অমৃতত্ব (মুক্তি) অভিহিত হওয়ায় উৎক্রান্তির অভাব হেতু ঐ উৎক্রমণোক্তি অজ্ঞের পক্ষেই বলিব। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেত্যাদি। প্রাগ্ দেহাদুৎক্রান্তিরুক্তা। তামাশ্রিত্য তৎসম্বন্ধী চিন্ত্য ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে জীবের দেহ হইতে উৎক্রমণ বলা হইয়াছে—সেই উৎক্রমণকে বিষয় করিয়া তাহাতে বিচার, এই আশ্রয়াশ্রয়িভাবরূপ সঙ্গতি—এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য।

আসৃত্যুপক্রমাধিকরণম্

সূত্রম্—সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥৭॥

সূত্রার্থ—'সমান, চ'—সমানই উৎক্রমণ, 'উপক্রমাৎ'—গতির আরম্ভ হইতে অর্থাৎ নাড়ী প্রবেশের পূর্ব্বে, 'অমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য'—বিজ্ঞের যে অমৃতত্ব শ্রুত হয়, তাহা পূর্ব্বাপর পাপের দেহের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মের বিনাশ ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের লেপাভাব লইয়াই বুঝিতে হইবে ॥৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আঙ্শ্চোঽবধারণে। অজ্ঞস্য বিজ্ঞস্য চ সমানৈবোৎক্রান্তিরাসৃত্যুপক্রমাদাগত্যারম্ভান্নাড়ীপ্রবেশাৎ প্রাগিত্যর্থঃ। তৎপ্রবেশদশায়াং ত্বস্তি বিশেষঃ। অজ্ঞস্য নাড়ীশতেনোৎক্রম্য গতির্বিজ্ঞস্য তু শতাধিকয়া। তথাহি ছান্দোগ্যাঃ পঠন্তি—"শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" ইতি। এতৎ শ্রুত্যৈকার্থেন "তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রম্" ইত্যাদিশ্রুতাবপি মূর্দ্ধনিষ্ক্রমণং

বিজ্ঞবিষয়মন্যচ্চাবিজ্ঞবিষয়ং বোধ্যম্। যত্তু বিজ্ঞস্যাত্রৈবামৃতত্বশ্রবণং তৎকিল দেহসম্বন্ধমনুপোষ্যাদগ্ধৈ্ব পূর্ব্বোত্তরাঘবিশ্লেষবিনাশরূপং যদুক্তম্ ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত প্রথম 'চ'কারের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ সমানই। অজ্ঞ ও বিজ্ঞ—উভয়েরই দেহ হইতে উৎক্রমণ সমান, গতির আরম্ভ হইতে অর্থাৎ নাড়ী-মধ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে। তবে নাড়ীপ্রবেশ-অবস্থায় উভয়ের মধ্যে কিছু বিশেষ আছে। যথা,—অজ্ঞের শতনাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হইয়া গতি হয়, আর বিজ্ঞের শত হইতে অধিক একটি সুষুম্নানাম্নী নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ। সেইরূপ ছান্দোগ্য-উপনিষৎপাঠীরা পাঠ করেন, যথা—'শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ··· উৎক্রমণে ভবন্তি'। জীবের হৃদয়ে একশত একসংখ্যক নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে, সেই সুষুম্না-নাড়ীযোগে উৎক্রমণকারী জীব অমৃতত্ব লাভ করে, আর শতনাড়ী অন্য সকলের উৎক্রমণের পথ হয়, ইহারা সংসারগতিপ্রদ—এই শ্রুতির সহিত একবাক্যতা হেতু 'তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রম্' সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির মস্তক হইতে উৎক্রমণের পথ হয়, আর অজ্ঞের চক্ষুঃ এবং অন্য শরীরাংশ হইতে নিষ্ক্রমণ হইয়া থাকে। ইত্যাদি শ্রুতিতেও বিজ্ঞের মস্তকদ্বার-যোগে নিষ্ক্রমণ, আর অবিজ্ঞ সংসারীর অন্যপ্রকার, ইহা বুঝিতে হইবে। তবে যে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—বিজ্ঞের এই দেহেই মুক্তি, সে মুক্তি-শব্দের অর্থ দেহ দগ্ধ হইবার পূর্ব্বেই সঞ্চিত পাপপুণ্যের নাশ ও পরবর্ত্তী পাপের অশ্লেষ, যাহা বলা হইয়াছে —উহাই ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমানেতি। শতঞ্চেতি। তাসামেকাধিকশতনাড়ীনাং মধ্যে একা মুখ্যা সুষুম্নানাড়ী। তয়োর্দ্ধমায়ন্নাগচ্ছন্ জনোঽমৃতত্বং মোক্ষ-মেতি। অন্যাঃ সুষুম্নোত্তরাঃ শতনাড্যঃ সংসারগতিপ্রদাঃ, বিষ্বক্ সর্ব্বত উৎক্রমণে ভবন্তীতি। এতদিতি। শতঞ্চেতি শ্রুত্যৈকবাক্যতয়েত্যর্থঃ। অন্যচ্চেতি। মূর্দ্ধন্যনাড়ীতরনাড়ীনিষ্ক্রমণমিত্যর্থঃ। তস্য হৈতস্যেত্যাদৌ চক্ষুষোঽন্যেভ্যশ্চ শরীরদেশেভ্যঃ সংসারী নিষ্ক্রামতি মূর্দ্ধ্নস্তু বিদ্বানিত্যর্থঃ। অত্রৈবেতি। দেহ এবেত্যর্থঃ। অনুপোষ্যেতি উষ দাহে ইত্যস্য ল্যপি রূপম্। যদুক্তমিতি। যদমৃতত্বং পূর্ব্বমুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—'সমানেত্যাদি' সূত্রে। 'শতঞ্চৈকা চ' ইত্যাদি শ্রুতি—তাসাং—সেই একাধিক শত নাড়ীর মধ্যে, একা—প্রধান একটি সুষুম্নানাড়ী আছে, সেই নাড়ীযোগে মস্তকে আসিয়া সেইদ্বারে উৎক্রমণকারী জীব অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে। অন্যাঃ—আর সুষুম্না-ভিন্ন অন্য নাড়ীগুলি সংসারে পুনরাবৃত্তি দান করে, ইহারা উৎক্রমণকালে সর্ব্বাংশে কাজ করে। 'এতৎ-শ্রুত্যৈকার্থ্যেন' ইতি—শতঞ্চৈকা ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একবাক্যতাবশতঃ, এই অর্থ। 'অন্যচ্চাবিজ্ঞবিষয়ম্' ইতি—অন্যৎ—মস্তকস্থিত সুষুম্না-নাড়ী ভিন্ন নাড়ীযোগে দেহ হইতে জীবের নিষ্ক্রমণ, এই অর্থ। 'তস্য হৈতস্য' ইত্যাদিতে পাওয়া যায়—চক্ষুঃ হইতে এবং অন্যান্য শরীরদেশ হইতে সংসারী জীব নিষ্ক্রান্ত হয়, আর বিদ্বান্ মস্তক হইতে, এই 'বিজ্ঞস্যাত্রৈবেতি'—অত্র—এই দেহেই। অনুপোষ্য—ন উপোষ্য—দগ্ধ না করিয়াই; অনুপোষ্য-পদটি উপপূর্ব্বক দাহার্থক-উষ্ ধাতুর ল্যপ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। 'যদুক্তমিতি'—যে অমৃতত্ব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঐ অমৃতত্ব ॥৭॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় পূর্ব্বোক্ত বাক্যে আর একটি বিচার উপস্থিত হইতেছে। মৃত্যুর পর স্থূলদেহত্যাগকালে যে উৎক্রান্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, উহা কি কেবল ব্রহ্মজ্ঞানহীন অজ্ঞের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ? অথবা বিজ্ঞেরও তাদৃশ উৎক্রান্তি হইয়া থাকে ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যখন বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়—'যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা দূরীভূত হয়, তখন জীব অমৃত হয়, এইখানেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়' (বৃঃ ৪।৪।৭) সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অমৃতত্ব লাভ হওয়ায় উৎক্রান্তি-দশার অভাব এবং অজ্ঞ জীবেরই উৎক্রান্তি হয়।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অজ্ঞ ও বিজ্ঞের নাড়ীপ্রবেশের পূর্ব্বে উৎক্রান্তি সমানই। কেবল নাড়ীপ্রবেশ-দশায় প্রভেদ হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
> পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।

তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পততি কৃতান্তমুখে॥" (ভাঃ ১০।৮৭।১৮)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

স্মৃতির উপক্রম পর্য্যন্ত উৎক্রমণ-প্রণালী বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের সমান। স্মৃতি অর্থাৎ নাড়ীপ্রবেশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত। বিদ্বান্ পুরুষ নাড়ীবিশেষ দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া গমন করেন, ইহা শ্রুতিতে আছে—

"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥" (কঠ ২।৩।১৬)

অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে একশত একটি নাড়ী আছে; তন্মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকাভিমুখে নির্গত হইয়াছে। যিনি সেই নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করেন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্যান্য নাড়ীগুলি অপরাপর লোকের গমনের জন্য। সুতরাং এইরূপ নাড়ীবিশেষ দ্বারা গতির উল্লেখ থাকায় বিদ্বানের পক্ষেও ঐরূপ উৎক্রমণ অবর্জ্জনীয়। সেই নাড়ী প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ না থাকায় উৎক্রমণ-প্রণালী সকলেরই সমান। কেবলমাত্র নাড়ীপ্রবেশদশায় বিশেষ শ্রুত হয়। বিদ্বানের ইহলোকে অমৃতত্ব-লাভের যে শ্রুতি আছে, তাহার উত্তরেও বলা হইতেছে যে, 'অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য' এ-স্থলে 'চ' শব্দের অর্থ অবধারণ, 'অনুপোষ্য' অর্থে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহা দগ্ধ না করিয়াই যে অমৃতত্ব লাভ হয়, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বের পাপ দগ্ধ হয় এবং পরে কোনও পাপ সংশ্লিষ্ট হয় না। আর যে বলা হইয়াছে, এইখানে 'ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়' তাহার অর্থ— উপাসনার সময় ব্রহ্মানুভব হয়, কিন্তু মৃত্যুর পর দেহ-ত্যাগ হয় না, এরূপ নহে॥৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—উক্তং বিশদয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—উক্ত বিষয়টি বিস্তৃত ও সরল করিতেছেন—

সূত্রম্—তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥৮॥

সূত্রার্থ—আপীতেঃ, শরীর-সম্বন্ধ দগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, তৎ—বিজ্ঞের নিষ্পাপরূপ অমৃতত্ব জানিবে, যেহেতু ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংসার অর্থাৎ শরীর-সম্বন্ধ বলা আছে ॥৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অদগ্ধশরীরসম্বন্ধস্য বিজ্ঞস্য নিষ্পাপরূপং তদমৃতত্বং **মন্তব্যম্**। কুতঃ? আপীতেরিতি। **আব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ শরীরসম্বন্ধলক্ষণস্য** সংসারস্যোক্তেরিত্যর্থঃ। তৎসাক্ষাৎকারঃ খলু দেবযানেন পথা সংব্যোমপদং গত্বৈবেতি বেদান্তেষু প্রসিদ্ধম্ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ—শরীর-সম্পর্ক দগ্ধ না হইয়াই অর্থাৎ শরীর থাকিতেই বিজ্ঞের নিষ্পাপ-(পাপবিনাশ ও পাপের অশ্লেষ)রূপ অমৃতত্ব হয়, ইহাই জানিবে। কারণ কি? আপীতেঃ—পাত না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত জীবের শরীর-সম্বন্ধরূপ সংসার কথিত থাকায়, এই অর্থ। সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, দেবযান পথে গিয়া পরমব্যোমপদ-প্রাপ্তির পর,—ইহা সকল বেদান্তে প্রসিদ্ধ ॥৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদাপীতেরিতি। সংসারেতি। যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতমিতিশ্রুতাবি-ত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—'তদাপীতেরিত্যাদি' সূত্রে। সংসারব্যপদেশাদিতি—"যোনি-মন্যে প্রপদ্যন্তে…যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতম্" এই শ্রুতিতে বলা আছে—প্রাণিগণ দেহ-লাভের জন্য স্ত্রীযোনি আশ্রয় করে। আবার কেহ বৃক্ষলতাদি স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, যেমন কর্ম্ম, যেমন জ্ঞান, তদনুসারে জন্ম হইয়া থাকে ॥৮॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে পূর্ব্বোক্ত বিষয়টিকে আরও বিশদভাবে বলিতেছেন যে, যাঁহার শরীর-সম্বন্ধ দগ্ধ অর্থাৎ বিনষ্ট হয় নাই, সেইরূপ বিজ্ঞের নিষ্পাপরূপ অবস্থাকেই অমৃতত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই শরীর-সম্বন্ধরূপ সংসার থাকে। দেবযান-পথে

গমন পূর্ব্বক পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম লাভ করিবার পর ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ঘটে। বেদান্তে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"খট্টাঙ্গো নাম রাজর্ষিজ্ঞ্র্াত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্॥
তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।
উপকল্পয় তৎ সর্ব্বং তাবৎ যৎ-সাম্পরায়িকম্॥
অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেঽনু যে চ তম্॥"

(ভাঃ ২।১।১৩-১৫)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

যতক্ষণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ সংসার অর্থাৎ দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে, ইহা বেদে কথিত হইয়াছে। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" (ছান্দোগ্য—৬।১৪।২) এবং "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং···ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবানি" (ছান্দোগ্য —৮।১৩।১)।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"সমাবেতৌ। প্রকৃতিশ্চ পরমশ্চ নিত্যৌ সর্ব্বগতৌ নিত্যমুক্তাবসমাবেতৌ প্রকৃতিশ্চ পরমশ্চ বিলীনো হি প্রকৃতৌ সংসারমেতি বিলীনঃ পরমে হ্যমৃতত্ব-মেতীতি সৌপর্ণশ্রুতিঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"তদমৃতত্বং দেহসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈব বোধ্যম্। কুতঃ?" "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি আ বিমুক্তেঃ সংসারব্যপদেশাৎ" ॥৮॥

সূত্রম্—সূক্ষ্মপ্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥৯॥

সূত্রার্থ—বিদ্বানের শরীর-সম্পর্ক দগ্ধ হয় না, যেহেতু সূক্ষ্মশরীর তাহার অনুবর্ত্তন করে, প্রমাণ কি? প্রমাণতশ্চ—যেহেতু প্রমাণ হইতে তাহা জানা যায় ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নাত্র বিদুষঃ শরীরসম্বন্ধো দগ্ধঃ। সূক্ষ্মং শরীরং যদনুবর্ত্ততে। কুতঃ? প্রমাণেতি। দেবযানবর্ত্মনা গচ্ছতো বিদুষস্তং প্রতি ব্রূয়াৎ সত্যং ব্রূয়াদিতি চন্দ্রমসা সংবাদবচনেন শরীর-সদ্ভাবো হ্যুপলভ্যতে। অতোঽদগ্ধদেহসম্বন্ধস্যৈব তদমৃতত্বম্॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ—এই বিশ্বপ্রপঞ্চে ব্রহ্মবিদের শরীর-সম্বন্ধ দগ্ধ হয় না, যেহেতু সূক্ষ্মশরীর অনুবর্ত্তন করে। ইহার প্রমাণ কি? যেহেতু শ্রুতি হইতে তাঁহার শরীর-সত্তা উপলব্ধ হইতেছে। সেই প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে —দেবযান-পথে যখন তিনি ঊর্দ্ধে গমন করেন, তখন সেই ব্রহ্মবিদের চন্দ্রের সহিত আলাপ হয়, সেই বিদ্বান্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, সত্য বলিবে। অতএব বুঝা যাইতেছে—নিশ্চয় তখনও বিদ্বানের শরীর-সম্বন্ধ আছে, নতুবা ঐরূপ আলাপ জানা গেল কেন? অতএব অদগ্ধশরীর-সম্বন্ধেরই সেই অমৃতত্ব-লাভ হয়॥৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—সূক্ষ্মেতি। নাত্রেতি। অত্র প্রপঞ্চে লোকে। চন্দ্রমসা সংবাদবচনেনেতি চন্দ্রমসেতি সহার্থে তৃতীয়া। ন হি শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধং বিনা সংবাদঃ সম্ভবতীত্যাশয়ঃ॥৭॥

টীকানুবাদ—'সূক্ষ্মমিত্যাদি' সূত্রে—'নাত্র বিদুষঃ' ইত্যাদি—অত্র—এই প্রপঞ্চাত্মক জগতে। 'চন্দ্রমসা সংবাদবচনেন'—চন্দ্রমসা—চন্দ্রমার সহিত, এই জন্য সহার্থে তৃতীয়া। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না থাকিলে আলাপ হইতে পারে না, ইহাই অভিপ্রায়॥৭॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহ জীবনে অমৃতত্ব লাভ করিলেও তাঁহার শরীর-সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। কারণ মোক্ষ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যে লোকেই গমন করুক, সূক্ষ্ম শরীর অনুবর্ত্তন করে। এ-বিষয়ে প্রমাণও আছে যে, যখন দেবযান-পথে গমন করে, তখন চন্দ্রের সহিত কথা বলে। কৌষীতকী শ্রুতিতে আছে— "তং প্রতিব্রূয়াদ্বিচক্ষণাদৃতবো—" (কৌঃ ১।২)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্॥" (ভাঃ ৩।৩১।৪৩)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"সূক্ষ্মত্বং বাধিকং ব্রহ্মণঃ প্রকৃতেঃ জ্ঞানানন্দৈশ্বর্য্যাদিপ্রমাণাধিক্যঞ্চ। সর্ব্বতঃ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা প্রকৃতেঃ পরমেশ্বরঃ। জ্ঞানানন্দৌ তথৈশ্বর্য্যং গুণাশ্চান্যেঽধিকাঃ প্রভোরিতি হি চতুরশ্রুতিঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"সূক্ষ্মং শরীরমনুবর্ত্ততে" বিদুষস্তং প্রতিব্রুয়াৎ, সত্যং ব্রুয়াৎ" ইতি প্রমাণতস্তদ্ভাবোপলব্ধেঃ" ॥৯॥

সূত্রম্—নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥১০॥

সূত্রার্থ—অতঃ—এই কারণে শ্রুতি দেহ-সম্বন্ধ নাশের দ্বারা অমৃতত্ব-লাভের কথা প্রতিপাদন করেন না ॥১০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতো হেতোঃ "যদা সর্ব্বে" ইতি শ্রুতির্দেহ-সম্বন্ধোপমর্দ্দেনামৃতত্বং বক্তুং ন প্রভবতি ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ—এই কারণে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতুতে—'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি দেহ-সম্বন্ধনাশের পর অমৃতত্ব লাভ করে, বলিতে পারেন না ॥১০॥

সূক্ষ্মা টীকা—নোপমর্দ্দেনেতি। উপমর্দ্দেন নাশেন ॥১০॥

টীকানুবাদ—'নোপমর্দ্দেনেত্যাদি' সূত্রে। উপমর্দ্দেন—নাশ দ্বারা ॥১০॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রেও বলিতেছেন যে, এই কারণেও অর্থাৎ "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে" (কঠ ২।৩।১৪) পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে যে অমৃতত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দেহসম্বন্ধ-নাশের পর লাভ হয়, এ-কথা বলা

যায় না। বরং দেহ-সম্বন্ধ থাকিতেই সেই অমৃতত্ব অর্থাৎ নিষ্পাপত্ব লাভ হইয়া থাকে। ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ন যাবদেতাং তনুভৃন্নরেন্দ্র
বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন।
বিমুক্তসঙ্গো জিতষট্‌সপত্নো
বেদাত্মতত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ॥" (ভাঃ ৫।১১।১৫)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"অতস্তস্য যে বিশেষগুণাস্তেষামনুপমর্দ্দনেনৈব সাম্যম্। দেশতঃ কালতশ্চৈব সমা প্রকৃতিরীশ্বরে। উভয়োরপ্যবদ্ধত্বং তদবন্ধঃ পরাত্মনঃ। স্বতএব পরেশস্য সাচোপাস্তে সদা হরিম্। প্রকৃতেঃ প্রকৃতস্যাপি যে গুণাস্তে তু বিষ্ণুনা। নিয়তা·নৈব কেনাপি নিয়তা হি হরেগু‍র্ণা ইতি ভবিষ্যৎপর্ব্বণি।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"অতঃ "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি" ইতি ন দেহসম্বন্ধোপমর্দ্দেনামৃতত্বং বদতি" ॥১০॥

সূত্রম্—তস্যৈব চোপপত্তেরুষ্মা ॥১১॥

সূত্রার্থ—মৃত্যুর পূর্ব্বে স্পর্শে উপলভ্যমান স্থূলদেহের উষ্মা সেই সূক্ষ্ম-শরীরেরই উষ্মা, কারণ ইহা যুক্তিসিদ্ধ ॥১১॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মৃত্যোঃ প্রাক্ স্থূলদেহে যঃ সংস্পর্শেনোষ্মোপলভ্যতে সোঽস্য সূক্ষ্মস্যৈব দেহস্য ধর্ম্মো ন তু স্থূলস্য। কুতঃ? উপপত্তেঃ। তদ্‌যুক্ততদ্‌বিযুক্তয়োর্জীবন্মৃতদেহয়োরুষ্মোপলম্ভানুপলম্ভাভ্যাং সূক্ষ্মদেহস্যৈবায়মুষ্মেতি যুক্তেরিত্যর্থঃ। মানান্তরায় চ-শব্দঃ। তথা চোষ্মানুমিতসূক্ষ্মদেহযুক্তো বিজ্ঞোঽপি উৎক্রামতীতি ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ—মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থূলদেহে যে উষ্মা (উত্তাপ) সম্যক্ স্পর্শ দ্বারা উপলব্ধ হয়, উহা সেই জীবের সূক্ষ্ম শরীরেরই ধর্ম্ম, স্থূল

দেহের নহে। কারণ কি? উষ্মাযুক্ত জীবিত ব্যক্তির উষ্মার উপলব্ধি হয়, আর মৃতদেহ উষ্মাবিযুক্ত হয়, তাহার উষ্মা উপলব্ধ হয় না; ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম দেহেরই ঐ উষ্মা অনুমান করিতে হইবে, এই যুক্তিহেতু, এই অর্থ। ইহাতে অন্য প্রমাণও আছে, তাহার জন্য 'চ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই প্রমাণ শ্রুতি প্রভৃতির বাক্য। অতএব সিদ্ধান্ত এই—উষ্মা দ্বারা অনুমিত সূক্ষ্মদেহ লইয়া ব্রহ্মবিদ্‌ও দেহ ত্যাগ করেন॥১১॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্থূলদেহাদন্যঃ সূক্ষ্মদেহোঽস্তীত্যত্র প্রমাণমাহ তস্যৈব চেতি। স্থূলদেহে যোঽয়মূষ্মোপলভ্যতে সোঽস্যৈব সূক্ষ্মদেহস্য ধর্ম্মঃ। সতি তস্মিন্নুপলব্ধেস্তস্মিন্ নির্গতে মৃতদেহেঽনুপলব্ধেশ্চেত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তস্যৈবোপপত্তেঃ। তদ্‌যুক্তেতি। সূক্ষ্মযুক্তসূক্ষ্মবিযুক্তয়োরিত্যর্থঃ। মানান্তরায়—শ্রুত্যাদিবাক্যানি সংগ্রহীতুম্॥১১॥

টীকানুবাদ—স্থূলদেহ ভিন্ন আর একটি সূক্ষ্মদেহ আছে, এ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন—'তস্যৈব চেত্যাদি' সূত্র দ্বারা। মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবদ্দশায় জীব-শরীরে যে উষ্মা বা উত্তাপ অনুভূত হয়, উহা সূক্ষ্ম শরীরেরই ধর্ম্ম। সেই সূক্ষ্ম শরীর থাকিলেই উষ্মার উপলব্ধি হয়, এই অন্বয় এবং সূক্ষ্ম শরীর চলিয়া গেলে মৃতদেহে আর উষ্মা উপলব্ধ হয় না, এই ব্যতিরেক দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের সত্তা স্বীকার করিতে হয়, এইজন্য। 'তদ্‌যুক্ততদ্‌বিযুক্তয়োরিতি'—সূক্ষ্মযুক্ত ও সূক্ষ্মবিযুক্ত দেহকে যথাক্রমে জীবদ্দেহ ও মৃতদেহ বলা হয়, অতএব উষ্মা সূক্ষ্মদেহের—এই যুক্তিবশতঃ, এই অর্থ। 'মানান্তরায়েতি' শ্রুতিপ্রভৃতিবাক্য সংগ্রহের জন্য 'চ' শব্দ প্রযুক্ত॥১১॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে অপর একটি যুক্তি দেখাইতেছেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থূলদেহের স্পর্শে যে উষ্মা অর্থাৎ উত্তাপ বোধ হয়, উহা সূক্ষ্ম শরীরেরই উষ্ণতা। মৃত্যুর পর আর উহা থাকে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরও সূক্ষ্ম শরীরের সহিত উৎক্রমণ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বিকর্ষতোঽন্তহৃ'দয়াদ্দাসীপতিমজামিলম্।
যমপ্রেষ্যান্ বিষ্ণুদূতা বারয়ামাসুরোজসা॥" (ভাঃ ৬।১।৩১)

"জীবো হস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ।
তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্ত সম্ভবঃ॥" (ভাঃ ৩।৩১।৪৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"দ্বিধাঽঽদমবদ্ধস্য তত্নুস্মবদনুস্মবচ্চ। তত্রোস্মবৎ পরং ব্রহ্ম যন্ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন বিজানন্তি অথানুস্মবৎ প্রকৃতিশ্চ প্রাকৃতং চ যন্ন জিঘ্রন্তি জিঘ্রন্তি চ যন্ন পশ্যন্তি পশ্যন্তি চ যন্ন শৃণ্বন্তি শৃণ্বন্তি চ যন্ন জানন্তি জানন্তি চেতি সৌপর্ণশ্রুতেঃ। কিঞ্চিৎ সাম্যোপপত্তেঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহস্যৈব ধর্ম্মভূতঃ উষ্মোপলভ্যতে। তস্মিন্নসতি তদনুপলব্ধেরিত্যুপপত্তেঃ" ॥১১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাশঙ্ক্য সমাধত্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর মুক্তি-বিষয়ে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন।

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। মুক্তিপ্রক্রমায়াথশব্দঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এইবার মুক্তির প্রক্রমের জন্য অথ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

সূত্রম্—প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥১২॥

সূত্রার্থ—শ্রুতিতে বিদ্বানের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ আছে, অতএব তাঁহার উৎক্রমণ হইবে না; এই যদি বল, তাহা নহে; ঐ উৎক্রমণ-নিষেধ দেহ হইতে নহে কিন্তু জীবাত্মা হইতে, এই তাৎপর্য্য ॥১২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিদুষ উৎক্রান্তির্ন স্যাৎ। "অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি বৃহদারণ্যকে তস্য তৎপ্রতিষেধাদিতি

চেন্নাত্র দেহাৎ প্রাণনিক্রান্তির্ন প্রতিষিদ্ধা কিন্তু শারীরাজ্জীবাদেব। দেহাত্তু তস্যাসৌ দর্শিতাস্তি ॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—ব্রহ্মবিদের দেহ হইতে উৎক্রমণ হইবে না, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম ইত্যাদি...ব্রহ্মাপ্যেতি'—আর যদি সেই সাধক বাহ্য-বিষয়ে কামনা-শূন্য হন কিংবা আন্তর-বিষয়ক কামনাবর্জ্জিত হন, অথবা সর্ব্বথা ভগবদানন্দানুভবে পরিতৃপ্তকাম হন, তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নির্গত হয় না, কিন্তু তিনি ব্রহ্ম-সদৃশ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।—এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বিদ্বানের প্রাণোৎক্রমণের নিষেধ থাকা প্রযুক্ত। এই যদি বল, তাহা নহে; এই শ্রুতিতে যে উৎক্রমণের নিষেধ করা হইয়াছে, উহা জীবাত্মা হইতে জানিবে, দেহ হইতে প্রাণের নির্গমণ নিষিদ্ধ নহে। কারণ দেহ হইতে বিদ্বানের উৎক্রমণ পূর্ব্বেই দেখান আছে ॥১২॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রতিষেধাদিতি। অকামো বাহ্যবিষয়ককামনাশূন্যঃ। নিষ্কামো হার্দ্দবিষয়ককামনাশূন্যঃ। আপ্তকামো ভগবদানন্দানুভবেন পরিতৃপ্তঃ। ঈদৃশো যো ব্রহ্মবিৎ তস্য প্রাণাস্তৎস্বরূপাল্লিঙ্গদেহবিশিষ্টান্নোৎক্রামন্তি। কিন্তু তেন সন্ধায় বিরজাতটং চলন্তীত্যর্থঃ। স খলু ব্রহ্মৈব ব্রহ্মসদৃশঃ সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি লভত ইত্যর্থঃ। তস্য তদিতি। বিজ্ঞস্য দেহাদুৎক্রান্তিনিষেধাদিত্যর্থঃ। তস্যাসাবিতি। তস্য বিদুষঃ। অসাবুৎক্রান্তিঃ ॥১২॥

টীকানুবাদ—'প্রতিষেধাদিত্যাদি' সূত্রে 'অথাকাময়মান' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—অকাম-শব্দের অর্থ বাহ্যবিষয়ে কামনাশূন্য, নিষ্কাম অর্থাৎ আন্তর বিষয়ক কামনারহিত, আপ্তকাম অর্থাৎ ভগবদানন্দ-অনুভবহেতু পরিতৃপ্ত। এইরূপ যে ব্রহ্মবিৎ, তাঁহার প্রাণবায়ু লিঙ্গদেহবিশিষ্ট, তাদৃশ স্বরূপ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, কিন্তু তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়া বিরজাতটে (রজোগুণাতীত নদীর কূলে) যায়, এই অর্থ। সেই সাধক ব্রহ্মসদৃশ হইয়া ক্রমে ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হন। 'তস্য তৎপ্রতিষেধাদিতি'—তস্য—বিজ্ঞের, তৎপ্রতিষেধাৎ—দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ নিষিদ্ধ থাকায়, এই অর্থ। 'তস্যাসৌ দর্শিতাস্তি'—তস্য—সেই ব্রহ্মবিদের, অসৌ—ঐ উৎক্রমণ দেখানই আছে ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে একটি পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কাপূর্ব্বক সমাধান করিতেছেন যে, যদি কোন পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, বৃহদারণ্যকে বিদ্বান্ ব্যক্তির উৎক্রান্তির নিষেধ আছে ; যেমন পাওয়া যায়—"নু কাময়-মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো…ব্রহ্মাপ্যেতি।" (বৃঃ ৪।৪।৬) অর্থাৎ বিদ্বানের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মসদৃশ হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। সুতরাং প্রাণের উৎক্রান্তি প্রতিষেধ হইল। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন পূর্ব্বক সূত্রকার স্বয়ং বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে। ঐ শ্রুতিতে দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি নিষেধ হয় নাই, উহা জীব হইতেই নিষেধ হইয়াছে, জানিতে হইবে। শারীর অর্থাৎ জীবকে ছাড়িয়া প্রাণ কোথায়ও যায় না, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ।
> তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ॥"
>
> (ভাঃ ৩।৩১।৪৪)॥ ১২॥

সূত্রম্—স্পষ্টো হ্যেকেষাম্॥১৩॥

সূত্রার্থ—এ-বিষয়ে বিবাদ করিবার কিছু নাই। যেহেতু কতিপয় মাধ্যন্দিন বেদাধ্যায়ীর মতে দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা হইতেই ঐ উৎক্রমণ-সম্বন্ধে প্রতিষেধ স্পষ্টই দেখা যায়॥১৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নৈবাত্র বিবদিতব্যম্। হি যস্মাদেকেষাং মাধ্যন্দিনানাং শারীরাৎ প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ স্পষ্টো দৃশ্যতে। "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মা-প্যেতি" ইতি। অত্রৈবেতি পুরঃপ্রাপ্যে ব্রহ্মণ্যেবেত্যর্থঃ। যত্তু কাণ্বাম্নায়ে আর্ত্তভাগপ্রশ্নে বিদ্বৎপ্রাণানুৎক্রান্তিপরং যাজ্ঞবল্ক্যোত্তরং দৃশ্যতে তৎ কিল পরমার্ত্তৈকান্তিপরতয়া বোধ্যম্। যচ্চ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মাত্মৈক্যধ্যায়িনোঽনুৎক্রান্তিপরং তদিত্যাহ তন্মন্দং তদর্থাবেদক-পদাদর্শনাৎ নির্ব্বিশেষবস্তুাসিদ্ধেশ্চ॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ—বিদ্বানের প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হয় কি না, এ-বিষয়ে বিসংবাদ করিবার কিছু নাই। যেহেতু কতিপয় মাধ্যন্দিনশাখীদের শ্রুতিতে শারীর আত্মা হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি-নিষেধ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। যথা শ্রুতি—'ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি…ব্রহ্মাপ্যেতি'। সেই শারীর আত্মা হইতে প্রাণবায়ু উৎক্রান্ত হয় না, কিন্তু কিছু পরেই প্রাপ্য ব্রহ্মে লীন হয়, সে ব্রহ্মসদৃশ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। তবে কাণ্বশাখীয় শ্রুতিতে আর্ত্তভাগের প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে দেখা যায় যে, বিদ্বানের প্রাণোৎক্রমণ হয় না ; তাহার তাৎপর্য্য এই যে—ভগবদ্দর্শনের জন্য পরমার্ত্ত এইরূপ একান্তীভক্ত, তাঁহারই প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, ইহা বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া উহা যে বিশেষ-ধর্ম্মশূন্য ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐক্যধ্যানকারী ব্যক্তির প্রাণের অনুৎক্রান্তি-তাৎপর্য্য, তাহা অসঙ্গত কথা। যেহেতু সেইরূপ তাৎপর্য্য-জ্ঞাপক পদ তথায় দেখা যাইতেছে না, আর ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ধর্ম্মকত্বাদিও অসিদ্ধ ॥১৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্পষ্টো হীতি। অত্র শারীরাৎ প্রাণোৎক্রান্তিঃ প্রতিষিদ্ধেত্যস্মিন্নর্থে। ন তস্মাদিতি। তস্মাৎ শারীরাৎ। যত্বিতি। কাণ্বাঃ পঠন্তি। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ। যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে তদাস্মাৎ শরীরাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহো নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সংবিলীয়তে স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে ইতি। অস্যার্থঃ। আর্ত্তভাগঃ পৃচ্ছতি। হে যাজ্ঞবল্ক্য! যদায়ং ব্রহ্মবিৎ পুরুষো ম্রিয়তে তদাস্মাৎ তদ্দেহাৎ তেন সহ প্রাণা উৎক্রামন্তি ন বেতি প্রশ্নার্থঃ। নির্যাণকালে প্রাণৈঃ সহিতো মূর্দ্ধন্যনাড্যা গচ্ছতি কিংবা যাবদ্দেহপাতং তত্রৈব স্থিত্বা তৎপাতে সতি পশ্চাদ্গচ্ছতীতি যাবৎ। তত্রোত্তরম্। নেতি হোবাচ ইতি। তে তৎপ্রাণা যাবদ্দেহনিপাতমত্রৈব দেহে তিষ্ঠন্তি। স ব্রহ্মবিদুচ্ছ্বয়তি উচ্ছূনদেহো ভবতি। আধ্মায়তি বাহ্যেন বায়ুনা পূরিতো ভবতি। এবমাধ্মাতো মৃতো নিশ্চেষ্টঃ শেত ইতি। ইত্থং প্রারব্ধফলভূতং দেহোচ্ছ্বয়নাদিকং কিঞ্চিদনুভূয়াধিকং স্বজ্ঞাতিপুত্রেভ্যঃ প্রদায় পশ্চান্মোক্ষং বিন্দতীতি। এষা শ্রুতিঃ প্রাণোৎক্রান্তিবাদিনাং কথং সঙ্গচ্ছেতেতি চেৎ তত্রাহ। পরমার্ত্তৈকান্তিনিষ্ঠং বোধ্যমিতি। তান্ হি স্বয়ং শ্রীহরিরেবাগত্যাত্রৈব তদ্দেহোপাধিং বিনির্ধূয় দিব্যতনুভাজো বিধায় গরুত্মত্যারোপ্য স্বধাম নয়তীতি বিশেষাধিকরণে নির্দেক্ষ্যতে। ইতরথা বহু-

ভিরুৎক্রান্তিবাক্যৈঃ সহ বিরোধাপত্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। যচ্চেতি। তদেব কাণ্বাম্নায়মাশ্রিত্য মায়িনো বর্ণয়ন্তি। সবিশেষব্রহ্মধ্যায়িনঃ সলিঙ্গস্যৈয়মুৎক্রান্তির্ন তু নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মৈক্যধ্যায়িনঃ তস্য তপ্তায়ঃপিণ্ডনিক্ষিপ্তনীরবিন্দুবদত্রৈব লিঙ্গদেহস্য বিলয়ঃ স্যাদত্রৈব সমবলীয়তে ইতি শ্রুতেঃ। অত্রৈবেতি। নিখিলপ্রপঞ্চভ্রমাধিষ্ঠানতয়াবগতে নির্ব্বিশেষে স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণ্যেবেত্যর্থঃ। কৃৎস্নঃ প্রপঞ্চঃ খলু স্বাজ্ঞানেন স্বস্মিন্ কল্পিতো রজ্জাবিব ভুজঙ্গাদিঃ। স্বজ্ঞানে সতি তু স্বস্মিন্নেব স বিলীয়তে রজ্জুজ্ঞানে সতি তদজ্ঞানকল্পিতো যথা ভুজঙ্গাদিরিতি। তস্মাৎ তদ্ধ্যায়িনো নাস্ত্যুৎক্রান্তিরিতি। তত্র তদর্থস্তু। উৎপন্নব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারস্য বিদুষো যদায়ং স্থূলঃ প্রত্যক্ষপুরুষো দেহো ম্রিয়তে নিশ্চেষ্টো ভূমৌ শেতে তদাস্মাদ্দেহাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত নেতি তত্রৈব বিলয়ং যান্তীতি পৃষ্টোঽনুৎক্রান্তিপক্ষমাশ্রিত্য নোৎক্রামন্তীত্যুক্ত্বা তর্হি মৃতো ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য অত্রৈব সমবলীয়ন্ত ইতি তদ্বিলয়ং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধয়ে স উচ্ছ্বয়তীত্যাদিকমবোচৎ। তত্র দেহোচ্ছ্বয়নাদিভিরুৎক্রান্ত্যভাবঃ সিদ্ধ ইতি চেন্নৈবমেতৎ। তত্র হেতুস্তদর্থাবেদকেতি। ন হ্যেষা শ্রুতিস্তাদৃশীং বিবর্ত্তবাদময়ীং কল্পনাং সহতে তৎপ্রত্যায়কপদাদর্শনাৎ। হেত্বন্তরঞ্চাহ নির্ব্বিশেষেতি। ন নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম তত্র প্রমাণবিরহাৎ। ন চ তেন সহাত্মৈক্যং দ্বৈতশ্রুতিব্যাকোপাৎ। ন চৈক্যং ধ্যেয়ং ব্রহ্মণো ধ্যেয়ত্বাৎ ॥১৩॥

টীকানুবাদ—'নৈবাত্র বিবদিতব্যম্' ইতি—অত্র—শারীর (শরীরাভিমানী) আত্মা হইতে প্রাণোৎক্রান্তি প্রতিষিদ্ধ, এই বিষয়ে। 'ন তস্মাদিত্যাদি' মাধ্যন্দিন-শ্রুতি—তস্মাৎ—শারীর আত্মা হইতে। 'যত্তু কাণ্বাম্নায়ে' ইত্যাদি—কাণ্বশাখীয় ব্রাহ্মণগণ পাঠ করেন—'যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ' ইত্যাদি 'যত্রায়ং…মৃতঃ শেতে' ইতি আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ওহে যাজ্ঞবল্ক্য! যখন এই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ মৃত হয় তখন তাহার দেহ হইতে সেই জীবাত্মার সহিত প্রাণ উৎক্রান্ত হয় কি না? প্রশ্নের তাৎপর্য্য—দেহ হইতে নির্যাণকালে প্রাণের সহিত মস্তকস্থিত সুষুম্নানাড়ী-যোগে কি জীব চলিয়া যায়? অথবা যাবৎকাল পর্য্যন্ত দেহপাত না হয়, তাবৎকাল দেহেই থাকিয়া দেহপাত হইলে পরে চলিয়া যায়? তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর—'নেতি হোবাচ' ইত্যাদির অর্থ—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না, তাহা নহে। তাহার

প্রাণবায়ু দেহপাত পর্য্যন্ত এই দেহেই থাকে। মৃত্যুর পর সেই ব্রহ্মবিদ্‌দের দেহ স্ফীত হয় (ফুলিয়া যায়), বাহ্য বায়ুদ্বারা পূর্ণ হয়, তাহার পর সে চেষ্টাশূন্য হইয়া শয়ন করে। এইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল দেহের স্ফীততা, বাহ্য বায়ু দ্বারা পূরণ প্রভৃতি কিছু ভোগ করিয়া তদতিরিক্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম নিজ জ্ঞাতি ও পুত্রকে দিয়া পরে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যদি বল, এই শ্রুতি প্রাণের উৎক্রান্তিবাদীদের পক্ষে কিরূপে সঙ্গত হয় ? তাহাতে বলিতেছেন—পরমার্ত্ত—একান্তিনিষ্ঠ ভক্তদের প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না, এই উক্তি সঙ্গত জানিবে। কথাটি এই—স্বয়ং (মূর্ত্তিমান্) শ্রীহরিই আসিয়া এই শরীরেই সেই পরমার্ত্ত একান্তিনিষ্ঠ ভক্তদিগকে তাঁহাদের দেহোপাধি নাশ করিয়া দিব্যতনু দান করেন এবং পরে স্ববাহন গরুড়ে আরোহণ করাইয়া নিজধামে লইয়া যান। এ-কথা বিশেষাধিকরণে নির্ণীত হইবে। ইহা না মানিলে বহু উৎক্রান্তি-বাক্যের সহিত ঐ শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাবার্থ। 'যচ্চ নির্ব্বিশেষেত্যাদি'—কাণ্বশাখীদের সেই শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া মায়াবাদীরা (কেবলাদ্বৈতবাদীরা) ব্যাখ্যা করেন। সবিশেষ ব্রহ্মধ্যানকারীরই লিঙ্গ শরীরের সহিত দেহ হইতে উৎক্রমণ হয় কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ-ধ্যানকারীর উত্তপ্ত লৌহকটাহে নিক্ষিপ্ত জল বিন্দুর মত এইখানেই লিঙ্গদেহের লয় হয়, কারণ শ্রুতি আছে—'অত্রৈব সমবলীয়তে'। 'অত্রৈব' ইহার অর্থ—নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের ভ্রম ব্রহ্মের উপর হইয়াছে, তাহার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম—এইরূপ জীবাত্মভূত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে তাহাতে সমস্ত লীন হয়। যেহেতু সমস্ত প্রপঞ্চ স্ব-স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ নিজেতেই কল্পিত, যেমন রজ্জুতে সর্প প্রভৃতি। যখন জীব শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব বলিয়া নিজেকে বুঝে, তখন সেই প্রপঞ্চের নিজেতেই লয় হয়, যেমন রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া বুঝিলে তাহাতে অজ্ঞান-কল্পিত সর্পাদি লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদধ্যানকারীর উৎক্রমণ হয় না। এ-বিষয়ে উক্ত শ্রুতির অর্থ তাঁহারা (কেবলাদ্বৈতবাদীরা) এইরূপ করেন। প্রশ্ন—ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার অভেদ অনুভব যাহার হইয়াছে, সেই ব্রহ্মবিদের যখন এই স্থূল প্রত্যক্ষ পুরুষসমন্বিত দেহ মৃত হইয়া নিশ্চেষ্টাবস্থায় ভূমিতে শুইয়া থাকে, তখন তাহার দেহ হইতে প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হয় ? অথবা ঐ দেহেতেই লয় প্রাপ্ত হয় ? আর্ত্তভাগ এই কথা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার

উৎক্রমণ হয় না, এই পক্ষ লইয়া তিনি বলিলেন—'না, উৎক্রান্ত হয় না' পরে আর্ত্তভাগের আশঙ্কা—তাহা হইলে কি মরে নাই, তাহার অপনোদনার্থ তিনি বলিলেন—এই শরীরেই প্রাণ বিলীন হয়, এইরূপে বিলয়-পক্ষ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা সঙ্গত করিবার জন্য সেই শরীর স্ফীত হয় ইত্যাদি বলিয়াছিলেন। তাহাতে দেহের স্ফীততা প্রভৃতি দ্বারা প্রাণের উৎক্রান্তির অভাব সিদ্ধ হইয়াছে।—কেবলাদ্বৈতবাদী যদি এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা করিতে পারেন না, তাহার কারণ—'তদর্থাবেদক পদাদর্শনাৎ' ইতি—অর্থাৎ ঐ শ্রুতি ঐরূপ বিবর্ত্তবাদ-কল্পনার পক্ষপাতী নহে, যেহেতু বিবর্ত্তবোধক কোন পদই তথায় দৃষ্ট হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন আর একটি হেতু বলিতেছেন—'ব্রহ্ম যে নির্ব্বিশেষ, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই। সেই ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য ইহাও বলা চলে না, যেহেতু তাহাতে দ্বৈত-শ্রুতির বিরোধ হয়। আর এক কথা—ঐক্য-ধ্যানও অসঙ্গত, কারণ ব্রহ্মই তথায় ধ্যেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বুঝাইতেছেন যে, মাধ্যন্দিন শাখাবলম্বিগণের বিচারমতে জীব হইতে প্রাণের উৎক্রমণ-সম্বন্ধে স্পষ্টভাবেই নিষেধ দৃষ্ট হয়।

কাণ্বাম্নায়ে আর্ত্তভাগের প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে যে দেখা যায়—বিদ্বানের প্রাণোৎক্রমণ হয় না; তাহা কিন্তু পরমার্ত্ত একান্ত ভক্তদিগের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। এ-কথা "বিশেষঞ্চ দর্শয়তি" সূত্রে পাওয়া যাইবে। মায়াবাদীরা যদি বলেন যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যধ্যানকারী ব্যক্তিগণের পক্ষেই প্রাণের উৎক্রমণ শ্রুতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ ঐরূপ বিবর্ত্তবাদের অর্থবোধক কোন শ্রুতি নাই, বিশেষতঃ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বাদি অসিদ্ধ। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের সূক্ষ্মা টীকায় আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্।
মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্॥" (ভাঃ ৪।১২।৩০)

অর্থাৎ যখন উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুব ভগবৎ-প্রেরিত বিমানে আরোহণ করিতে যাইবেন, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মস্তকে পদার্পণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ মৃত্যুকে জয়করতঃ অদ্ভুত বিমানে আরোহণ করিলেন ॥১৩॥

সূত্রম্—স্মর্য্যতে চ ॥১৪॥

সূত্রার্থ—স্মৃতিতেও ব্রহ্মবিদের মস্তকস্থিত সুষুম্নানাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ পাওয়া যায় ॥১৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"ঊর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্। ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্" ইতি। স্মৃতিশ্চ বিদুষো মূর্দ্ধন্যনাড্যোৎক্রান্তিমাহ। তথাচ বিদুষোপ্যুৎক্রান্তিরস্তীতি সিদ্ধম্ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে সুষুম্নারূপ একটি রশ্মি ঊর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকগামী হইয়া অবস্থিত। যাহা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া থাকে। তাহা দ্বারা ঐ সাধক পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। এই স্মৃতিবাক্যও ব্রহ্মবিদের মস্তকস্থিত নাড়ীযোগে উৎক্রমণ বলিতেছেন। তাহা হইলে স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, বিদ্বানেরও দেহ হইতে উৎক্রমণ আছে ॥১৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্মর্য্যত ইতি। একঃ সুষুম্নারূপো রশ্মিঃ ॥১৪॥

টীকানুবাদ—'স্মর্য্যতে চ' এই সূত্রে। 'ঊর্দ্ধমেকঃ' ইত্যাদি ভাষ্যে একঃ—সুষুম্নারূপ রশ্মি ॥১৪॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্মবিদের উৎক্রান্তি-বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণও আছে,—ইহাই সূত্রকার এক্ষণে বলিতেছেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যও স্বীয় ভাষ্যে এ-স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি উদ্ধার পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, বিদ্বানেরও মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারাই উৎক্রমণ হয়। অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল ভেদকরতঃ ব্রহ্মলোক অতিক্রম পূর্ব্বক মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"পার্ষ্ণ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেৎ তনুম্॥"(ভাঃ ১১।১৫।২৪)

অর্থাৎ পাদমূল দ্বারা মলদ্বার নিরোধপূর্ব্বক প্রাণোপাধিযুক্ত আত্মাকে ক্রমশঃ হৃদয়, বক্ষঃ, কণ্ঠ ও মস্তকে আরোপিত করিয়া এবং তথা হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা ব্রহ্ম সমীপে লইয়া দেহ ত্যাগ করিবে॥১৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সেন্দ্রিয়গ্রামঃ সপ্রাণো জীব উৎক্রান্তি-কালে তেজঃ প্রভৃতিষু সূক্ষ্মভূতেষু সম্পদ্যতে ইত্যভিহিতং সৈষা সম্পত্তির্বিজ্ঞস্য ন সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য পরিহৃতঞ্চ। অথেদং বিমৃশ্যতে। বিদুষো বাগাদয়ঃ প্রাণাস্তদ্বপুর্ভূতানি সূক্ষ্মভূতানি চ স্ব-স্বহেতৌ সম্পদ্যন্তে পরমাত্মনি বেতি সংশয়ে "যত্রাস্য পুরুষস্য" ইত্যাদিশ্রুতেঃ স্ব-স্বহেতাবিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মা ইন্দ্রিয়-সমুদয় ও প্রাণবায়ুর সহিত দেহ হইতে উৎক্রমণের সময় তেজ প্রভৃতি সূক্ষ্মভূতবর্গে সংযুক্ত হয়, এই সংযোগ বিদ্বানের সম্ভব নহে, ইহা আশঙ্কা করিয়া সমাধানও করা হইয়াছে। অতঃপর ইহা বিচার করা যাইতেছে—বিদ্বানের বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাহার শরীরের উপাদান সূক্ষ্মভূত-গুলিও নিজ নিজ কারণে লীন হয়? অথবা পরমাত্মাতে? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'যত্রাস্য পুরুষস্য' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, নিজ নিজ হেতুতেই লীন হয়, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সেন্দ্রিয়েতি। অত্রাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। সেন্দ্রিয়প্রাণো জীবো ব্রহ্মণি লীয়ত ইতি যৎ পূর্ব্বমুক্তং তন্ন যুক্তং স্ব-স্বহেতাব-গ্ন্যাদৌ বাগাদের্লয়শ্রবণাৎ ইত্যাক্ষিপ্য তত্র সমাধানাৎ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই অধিকরণে আক্ষেপ-নামক সঙ্গতি। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত জীব ব্রহ্মে লীন হয়,

তাহাতো যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ বাগাদির নিজ নিজ কারণ অগ্নি প্রভৃতিতে লয় শ্রুত আছে, এইরূপ আক্ষেপ (আপত্তি) করিয়া সমাধান হওয়ায় আক্ষেপ-সঙ্গতি সিদ্ধ হইল।

পরসম্পত্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—তানি পরে তথা হ্যাহ ॥১৫॥

সূত্রার্থ—সেই তেজঃ শব্দে সংজ্ঞিত বাক্ প্রভৃতি, প্রাণ ও সূক্ষ্মভূতগুলি সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মে সংযুক্ত হয়। যেহেতু শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন ॥১৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তানি তেজঃ পরস্যামিত্যত্র তেজঃ-শব্দিতানি বাগাদিপ্রাণভূতানি পরে সর্ব্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সম্পদ্যন্তে তস্যৈব সর্ব্বোপাদানত্বাৎ। কুতঃ ? হি যস্মাৎ "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইতি শ্রুতিরেব তথাহ। যত্রাস্যেত্যাদিকন্তু জহৎস্বার্থমিত্যভাণি প্রাক্ ॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ—'তানি তেজঃ পরস্যাম্' এই শ্রুতিতে সেই সকল তেজ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বাক্, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও জীবের আশ্রয়ভূত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত—ইহারা সকলের আত্মভূত পরব্রহ্মে লীন হয় ; যেহেতু তিনি সকলের উপাদান কারণ। ইহার প্রমাণ কি ? উত্তর—যেহেতু 'তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্' তেজ পরদেবতায় সংযুক্ত হয়, এই শ্রুতিই সেইরূপ বলিতেছেন। তবে যে 'যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি' ইত্যাদি শ্রুতি অন্যরূপ বলিতেছেন, তাহার উপপত্তি জহৎস্বার্থ-লক্ষণা দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি শব্দ ব্রহ্মবোধক, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ॥১৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—তানীতি। তেজঃ পরস্যামিত্যত্র তেজঃশব্দেন সেন্দ্রিয়-প্রাণস্য জীবস্যাশ্রয়ভূতং সূক্ষ্মভূতপঞ্চকং বোধ্যম্ ॥১৫॥

টীকানুবাদ—'তানি পরে' ইত্যাদি সূত্রে। 'তেজঃ পরস্যাম্' ইত্যাদি শ্রুতিস্থ তেজঃ-শব্দ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-সমন্বিত জীবের আশ্রয়স্বরূপ সূক্ষ্ম পাঁচটি ভূতকে বুঝিতে হইবে ॥১৫॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে আর একটি আক্ষেপ-মূলে প্রশ্ন হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদের বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তাহার শরীরের উপাদান ভূত-সমূহ কি স্ব-স্ব-কারণেই লীন হয়? অথবা পরমাত্মাতে সংযুক্ত হইয়া থাকে? এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, নিজ নিজ কারণেই লীন হয়। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, তানি—অর্থাৎ সেই সকল প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মভূতগুলি সকলই পরব্রহ্মে সংযুক্ত হয়। যেহেতু, তিনিই সর্ব্বাত্মভূত এবং সর্ব্বোপাদান-স্বরূপ। তাহাই শ্রুতিতেও আছে।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে,—

"বাঙ্মনসি সংপদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্।" (ছাঃ ৬।৮।৬)।

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

"শ্রুতি-অনুসারেই কার্য্য কল্পনা করা কর্ত্তব্য। সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে জীব যেরূপ পরমাত্ম-সম্পত্তির দ্বারা সুখ-দুঃখ-ভোগজনিত শ্রমের অপনোদন করে, সেইরূপ এখানেও।"

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"প্রাণদ্বারেণ সর্ব্বাণি দৈবতানি পরমাত্মনি বিলীয়ন্তে সর্ব্বে দেবাঃ প্রাণমাবিশ্য দেবে মুক্তা লয়ং পরমে যান্ত্যচিন্ত্য ইতি কৌষারবশ্রুতিঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"তেজঃ প্রভৃতি-ভূতসূক্ষ্মাণি পরস্মিন্ সম্পদ্যন্তে। "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ইত্যাহ শ্রুতিঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।

তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥”
(ভাঃ ১০।৮৭।১৮) ॥ ১৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তত্রৈব পুনর্বিমর্শান্তরম্। যা খলু পরমাত্মনি বিদ্বৎপ্রাণাদিসম্পত্তিরুক্তা সা কিং বাঙ্মনসীত্যাদিবৎ সংযোগাপত্তিঃ কিংবা “যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্র” ইত্যাদিবৎ তাদাত্ম্যাপত্তিরিতি সন্দেহে পূর্ব্বস্বারস্যপ্রাপ্তেরবিশেষাচ্চ তদ্বৎ-সংযোগাপত্তিরিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর তাহাতেই অন্য বিচার পুনরায় আরব্ধ হইতেছে। পরমাত্মাতে বিদ্বানের যে প্রাণাদির সম্পত্তি বলা হইয়াছে, ঐ সম্পত্তি কি ‘বাঙ্‌মনসি’—বাক্ মনে সংযুক্ত হয়, ইত্যাদির মত সংযোগ-অর্থবোধক ? অথবা যেমন প্রবহমান নদীগুলি সমুদ্রে মিলিত হয় ইত্যাদির মত তৎস্বরূপাপত্তিরূপ লয় অর্থ প্রকাশক ? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন —পূর্ব্বের স্বরসতা-প্রাপ্তিবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বে বাক্ প্রভৃতির মন প্রভৃতিতে সংযোগ-অর্থ অভিপ্রেত হওয়ায় এবং তেজেরও ব্রহ্মসম্পত্তি-বিষয়ে কোনও বিশেষ উক্তি না থাকায় বাগাদির মন প্রভৃতিতে সংযোগের মত ব্রহ্মসম্পত্তি-শব্দের ব্রহ্মে সংযোগ অর্থ বলিব, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র বিদ্বৎপ্রাণাদের্ব্রহ্মণি সম্পত্তিরুক্তা তামাশ্রিত্য তস্যাঃ স্বরূপং বর্ণ্যমিত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। অথ তত্রৈবেত্যাদি। পূর্ব্বস্বারস্যেতি। পূর্ব্বত্র বাগাদীনাং মনঃপ্রভৃতিষু সংযোগাপত্তিরেব ব্যাখ্যাতেত্যর্থঃ। অবিশেষাচ্চেতি। তাদাত্ম্যাপত্তিবোধকবিশেষানুপলম্ভাচ্চেত্যর্থঃ। এবং প্রাপ্তে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে ব্রহ্মবিদের প্রাণ প্রভৃতির ব্রহ্মে সম্পত্তি যে বলা হইয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই সম্পত্তির স্বরূপ বর্ণনীয়—এইজন্য এই অধিকরণের আরম্ভ ; অতএব ইহাতে আশ্রয়া-শ্রয়িভাবরূপ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। ‘অথ তত্রৈব বিমর্শান্তরম্’ ইত্যাদি। ‘পূর্ব্বস্বারস্য-

প্রাপ্তেরিতি' অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে বাক্ প্রভৃতির মন প্রভৃতিতে সংযোগাপত্তিই সম্পত্তি-শব্দের অর্থ, ইহা ব্যাখ্যাতহেতু এবং 'অবিশেষাচ্চ' তাদাত্ম্যাপত্তিবোধক কোন শব্দ-বিশেষের অনুপলব্ধিবশতঃ সংযোগপ্রাপ্তি সম্পত্তি-শব্দের অর্থ। এইরূপ মত প্রাপ্ত হইলে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবিভাগাধিকরণম্

সূত্রম্—অবিভাগো বচনাৎ ॥১৬॥

সূত্রার্থ—সম্পত্তি-শব্দের অর্থ অবিভাগ অর্থাৎ তাদাত্ম্যপ্রাপ্তিরূপ লয়, সংযোগ নহে, কারণ কি ? যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে ॥১৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অচিচ্ছক্তিবিশিষ্টে পরমাত্মনি প্রাণাদেরবিভাগস্তাদাত্ম্যাপত্তিঃ। কুতঃ ? বচনাৎ। ষষ্ঠে প্রশ্নে "এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি" ইতি প্রাণাদীনাং কলানাং পরমাত্মনি সম্পত্তিমভিধায় পুনঃ "ভিদ্যতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে" "স এষোঽমৃতো ভবতি" ইতি তাসাং নামরূপাভেদস্যোক্তেঃ। অয়ং ভাবঃ—স্থূলশরীরাদুৎক্রান্তস্য জীবস্য বিদুষঃ সূক্ষ্মং শরীরং বিদ্যয়া বিপ্লুষ্টকারীষপিণ্ডবজ্জীর্ণমপ্যনুবর্ত্ততে। অথাণ্ডাদ্বিনিষ্ক্রান্তস্য তস্যাষ্টমাবরণে প্রকৃতৌ তদ্বিকারভূতং সূক্ষ্মং তদ্বিলীয়তে। স তু বিশুদ্ধঃ প্রাপ্তব্রাহ্মবপুঃ প্রকৃত্যপাশ্রয়েণ তেন ব্রহ্মণা সহ সংযুজ্যত ইতি ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ—'অচিচ্ছক্তিবিশিষ্ট' অর্থাৎ তমঃশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মায় প্রাণ প্রভৃতির অবিভাগ অর্থাৎ লয়রূপ তাদাত্ম্যাপত্তি, ইহাই সম্পত্তি-শব্দের অর্থ। প্রমাণ কি ? বচনাৎ—যেহেতু সেইরূপ উক্তি আছে। ষট্ প্রশ্নীতে ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে আছে—'এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি'—ইহার অর্থ—অস্য পরিদ্রষ্টুঃ—এই ব্রহ্ম-দর্শনকারী

পুরুষের, ইমাঃ—এই সকল নিজ অনুভববিষয়ীভূত, ষোড়শকলাঃ—অর্থাৎ সূক্ষ্মপঞ্চমহাভূতের (পঞ্চতন্মাত্রার) সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন), পুরুষায়ণাঃ—পরমাত্মাতে আশ্রিত, পুরুষং প্রাপ্য—পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, অস্তং গচ্ছন্তি—তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে প্রাণাদি (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) কলার (বিকারের) পরমাত্মাতে লয় বলিয়া পরে আবার বলিলেন—সেইসব কলার লয়ের পর ঐ কলাগুলির নামও পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপে সেই পুরুষ অমৃত হইয়া থাকে। এইরূপে কলাগুলির নামরূপ লয় বলিয়াছেন, এইজন্য তাদাত্ম্যাপত্তি হইতেছে। ভাবার্থ এই—ব্রহ্মবিৎ পুরুষ স্থূল শরীর (পাঞ্চভৌতিক দেহ) হইতে নির্গত হইলে তাহার সূক্ষ্ম শরীর (সপ্তদশ বিকারাত্মক লিঙ্গ শরীর) বিদ্যা দ্বারা দগ্ধ হইয়া দগ্ধ কারীষপিণ্ডের (গোময় পিণ্ডের) মত ভস্মীভূত হইয়াও সেই জীবের অনুসরণ করে। অনন্তর ব্রহ্মাণ্ড হইতে নির্গত সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষের অষ্টম আবরণস্বরূপ প্রকৃতিতে বিকারভূত সেই সূক্ষ্ম শরীর বিলীন হয়। কিন্তু সে বিরজা নদীতে স্নাত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতিসম্পর্ক শূন্য হইয়া ভগবানের সঙ্কল্পে সিদ্ধ পার্ষদ শরীর প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বথা প্রকৃতির সম্বন্ধহীন সেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হয় ॥১৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—অবিভাগ ইতি। অচিদিতি। তমঃশক্তিমতীত্যর্থঃ। এবমেবেতি। অস্য পরিদ্রষ্টুর্ব্রহ্মানুভবিনো জনস্য ইমাঃ স্বানুভবগম্যাঃ ষোড়শকলাঃ সূক্ষ্মভূতপঞ্চকসহিতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। প্রাণপঞ্চকসহিতানি তানীত্যেকে। পুরুষায়ণাঃ পরমাত্মাশ্রয়াঃ। পুরুষং পরমাত্মানম্। অস্তং গচ্ছন্তি তমঃশক্তিকে তত্রৈব লীয়ন্তে। "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা" ইত্যত্র তু মনসঃ পৃথিবীবিকারত্বেনৈক্যবিবক্ষয়া পঞ্চদশত্বং বোধ্যম্। প্রাণাদীনামিতি। কলালয়োক্ত্যনন্তরং তন্নামরূপলয়মুক্ত্বা 'স এষোঽকলোঽমৃত' ইত্যুক্তের্নিরবশেষস্তল্লয় ইতি ভাবঃ। বিপ্লুষ্টেতি। বন্ধকত্বশক্তিস্তস্য দগ্ধেত্যাশয়ঃ। বিশুদ্ধঃ বিরজাস্নাতঃ প্রকৃতিগন্ধশূন্য ইত্যর্থঃ। প্রাপ্তেতি লব্ধভগবৎসঙ্কল্পসিদ্ধপার্ষদবিগ্রহঃ। প্রকৃত্যপাশ্রয়েণেতি। যৎ প্রকৃতির্বিদূরাৎ সংশ্রয়তি তেন ব্রহ্মণা সহ যুক্তো মিলিতো ভবতীত্যর্থঃ। সহেতি শ্রীবিগ্রহেণাশ্লেষং সূচয়তীতি ॥১৬॥

টীকানুবাদ—'অবিভাগ' ইত্যাদি সূত্রে। 'অচিচ্ছক্তিবিশিষ্টে' ইত্যাদি ভাষ্য—অচিচ্ছক্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ তমঃ-শক্তি সম্পন্ন পরমাত্মায়। 'এবমেবাস্য' ইতাদি শ্রুতির অর্থ—'অস্য পরিদ্রষ্টুঃ'—এই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী পুরুষের, ইমাঃ—এইসব অর্থাৎ নিজ অনুভবসিদ্ধ, ষোড়শকলাঃ—পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোলটি অংশ। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত-সহিত—ইহার স্থলে পঞ্চ প্রাণের সহিত। পুরুষায়ণাঃ—পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া স্থিত। পুরুষং অর্থাৎ পরমাত্মায়। অস্তং গচ্ছন্তি অর্থাৎ তমঃশক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্মে লীন হয়। তবে যে 'গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ' এই বাক্যে পনরটি কলা বলা হইয়াছে, উহা মনের পৃথিবী-বিকারত্ব-নিবন্ধন তাহার সহিত অভেদ বিবক্ষা দ্বারা জানিবে। 'প্রাণাদীনাং কলানামিতি'—ষোড়শ কলার ব্রহ্মে লয়োক্তির পর তাহাদের নামরূপের লয় বলিলেন, তাহার পরে সেই ব্রহ্মবিৎ জীবাত্মা কলাহীন হইয়া অমৃত হয়, এই কথা বলায় নিঃশেষে তাহার লয় বুঝাইল, ইহাই ভাবার্থ। 'বিপ্লুষ্টকারীষপিণ্ডবদিত্যাদি' ইহার অভিপ্রায় প্রাণাদির বন্ধনকারিত্বশক্তি দগ্ধ হইল। বিশুদ্ধ—বিরজা নদীতে স্নান করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বথা প্রকৃতিসম্পর্কশূন্য হইয়া। প্রাপ্ত ব্রাহ্মবপুঃ—ভগবানের সঙ্কল্পবশে সিদ্ধ তাঁহার পার্ষদ শরীর লাভ করিয়া। প্রকৃত্যপাশ্রয়েণ ইতি—যাঁহাকে প্রকৃতি দূর হইতে আশ্রয় করে, সেই পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়, এই অর্থ। সহ সংযুজ্যতে, ইহা শ্রীবিগ্রহের সহিত সংযোগ সূচনা করিতেছে ॥১৬॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পুনরায় আর একটি বিচার উত্থাপিত হইতেছে যে, পরমাত্মাতে বিদ্বানের প্রাণাদি সংযুক্ত হয়, এই যে বলা হইয়াছে, উহা কি বাকের মনের সহিত সংযোগের ন্যায় ? অথবা সমুদ্রে নদীর মিলনের ন্যায় তাদাত্ম্যভাব-প্রাপ্তি ? এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—উভয় শ্রুতিতে অবিশেষে অভিধানহেতু বাকের মনে সংযোগের ন্যায় ব্রহ্মে সংযোগই বলিব। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অচিৎ-শক্তি-বিশিষ্ট পরমাত্মার সহিত প্রাণাদির অবিভাগ অর্থাৎ তাদাত্ম্যাপত্তিই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এ-বিষয়ে ভাষ্য ও টীকায় বিস্তৃত আলোচনা আছে।

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

"ব্রহ্মজ্ঞের মুক্তিকালে ব্রহ্মের সহিত তিনি এক হইয়া যান না। কিন্তু অবিভাগ অর্থে অপৃথগ্‌ভাব অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া ব্যবহারের অযোগ্য সম্বন্ধ-বিশেষ লাভ হয় এইমাত্র।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"এতে দেবা এতমাত্মানমনুবিশ্য সত্যাসত্যকামাঃ সত্যসংকল্পাঃ যথা কামমন্তর্ব্বহিঃ পরিচরন্তীতি গৌপবনশ্রুতিঃ। তৎপরমেশ্বরকামাত্মবিভাগেনৈব তেষাং সত্যকামত্বং কামেন মে কাম আগাদ্ধৃদয়াদ্ধৃদয়ং মৃত্যোরিতি বচনাৎ। মুক্তানাং সত্যকামত্বং সামর্থ্যঞ্চ পরস্ত তু। কামানুকূলকামত্বং নান্যথৈষাং বিধীয়ত ইতি ব্রাহ্মে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"তেষাং বাগাদিভূতসূক্ষ্মাণাং পরেঽবিভাগস্তাদাত্ম্যাপত্তিঃ, "ভিদ্যতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে" ইতি বচনাৎ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

> "নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
> মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥" (ভাঃ ২।১০।৬) ॥১৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বিদ্বদুৎক্রান্তৌ প্রতিজ্ঞাতং বিশেষং দর্শয়িতুমারম্ভঃ। "শতঞ্চৈকা চ" ইতি বাক্যে শতাধিকয়া বিদুষো গতিরন্যাভিস্তু অবিদুষ ইত্যেষ নিয়মো যুক্তো ন বেতি সন্দেহে নাড়ীনামতিসৌক্ষ্ম্যাৎ বাহুল্যাচ্চ দুর্ব্বিবেচনতয়া পুরুষেণ গ্রহীতুমশক্যত্বান্ন যুক্তঃ। "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" ইতি যাদৃচ্ছিকোৎক্রান্ত্যনুবাদো ভবিষ্যতীত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বিদ্বানের দেহ হইতে উৎক্রমণ-বিষয়ে পূর্ব্বে নিরূপণ-সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাত-বিশেষ দেখাইবার জন্য এই অধিকরণের আরম্ভ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত 'শতঞ্চৈকা চ' ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত শতাধিক একটি সুষুম্নানাড়ী যোগে ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ, আর অন্যান্য

নাড়ীযোগে অবিদ্বানের উৎক্রমণ, এই নিয়ম যুক্তিসহ কি না? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—নাড়ীগুলির অতি সূক্ষ্মতাহেতু এবং বহুসংখ্যকত্ব-নিবন্ধন উহারা বিবেচনার অযোগ্য অর্থাৎ কোন্‌টি সুষুম্না আর কোনগুলি তদ্‌ভিন্ন নাড়ী—এই পার্থক্য করিতে না পারায় পুরুষ সেই সুষুম্না নাড়ী ধরিতে পারিবে না, অতএব ঐ নিয়ম সঙ্গত নহে। তবে যে বলা হইয়াছে—'তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি' সেই সুষুম্নানাড়ী-যোগে উর্দ্ধে যাইয়া অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে—এইরূপ বাক্য আছে, তাহার কি হইবে? ইহাতে বলিব—ঈশ্বরের ইচ্ছামত যদি কেহ ঐ নাড়ীযোগে উৎক্রান্তি করে তবে সেই কথার উহা অনুবাদ হইবে, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—মূর্দ্ধন্যনাড্যা নিষ্ক্রান্তস্যোপাসকস্য প্রাণাদয়ো ব্রহ্মণি লীয়ন্তে। স তু শুদ্ধঃ সহ ব্রহ্মণা সংযুজ্যত ইতি যৎ পূর্ব্বমুক্তং তন্ন যুক্তম্। তয়া বিদ্বন্নিষ্ক্রান্তের্নিয়ন্তুমশক্যত্বাদিত্যাক্ষেপাদারভ্যতে। অথেত্যাদি। যাদৃচ্ছিকেতি। যদৃচ্ছয়া চেৎ কশ্চিৎ তয়া উৎক্রামতি তর্হি মোক্ষমেতীতি। এবং প্রাপ্তে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মস্তকস্থিত সুষুম্নানাড়ী যোগে দেহ হইতে নির্গত ব্রহ্মোপাসকের প্রাণ প্রভৃতি কলা ব্রহ্মে লীন হয় এবং সেই জীব বিরজাস্নাত হইয়া ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হয়। ইহা তো যুক্তিসঙ্গত নহে; যেহেতু সেই নাড়ীর বিবেকের অভাবে তৎ-সাহায্যে বিদ্বানের নিষ্ক্রমণের নিয়ম করা যায় না, এই আক্ষেপ ধরিয়া এই অধিকরণের আরম্ভ হইতেছে। অতএব ইহাতে আক্ষেপসঙ্গতি। 'অথেত্যাদি যাদৃচ্ছিকেতি'—যদি কেহ ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ সেই নাড়ীযোগে উৎক্রমণ করে, তবে সে মুক্তিলাভ করে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতে সূত্রকার বলিতেছেন—

তদোকোঽধিকরণম্

সূত্রম্—তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যা-সামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥১৭॥

সূত্রার্থ—উৎক্রমণেচ্ছু বিদ্বানের 'তৎ ওকঃ' অর্থাৎ আয়তন হৃদয়, তাহা অগ্রজ্বলনং—প্রকাশিতাগ্র হয় অর্থাৎ সেই আয়তনের মুখ প্রদ্যোতিত হয়, সেই প্রকাশিত দ্বার ধরিয়া অর্থাৎ হৃদয়বর্ত্তী শ্রীহরি সুষুম্নার মূল তাহাকে প্রকাশ করিয়া দিলে সেই নাড়ীর বিবেক জীবের পক্ষে অশক্য হয় না। যেহেতু বিদ্যার শক্তি ও বিদ্যার চরম গতি শাস্ত্রে স্মৃত থাকায় হৃদয়বর্ত্তী শ্রীহরি কর্ত্তৃক জীব অনুগৃহীত হইয়া শতাধিক নাড়ীযোগে উৎক্রমণ করে॥১৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিজ্ঞঃ শতাধিকয়া সুষুম্নয়ৈব নাড্যা নিষ্ক্রামতি। ন চেয়ং নাড়ী তেন বিবেক্তুমশক্যা ভবেৎ। যদয়ং বিদ্যাসামর্থ্যাদিহেতুভ্যাং হার্দ্দানুগৃহীতো ভবতি। বিদ্যোপাসনা তস্যাঃ সামর্থ্যাৎ প্রভাবাৎ। বিদ্যাশেষভূতা যা গতিরাতিবাহিকৈস্তৎপদপ্রাপ্তিস্তস্যাঃ স্মৃতিসাতত্যাচ্চ। হার্দ্দেন হৃদয়মন্দিরেণ হরিণানুকম্পিতো ভবতীত্যর্থঃ। ততশ্চ তস্যোপসংহৃতবাগাদিকরণস্যোচ্চিক্রমিষোর্জীবস্যোকঃ স্থানং হৃদয়মগ্রজ্বলনং প্রকাশিতাগ্রং ভবতি। স তু জীবস্তৎপ্রকাশিতদ্বারস্তেন হার্দ্দেন শ্রীহরিণা প্রকাশিতং দ্বারং শতাধিকায়া নাড্যা মূলং যস্মৈ তাদৃশঃ সন্ তাং নাড়ীং বিজানাতীতি। তয়া বিদুষো গতির্যুক্তেতি॥ ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মবিৎ শতাধিক সুষুম্নানাম্নী-নাড়ীযোগেই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, এই নাড়ী বিচার করিয়া পৃথক্ করা তাহার পক্ষে অশক্য নহে, যেহেতু বিদ্যার বলে ও বিদ্যার শেষগতি-স্মৃতিহেতু হৃদয়বর্ত্তী পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সে অনুগৃহীত হইয়া থাকে। 'বিদ্যা সামর্থ্যাৎ'—বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা, তাহার সামর্থ্যবশতঃ—অর্থাৎ প্রভাব-হেতু। 'তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চেতি'—বিদ্যার শেষভূত (ফলভূত) যে মূর্দ্ধন্য নাড়ী-সম্পর্কে গতি অর্থাৎ আতিবাহিক দেবতা-সাহায্যে গতি—ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি, তাহার স্মৃতি থাকায় অর্থাৎ সতত অনুশীলিত হওয়ায়। হৃদয়মন্দিরস্থিত শ্রীহরি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয়, এই অর্থ। সেই অনুগ্রহ-হেতু বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উপসংহার (ব্রহ্মে সংযোগ) বিশিষ্ট দেহ হইতে উৎক্রমণেচ্ছু জীবের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় হৃদয় প্রকাশিতাগ্র হয় অর্থাৎ

তাহার দ্বার হৃদয়বর্ত্তী শ্রীহরি শতাধিক সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা প্রকাশ করিয়া দিলে সেই জীব ঈশ্বর দ্বারা হৃদয়-দ্বারের প্রকাশ পাইয়া সেই নাড়ী চিনিয়া থাকে। অতএব সেই সুষুম্নাযোগে বিদ্বানের গতি যুক্তিযুক্ত ॥১৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদিতি। অগ্রজ্বলনমিতি। অগ্রং নাড়ীদ্বারমুখম্। তস্য জ্বলনং প্রাপ্যকর্ম্মোপাসনফলজ্ঞানরূপং প্রদ্যোতাখ্যং তেন প্রকাশিত দ্বারো বিদ্বানবিদ্বাংশ্চ ভবতি। বিদ্বান্ শতাধিকয়া তস্মাৎ হৃদয়াদুদ্গতয়া মূর্দ্ধানং প্রাপ্তয়া ভাস্বরয়া রবিরশ্মিভিরেকীভূতয়া সুষুম্নয়া নির্গচ্ছতি। অবিদ্বাংস্ত্বন্যাভিঃ। নাড্যনিয়মে তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিবৈয়র্থ্যাপত্তির্বিদ্যাসামর্থ্যং হীয়েতেতি ভাবঃ। তেনেতি। উৎক্রামতা ব্রহ্মোপাসকেনেত্যর্থঃ। অয়ং তদুপাসকঃ। আতিবাহিকৈর্দেববিশেষৈঃ। ততশ্চেত্যাদি স্ফুটার্থম্ ॥১৭॥

টীকানুবাদ—'তদিত্যাদি' সূত্রে। 'অগ্রজ্বলনম্' ইতি—অগ্র—নাড়ীর দ্বারমুখ, তাহার জ্বলন অর্থাৎ কর্ম্মোপাসনার প্রাপ্তব্য ফল-জ্ঞানরূপ প্রদ্যোতন-নামকপ্রকাশ, তাহা দ্বারা দ্বার প্রকাশ বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়েরই হয়। তন্মধ্যে বিদ্বান্ শত হইতে অধিক যে নাড়ী হৃদয় হইতে উঠিয়া মস্তকে গিয়াছে, সেই দেদীপ্যমান রবিরশ্মির সহিত মিলিত সুষুম্না দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়। আর যে ব্রহ্মবিদ্ নহে,—অজ্ঞ, সে অন্য নাড়ী-যোগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। যদি এই-রূপ নাড়ীবিশেষের দ্বারা গতির নিয়ম না থাকে, তবে বিদ্যার ফল আতিবাহিক দেবতা-সাহায্যে ব্রহ্মলোকে গতির অনুশীলন ব্যর্থ হয় ও বিদ্যার সামর্থ্যও লুপ্ত হয়, এই ভাবার্থ। 'ন চেয়ং নাড়ী তেন বিবেক্তুমশক্যা' ইতি—তেন—উৎক্রমণকারী ব্রহ্মোপাসক কর্ত্তৃক। 'যদয়ং বিদ্যাসামর্থ্যাদিতি' —অয়ং—ব্রহ্মোপাসক। আতিবাহিকৈস্তৎপদপ্রাপ্তিরিতি—আতিবাহিকৈঃ —যে সকল বিশেষ দেবতা তাঁহাকে লইয়া যান, তাঁহাদের সাহায্যে। 'ততশ্চ তস্যোপসংহৃতবাগাদি করণস্য' ইত্যাদি ভাষ্যের অর্থ স্পষ্ট ॥১৭॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর বিদ্বানের উৎক্রান্তির বৈশিষ্ট্য-বিচার প্রদর্শন করিতেছেন। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে বিদ্বান্ শতাধিক একটি সুষুম্না-নাম্নী নাড়ীযোগে উৎক্রমণ লাভ করেন, সেই বিষয়ে সংশয় এই যে, এই নিয়ম যুক্তিযুক্ত হইতে পারে কি না? এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, নাড়ী-

সকল অতিশয় সূক্ষ্ম এবং বহু, সুতরাং পুরুষ তাহাদিগকে চিনিয়া লইয়া কোন্‌টি দ্বারা গতি লাভ করিবেন, ইহা অসম্ভব বলিয়া অযুক্ত। আর যে কোন একটি নাড়ী-অবলম্বনে উর্দ্ধে গমনেই মুক্তি হইতে পারে; কারণ উক্ত শ্রুতিতে বিশেষ-নাড়ীর উল্লেখও নাই, অতএব এই যাদৃচ্ছিক অনুবাদই সঙ্গত হয়। পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিদ্বানের শতাধিক সুষম্না-নাড়ীযোগে উর্দ্ধে গতি অসম্ভব নহে, কারণ তিনি বিদ্যা-সামর্থ্যে শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই উক্ত নাড়ী চিনিয়া লইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ আতিবাহিক দেবতারা ঐ বিদ্বান্ পুরুষকে সেই পদে লইয়া গিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীহরির কৃপায় বিদ্বানের হৃদয়-দ্বার প্রকাশিত হইয়া সেই সুষুম্না-নাড়ীপথে ব্রহ্মলোকে গতি হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ
সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।
বিধূতকল্কোঽথ হরেরুদস্তাৎ
প্রযাতি চক্রং নৃপ শৈশুমারম্ ॥" (ভাঃ ২।২।২৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"উৎক্রান্তিকালে হৃদয়স্যাগ্রজ্বলনং ভবতি তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোতত ইতি শ্রুতেঃ। তৎপ্রকাশিতদ্বারো নিষ্ক্রামতি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ। 'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তন্তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ' ইতি স্মৃতেঃ। বিদ্যাশেষগত্যনুস্মরণযোগাচ্চ। আচার্য্য-স্মৃতে গতিং বক্তেতি লিঙ্গম্। হৃদিস্থেনৈব হরিণা তস্যৈবানুগ্রহেণ তু। উৎক্রান্তির্ব্রহ্মরন্ধ্রেণ তমেবোপাসতো ভবেদিতি চাধ্যাত্মে। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তীতি চ।"

শ্রীরামানুজভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

"বিদ্বান্ পুরুষ শতাধিক একমাত্র মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারাই উৎক্রমণ করেন, ইহা চিনিয়া লওয়া অসম্ভবও নহে; কারণ পরমপুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনাভূত

অত্যন্ত প্রিয় বিদ্যার প্রভাবে এবং ঐ গতি বিদ্যার শেষ বলিয়া নিজেরও অত্যন্ত প্রিয়, অতএব সেই গতির অনুস্মরণযোগে পরিতুষ্ট শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া জীবের বাসস্থান হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রজ্বলিত হইলে শ্রীভগবানের অনুগ্রহে বিদ্বান্ পুরুষ সেই সুষুম্না-নাড়ী চিনিতে পারেন, সুতরাং সেই পথে তাঁহার গতিও সম্ভব হয় ॥১৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ছান্দোগ্যে "অথ যত্রৈতস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামত্যেতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে। স ওমিতি বা হোহ ম্রিয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাং তদেষ শ্লোকঃ শতঞ্চৈকা চ" ইত্যাদি শ্রূয়তে। ইহৈতদ্গম্যতে মূর্দ্ধন্যনাড্যা নিষ্ক্রম্য রশ্ম্যনুসারী সন্ গচ্ছতীতি। তত্র সংশয়ঃ। অহন্যেব মৃতস্য রশ্ম্যনুসারিত্বমুত নিশ্যপীতি। নিশি রবিরশ্ম্যভাবাৎ অহন্যেব মৃতস্য তদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—'অথ যত্রৈতস্মাৎশরীরাদিত্যাদি'—তাহার পর যখন জীব এই স্থূলদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন এই সকল রবিরশ্মি-যোগেই উর্দ্ধে গমন করে, সেই যথোক্ত সাধন-সম্পন্ন ব্রহ্মবিদ্ ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া মৃত হয় অর্থাৎ চলিয়া যায়। 'বাহ' ও 'উহ' এই দুইটি অবধারণার্থ নিপাত। সেই ভাবী উৎক্রমণকারী অর্থাৎ উৎক্রমণের পূর্ব্বে বিদ্বান্ যতক্ষণ ধরিয়া মনের ক্ষেপ হয় (চালনা হয়), তাবৎকাল দ্বারা মনোবেগে আদিত্যে গমন করে, ইহাই হরিলোক-প্রাপক আদিত্যরূপ পথ। যাহা বিদ্বান্গণের ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির সাধন, আর অজ্ঞব্যক্তিদের সূর্য্য ধরিয়া গতির নিরোধ ঘটে। এইজন্য 'শতঞ্চৈকা নাড্যঃ' ইত্যাদি শ্লোক শ্রুত হয়। ইহাতে ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে—বিদ্বান্ মস্তকস্থ নাড়ীযোগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মি অনুসরণ করেন ও তাহার ফলে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাহাতে সংশয় এই —দিবাভাগে মৃত ব্যক্তিরই কি রশ্মির অনুসরণ ? অথবা রাত্রিতেও সৌর-রশ্মির অনুসরণ হয় ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—রাত্রিকালে সূর্য্যরশ্মির অভাব-

হেতু দিবাভাগে মৃত ব্যক্তিরই রশ্মির অনুসরণ হয়, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র ব্রহ্মনাড্যোৎক্রম্য রবিরশ্মিভিরেকীভূতয়া তয়োর্দ্ধ্বং গচ্ছন্ মোক্ষমেতীত্যুক্তং তন্ন যুক্তং রাত্রাবুৎক্রান্তস্য তদ্রশ্ম্যসম্বন্ধাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেঃ প্রাগ্‌বৎ সঙ্গতিঃ। ছান্দোগ্যেঽথ ইত্যাদি। স ওমিতি। স যথোক্তসাধনসম্পন্নো বিদ্বান্ ব্রহ্মানুভবী ওমিত্যোঙ্কারপ্রতিপাদ্যং শ্রীহরিং ধ্যায়ন্ ম্রিয়তে গচ্ছতি। বা হেত্যুহেতি চ নিপাতোঽবধারণে। স উৎক্রমিষ্যন্ বিদ্বান্ যাবন্মনঃ ক্ষিপ্যেৎ যাবতা কালেন মনঃক্ষেপো ভবেদিত্যর্থঃ। তাবদাদিত্যং গচ্ছতীতি মনোবেগেন গতিরুক্তা। এতদ্বৈ লোকদ্বারং শ্রীহরিলোকপ্রাপকং যদাদিত্যরূপম্। প্রপদনং প্রপদ্যতে তল্লোকমনেনেতি। নিরোধোঽবিদুষাং অভক্তানামাদিত্যেনৈব তল্লোকগতিনিরোধো ভবতীত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে নিশ্যুৎক্রামতঃ সূর্য্যোদয়াপেক্ষা ফলং সিদ্ধান্তে তু তদনপেক্ষেতি জ্ঞেয়ম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ব অধিকরণে যে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্ মৃত্যুর পর সুষুম্না-নাড়ীপথে উৎক্রান্ত হন এবং সূর্য্যরশ্মির সহিত মিলিত সেই নাড়ীদ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইহা তো যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু রাত্রিকালে উৎক্রান্তের পক্ষে সূর্য্য-রশ্মির অভাব আছে। এই আক্ষেপ করিয়া সমাধান হেতু এখানেও আক্ষেপসঙ্গতি হইতেছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদে ধৃতবাক্য—অথ যত্রৈতস্মাৎ ইত্যাদি। স 'ওম্' ইত্যাদি সঃ—সেই যথোক্ত সাধনসম্পন্ন ব্রহ্মবিৎ—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী 'ওম্' এই প্রণববাচ্য শ্রীহরিকে ধ্যান করিতে করিতে মৃত হন অর্থাৎ চলিয়া যান 'বাহ' ও 'উহ' এই দুইটি নিপাত অবধারণার্থে। সেই বিদ্বান্ উৎক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে যাবৎকাল দ্বারা মন চালনা করিবেন অর্থাৎ মনঃক্ষেপ হইবে, তাহার মধ্যে আদিত্যে গমন করেন। ইহাতে মনোবেগ দ্বারা এই গতি বলা হইল। এতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং—শ্রীহরিধাম-প্রাপক, যাহা আদিত্যস্বরূপ, 'প্রপদনং' যাহা দ্বারা সেই লোক প্রাপ্ত হয়। নিরোধঃ—অবিদ্বান্—অভক্তের আদিত্য দ্বারাই বিষ্ণুলোকে গতিরোধ হয়। পূর্ব্বপক্ষের উদ্দেশ্য

রাত্রিভাগে উৎক্রমণকারীর সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা। সিদ্ধান্তিমতে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা নাই। ইহা জ্ঞাতব্য।

রশ্ম্যনুসার্য্যধিকরণম্

সূত্রম্—রশ্ম্যনুসারী ॥১৮॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মবিদ্ যখনই মৃত হন তখনই রশ্মির অনুসরণ করিয়া গমন করেন ॥১৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যদা কদাপি মৃতো বিদ্বান্ রশ্ম্যনুসারী সন্ গচ্ছতি। বিশেষাশ্রবণাদিতি শেষঃ ॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ—যে কোন সময়েই বিদ্বান্ মৃত হন রশ্মি অনুসরণ করিয়া গমন করেন। কারণ এ-বিষয়ে বিশেষ কোন প্রভেদ শ্রুত হইতেছে না ॥১৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—রশ্মীতি। যদেতি। যদা কদাপীতি বাসরে রাত্রৌ চেত্যর্থঃ ॥১৮॥

টীকানুবাদ—'রশ্মীতি' সূত্রে। যদেত্যাদি ভাষ্যে—যদা কদাপি ইতি দিবা ও রাত্রিতে—এই অর্থ ॥১৮॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে আর একটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতেছে—ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়—"অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে"—(ছাঃ ৮।৬।৫) অর্থাৎ বিদ্বান্ পুরুষ যখন এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন তখন রবিরশ্মির সাহায্যেই ঊর্দ্ধে গমন করেন। এস্থলে সংশয় হইতে পারে যে, কেবল দিবাকালে মৃত্যু ঘটিলেই রবিরশ্মির সাহায্য মিলিতে পারে কিন্তু রাত্রিতে মৃত্যু হইলে তাহা সম্ভব নহে; সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, তাহা হইলে দিবাভাগে মৃত্যু হইলেই ঐরূপ গতি

হইবে ; তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির দিবাতেই মৃত্যু হউক আর রাত্রিকালেই মৃত্যু হউক, তাঁহার গতি রবিরশ্ম্য-নুসারেই হইয়া থাকে। কারণ শ্রুতিতে দিবা-রাত্রির কোন বিশেষ উল্লেখ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"নিবৃত্তিধর্ম্মনিরতা নির্ম্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ।
স্বধর্ম্মাখ্যেন সত্ত্বেন পরিশুদ্ধেন চেতসা ॥
সূর্য্যদ্বারেণ তে যান্তি পুরুষং বিশ্বতোমুখম্।
পরাবরেশং প্রকৃতিমস্যোৎপত্ত্যন্তভাবনম্ ॥" (ভাঃ ৩।৩২।৬-৭)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—শ্রুতিতে "অথৈতৈরেব রশ্মিভিঃ" এইরূপ অবধারণ থাকায়, ইহা পাক্ষিক নহে, কারণ পাক্ষিক হইলে 'এতৈরেব' এই 'এব' শব্দের প্রয়োগ অনর্থক হইয়া পড়িত।

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"নিষ্ক্রামতি সহস্রং বা আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ আসু নাড়ীষ্বাততাস্তত্র শ্বেতঃ সুষুম্নো ব্রহ্মযানঃ সুষুম্নাযামী ততস্তৎপ্রকাশেনৈব নির্গচ্ছতীতি হি পৌত্রায়ণ-শ্রুতিঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যেও পাই,—

"বিদ্বান্মূর্দ্ধণ্যয়া নাড্যা নিষ্ক্রম্য সূর্য্যরশ্ম্যনুসার্য্যেবোর্দ্ধং গচ্ছতি "তৈরেব রশ্মিভিঃ" ইত্যবধারণাৎ" ॥১৮॥

সূত্রম্—নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্ দর্শয়তি চ ॥১৯॥

সূত্রার্থ—যদি বল, তাহা হইলে রাত্রিভাগে মৃতের সৌর-রশ্মির অনুসরণ হয় না, তাহা নহে ; কারণ শিরার সহিত রশ্মির সম্বন্ধ ; যাবৎকালপর্য্যন্ত দেহ থাকে, তাবৎকাল তৎসম্বন্ধও থাকে। ইহা যে কেবল যৌক্তিক, তাহা নহে, 'দর্শয়তি চ'—শ্রুতিও সেইরূপ দেখাইতেছেন ॥১৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ননু রাত্রৌ রবিরশ্ম্যভাবাৎ তদানীং মৃতস্য ন তদনুসারিত্বমিতি চেন্ন। কুতঃ? সম্বন্ধস্যেতি। শিরারশ্মিসম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ। যাবদ্দেহোঽস্তি তাবৎ তৎসম্বন্ধশ্চেতি। যদা কদাপি মৃতস্য তদ্ঘটতে। অতশ্চ গ্রীষ্মক্ষপাসু দেহজ্বালোপলভ্যতে। অন্যদা তু শীতপ্রতিবন্ধান্নেতি। ন চেদং যৌক্তিকমিত্যাহ দর্শয়তি চেতি। "অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তথা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তে অমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ" ইতি ছান্দোগ্য-শ্রুতিস্তথা দর্শয়তি। "সংসৃষ্টা বা এতে রশ্ময়শ্চ নাড্যশ্চ নৈষাং বিভাগো যাবদিদং শরীরমত এতৈঃ পশ্যত্যেতৈরুৎক্রমতে এতৈঃ প্রবর্ত্ততে" ইতি শ্রুত্যন্তরঞ্চ। তথাচ বিদুষস্তদনুসারিত্বং নিয়তমিতি ॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে, রাত্রিকালে সৌর-রশ্মির অভাববশতঃ তখন মৃতব্যক্তির রশ্মির অনুসরণ হইবে না, এই যদি বল, তাহা নহে; কারণ কি? শিরার সহিত রশ্মির সংযোগ—যাবৎকালপর্য্যন্ত দেহ থাকে, তাবৎকাল অবধি রশ্মি-সম্বন্ধও থাকিবে। অতএব দিবা বা রাত্রি যে কোন সময়ে মৃত ব্যক্তির তাহা সম্ভব হয়। আর এই কারণেই অর্থাৎ দেহের সহিত রশ্মির সংযোগবশতঃই গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে দেহতাপ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অন্য ঋতুতে যে দেহজ্বালা উপলব্ধ হয় না, তাহার কারণ শীত সেই জ্বালার প্রতিবন্ধ করে, এইজন্য। আর ইহা যে কেবল যুক্তিসিদ্ধ, তাহা নহে; শ্রুতিও তাহা দেখাইতেছেন। যথা—'অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে··· অমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তা' ইতি—যেমন ঐ আদিত্য হইতে কিরণগুলি বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ এই সব নাড়ীতে অর্থাৎ শিরাতে সম্বন্ধ হইয়া সেই শিরা সমুদয় হইতে ঐ কিরণ বিস্তৃতি লাভ করে, সেই রশ্মিগুলি সূর্য্যে সম্বন্ধ হয়, এই ছান্দোগ্য-শ্রুতি সেইরূপ দেখাইতেছেন। এ-বিষয়ে অন্য শ্রুতিও আছে, যথা—'সংসৃষ্টা বা এতে রশ্ময়শ্চ···এতৈঃ প্রবর্ত্তত ইতি'—সূর্য্যের এই রশ্মিগুলি ও জীবদেহের শিরাগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়, যাবৎকালপর্য্যন্ত এই শরীর থাকে, তাবৎকাল ইহাদের বিচ্ছেদ নাই, অতএব এই রশ্মিদ্বারা জীব দর্শন করে, ইহার

সাহায্যে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় এবং ইহার শক্তিতে কার্য্য করে বা চেষ্টিত থাকে। অতএব সিদ্ধান্ত—বিদ্বানের রশ্মি-অনুসরণ অবশ্যম্ভাবী ॥১৯॥

সূক্ষ্মা টীকা—নিশীতি। শিরাঃ নাড্যঃ। তৎ রশ্ম্যনুসারিত্বম্। অন্যদা হেমন্তশিশিরনিশাসু। অমুষ্মাদিতি। প্রতায়ন্তে বিস্তৃতা ভবন্তি। তে রশ্ময়ঃ। নাড়ীবৃন্দমাদিত্যে সম্বধ্য স্থিতম্ গ্রামেষ্বেব মহাপথঃ। সৃপ্তাঃ সম্বদ্ধা ভবন্তি ॥১৯॥

টীকানুবাদ—'নিশীত্যাদি' সূত্রে। নাড্যঃ—শিরাগুলি, 'তাবৎ তৎসম্বন্ধশ্চ' —তৎ—রশ্ম্যনুসারিত্ব। 'অন্যদা তু শীতপ্রতিবন্ধাদিতি'—অন্যদা—হেমন্ত ও শীতকালের রাত্রিতে। 'অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে' ইতি—প্রতায়ন্তে—বিস্তৃত হয়। 'তে অমুষ্মিন্নাদিত্যে' ইতি—তে—সেই রশ্মিগুলি। শিরাসমূহ সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ হইয়া স্থিত যেমন গ্রামসমূহে সম্বন্ধযুক্ত মহাপথ। 'অমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ' ইতি—সৃপ্তাঃ অর্থাৎ সম্বদ্ধ হয় ॥১৯॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, রাত্রিকালে মৃত্যু হইলে রবিরশ্ম্যনুসারিত্ব ঘটে না,—পূর্ব্বপক্ষীর এই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ যাবৎ দেহসম্বন্ধ থাকে, তাবৎ শিরা-রশ্মি সম্বন্ধ থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যায়—গ্রীষ্মকালে রাত্রিতেও দেহে জ্বালা উপলব্ধি হয়, অন্য সময়ে শীতের প্রতিবন্ধকতাহেতু উপলব্ধ হয় না।

ছান্দোগ্যেও পাওয়া যায়,—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি।" (ছাঃ ৬।১৪।২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মাদ্ ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত
নিরুদ্ধসপ্তায়তনোঽনপেক্ষঃ।
স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠদৃষ্টি-
র্নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ॥" (ভাঃ ২।২।২১)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাই,—

"বৈশ্বানরে হ্যনন্যাং বা সূর্য্যে বা দেহ এব বা।
বিধূয় সর্ব্বপাপানি যান্তি কিন্তব্রকেশবম্॥"

বৃহৎতন্ত্রে পাওয়া যায়,—

"দেবযানস্থ মার্গস্থা অহঃশব্দাভিসংজ্ঞিতাঃ।
পিতৃযানস্থ মার্গস্থা রাত্রিশব্দাহ্বয়া মতাঃ॥"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"রশ্ম্যভাবান্নিশি জ্ঞানিন উৎক্রমণং ন যুক্তমিতি চেৎ ন সর্ব্বদা সম্বন্ধাদ্রশ্মীনাং কিয়ৎ প্রকালম্। যাবদ্দেহো বিদ্যতে তাবদ্রশ্মিসম্বন্ধোহস্ত্যেব সংসৃষ্টা বা এতে রশ্ময়শ্চ নাড্যশ্চ নৈষাং বিয়োগো যাবদিদং শরীরমত এতৈঃ পশ্যত্যেতৈরুৎক্রামত্যেতৈঃ প্রবর্ত্তত ইতি মাধ্যন্দিনশ্রুতিঃ" ॥১৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথেদং বিচার্য্যতে। দক্ষিণায়নে মৃতেন বিদুষা বিদ্যাফলং প্রাপ্যতে ন বেতি। উত্তরায়ণস্য ব্রহ্মলোকমার্গত্বেন শ্রুতিস্মৃত্যোঃ পাঠাৎ ভীষ্মাদীনাং তৎপ্রতীক্ষাদর্শনাচ্চ নেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ইহা বিচারিত হইতেছে। দক্ষিণায়নে মৃত ব্রহ্মবিদ্ বিদ্যাফল প্রাপ্ত হয় কি না? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, না, দক্ষিণায়নে মৃতব্যক্তির ঐ ফল লাভ হইবে না, যেহেতু শ্রুতি ও স্মৃতিতে বলা আছে যে, উত্তরায়ণ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির পথ অর্থাৎ উপায় এবং ভীষ্ম প্রভৃতির সেই উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা মহাভারতাদিতে দেখা যায়। এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—দিবসে নিশি বা মৃতস্য বিদুষো রশ্ম্যনুসারেণ ব্রহ্মলোকগতিরিতি যদুক্তং তদুত্তরায়ণবিষয়মস্তু ন তু দক্ষিণায়নবিষয়ং তস্য বিগর্হিতত্বাৎ ইতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যারভ্যতে অথেদমিত্যাদিনা। ভীষ্মাদীনামিতি। তৎপ্রতীক্ষাদর্শনাৎ শরীরত্যাগায়োত্তরায়ণকালাপেক্ষাদর্শনাদিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—দিনে বা রাত্রিতে মৃত ব্রহ্মবিদের রশ্মি-অনুসারে ব্রহ্মলোকে গতি হয়, এই কথা যে বলা হইয়াছে, তাহা উত্তরায়ণ-বিষয়ক হউক, দক্ষিণায়ন-বিষয়ে নহে, কারণ দক্ষিণায়ন

মৃত্যুর পক্ষে নিন্দিতকাল, এই প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি-অনুসারে 'অথেদং বিচার্য্যতে' বলিয়া অধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন। 'ভীষ্মাদীনাং তৎপ্রতীক্ষাদর্শনাচ্চ ইতি'—তৎপ্রতীক্ষাদর্শনাৎ অর্থাৎ শরীর ত্যাগের জন্য উত্তরায়ণকালের প্রতীক্ষা দৃষ্ট হয়, এইজন্য—এই অর্থ।

দক্ষিণায়নাধিকরণম্

সূত্রম্—অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥২০॥

সূত্রার্থ—অতশ্চ—যেহেতু বিদ্যার ফল অবশ্যম্ভাবী, পাক্ষিক নহে; (হইতেও পারে, নাও হয়, এইরূপ নহে) এইজন্য এবং সেই বিদ্যা দ্বারা প্রতিবন্ধক কর্ম্মের সর্ব্বথা ক্ষয় হয়, এইজন্যও। 'দক্ষিণে অয়নেঽপি' দক্ষিণায়ন-কালেও মৃত বিদ্বান্ ব্যক্তি বিদ্যাফল পাইবেনই ॥২০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতো বিদ্যায়াঃ পাক্ষিকফলত্বাভাবাৎ তয়া প্রতিবন্ধককর্ম্মণাং পরিক্ষয়াচ্চ দক্ষিণেঽপ্যয়নে মৃতো বিদ্বান্ প্রাপ্নো-ত্যেব বিদ্যাফলং পূর্ব্বপক্ষস্তু মন্দঃ। উত্তরায়ণশব্দেনাতিবাহিক-দেবতায়া বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ভীষ্মপ্রতীক্ষায়াঃ পিতৃদত্তস্বচ্ছন্দমৃত্যুতা-খ্যাপনার্থত্বেনাচারপালনার্থত্বেন বা অদূষকত্বাচ্চেতি ॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃ—যেহেতু বিদ্যার পাক্ষিকফল নাই এবং বিদ্যা দ্বারা প্রতিবন্ধক কর্ম্মসমূহের সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় হয়, এইজন্য দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বান্ও বিদ্যার ফল প্রাপ্ত হইবেনই। অতএব পূর্ব্বপক্ষীর মত নিন্দনীয়। উত্তরায়ণ-শব্দের বাচ্য আতিবাহিক দেবতা, এ-কথা পরে বলা হইবে। তবে যে ভীষ্মের দেহপাতের জন্য উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা দেখা যায়, তাহা তাঁহার পিতৃদত্ত যথেচ্ছ-মৃত্যুবরের সার্থকতা-খ্যাপনের জন্য এবং সদাচার-পাল-নোদ্দেশে হওয়ায় কোন দোষাবহ নহে ॥২০॥

সূক্ষ্মা টীকা—অতশ্চেতি। চোঽবধারণে। পিতৃদত্তেতি। পিতুঃ শান্ত-নোর্দারস্থায় সত্যবতীং যাচমানো ভীষ্মো মদ্দৌহিত্রাণাং ত্বয়া সহ সাপত্ন্যং

দূষণমিহ ভাবীতি তৎপিত্রা দাশরাজেনোক্তো রাজ্যং দারপরিগ্রহঞ্চ ন কুর্য্যামিতি নিয়মং কৃত্বা সত্যবতীমানীয় পিত্রে নিবেদয়ামাস। তেনান্য-দুষ্করেণ ব্রতেন সন্তুষ্টঃ পিতা স্বেচ্ছামরণং বরং তস্মৈ দদাবিত্যাদিপর্ব্বণ্যুক্তং—"তচ্ছ্রুত্বা দুষ্করং কর্ম্ম কৃতং ভীষ্মেণ শান্তনুঃ। স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টো দদৌ তস্মৈ মহাত্মনে" ইতি ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ—'অতশ্চেতি' সূত্রে 'চ'কার অবধারণ (নিশ্চয়) অর্থে। পিতৃদত্ত স্বচ্ছন্দমৃত্যুতেতি—ভীষ্মদেব পিতা শান্তনুর স্ত্রী-সুখ সম্পাদনের জন্য দাশরাজের কাছে তৎকন্যা সত্যবতীর প্রার্থনা করিলে দাশরাজ তাহাকে বলিল, তাহা হইলে আমার দৌহিত্রদিগের অর্থাৎ সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানদিগের তোমার সহিত পৈতৃক সম্পত্তির অংশ লইয়া বিবাদ হইবে—এই দোষ এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী; ইহা দাশরাজ বলিলে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি রাজ্যও লইব না এবং দার-পরিগ্রহও করিব না—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্যবতীকে আনিয়া পিতৃহস্তে সমর্পণ করিলেন। পিতা শান্তনু এই অন্যের অসাধ্য ব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া পুত্র ভীষ্মকে স্বেচ্ছামৃত্যুরূপ বর দিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান মহাভারতে আদি-পর্ব্বে বলা আছে। যথা—"তচ্ছ্রুত্বা দুষ্করং কর্ম্ম...স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টো দদৌ তস্মৈ মহাত্মনে" ইতি—শান্তনু ভীষ্মকর্তৃক কৃত দুষ্কর সেই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ইচ্ছাধীন মৃত্যুরূপ বর দান করিলেন ॥২০॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পুনরায় আর একটি বিচার উত্থিত হইতেছে যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির দক্ষিণায়নে মৃত্যু ঘটিলে তাহার বিদ্যার ফল মুক্তি-লাভ হয় কি না? এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, দক্ষিণায়নে মৃত ব্যক্তির বিদ্যা-ফল লাভ হইবে না; কারণ শ্রুতি-স্মৃতিতে উত্তরায়ণকেই ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ভীষ্মকেও মৃত্যুর জন্য উত্তরায়ণ-অপেক্ষা করিতে দেখা যায়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির যে কোন কালেই মৃত্যু হউক না কেন, বিদ্যার ফল—মুক্তি অবশ্যই হইবে। দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভীষ্মের বাক্যেই পাই,—

"ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্ত্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ম্মভিঃ॥" (ভাঃ ১।৯।২৩)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিসমাহিতান্তঃকরণে ভক্তগণ ভক্তিভরে মনো-নিবেশপূর্ব্বক বাক্য দ্বারা তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন।

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"উক্তহেতোর্দ্দক্ষিণায়নেঽপি মৃতস্য বিদুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ।"

শ্রীরামানুজ ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

বিদ্বান্ ব্যক্তি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেও "তাহার পর ব্রহ্মমহিমা প্রাপ্ত হন।" এই শ্রুতি-অনুসারে বুঝা যায় যে, বিদ্বানের দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি কেবল ব্রহ্মলোকে যাইবার পথিশ্রম নিবারণের উপায়মাত্র। কারণ ব্রহ্মজ্ঞের সংসার-বন্ধনের কোন হেতু না থাকায় চন্দ্রমণ্ডলে গমনেও কোন প্রতিবন্ধকতা ঘটিতে পারে না। যোগবলে স্বেচ্ছামৃত্যু ভীষ্মাদির উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা কেবল উহার প্রশস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থ।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার ৮।২৩-২৭ শ্লোক আলোচ্য॥২০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্তু "যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ। প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ"ইত্যুপক্রম্য "শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। একয়া যাত্যনাবৃত্তি-মন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ"ইত্যুপসংহৃতং ভগবতা। তত্র কালপ্রাধান্যেনো-পক্রমাদহরাদিকালবিশেষা মোক্ষায় নির্দ্দিষ্টাঃ প্রতীয়ন্তে। ততশ্চ রাত্রৌ দক্ষিণায়নে চ মৃতস্যাবিশেষোঽসৌ ন ভবেদিতীমাং শঙ্কাং পরিহরতি—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে—"যত্র কালে···বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ"—যে সময় মৃত হইলে যোগিগণ আর সংসারে ফিরিয়া আসে না ও যে সময়ে মৃত ব্যক্তিরা সংসারে পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, হে ভরতপ্রধান! আমি তোমাকে সেই দুইটি কাল বলিব, এইরূপ উপক্রম করিয়া উপসংহারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—শুক্লা ও কৃষ্ণা এই দুইটি জগতের চিরন্তন গতি, তন্মধ্যে একটি অর্থাৎ শুক্লা গতি দ্বারা পুনরাবৃত্তির অভাব ও কৃষ্ণা গতি দ্বারা জীবের সংসারে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। তাহাতে কালের প্রধানতা দেখাইবার জন্য উপক্রম হেতু দিবাভাগ, উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ প্রভৃতি কালবিশেষ মুক্তির কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। তাহা হইলে রাত্রিভাগে ও দক্ষিণায়নে মৃত ব্যক্তির তোমাদের সমর্থিত অবিশেষ হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—আশঙ্কতে নন্বিতি। শুক্লকৃষ্ণে অর্চ্চিরাদিধূমাদিরূপে। এতে গতী। তত্র গীতায়াম্। অসৌ মোক্ষঃ। যোগিন ইতি।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা-ভাষ্যস্য সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'নন্থ' বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করিতেছেন—শুক্লকৃষ্ণে ইতি—অর্চ্চিঃ প্রভৃতি মার্গে গতি শুক্লা গতি, আর ধূমাদিযোগে গতি কৃষ্ণা গতি—ইহার স্বরূপ। 'এতে জগতঃ শাশ্বতে মতে' ইতি—এতে—এই দুইটি পথ। তত্র কালপ্রাধান্যেনেত্যাদি—তত্র—গীতাগ্রন্থে। 'মৃতস্যাবিশেষোহসৌ' ইতি—অসৌ—ঐ মোক্ষ। যোগিন ইতি—যোগিন ইত্যাদি সূত্রে শঙ্কা নিরাস করিতেছেন।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ সমাপ্ত॥

সূত্রম্—যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥২১॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মনিষ্ঠগণ-সম্বন্ধে চন্দ্রগতি হেয় এবং অর্চ্চিরাদিমার্গে গতি গ্রহণীয়, ইহা স্মৃত হয়। যেহেতু এই দুইটি স্মৃতিগম্য হইতেছে ॥২১॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যোগিনো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ প্রতি হেয়া চন্দ্রগতি-রূপাদেয়া ত্বর্চ্চিরাদিগতিস্তত্র স্মর্য্যতে। যদেতে স্মার্ত্তে স্মৃত্যর্হে ভবতঃ "নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন" ইত্যুক্তেঃ। ততশ্চ নাত্র বিদুষঃ কালবিশেষো নিয়ন্তব্যঃ। কালপ্রাধান্যেনোপক্রমস্তু নাস্তি। অগ্ন্যাদেঃ কালত্বাসম্ভবাৎ। কিন্ত্বাতিবাহিকা দেবাস্তে তত্তচ্ছব্দৈরভিধীয়ন্তে। বক্ষ্যতি চৈবং ভগবান্ সূত্রকারঃ—আতি-বাহিকাস্তল্লিঙ্গাদিতি। "দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ। মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপরীতন্তু গর্হিতম্" ইত্যাদিকন্তু ভবত্যজ্ঞবিষয়ম্। বিজ্ঞঃ খলু যত্র ক্বাপি ত্যজন্ বপুরুপৈতি হরিম্ ॥২১॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃত-মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যোগীদিগকে অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠগণকে লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রগতির হেয়ত্ব এবং অর্চ্চিরাদি গতির উপাদেয়ত্ব গীতায় স্মৃত হইতেছে। যেহেতু এই দুই গতি স্মৃতির বিষয় হইতেছে, ইহার প্রমাণ—"নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন"—হে পৃথানন্দন অর্জ্জুন! কোনও যোগী এই দুইটি পথ জানিলে বিমূঢ় হন না; এই ভগবদুক্তি। তাহা হইলে দেখা

যাইতেছে, ব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ-বিষয়ে কোনও কাল-বিশেষের নিয়ম নাই। তবে যে কাল-বিশেষের প্রাধান্যের জন্য—'যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্' ইত্যাদি গ্রন্থের উপক্রম হইয়াছে, তাহাও নহে; কালপ্রাধান্য দ্বারা উপক্রম হয় নাই। যেহেতু অগ্নি, অর্চ্চিঃ—ইহারা কালস্বরূপ হইতেই পারে না। কিন্তু আতিবাহিক দেবতা তাহাদের অর্থ, সেই দেবগণ অগ্নি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বজ্ঞ সূত্রকার ব্যাসদেব এইরূপ পরে বলিবেন—'আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ' এই সূত্রে। তবে যে বিপরীত স্মৃতিবাক্য দেখা যাইতেছে, যথা—'দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ। মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপরীতন্তু গর্হিতম্' দিবাভাগ, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণকাল—এইগুলি মুমূর্ষু-সাধকদিগের পক্ষে প্রশংসনীয়, আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন এ-গুলি নিন্দিত, এই উক্তি ব্রহ্মবিদ্ভিন্নকে অধিকার করিয়া জানিবে। কিন্তু বিজ্ঞ অর্থাৎ ভক্ত যে কোনও সময়ে শরীর ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন ॥২১॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—যোগিন ইতি। স্মৃত্যর্হতায়াং প্রমাণং নৈতে ইতি। অগ্ন্যাদেরিতি। 'অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।' ইত্যত্রাগ্নিজ্যোতিঃশব্দাভ্যাং অর্চ্চির্বোধ্যম্। আদিনা ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমিতি ধূমো গ্রাহ্যঃ। ন হি তয়োঃ কালত্বং সম্ভাবয়িতুমপি শক্যম্। তস্মাৎ সর্ব্বাস্তা দেবতা বোধ্যাঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥২১॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—'যোগিন' ইত্যাদি সূত্রে। স্মরণীয়তা-বিষয়ে 'নৈতে সৃতী' ইত্যাদি ভগবদ্-বাক্য প্রমাণরূপে দেখাইতেছেন। 'অগ্ন্যাদেঃ কালত্বাসম্ভবাদিতি' —'অগ্নির্জ্যোতিরহঃশুক্লঃষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্ম-

বিদো জনাঃ' এই স্মৃতিবাক্যে অগ্নি ও জ্যোতিঃ-শব্দ দ্বারা অর্চ্চিঃ জ্ঞাতব্য। 'অগ্ন্যাদেঃ' এই আদিপদ গ্রাহ্য 'ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্' এই বাক্যোক্ত ধুম গ্রহণীয়। এই অর্চ্চির ও ধূমের কালস্বরূপত্ব কোন প্রকারেই সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না। অতএব অগ্নি প্রভৃতিকে আতিবাহিক দেবতা জানিবে। ভাষ্যের অন্যাংশ স্পষ্ট ॥২১॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার পূর্ব্বোক্ত বিষয় আরও দৃঢ় করিতেছেন যে, যদিও শ্রীগীতাতে ব্রহ্মনিষ্ঠের পক্ষে চন্দ্রগতির হেয়ত্ব এবং অর্চ্চিরাদি গতির উপাদেয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, তথাপি পরে যে উক্ত হইয়াছে—এই দুই প্রকার গতি অবগত হইলে যোগী কখনই মোহপ্রাপ্ত হন না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে কোনরূপ কালনিয়ম নাই।

এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এতে সৃতী তে নৃপ বেদগীতে
ত্বয়াভিপৃষ্টে চ সনাতনে চ।
যে বৈ পুরা ব্রহ্মণ আহ তুষ্ট
আরাধিতো ভগবান্ বাসুদেবঃ ॥" (ভাঃ ২।২।৩২)

অর্থাৎ হে নৃপ! বেদগীত সনাতন সদ্যো-মুক্তি ও ক্রম-মুক্তি—পন্থাদ্বয় যাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা আপনাকে বলিলাম। পুরাকালে ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই দুই প্রকার মুক্তির বিষয় বলিয়াছেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"সৃতী ব্রহ্ম-মার্গৌ" নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ" ইতি যাবৎ সদ্যো মুক্তিরেকা সৃতিঃ,

"যদি প্রযাস্যন্" ইত্যাদিনা ক্রমমুক্তিশ্চ দ্বিতীয়া স্মৃতিঃ। এতে সৃতী বেদেন গীতে, ন তু স্বোৎপ্রেক্ষিতে। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" ইতি সদ্যোমুক্তিঃ। "তেঽর্চ্চির-ভিসংভবন্তি" ইত্যাদিনা ক্রমমুক্তিশ্চ বেদেনৈবোক্তা।"

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—

পুনরায় বিদ্বানের ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে আশঙ্কা উত্থাপনপূর্ব্বক তাহার সমাধানে বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন—যে পথে আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হয়, এই পথ দুইটি যোগিপুরুষের সম্বন্ধেই স্মরণীয় বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে। সুতরাং বিদ্বানের ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে সংশয়ের কোন কারণ নাই। এখানে যে, সাধারণতঃ মুমূর্ষুগণেরই মৃত্যুর কালবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু যাঁহারা যোগী—যোগনিষ্ঠাসম্পন্ন তাঁহাদিগের প্রতি 'স্মার্ত্তে' অর্থাৎ স্মৃতিবিষয়ীভূত স্মর্ত্তব্য—দেবযান ও পিতৃযানাখ্য গতি স্মৃত হয় অর্থাৎ যোগাঙ্গরূপে অনুদিন স্মরণ করিবার যোগ্য হয়। তাৎপর্য্য এই যে,—যোগী-দিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করিলে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে না, কিন্তু দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ হইলে সংসারে আসিতে হইবে। উপসংহারেও সেইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে—"নৈতে সৃতী…ভবার্জ্জুন॥" (গীঃ ৮।২৭) ইতি "অগ্নির্জ্যোতিঃ" এবং "ধূমো রাত্রিঃ" কথাতে সেই শ্রুত্যুক্ত 'দেবযান' ও 'পিতৃযান' পথদ্বয়কেই বুঝিতে হইবে। তারপর উপক্রমে 'যত্র কালে' এই 'কাল'-শব্দটিও কালাভিমানী আতিবাহিক দেবতাপর, কারণ অগ্নি ও ধূমাদি-পদার্থের কালত্ব অসম্ভব। অতএব "তেঽর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি" এই শ্রুতি-বিহিত দেবযান পথকে বিদ্যানিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দিতেছে মাত্র; কিন্তু মুমূর্ষুর প্রতি মরণকাল বিশেষ উপদেশ করা হয় নাই।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন কেবলং কালাদিকৃতে ব্রহ্মচন্দ্রগতী স্মর্য্যেতে কিন্তু জ্ঞানযোগিনঃ কর্ম্মযোগিনশ্চ। অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ। ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্তত ইতি। অত্র যোগীতি বিশেষণাৎ স্মরণনিমিত্তে চৈতে গতী, গত্যনুস্মরণাদ্ ব্রহ্ম চন্দ্রং বা গচ্ছতি ধ্রুবম্। অননুস্মরদ্ তু কালে স্মরণং প্রাপ্য বৈ গতিরিতি চাধ্যাত্মে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

" 'যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিঃ' ইত্যাদিনা চ যোগিনঃ প্রতি স্মৃতিদ্বয়ং স্মর্য্যতে। তে চৈতে স্মরণার্হে, অতো ন কালবিশেষনিয়মঃ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন যে, "আমার অনন্যভক্তগণ অক্লেশেই আমাকে লাভ করেন, কিন্তু যাঁহারা আমাতে অনন্য ভক্তি লাভ করেন নাই এবং কর্ম্মজ্ঞানাদির ভরসা করেন, তাঁহাদের মৎপ্রাপ্তি অনেক-কষ্টমিশ্রিত, তাঁহাদের গমনকাল ও মার্গ—দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছেদ্য। তাহার বিবরণ অর্থাৎ যে কালে মৃত্যু হইলে জ্ঞানিযোগীদিগের অনাবৃত্তি হয় এবং যে-কালে মৃত্যু হইলে (জ্ঞানহীনগণের) পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর" ॥২১॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

তৃতীয়ঃ পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

যঃ স্বপ্রাপ্তিপথং দেবঃ সেবনাভাসতোঽদিশৎ ।
প্রাপ্যঞ্চ স্বপদং প্রেয়ান্ মমাসৌ শ্যামসুন্দরঃ ॥

অনুবাদ—যঃ—লীলাময় যে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির আভাসেতেও তুষ্ট হইয়া ভক্তকে নিজ প্রাপ্তি-পথ অর্থাৎ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ অথবা গরুড়ে আরোহণ করাইয়া প্রাপ্য—কাম্য নিজধাম বা নিজ চরণ দুইটি দিয়া থাকেন, তিনি আমার পরমপ্রিয় হউন।

মঙ্গলাচরণ-টীকা—অথ ভগবৎপ্রাপকার্চ্চিরাদিমার্গনিরূপকং তৃতীয়পাদং ব্যাচিখ্যাসুর্ভগবৎপ্রীতিকামনাং মঙ্গলমাচরতি য ইতি। স্ব-প্রাপ্তিপথমর্চ্চিরাদিমার্গং ক্বচিদ্বৈনতেয়ারূঢ়স্বভূতঞ্চ বোধ্যম্। স্বপদং স্বধাম স্বপাদদ্বন্দ্বঞ্চ। সেবনাভাসতো ভক্ত্যাভাসেনাপি। অজামিলাদীনাং যথা নামকীর্ত্তনাদ্যাভাসৈস্তৎপদাপ্তিঃ পুরাণেষু নিরূপ্যতে।

মঙ্গলাচরণের-টীকানুবাদ—অতঃপর যে অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ-সাহায্যে শ্রীভগবানের নিকট যাওয়া যায়, তাহারই নিরূপণকারী তৃতীয় পাদের ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার ভগবৎপ্রীতি-কামনাত্মক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'য ইত্যাদি' শ্লোক দ্বারা। 'স্বপ্রাপ্তিপথং' বলিতে কোনও ক্ষেত্রে অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ, আবার কোন কোনও স্থলে গরুড়ের উপর আরূঢ় নিজ স্বরূপভূত, ইহা জ্ঞাতব্য। স্বপদের অন্তর্গত স্ব-পদের অর্থ—স্বধাম বৈকুণ্ঠাদি এবং নিজ চরণদ্বয়। সেবনাভাস অর্থাৎ ভক্তির আভাসের দ্বারাও, যেমন অজামিলাদি নাম-কীর্ত্তনাদি আভাসের দ্বারাও তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে নিরূপিত হয়।

অবতরণিকাভাষ্যম্—পাদেঽস্মিন্ ব্রহ্মলোকপ্রাপণঃ পন্থাঃ প্রাপ্যঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপং নিরূপ্যতে। ছান্দোগ্যে—"অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবত্যর্চ্চিষোঽহরহ আপূর্য্যমাণমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসান্ তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাৎ চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ। এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইত্যর্চ্চিঃ প্রথমঃ পন্থাঃ শ্রূয়তে। কৌষীতকীব্রাহ্মণে—"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স আদিত্যলোকম্ স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকম্" ইত্যগ্নিঃ প্রথমঃ। বৃহদারণ্যকে তু—"যদা হ বৈ পুরুষোঽস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন উর্দ্ধ আক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি" ইত্যাদৌ বায়ুঃ প্রথমঃ। "কচিৎ সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি" ইতি সূর্য্যরূপশ্চ শ্রুতঃ। এবমন্যত্রান্যাদৃশশ্চ। ইহ ভবতি সংশয়ঃ—কিময়ং নানাবিধো ব্রহ্মলোকমার্গঃ কিংবা নানাশ্রুত্যুক্তপর্ব্বকোঽর্চ্চিরাদিরেক এবেতি। ভিন্নপ্রকরণত্বাদথৈতৈরেবেত্যবধৃত্যনুরোধাচ্চ নানাবিধ ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই পাদে ব্রহ্মলোকে যাইবার পথ ও প্রাপ্য ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপিত হইতেছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—'অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবত্যর্চ্চিষোঽহরহ আপূর্য্যমাণমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্…মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে'। ইতি—আর যে এই অক্ষিপুরুষকে যাঁহারা ব্রহ্মবোধে উপাসনা করেন তাঁহারা মৃত হইলে তাঁহাদের পুত্র-শিষ্য প্রভৃতি আত্মীয়গণ শব-সংস্কার—দাহাদি কার্য্য করে অথবা না করে, তাহা হইলেও অক্ষয় উপাসনার ফলে সেই উপাসকগণ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথে শ্রীহরির সহিত মিলিত হন। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি দেবগণ সেই উপাসকগণকে বিষ্ণুপদ পাওয়াইয়া দেন। প্রথমে সেই অর্চ্চিঃ শুক্লপক্ষ-দেবতা পর্য্যন্ত লইয়া যায়, তাহার পর উত্তরায়ণ-দেবতা, ক্রমে সংবৎসর-দেবতা, তাহা হইতে আদিত্য,

আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎকে পাওয়াইয়া দেয়। তথায় স্থিত-উপাসকগণকে এক অমানব পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবপথ ও ব্রহ্মপথ, এইপথ-আশ্রয়কারী উপাসকগণ এই জন্ম-মৃত্যুরূপ আবর্ত্তযুক্ত মনুষ্য জগতে আর ফিরিয়া আসেন না। ইহাতে এই অর্চ্চিঃ প্রথম পথ শ্রুত হইতেছে। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে শ্রুত হইতেছে—'স এতং দেবযানং ...স ব্রহ্মলোকম্'। সেই মৃত ব্রহ্মবিদ্ এই দেবযান পথ ধরিয়া অগ্নিলোকে আসেন, তাহার পর তিনি বায়ুলোক, ক্রমে বরুণলোক, আদিত্যলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক শেষে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, ইহাতে অগ্নি প্রথম পথ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বৃহদারণ্যকে অন্যরূপ আছে, যথা—'যদা হ বৈ পুরুষো-ঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি...স আদিত্যমাগচ্ছতি' ইত্যাদি যে সময় ঐ ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনি প্রথমে বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ুলোকে গেলে তাঁহাকে বায়ু ছিদ্র দান করে, যেমন রথচক্রের মধ্যে ছিদ্র আছে, তদ্রূপ সেই বায়ু-প্রদত্ত ছিদ্রপথে উৰ্দ্ধে চলিয়া যান, পরে তিনি আদিত্যকে প্রাপ্ত হন ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ু প্রথম পথ শ্রুত হইতেছে। আবার কোন শ্রুতিতে সূর্য্যের দ্বার দিয়া বিরজা-মার্গাশ্রয়ী হইয়া গমন করেন, ইহাতে সূর্য্যরূপ প্রথম পথ বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকার অন্যান্য শ্রুতিতে বিভিন্ন পথ শ্রুত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাতে সংশয় এই,—তবে কি এই ব্রহ্মলোক-পথ নানাপ্রকার? অথবা নানাবিধ শ্রুতি বর্ণিত-স্তরে অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ একই? পূর্ব্বপক্ষী নিশ্চয় করেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ থাকায় এবং 'অথৈতৈরেব' ইত্যাদি শ্রুতিতে অবধারণার্থক 'এব' শব্দ প্রযুক্ত থাকায়—এই সকল পথেরই সাহায্যে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, ইহা প্রতিপাদিত হওয়ায়, তাহার অনুরোধে নানাবিধ পথই বলিব; এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ষোড়শসূত্রকং নবাধিকরণকং তৃতীয়পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে পাদেঽস্মিন্নিত্যাদিনা। পূর্ব্বপাদেঽঙ্গভূতোৎক্রান্তিশ্চিন্তিতা, ইহ ত্বঙ্গীভূতোঽর্চ্চিরাদিমার্গশ্চিন্ত্যত ইত্যনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবঃ সঙ্গতিঃ। পূর্ব্বন্যায়ে ব্রহ্মবিদাং মৃত্যুকালানিয়মো নিরূপিতস্তদ্বৎ তন্মার্গানিয়মোঽস্ত। প্রকরণভেদাৎ মার্গভেদপ্রতীতেরিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ। অথেত্যাদিঃ। তস্যার্থঃ। অস্মিন্নক্ষি-

পুরুষব্রহ্মোপাসকগণে মৃতে সতি যদি পুত্রশিষ্যাদয়ঃ শব্যং শবসম্বন্ধি সংস্কারাদি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যদি বা ন কুর্ব্বন্তি উভয়থাপ্যক্ষতোপাস্তিফলাস্তে তদুপাসকা অর্চ্চিরাদিভির্হি রিমভিসম্ভবন্তি মিলন্তীত্যর্থঃ। অর্চ্চিরাদয়ো দেবাস্তদুপাসকাং-স্তৎপদং প্রাপয়ন্তি রাজনিদেশবর্ত্তিনো মার্গপালকা যথা রাজোপঢৌকিতানি প্রিয়াণীতি। উপাসকা দেহান্নিক্রম্যার্চ্চিরভিসম্ভবন্তি। তদর্চ্চিস্তানহঃপর্য্যন্তং নয়ত্যেবমগ্রেঽপি যোজ্যম্। ততঃ শুক্লপক্ষদেবতাম্। ততঃ ষণ্মাসোপলক্ষি-তামুত্তরায়ণদেবতাং ততঃ সংবৎসরদেবতাং তত আদিত্যং ততশ্চন্দ্রং ততো বিদ্যুতমিত্যর্থঃ। তত্র তত্র স্থিতাংস্তদুপাসকান্ ব্রহ্মলোকাদাগত্যামানবঃ পুরুষো ব্রহ্ম গময়তি। অশ্চ মা চ তয়োরনবঃ তে অনবে বা যস্য সঃ। নিত্যনূতনভাবেন সর্ব্বদৈব অপশ্যন্নিত্যর্থঃ। অথবা অমতীত্যমঃ সর্ব্বব্যাপী। অনিতি জীবয়তি সর্ব্বানিত্যনস্তং হরিং বাতি উপাসকান্ সূচয়তীতি সঃ। সর্ব্বথা তন্নিত্যপার্ষদ ইত্যর্থঃ। অত্রার্চ্চিঃশব্দেন নক্ষত্রভামণ্ডলমর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে জ্বালাভাসোর্ন পুংস্যর্চ্চিরিতি নানার্থবর্গাৎ সিদ্ধান্তে ত্বগ্নিরিতি জ্ঞেয়ম্। অর্চ্চিরাদি-ভির্দেবৈর্বিশিষ্টত্বাদ্দেবপথঃ ব্রহ্মপ্রাপকত্বাদ্ব্রহ্মপথশ্চৈষ মার্গঃ। এতেন পথা। মানবং সর্গম্। আবর্ত্তং জন্মমরণাখ্যাবৃত্তিমত্ত্বাদাবর্ত্তরূপম্। ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসানি-ত্যত্র উদঙ্ উত্তরাভিমুখঃ সন্নাদিত্যো যান্মাসানেতীতি যোজ্যম্। স এতমিতি। স বিদ্বান্ হরিভক্তস্তল্লোকপতিভির্হরিং নীয়ত ইত্যর্থঃ। যদা হেতি। পুরুষো হরিধ্যায়ী বিদ্বান্ যদাস্মাল্লোকাৎ দেহাৎ প্রৈতি স তদেতি শেষঃ। প্রাপ্তায় তস্মৈ স বায়ুস্তত্র বিজিহীতে বিবরং করোতীত্যর্থঃ। যথা রথচক্রস্য খং ছিদ্রং তেন বায়ুদত্তেন ছিদ্রেণ দ্বারা স বিদ্বানূর্দ্ধঃ সন্নাক্রমতে ইত্যর্থঃ। ক্বচিদিতি। তে বিরজামার্গতৎফলপ্রতিবন্ধশূন্যা হরিভক্তা ইত্যর্থঃ। এব-মন্যত্রেতি। নাড়ীসম্বন্ধরূপশ্চ পন্থা ইত্যর্থঃ। কিময়ং নানেতি। পূর্ব্বপক্ষে যেন কেনচিৎ পথা গমনং সিদ্ধান্তে তু বিদ্যৈক্যাৎ বিকল্পাভাবঃ ফলম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই তৃতীয় পাদে ষোলটি সূত্রে নয়টি অধিকরণ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিবার কামনায় ভাষ্যকার 'পাদেঽস্মিন্ ব্রহ্মলোকপ্রাপণঃ পন্থাঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আরম্ভ করিতেছেন। পূর্ব্ব-পাদে (দ্বিতীয় পাদে) অঙ্গস্বরূপ উৎক্রমণ বিচারিত হইয়াছে, আর এই তৃতীয় পাদে অঙ্গীভূত অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ বিচারিত হইতেছে,

এইরূপে দুই পাদের অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ উপকার্য্যোপকারক-ভাব-নামক সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। পূর্ব্বাধিকরণে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মৃত্যুকালের যেমন কোনও নিয়ম নাই, সেই প্রকার আশ্রয়ণীয় পথেরও কোন নিয়ম না থাকুক; কারণ প্রকরণ বিভিন্ন হওয়ায় বিভিন্ন পথ প্রতীত হইতেছে, এইরূপ পূর্ব্বন্যায়ের সহিত দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি। 'অথ যদু চৈবাস্মিন্' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—অস্মিন্—এই অক্ষিপুরুষ-ব্রহ্মোপাসকগণ মৃত হইলে পর যদি পুত্র-শিষ্য প্রভৃতিরা শব-সংস্কারাদি কর্ম্ম করে অথবা নাও করে, উভয় পক্ষেই ব্রহ্মোপাসনার ফল অক্ষুণ্ণ হওয়ায় সেই অক্ষিপুরুষে ব্রহ্মোপাসকগণ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি মার্গ ধরিয়া শ্রীহরির সহিত মিলিত হন। অর্চ্চিরাদি দেবতাগণ সেই উপাসকগণকে বিষ্ণুপদ পাওয়াইয়া দেন। যেমন রাজাজ্ঞানু-বর্ত্তী মার্গপালকগণ রাজার উপঢৌকনীভূত প্রিয়বস্তুগুলি রাজাকে পাওয়াইয়া থাকে। ঐ উপাসকগণ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্চ্চিতে মিলিত হয়। অর্চ্চিঃ দেবতা তাহাদিগকে দিবাভিমানী দেবতা পর্য্যন্ত পাওয়াইয়া থাকে, এইরূপ যোজনা অগ্রেও কর্ত্তব্য। তাহা হইতে শুক্লপক্ষ-দেবতা-নয়ন, ক্রমে তাহা হইতে মাঘাদি ছয় মাসে পূর্ণ উত্তরায়ণ-দেবতায়, তথা হইতে সংবৎসরাভিমানিনী দেবতায়, তাহা হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুতে লইয়া যায়। উপাসকগণ সেই অর্চ্চিরাদিতে স্থিত হইলে তাঁহাদিগকে এক অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটাইয়া দেয়। অমানব-শব্দের ব্যুৎপত্তি—অশ্চ (বিষ্ণুঃ) মাচ (লক্ষ্মীঃ) তাঁহাদের 'অনবঃ' সেই পুরুষ অথবা তাঁহারা দুইটি 'অ' ও 'মা' যাহার নব (নূতন) নহে এইরূপ, অর্থাৎ নিত্য নূতন ভাবে সর্ব্বদাই দেখেন। এই অর্থ। অথবা অমতি ইতি অমঃ—সর্ব্বব্যাপী, অনিতি—জীবয়তি। অন্তর্ভূতণ্যর্থ সর্ব্বান্—(অন্‌ধাতুনিষ্পন্ন) যিনি সকলকে বাঁচাইয়া রাখেন—এই ব্যুৎপত্তিতে অন-শব্দের অর্থ হরি, তাঁহাকে 'বাতি' অর্থাৎ উপাসকগণকে দেখাইয়া দেয় যে পুরুষ, তিনিই অমানব। যে ব্যুৎপত্তিই ধরা যাউক, সর্ব্বপ্রকারে শ্রীহরির নিত্যপার্ষদ—এই অর্থ হয়। এই শ্রুত্যুক্ত অর্চ্চিস্-শব্দের দ্বারা নক্ষত্রের দীপ্তিমণ্ডল অর্থবাচ্য। পূর্ব্বপক্ষীর মতে 'জ্বালাভাসো ন পুংস্যর্চ্চিঃ' জ্বালা ও দীপ্তি-অর্থে অর্চ্চিস্-শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ। ইহা নানার্থবর্গে আছে, এ-কারণে এখানে অর্চ্চিস্-শব্দের

অর্থ দীপ্তি ধরা হইয়াছে। সিদ্ধান্তী সূত্রকারের মতে অর্চ্চিস্-শব্দের অর্থ—অগ্নি, ইহা জানিবে। এই পথকে অর্চ্চিঃ প্রভৃতি দেবতাধিষ্ঠিত বলিয়া দেবপথ, আবার ব্রহ্মপ্রাপক বলিয়া ব্রহ্মপথ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। 'এতেন প্রতিপদ্যমানা ইতি'—এতেন—এই পথ দিয়া। 'ইহ মানবমাবর্ত্ত-মিতি' মানবম্—সৃষ্টি, আবর্ত্তম্—জন্ম-মৃত্যুর পুনঃপুনঃ আবৃত্তি থাকায় আবর্ত্ত স্বরূপ। 'ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসানিতি'—উদঙ্—উত্তরাভিমুখ হইয়া সূর্য্যদেব ছয় মাস গমন করেন। এইভাবে যোজনীয়। 'স এতং দেবযানং ইতি'—সঃ—সেই ব্রহ্মবিদ্ হরিভক্ত অগ্নি প্রভৃতি লোকবাসিগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণুলোকে নীত হন। 'যদা হ বৈ পুরুষ' ইত্যাদি ইহার অর্থ—পুরুষঃ—হরিধ্যানকারী ব্রহ্মবিদ্ যদা—যখন এই লোক হইতে—দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন। বায়ুলোক-প্রাপ্ত তাঁহাকে সেই বায়ু নিজেতে ছিদ্র প্রদান করে। যেমন রথচক্রের ছিদ্র সেইরূপ সেই বায়ুদত্ত-ছিদ্র দ্বারা সেই বিদ্বান্ উর্দ্ধগামী হইয়া উঠে, এই অর্থ। 'ক্বচিৎ সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজা ইতি' তে—বিরজাপথ ও তাহার ফলের প্রতিবন্ধকশূন্য হরিভক্তগণ। 'এবমন্যত্রান্যাদৃশশ্চেতি' অন্যাদৃশ ইতি—নাড়ী-সম্বন্ধরূপ পথ। 'কিময়ং নানাবিধ ইতি'—পূর্ব্বপক্ষীর মতে পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ পথের মধ্যে যে কোনও পথ ধরিয়া গমন অভিপ্রেত। আর সিদ্ধান্তী সূত্রকারের মতে—বিদ্যা একই যখন, তখন তদনুসারে প্রকারান্তর নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত।

অর্চ্চিরাদ্যধিকরণম্

সূত্রম্—অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—সকল ব্রহ্মবিদ্ই প্রাথমিক অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথে ব্রহ্মলোকে গমন করে, প্রমাণ—শ্রুতিতে সেইরূপ গতির উপদেশ আছে ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সর্ব্বোঽপি বিদ্বানর্চ্চিঃপ্রথমেনৈব বর্ত্মনা ব্রহ্মলোকং ব্রজতি। কুতঃ? তৎপ্রথিতেঃ। "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে

চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষম্” ইতি পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাপ্রকরণস্থেন বচসা বিদ্যান্তরশালিনামপ্যর্চ্চিরাদিনৈব পথা গত্যুপদেশাদিত্যর্থঃ। “দ্বাবেব মার্গৌ প্রথিতাবর্চ্চিরাদির্বিপশ্চিতাম্। ধূমাদিঃ কর্ম্মিণাঞ্চৈব সর্ব্ববেদবিনির্ণয়াদ্” ইতি স্মৃতিশ্চ। এবং সতি যত্র বিসদৃশঃ পন্থাঃ শ্রূয়তে তত্র গুণোপসংহারবদমুক্তানাং সমাবেশঃ প্রকরণভেদেঽপি বিদ্যৈক্যাৎ। এবঞ্চাবধৃতিরপি রশ্মিপ্রাপ্তিপরৈব। অন্যথা বাক্যভেদপ্রসঙ্গঃ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ—সকল বিদ্বান্‌ই অর্চ্চিরূপ প্রথম পথ ধরিয়া ব্রহ্মলোকে যান। প্রমাণ কি? ‘তৎপ্রথিতেঃ’ যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ প্রখ্যাত আছে। যথা ‘তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষম্’ সেই ব্রহ্মকে যাঁহারা এইরূপ লক্ষণসম্পন্ন জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যাবোধে উপাসনা করেন, তাঁহারা উভয়েই মৃত্যুর পর অর্চ্চিঃ পথ প্রাপ্ত হন। ‘পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রকরণেস্থিত’—এই বাক্য দ্বারা উপদিষ্ট হইতেছে যে, অন্য বিদ্যার উপাসকগণেরও অর্চ্চিঃ প্রভৃতি মার্গযোগে গতি হয়, এইজন্য সকলেরই ঐ এক পথ বলিতে হয়, এই তাৎপর্য্য। দুইটি পথ বিখ্যাত আছে,—তন্মধ্যে একটি ব্রহ্মবিদ্‌গণের অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ, অপরটি কর্ম্মীদিগের ধূমাদি পথ। কারণ সমস্ত বেদের সিদ্ধান্তে ইহা সমর্থিত।—এই স্মৃতিবাক্যও ইহার প্রমাণ। এইরূপ হইলে কোনও শ্রুতিতে ইহার বিপরীত পথ যে শ্রুত হয়, তথায় প্রধান-কর্ম্মে অঙ্গ-কর্ম্মের উপসংহারের মত অমুক্ত পথগুলিরও উহার মধ্যে অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে; যেহেতু প্রকরণভেদ থাকিলেও বিদ্যাগত ঐক্য আছে। তবে যে ‘অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি’ এইবাক্যে অবধারণার্থক (ইতর ব্যাবর্ত্তক) ‘এব’ শব্দ রহিয়াছে, তাহার সঙ্গতি কি হইবে? তাহারও সঙ্গতি হইতেছে—এই সৌররশ্মিপ্রাপ্তি-তাৎপর্য্যে, তাহা না মানিলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে ॥১॥

সূক্ষ্মা টীকা—অর্চ্চিরাদিনেতি। বিদ্যান্তরেতি। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতামপী-ত্যর্থঃ। দ্বাবেবেতি ব্রহ্মতর্কে। পন্থানৌ পিতৃযানশ্চ দেবযানশ্চ বিশ্রুতৌ। তুর্জ্জনাঃ পিতৃযানেন দেবযানেন মোক্ষিণ ইতি মোক্ষধর্ম্মে চ। প্রকরণভেদেঽপীতি।

ন চ প্রকরণভেদান্মার্গভেদঃ শক্যো বক্তুম্। অর্চ্চিরাদ্যেকদেশস্য সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞানাৎ বিদ্যাবেদ্যয়োরৈক্যাচ্চ। তথা চানুক্তানাং সমাবেশ এব শ্রেয়ানিতি ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—'অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ' এই সূত্রে, 'বিদ্যান্তরশালিনাম-পীত্যাদি' ভাষ্যে—বিদ্যান্তর—অন্য বিদ্যা অর্থাৎ পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা, তৎপরায়ণ-দিগেরও। 'দ্বাবেব মার্গৌ প্রথিতৌ' ইতি—এই স্মৃতিবাক্যটি ব্রহ্মতর্ক-গ্রন্থে ধৃত। আবার মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মেও আছে, যথা—'পন্থানৌ পিতৃযানশ্চ··· মোক্ষিণঃ' ইতি পিতৃযান ও দেবযান দুইটি পথ বিখ্যাত আছে, তন্মধ্যে দুর্জ্জন ব্যক্তিরা (কর্ম্মিগণ) পিতৃযানে আর মোক্ষাধিকারীরা (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) দেবযানে গমন করে। 'প্রকরণভেদেঽপি বিদ্যৈক্যাৎ' ইতি—প্রকরণভেদ উক্ত হওয়ায় মার্গভেদ, ইহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ সেই পথগুলির মধ্যে অর্চ্চিঃ প্রভৃতির একাংশের সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞান হয় এবং উভয়ই বিদ্যা বেদ্য এজন্য উভয়ের ঐক্য। অতএব অর্চ্চিরাদির মধ্যে অনভিহিত বিষয়গুলিরও আদিপদ গ্রাহ্যত্ব-হিসাবে অন্তর্ভাব স্বীকারই সুষ্ঠুতর ॥১॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে ভগবৎপ্রাপক অর্চ্চিরাদিনিরূপক এই তৃতীয় পাদ ব্যাখ্যা করিবার অভিলাষে ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীভগবানের প্রীতি-কামনায় মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, যিনি ভক্তির আভাসেও সন্তুষ্ট হইয়া নিজধামপ্রাপক পথ প্রদর্শন এবং নিজ পদসেবার অধিকার প্রদান করেন, সেই শ্রীশ্যামসুন্দর আমার পরম প্রিয় হউন অর্থাৎ আমার প্রতি পরম প্রসন্ন হউন। শ্রীভগবানের প্রসন্নতা-ব্যতিরেকে ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণ সম্ভব নহে। এইজন্য প্রতি অধ্যায়ের প্রথমেই মঙ্গলাচরণে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছেন।

এই পাদে ব্রহ্মলোক অর্থাৎ বিষ্ণুলোক গমনের পথ এবং প্রাপ্য ব্রহ্ম-স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্মোপাসকের দেহত্যাগ ঘটিলে পুত্র অথবা শিষ্যাদি শবসম্বন্ধীয় সংস্কারাদি কার্য্য করুন বা নাই করুন, তাঁহারা নিজ উপাসনার ফলেই অর্চ্চিরাদি-মার্গে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য। বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন

স্থানে বিভিন্নরূপ গমনের কথা উল্লিখিত আছে। এক্ষণে সংশয় এই যে,— ব্রহ্মলোকগমনের পথ কি নানাপ্রকার? অথবা বিভিন্ন শ্রুতিতে নানা প্রকারে উক্ত হইলেও অর্চ্চিরাদি পথ একই? এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে, যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন বিভিন্নই বলিব। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন যে, প্রথমে সমস্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিই অর্চ্চিরাদি পথে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন, যেহেতু সেইরূপ গতিই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। স্মৃতিতেও পাওয়া যায়—কর্ম্মিগণ ধূম্রাদি পথে এবং বিদ্বদ্‌গণ অর্চ্চিরাদি পথে পরলোক গমন করেন। তবে যে, বিভিন্ন পথের কথা শ্রুতিতে পাওয়া যায়, তাহা গুণোপসংহারের ন্যায় তাহার মধ্যে অনুক্তের সমাবেশ বুঝিতে হইবে; যেমন প্রধানকর্ম্মে অঙ্গ-কর্ম্মগুলির উপসংহার হয়। কেন না, প্রকরণভেদ থাকিলেও বিদ্যার ঐক্য আছে। এইরূপ অবধারণের তাৎপর্য্য রশ্মিপ্রাপ্তিপরত্বই, নতুবা বাক্যভেদ প্রসঙ্গ আসে।

বিদ্বানের গতি-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অগ্নিঃ সূর্য্যো দিবা প্রাহ্ণঃ শুক্লো রাকোত্তরং স্বরাট্।
বিশ্বোঽথ তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুর্য্য আত্মা সমন্বয়াৎ ॥"

(ভাঃ ৭।১৫।৫৪) ॥ ১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইদানীং বাক্যান্তরপঠিতস্য বায্বাদের্চ্চি-র্মার্গে সন্নিবেশঃ স্যাদিত্যেতৎ প্রদর্শয়িতুমারম্ভঃ। "স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকম্" ইত্যত্র শ্রূয়মাণো বায়ুরর্চ্চিরাদিপথে সন্নিবেশ্যো ন বেতি বীক্ষায়াং ক্রমাশ্রবণাৎ কল্পকাভাবাচ্চ নেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ— এক্ষণে বাক্যান্তরে পঠিত বায়ু প্রভৃতি মার্গের অর্চ্চিঃ পথে অন্তর্ভাব হয়, ইহা দেখাইবার জন্য এই অধিকরণের আরম্ভ। 'স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকম্' সেই ব্রহ্মবিদ্ মৃত্যুর পর দেবযান পথ ধরিয়া অগ্নিলোকে যায়,

পরে বায়ুলোকে যায়, এই শ্রুতিতে যে বায়ুর কথা শুনা যাইতেছে, উহা অর্চ্চিরাদি-পথে অন্তর্ভাবনীয় হইবে কিনা ? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, না, বায়ু উহার মধ্যে সন্নিবেশ্য হইবে না ; যেহেতু ক্রম উহাতে শ্রুত নাই এবং ঐরূপ কল্পনারও কোন হেতু নাই। এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ইদানীমিতি। সর্ব্বেষু প্রকরণেষু মার্গৈক্যং প্রাগুক্তং তন্ন যুক্তম্। বায়ুস্থানানিশ্চয়েনানেকমার্গতায়া দুর্নিবারত্বাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'ইদানীমিত্যাদি' ভাষ্য। পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করেন, তোমরা যে পূর্ব্বে—সকল প্রকরণেই পথ একই, বলিয়াছ ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহাদের মধ্যে বায়ুস্থানের অনিশ্চয়হেতু তাহা ধরিয়া অনেক মার্গ হইবেই, উহা দুর্নিবার। এই আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধান হেতু এই অধিকরণে আক্ষেপ নামক সঙ্গতি গ্রাহ্য।

বায়্বধিকরণম্

সূত্রম্—বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম ॥২॥

সূত্রার্থ—সংবৎসরের পর আদিত্যে গমনের পূর্ব্বে বায়ুকে কৌষীতকী শ্রুত্যধ্যায়ীরা সন্নিবেশ করেন। প্রমাণ কি ? যেহেতু অবিশেষে উপদেশ ও বিশেষভাবে উপদেশ উভয়ই আছে ॥২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অর্চ্চিষমিত্যাদাবব্দাৎ সংবৎসরাৎ পরমাদিত্যাৎ পূর্ব্বং বায়ুং নিবেশয়ন্তি। কুতঃ ? অবিশেষেতি। স বায়ুলোকমিত্যবিশেষেণোপদিষ্টস্য "যদাহ বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি" ইত্যাদৌ "স বায়ুমাগচ্ছতি" ইতি সূর্য্যাৎ পূর্ব্ববর্ত্তিত্বেন বিশেষেণোপদেশাদিত্যর্থঃ। এবং সতি "মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদি-

ত্যম্"ইতি বৃহদারণ্যকোক্তো দেবলোকোঽপি বায়ুরেব জ্ঞেয়ঃ। "যোঽয়ং পবন এষ এব দেবানাং গৃহঃ" ইতি দেবনিবাসস্থানত্বেনোক্তেঃ। অপরে ত্বাহুঃ—দেবলোকোঽপি বর্ত্মপর্ব্ববিশেষঃ। স চ সংবৎসরাৎ পরত্র পূর্ব্বত্র চ বায়োর্নিবেশ্যঃ। ন তু মাসসংবৎসরয়োর্মধ্যে, তয়োঃ সম্বন্ধপ্রসিদ্ধেঃ। তথাচ সংবৎসরাদিত্যয়োর্মধ্যে দেবলোকবায়ুলোকৌ সন্নিবেশ্যাবিতি ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ—'অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি' ইত্যাদি শ্রুতিতে সংবৎসর-শব্দের পর আদিত্য-শব্দের পূর্ব্বে শ্রুতিবাক্যগুলি বায়ু-শব্দ পাঠ করিয়া থাকেন। প্রমাণ কি ? যেহেতু 'স বায়ুলোকমাগচ্ছতি' এই শ্রুতিতে সামান্যাকারে বায়ু উপদিষ্ট, আবার 'যদা হ বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি'—ইত্যাদি শ্রুতিতে 'স বায়ুমাগচ্ছতি' সে বায়ুলোকে আসে, এই বাক্যটি 'সূর্য্যমাগচ্ছতি' ইহাতে সূর্য্যের পূর্ব্বে বিশেষভাবে উপদিষ্ট, এজন্য এই অর্থ। এই সিদ্ধান্তে 'মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যম্' মাসের পর দেবলোক, তথা হইতে আদিত্যলোক, এই বৃহদারণ্যকোক্ত দেবলোকও বায়ুতাৎপর্য্যেই কথিত জানিবে, তাহার কারণ—'যোঽয়ং পবন এষ এব দেবানাং গৃহঃ' এই যে প্রসিদ্ধ বায়ু, ইহাই দেবতাদের নিবাসস্থান—এই শ্রুতিতে বায়ুকে দেবতাদের নিবাসস্থানরূপে বলা হইয়াছে। অপর ব্যাখ্যাকর্ত্তারা বলেন যে, দেবলোকও একটি পথের স্তরবিশেষ। সেই দেবলোক সংবৎসরের পরে এবং বায়ুর পূর্ব্বে সন্নিবেশ্য, কিন্তু মাস ও সংবৎসরের মধ্যে বায়ুর সন্নিবেশ হইতে পারে না কারণ মাস ও সংবৎসরের পরস্পর অবয়বাবয়বিভাব প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সংবৎসর বলিলে মাসকেও পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধান্ত—সংবৎসর ও আদিত্যের মধ্যে দেবলোক ও বায়ুলোক সন্নিবেশ্য ॥২॥

সূক্ষ্মা টীকা—বায়ুমিতি। সংবৎসরাৎ পরমাদিত্যাৎ পূর্ব্বং গন্তারো বায়ুমভিসম্ভবন্তি। কৌষীতকীব্রাহ্মণে বায়োঃ কুতশ্চিদানন্তর্য্যংপূর্ব্বত্বং বা বিশেষো ন জ্ঞায়তে। তদাবেদকপদালাভাৎ। বৃহদারণ্যকে তু সেত্যাদি-গমনদ্বারত্বাদ্বায়োরাদিত্যাৎ পূর্ব্ববর্ত্তিত্বং বিশেষো জ্ঞায়তে অতঃ সংবৎসরা-দিত্যয়োরন্তরান্তর্বর্ত্তী বায়ুরিত্যর্থঃ। অপরে ত্বিতি। ত্রয়োদশপর্ব্বা ব্রহ্ম-

লোকপদ্ধতিরিতিবাদিন ইত্যর্থঃ। তয়োরিতি। মাসসম্বৎসরয়োরবয়বাবয়বিভাবেন সম্বন্ধাদিত্যর্থঃ ॥২॥

টীকানুবাদ—'বায়ুমব্দাদিত্যাদি' সূত্রে। 'সংবৎসরাৎ পরমাদিত্যাদিত্যাদি' সংবৎসরের পর আদিত্যলোকে যাইবার পূর্ব্বে গমনকারিগণ বায়ুতে সম্ভূত (মিলিত) হয়। কৌষীতকী-ব্রাহ্মণে বায়ুর কোন কিছুর ঠিক পরে অথবা পূর্ব্বে এইরূপ বিশেষ দেখা যায় না, যেহেতু তাহার জ্ঞাপক কোন পদ নাই। কিন্তু বৃহদারণ্যকে সে বিশেষ জানা যায় যে, 'স' ইত্যাদি দ্বারা বায়ুর গমনদ্বারত্ব হেতু আদিত্যলোকে যাইবার পূর্ব্বে। অতএব সংবৎসর ও আদিত্য এই উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান বায়ু, এই অর্থ। 'অপরেত্বাহুরিত্যাদি' ব্রহ্মলোকে পৌঁছিবার স্তর ত্রয়োদশটি যাঁহারা বলেন, ইঁহারা—অপরে পদের এই অর্থ। 'তয়োঃ সম্বন্ধপ্রসিদ্ধেঃ' ইতি—মাস ও সংবৎসর এই দুইটির অবয়বাবয়বিভাব সম্বন্ধহেতু, ইহা তাৎপর্য্য ॥২॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর বাক্যান্তরে পঠিত বায়ু প্রভৃতির অর্চ্চিরাদি মার্গে সন্নিবেশ হইবে, ইহা প্রদর্শনার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। কৌষীতকী-উপনিষদে যে পাওয়া যায়—"স এতং দেবযানং পন্থানম্…স বায়ুলোকং স বরুণলোকং…ইত্যাদি" (কৌঃ ১।৩)। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকের পর বায়ুলোক, পরে বরুণলোক ইত্যাদিতে গমন করে। এ-স্থলে সংশয় এই যে, শ্রুতি বর্ণিত বায়ু প্রভৃতি অর্চ্চিরাদি মার্গে সন্নিবেশ্য হইবে কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, ক্রম ও কল্পনার অভাববশতঃ উহা সন্নিবেশিত হইবে না; তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত অর্চিরাদি-বাক্যে সংবৎসরের পর আদিত্যে গমনের পূর্ব্বে বায়ু-শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে। ইহা বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত কৌষীতকীতে যে বায়ুলোক গমনের কথা পাওয়া যায়, তাহা অবিশেষে উল্লিখিত হইয়াছে আবার "যদা হ বৈ পুরুষোঽস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহাও বিশেষ করিয়া উপদেশ আছে। সুতরাং ছান্দোগ্যানুসারে দেবলোকও বায়ুকেই জানিতে

হইবে। কেহ কেহ বলেন—দেবলোকও পথেরই সোপান বিশেষ। সেই দেবলোক সংবৎসরের পরে এবং বায়ুর পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট হইবে; কিন্তু উহা মাস ও সংবৎসরের মধ্যে নিবিষ্ট হইবে না। যেহেতু উহাদের পরস্পর অবয়বাবয়বিভাব সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সংবৎসরের মধ্যে মাসও আছে। সুতরাং সংবৎসর ও আদিত্যের মধ্যে দেবলোক ও বায়ুলোক সন্নিবেশ্যই হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দেবযানমিদং প্রাহুর্ভূত্বা ভূত্বানুপূর্ব্বশঃ।
আত্মযাজ্যুপশান্তাত্মা হ্যাত্মস্থো ন নিবর্ত্ততে॥" (ভাঃ ৭।১৫।৫৫)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥" (গীঃ ৮।২৪) ॥২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—"স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকম্" ইত্যত্র বিচারঃ। ইহ শ্রুতৌ বরুণলোকোঽর্চ্চিরাদিপর্ব্বতয়া সন্নিবেশ্যো ন বেতি বিষয়ে বায়োরিবাস্য ব্যবস্থাপকাভাবান্নেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকমিতি' সেই মৃত ব্রহ্মবিদ্ বরুণলোকে গমন করেন পরে ইন্দ্রলোকে, ক্রমে প্রজাপতিলোকে—এই শ্রুতিতে বর্ণিত বিষয়ের বিচার হইতেছে। এই শ্রুতিতে শ্রুত বরুণলোক কি অর্চ্চিঃ প্রভৃতির স্তররূপে সন্নিবেশ্য? অথবা নহে? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বায়ুর মত যখন কোন ব্যবস্থাপক প্রমাণ নাই তখন বরুণলোক অর্চ্চিঃ প্রভৃতির স্তররূপে সন্নিবেশ্য হইবে না, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্রার্চ্চিরাদিপথে বায়োর্নিবেশো গদিতঃ সোঽস্তু মাস্তু বরুণস্য তদ্বদ্বিশেষাভাবাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যারভ্যতে স বরুণলোকমিত্যাদি। অস্যেতি বরুণলোকস্য।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বাধিকরণে অর্চ্চিস্ প্রভৃতির পথে বায়ুর সন্নিবেশ যুক্তিপ্রমাণে বলা হইয়াছে। অতএব তাহা হউক, কিন্তু বরুণের সেই প্রকার বিশেষ উক্তি না থাকায় সন্নিবেশ না হউক, এই প্রত্যুদাহরণ-(উদাহরণ দেখাইয়া আক্ষেপ) সঙ্গতি দ্বারা আরম্ভ করিতেছেন। 'বরুণলোকম্' ইত্যাদি বাক্যে। বায়োরিবাস্যেতি—অস্য—বরুণলোকের।

তড়িদধিকরণম্

সূত্রম্—তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥৩॥

সূত্রার্থ—চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুতে যায়, এই শ্রুতিতে কথিত বিদ্যুতের পরে ঐ বরুণ নিবেশনীয়, যেহেতু তড়িতে ও বরুণে পরস্পর সম্বন্ধ আছে ॥৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্" ইত্যুক্তায়াস্তড়িতোঽধ্যু-পরিষ্টাদসৌ বরুণো নিবেশ্যঃ। কুতঃ? সম্বন্ধাৎ। তড়িদ্বরুণয়োঃ সম্বন্ধসত্ত্বাৎ। বিদ্যুৎপূর্ব্বিকা হি বৃষ্টির্ভবতি। "যদা হি বিশালা বিদ্যুতস্তীব্রস্তনিতনির্ঘোষা জীমূতোদরে নৃত্যন্ত্যথাপঃ প্রপতন্তি বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বৈ" ইতি শ্রবণাৎ। স্বসম্বন্ধিবৃষ্টিগত-নীরাধিপতিত্বেন বরুণস্য তড়িতা সম্বন্ধঃ প্রসিদ্ধঃ। বরুণাদুপরি তু ইন্দ্রপ্রজাপত্যোর্নিবেশঃ। স্থানান্তরাভাবাৎ পাঠসামর্থ্যাচ্চ। তদেবমর্চ্চিরাদিপ্রজাপত্যন্তা দ্বাদশপর্ব্বা ত্রয়োদশপর্ব্বা বা ব্রহ্মলোক-পদ্ধতিরিতি সিদ্ধম্ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ—'চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্' চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে যায়—এই শ্রুতিতে বর্ণিত বিদ্যুতের পরে ঐ বরুণ নিবেশনীয়। কি হেতু? যেহেতু বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধ আছে। কি প্রকার? তাহা দেখ—প্রথমে বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, পরে বৃষ্টি হয়। শ্রুতিতেও আছে—'যদা হি বিশালা বিদ্যুতঃ···বর্ষিষ্যতি বৈ'। যখন খুব বড় বড় বিদ্যুৎ তীব্র গর্জ্জন করিয়া

জলভরা মেঘের মধ্যে নাচিতে থাকে (প্রকাশ পায়, খেলা করে) তাহার পরেই বৃষ্টি পড়ে, পর্জ্জন্য বিদ্যোতিত হয়, শব্দ করে, তখন জল বর্ষণ করিবে অনুমান হয়। ইহাতে বুঝাইতেছে—বিদ্যুতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বৃষ্টি কার্য্যগত জলের অধিপতিরূপে বরুণের সহিত সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ। বরুণের পর ইন্দ্র ও প্রজাপতির সন্নিবেশ। নতুবা তাহাদের অন্যস্থান নাই এবং শ্রুতির পাঠক্রমপ্রমাণবশতঃ উহা বলিতে হয়। অতএব এই প্রকারে অর্চ্চিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাপতি পর্য্যন্ত বারটি স্তর যুক্ত অথবা শিরায় সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশ ধরিয়া ত্রয়োদশ পর্ব্বসমন্বিত ব্রহ্মলোকের পথ, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—তড়িত ইতি। সম্বন্ধাদিতি। তড়িত উপরি সজলা মেঘা বীক্ষ্যন্তে। বরুণস্তু জলাধিপতিরতস্তয়োঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। বিদ্যুৎ-পূর্ব্বিকায়াং বৃষ্টৌ শ্রুতিমুদাহরতি যদাহীত্যাদি। বক্তব্যমর্থং যোজয়তি স্বসম্বন্ধীতি। কুতো নিবেশস্তত্রাহ বরুণাদুপরীতি। দ্বাদশপর্ব্বেতি। অর্চ্চি-র্দিনসিতপক্ষৈরিহোত্তরায়ণশরন্মরুদ্রবিভিঃ। বিধুবিদ্যুদ্বরুণেন্দ্রদ্রুহিণৈশ্চাগাৎ পদং হরের্মুক্তঃ। এবমেবোক্তং শ্রীবৈষ্ণবে। মুক্তোঽর্চ্চির্দ্দিনপূর্ব্বপক্ষষড়ুদঙ্-মাসাব্দবাতাংশুমচ্চন্দ্রে র্বিদ্যুদপাংপতীন্দ্রবিধিভিঃ সীমান্তসিন্ধ্বাপ্লুতঃ। শ্রীবৈকুণ্ঠ-মুপেত্য নিত্যমজড়ং তস্মিন্ পরব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সমবাপ্য নন্দতি সমং তেনৈব ধন্যঃ পুমানিতি। ত্রয়োদশপর্ব্বেতি। নাড়ীরশ্মিপ্রবেশান্তরমর্চ্চিঃ প্রবিশতি ততো দিনং ততঃ শুক্লপক্ষং তত উত্তরায়ণং ততঃ সম্বৎসরং ততো দেবলোকং ততো বায়ুং তত আদিত্যং ততশ্চন্দ্রং ততো বিদ্যুতং ততো বরুণং তত ইন্দ্রং ততঃ প্রজাপতিমিত্যেবং ত্রয়োদশপর্ব্বণা অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকং পরমব্যোমাখ্যং শ্রীহরিলোকং প্রাপ্নোতীতি ॥৩॥

টীকানুবাদ—'তড়িতোঽধি' ইত্যাদি সূত্রে। 'কুতঃ? সম্বন্ধাৎ' এই ভাষ্যে। বিদ্যুতের উপর (পরে) সজল মেঘ দেখা দেয়, বরুণ জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতএব উভয়ের সম্বন্ধ আছে. এই অর্থ। প্রথমে বিদ্যুৎ হইয়া পরে বৃষ্টি হয়, এ-বিষয়ে শ্রুতির উল্লেখ করিতেছেন—'যদা হি বিশালা' ইত্যাদি দ্বারা। অতঃপর ঐ শ্রুত্যর্থের সহিত প্রকৃত বক্তব্য বিষয় যোজনা করিতেছেন—'স্বসম্বন্ধি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। কোথায় বরুণের সন্নিবেশ

হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—প্রথমে বরুণের সন্নিবেশ, তাহার পরে ইন্দ্র ও প্রজাপতির নিবেশ। 'অর্চ্চিরাদি প্রজাপত্যন্তা দ্বাদশপর্ব্বেতি' —অর্চ্চিস্, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, বর্ষ, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি (ব্রহ্মা)র সাহায্যে মুক্ত পুরুষ শ্রীহরির পদ (বৈকুণ্ঠধাম) প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারই বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে। যথা 'মুক্তো-ঽর্চ্চির্দিন···ধন্যঃ পুমান্' ইতি। মুক্ত পুরুষ অর্চ্চিস্, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস, সংবৎসর, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র ও ধাতা (ব্রহ্মা) ইঁহাদের সাহায্যে বিরজা নদীতে উপনীত হইয়া তথায় অভিষেকের পর শাশ্বত চৈতন্যময় শ্রীবৈকুণ্ঠে যাইয়া তথায় পরব্রহ্মের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবার পরে সেই সৌভাগ্যবান্ পুরুষ তাঁহার সহিত আনন্দ আস্বাদ করিতে থাকেন। ইহাতে বারটি পর্ব্ব বর্ণিত আছে। ত্রয়োদশপর্বা বেতি—নাড়ীতে সৌর-রশ্মি প্রবেশের পর অর্চ্চিতে প্রবেশ, পরে দিন, তাহার পর শুক্লপক্ষ, ক্রমে উত্তরায়ণ, সংবৎসর, দেবলোক, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র, শেষে প্রজাপতি (ব্রহ্মা) এইরূপ ত্রয়োদশ স্তরযুক্ত অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথে গিয়া ব্রহ্মলোক অর্থাৎ পরমব্যোমাখ্য শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয় ॥৩॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পুনরায় আর একটি বিচার উত্থিত হইতেছে যে, কৌষীতকী শ্রুতিতে যে পাওয়া যায়—বিদ্বান্ ব্যক্তি মৃত্যুর পর বরুণ-লোকে গমন করে, তারপর ইন্দ্রলোকে গমন করে ইত্যাদি। এ-স্থলে সংশয় এই যে, উক্ত বরুণলোক কি অর্চ্চিরাদি পথের সোপানরূপে সন্নিবেশ্য? অথবা নহে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে বায়ুর ন্যায় ব্যবস্থাপকের অভাববশতঃ সন্নিবেশ্য হইবে না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, তড়িতের অর্থাৎ বিদ্যুতের পরই বরুণলোক সন্নিবেশ্য, যেহেতু বিদ্যুৎ ও বরুণের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। কারণ বিদ্যুতের পরই বৃষ্টি হয় এবং বরুণ ঐ জলের অধিপতি সুতরাং উহাদের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ। বরুণের পর আবার ইন্দ্র ও প্রজাপতি সন্নিবেশ্য হইতেছেন, যেহেতু তাঁহাদের আর অন্য স্থান নাই। অতএব অর্চ্চিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাপতি পর্য্যন্ত দ্বাদশটি স্তর অথবা কাহারও মতে ত্রয়োদশ পর্ব্বযুক্ত, ব্রহ্মলোক অর্থাৎ পরব্যোমাখ্য শ্রীহরিলোক গমনের পদ্ধতি সিদ্ধ হইতেছে।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

" 'মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদ্বরুণলোকং বরুণলোকাৎ প্রজাপতি-লোকম্' ইতি কৌণ্ডিন্যশ্রুতিঃ। সংবৎসরাত্তড়িতমাগচ্ছতি তড়িতঃ প্রজাপতি লোকমিতি গৌপবনশ্রুতিঃ। তত্র তড়িতো বরুণং গচ্ছতি তড়িতা হ্যেতে বরুণলোকস্তড়িদুপরি মুক্তাময়ো রাজতে। তথাসৌ বরুণো রাজা সত্যানৃতে বিচিন্বতীত্যুপরি সম্বন্ধশ্রুতিঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অগ্নিঃ সূর্য্যো দিবা প্রাহ্নঃ শুক্লো রাকোত্তরং স্বরাট্।"

(ভাঃ ৭।১৫।৫৪) ॥ ৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্,—অথার্চ্চিরাদিবিচারান্তরং—অর্চ্চিরাদয়ো বর্ত্মচিহ্নান্যুতার্চ্চিরাদিব্যক্তয় আহো স্বিদ্বিদুষাং গময়িতার ইতি সন্দেহে বর্ত্মচিহ্নানীতি তাবৎ প্রাপ্তং তচ্চিহ্নসারূপ্যেণ নির্দ্দেশাৎ। তথাহি লোকা নির্দ্দিশন্তি পুরান্নির্গত্য নদীং যাহি ততো গিরিং ততো ঘোষমিতি। তত্তদ্ব্যক্তয়ো বা বাচনিকত্বাৎ। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথের অন্য-বিচার করা হইতেছে। তাহাতে প্রথমতঃ সংশয়—অর্চ্চিরাদি কি পথের চিহ্ন? অথবা অর্চ্চিঃ প্রভৃতি তত্তদ্ ব্যক্তি স্বরূপ? কিংবা বিদ্বান্‌দিগের বিষ্ণুধামে গমন করাইবার সহায়ক? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথের চিহ্ন, ইহাতো পাওয়া গিয়াছে। যেহেতু তাহাদের সমানরূপ চিহ্ন উল্লেখ করা আছে। ইহাতে লৌকিক দৃষ্টান্ত এই—যেমন লোকে যাত্রা-কারীকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়—পুর হইতে বহির্গত হইয়া নদী পাইবে, তৎপরে পর্ব্বত, অতঃপর ঘোষপল্লী প্রাপ্ত হইবে, এখানে যেমন পথের চিহ্নগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেইপ্রকার অর্চ্চিরাদিও পথের চিহ্ন। অথবা অর্চ্চিঃ প্রভৃতিই স্বরূপে বক্তব্য, কারণ বাক্য দ্বারা ব্যক্তিরই উল্লেখ হইয়াছে, এই সমাধানে সিদ্ধান্তী সূত্রকার স্বমত দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ব্রহ্মলোকমার্গে অর্চ্চিরাদয়ো বর্ণিতাস্তানাশ্রিত্য তেষাং দেবতাত্বং বর্ণ্যমিতি আশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে ব্রহ্মলোকে যাইবার পথরূপে অর্চ্চিরাদি দেবতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই ধরিয়া বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত তাহাদের এক একটির দেবতাত্ব বর্ণনীয়, এজন্য আতিবাহিকত্ব নিরূপিত হইতেছে ; এইরূপে আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য।

আতিবাহিকাধিকরণম্

সূত্রম্—আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥৪॥

সূত্রার্থ—পুরুষোত্তম কর্ত্তৃক নিজ সমীপে লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত অর্চ্চিঃ প্রভৃতিকে দেবতারূপে জ্ঞাতব্য, তদ্‌ভিন্ন তাঁহারা পথের চিহ্নও নহে, ব্যক্তিও নহে, যেহেতু শ্রুতিতে তদ্বোধক লিঙ্গ আছে ॥৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতিবাহে পুরুষোত্তমেন নিযুক্তাস্তেঽর্চ্চিরাদয়ো দেবা ভবন্তি। ন তু তানি তাশ্চেতি প্রতিপত্তব্যম্। কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ। আতিবাহিকলিঙ্গং গন্তৄণাং গময়িতৃত্বং তস্মাৎ "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইত্যন্তে শ্রুতস্য পুরুষস্য গময়িতৃত্বাবগমাৎ তৎসাহচর্য্যাদর্চ্চিরাদীনামপি তন্মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ—নিজ সমীপে লইয়া যাইবার জন্য পুরুষোত্তম শ্রীহরি কর্ত্তৃক নিযুক্ত অর্চ্চিঃ প্রভৃতি আতিবাহিকদেবতা নামে অভিহিত। নতুবা ঐ অর্চ্চিরাদি বৈকুণ্ঠে যাইবার পথের চিহ্ন নহে, তত্তৎস্বরূপও নহে জানিবে। কারণ কি? যেহেতু তাহার জ্ঞাপক প্রমাণ রহিয়াছে। আতিবাহিক লিঙ্গ বলিতে গমনকারীদের লক্ষ্যস্থানে গমন করান। শ্রুতি এই—'তস্মাৎ তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইতি। তাহা হইতে (প্রজাপতি লোক হইতে) ঈশ্বরপ্রেরিত অমানব পুরুষ এই মুক্ত পুরুষগণকে ব্রহ্মলোক পাওয়াইয়া দেন, এইরূপে পরিশেষে শ্রুত অমানব পুরুষেরই ব্রহ্মলোক-প্রাপকত্ব

জানা যাইতেছে অতএব সেই সঙ্গে পঠিত হওয়ায় অর্চ্চিঃ প্রভৃতিরও আতিবাহিকত্ব বা গময়িতৃত্ব জানিবে, এই অর্থ ॥৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—আতিবাহিকা ইতি। অতিবাহে স্বোপাসকানাং প্রশস্তে নয়নে। অতিশব্দঃ প্রশংসায়ামিতি বিশ্বঃ। তত্র নিযুক্ত ইতি ঠক্। তানি তাশ্চেতি। তানি চিহ্নানি। তাশ্চ ব্যক্তয়ঃ। তদ্গময়িতৃত্বম্। কিঞ্চ এষ দেবপথ ইত্যুক্তেস্তেষাং গন্তব্যত্বমসন্দেহং স বরুণলোকমিত্যাদ্যুক্তেশ্চেতি তত্ত্ববাদিনঃ ॥৪॥

টীকানুবাদ—'আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ' এই সূত্রে। আতিবাহিক-শব্দের অর্থ অতিবাহে অর্থাৎ নিজ উপাসকগণের প্রশংসিত নিজ সমীপে প্রাপণবিষয়ে নিযুক্ত। ইহার ব্যুৎপত্তি—অতি-শব্দের অর্থ প্রশংসা; ইহা বিশ্বকোষে বলা হইয়াছে। অতিবাহে নিযুক্ত এই অর্থে অতিবাহ-শব্দের উত্তর 'তত্র নিযুক্তঃ' এই সূত্রে ঠক্ প্রত্যয় ('ঠস্যেকঃ' সূত্রে ঠ স্থানে ইক করিয়া—'যস্যেতি চ' সূত্রে অকার লোপ) এই ব্যুৎপত্তি জানিবে। 'ন তু তানি তাশ্চেতি'—তানি—পথের চিহ্ন, তাঃ—সেই অর্চ্চিরাদি ব্যক্তি। 'তৎসাহচর্য্যাদিতি' তৎ—গময়িতৃত্ব (লক্ষ্য স্থানের প্রাপকত্ব)। আর এক কথা—'এষ দেবপথঃ' এ-কথা বলায় তাহারা যে গন্তব্যস্থল, ইহা নিঃসন্দেহ এবং 'স বরুণলোকং' ইত্যাদি উক্তি থাকায় ঐগুলি যে গন্তব্য স্থান, তাহা নির্ণীত হইতেছে। এই কথা তত্ত্ববাদীরা বলেন ॥৪॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে অন্য বিচার উত্থাপিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে সংশয় এই যে, অর্চ্চিরাদি কি পথের চিহ্ন-বিশেষ? অথবা ব্যক্তিবিশেষ? কিংবা বিদ্বানের পরিচালক বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপক দেবতা বিশেষ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, পথের চিহ্নসারূপ্যে নির্দ্দেশহেতু পথের চিহ্ন-বিশেষই বলিব। লৌকিক দৃষ্টান্তেও পাওয়া যায়,—কোন পথিচারীকে লোকে যেমন নির্দ্দেশ করিয়া দেয় যে, পুর হইতে বহির্গত হইয়া নদীর কাছে যাইবে, তারপর পর্ব্বত, তারপর ঘোষপল্লী পাইবে। এ-স্থলেও সেইরূপ পথচিহ্নগুলির নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। অথবা বাক্যের দ্বারা উল্লিখিত হওয়ায় উহাদিগকে ব্যক্তিবিশেষ বুঝিব। এতদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে,

শ্রীভগবান্ নিজ সমীপে লইয়া যাইবার জন্য অর্চ্চিরাদিকে অতিবাহ-কার্য্যে নিযুক্ত করায় উহাদিগকে দেবতাবিশেষ জানিতে হইবে। উহারা পথের চিহ্ন বা ব্যক্তি বিশেষ নহেন।

ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—"তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছাঃ ৪।১৫।৫)। অর্থাৎ ভগবৎপ্রেরিত সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।

অতএব অর্চ্চিরাদি দেবতাকে ঐ অমানব দূতগণের সহকারী বলিয়াই মনে করা উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নিশম্য ম্রিয়মাণস্য মুখতো হরিকীর্ত্তনম্।
ভর্তুর্নাম মহারাজ পার্ষদাঃ সহসাপতন্॥" (ভাঃ ৬।১।৩০)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"পূর্ব্বোক্তস্যাতিবাহিকো বায়ুঃ পূর্ব্বগমনলিঙ্গাৎ।" ॥৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—চিহ্নব্যক্তিপক্ষয়োরসিদ্ধেশ্চৈবং স্বীকার্য্যমিত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—চিহ্ন ও ব্যক্তি পক্ষ সর্ব্বথা অসিদ্ধ, এইজন্যও এইরূপ স্বীকার করিতে হয়, ইহা সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য- টীকা—পূর্ব্বপক্ষং নিরাকর্ত্তুমাহ চিহ্নেতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষ নিরাসের জন্য বলিতেছেন—'চিহ্নব্যক্তিপক্ষয়োরিত্যাদি'।

সূত্রম্—উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥৫॥

সূত্রার্থ—অর্চ্চিঃ প্রভৃতি শব্দ তত্তদ্ ব্যক্তি-তাৎপর্য্যক নহে এবং মার্গচিহ্নও নহে, কারণ তাহাতে উভয়ই অসিদ্ধ, যেহেতু রাত্রিতে মৃত ব্যক্তির দিব-

সাদির সহিত সম্পর্কের অভাবে অর্চ্চিঃ প্রভৃতির তৎকালে অবস্থান নাই এবং জড়ত্ব-নিবন্ধন প্রাপকত্ব-ধর্ম্মও অসম্ভব, অতএব তত্তদ্ব্যক্তি-পরত্ব অসিদ্ধ অথচ ঐ পথগুলি শ্রুতিসিদ্ধ, এজন্য তাহারা আতিবাহিক স্বরূপ জ্ঞাতব্য। ॥৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—রাত্র্যাদিষু মৃতস্যাহরাদিসম্বন্ধাভাবাদর্চ্চিরাদীনামনবস্থিতের্ন মার্গচিহ্নত্বম্। জড়ত্বেন নেতৃত্বাযোগাচ্চ ন তত্তদ্ব্যক্তিত্বমিত্যুভয়পক্ষব্যামোহাৎ তস্য শ্রুতিসিদ্ধেশ্চ তেষামাতিবাহিকত্বমিত্যর্থঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ—রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন প্রভৃতিতে মৃত ব্রহ্মবিদের দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ-সম্পর্কের অভাবহেতু অর্চ্চিঃ প্রভৃতির অস্থিতি, এজন্য পথের চিহ্ন বলা চলে না, আর উহারা জড়, এজন্য প্রাপকত্ব ধর্ম্মও নাই অতএব তত্তদ্ ব্যক্তিস্বরূপও বলা যায় না; অথচ অর্চ্চিরাদিরূপত্ব ও প্রাপকত্বধর্ম্ম শ্রুতিসিদ্ধ, সুতরাং উহারা আতিবাহিকদেবতাস্বরূপ—এই অর্থ ॥৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—রাত্র্যাদিষ্বিতি। রাত্রৌ মৃতস্য দিবসরবিসম্বন্ধো ন ভবতি। দিবসে দর্শে বা মৃতস্য ন চন্দ্রসম্বন্ধঃ। দক্ষিণায়নে মৃতস্য নোত্তরায়ণসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। অনবস্থিতেরিতি। গিরিনদ্যাদীনামিব সংস্থিতানামেব মার্গচিহ্নত্বং ন তু চলতামিত্যর্থঃ। এবমুভয়ব্যামোহাৎ পক্ষদ্বয়েঽপ্যজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥৫॥

টীকানুবাদ—'রাত্র্যাদিষু' ইত্যাদি ভাষ্য—রাত্রিতে মৃতের দিবস ও আদিত্য সম্বন্ধ ঘটে না, আবার দিবসে ও অমাবস্যায় মৃতের পক্ষে চন্দ্র-সম্বন্ধ সম্ভব নহে, সেইরূপ দক্ষিণায়নে মৃতের উত্তরায়ণ-সম্বন্ধও নাই। এই অর্থ। 'অর্চ্চিরাদীনামনবস্থিতেরিতি'—গিরি, নদী প্রভৃতির যেমন স্থিরতা আছে, সেইরূপ সংস্থিত অর্থাৎ অচঞ্চল স্থির বস্তুগুলিই মার্গচিহ্ন হইতে পারে, অস্থির বস্তু তাহা হয় না, এই অর্থ। এইরূপ উভয়ের—মার্গচিহ্ন ও তত্তদ্ ব্যক্তির অজ্ঞানহেতু ঐ পূর্ব্বপক্ষ-মত অসিদ্ধ। এই তাৎপর্য্য ॥৫॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই যুক্তিদ্বারা দৃঢ়ভাবে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বুঝাইতেছেন যে, যেহেতু রাত্রিতে মৃত্যু হইলে দিবসাদির সহিত

সম্বন্ধের অভাববশতঃ অর্চ্চিরাদির তৎকালে অসংস্থিতি সুতরাং উহাদের চিহ্নত্ব হইতে পারে না এবং জড়ত্ববশতঃ নেতৃত্বও অসম্ভব বলিয়া উহাদের ব্যক্তিত্বও বলা চলে না। অতএব উভয় পক্ষ অসঙ্গত হওয়ায় শ্রুতি-প্রসিদ্ধ উহাদের আতিবাহিক দেবত্বই স্থির-সিদ্ধান্ত ॥৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পুরুষোত্তমেন প্রযুক্তোঽমানবঃ পুরুষোঽর্চ্চিঃপর্য্যন্তমাগত্যোপাসকান্নয়ত্যুত বিদ্যুৎপর্য্যন্তমিতি সংশয়ে ভূপর্য্যন্তাগতৈঃ পার্ষদৈরজামিলাদের্নয়নাদর্চ্চিঃপর্য্যন্তমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পুরুষোত্তম কর্ত্তৃক প্রেরিত অমানব পুরুষ অর্চ্চিঃ পর্য্যন্ত আসিয়া ব্রহ্মোপাসকগণকে বিষ্ণুধামে লইয়া যান? অথবা বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত আসিয়া লইয়া যান? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বিষ্ণুপারিষদগণ পৃথিবীলোক পর্য্যন্ত আসিয়া অজামিল প্রভৃতিকে বিষ্ণুধামে লইয়া গিয়াছেন, এইরূপ শ্রুত থাকায় অর্চ্চিঃ পর্য্যন্ত অমানব পুরুষের আগমন বলিব; ইহাতে সিদ্ধান্তপক্ষী বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—প্রাগর্চ্চিরাদয়ো দেবাঃ প্রতিপাদিতাস্তানাশ্রিত্য বিদ্যুদন্তানাং কেবলানাং তেষাং আতিবাহিকত্বং নিরূপ্যত ইতি প্রাগ্‌বৎ সঙ্গতিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ব অধিকরণে অর্চ্চিঃ প্রভৃতিকে আতিবাহিক দেবতা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সেই দেবগণকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ আতিবাহিকত্ব নিরূপিত হইতেছে, এইরূপে পূর্ব্বের মত আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। 'পুরুষোত্তমেন ইত্যাদি' অবতরণিকাভাষ্য-টীকা সুস্পষ্ট।

বৈদ্যুতাধিকরণম্

সূত্রম্—বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥৬॥

সূত্রার্থ—ততঃ—মৃত বিদ্বান্ বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হইবার পর বিষ্ণুপার্ষদ বিদ্যুল্লোক পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে পুরুষোত্তম-ধামে লইয়া যান। যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে ॥৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ততো বিদ্যুৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং বৈদ্যুতেন বিদ্যুৎ-পর্য্যন্তাগতেন তৎপার্ষদেন বিদ্বান্ ব্রহ্ম প্রাপ্যতে। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। "চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি তচ্ছ্রবণাৎ। বরুণাদীনান্তু তৎসহকারিত্বেন তৎ সিদ্ধম্। এষা পদ্ধতিঃ সাধারণী। অজামিলস্য বিশেষত্বাৎ তথাত্বং অসাধারণ-মিতি বোধ্যম্ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ—ততঃ—তাহার পর অর্থাৎ ব্রহ্মবিদের বিদ্যুল্লোকে পৌঁছিবার পর, বৈদ্যুতেন এব—অর্থাৎ বিদ্যুল্লোক পর্য্যন্ত আগত বিষ্ণু-পারিষদ ব্রহ্মবিদ্‌কে ব্রহ্ম পাওয়াইয়া দেন। ইহার প্রমাণ কি? যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ বলা আছে। যথা 'চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষ ইত্যাদি··· ব্রহ্ম গময়তি' ইতি চন্দ্রমা হইতে ব্রহ্মবিদ্‌গণ বিদ্যুল্লোকে যান, তখন সেই অমানব বিষ্ণুপারিষদ ইহাঁদিগকে ব্রহ্মের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। এই শ্রুতি থাকায় ঐরূপ বলা হইয়াছে। যদি বল, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিপ্রাপ্ত বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোকের কথার কি সঙ্গতি হইবে? তাহাতে বলিব, বরুণাদি ঐ পার্ষদের সহকারী, এইরূপে উহার সঙ্গতি। এই পথ—সকল উপাসকের পক্ষে সমান। কিন্তু অজামিলের পক্ষে বিষ্ণুপারিষদের ভূলোক পর্য্যন্ত আসিয়া বিষ্ণুধামে লইয়া যাইবার উক্তি, বিশেষ ব্যবস্থা-নুসারে অতএব ইহা অসাধারণ জানিবে ॥৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—পুরুষোত্তমেনেত্যাদি। বৈদ্যুতেনেতি। 'স এতান্ বিদ্যু-ল্লোকস্থানিত্যর্থঃ'। তৎসহেতি। অমানবপুরুষানুগামিতয়া তদ্‌গময়িতৃত্বং সিদ্ধ-মিত্যর্থঃ। বিদ্যুদন্তানাং গময়িতৃত্বং মুখ্যম্। বরুণাদীনান্তু তৎপুরুষসহচারি-ত্বাদ্ গৌণং তদিত্যর্থঃ। সাধারণী সর্ব্বোপাসকতুল্যা। বিশেষত্বাদ্বিলক্ষণো-পাসকত্বাৎ। অজামিলাদ্‌ভগবন্নামমাহাত্ম্যযাথাত্ম্যপ্রাকট্যেন তৎপার্ষদাতি-স্নেহভাজনত্বাদিতি যাবৎ ॥৬॥

টীকানুবাদ—'বৈদ্যুতেনৈব' ইত্যাদি সূত্রে। 'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইতি ভাষ্যে—এতান্—বিদ্যুল্লোকস্থিত, এই অর্থ। বরুণাদীনাস্তু তৎসহকারিত্বে-নেতি—অমানব পুরুষের অনুগমনহেতু ব্রহ্ম-গময়িতৃত্ব সিদ্ধ, তাৎপর্য্য এই—বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত লোকের বিষ্ণুপদ-প্রাপকত্ব মুখ্য, আর বরুণ প্রভৃতি সেই অমানব পুরুষের সহচারী, এজন্য উহা গৌণ। 'এষা পদ্ধতিঃ সাধারণীতি' সাধারণী—সমস্ত উপাসকের পক্ষে সমান। অজামিলস্য বিশেষত্বাদিতি—বিশেষত্বাৎ—বিলক্ষণ উপাসকত্ব-নিবন্ধন। কথাটি এই—অজামিল হইতে শ্রীভগবানের নাম-মাহাত্ম্য যথাযথভাবে প্রকট হওয়ায় বিষ্ণুপার্ষদের তিনি অত্যধিক স্নেহভাজন হইয়াছিলেন, এজন্য ভূলোক পর্য্যন্ত বিষ্ণুপারিষদের আগমন হইয়াছিল ॥৬॥

সিদ্ধান্তকণা—এস্থলে আর একটি সংশয় হইতেছে যে, পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত সেই অমানব পুরুষ অর্চ্চিঃ পর্য্যন্ত আসিয়া উপাসকগণকে লইয়া যান? অথবা বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত আসিয়া লইয়া যান? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, বিষ্ণুপার্ষদগণ যখন ভূমণ্ডলে আসিয়া অজামিলকে লইয়া গিয়াছেন, তখন অর্চ্চিঃ পর্য্যন্ত অমানব পুরুষের আগমন হইবে। এতদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ভগবৎপার্ষদগণ বিদ্যুৎলোক পর্য্যন্ত আসিয়াই উপাসকগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, ইহাই জানিতে হইবে কারণ শ্রুতিতে বিদ্যুৎলোক পর্য্যন্ত আগমনের কথাই পাওয়া যায়। বরুণাদির তৎসহকারিত্বই নিরূপিত। ইহাই সাধারণ পথ। অজামিলের বিশেষত্বহেতু তাঁহাকে পৃথিবীতে আসিয়া লইয়া যাওয়া একটি অসাধারণ অর্থাৎ বিশেষ দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "ভূতানি বিষ্ণোঃ সুরপূজিতানি
> দুর্দ্দর্শলিঙ্গানি মহাদ্ভুতানি।
> রক্ষন্তি তদ্ভক্তিমতঃ পরেভ্যো
> মত্তশ্চ মর্ত্ত্যানথ সর্ব্বতশ্চ ॥" (ভাঃ ৬।৩।১৮)

শ্রীবিষ্ণুর সেই ভৃত্যগণ দেবতাদিগেরও পূজ্য। তাঁহাদের অলৌকিক রূপ দর্শন অতিশয় দুর্ল্লভ। তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত মানবগণকে শত্রুর কবল

হইতে আমি যম, আমা হইতে এবং অগ্নিজলাদি দৈব-দুর্ব্বিপাক হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"প্রকারান্তরেণ তত্র তত্রোচ্যমানত্বাত্বায়োরপি পরতো ব্রহ্মণোঽর্ব্বাগ্ গন্তব্যোঽস্তীতি নাশঙ্কনীয়ম্। বিদ্যুৎপতিনা বায়ুনৈব স এতান্ ব্রহ্ম গময়তীতি ব্রহ্মগমনশ্রুতেঃ। বিদ্যুৎপতির্ব্বায়ুরেব নয়েদ্ ব্রহ্ম ন চাপরঃ। কুতোঽন্যস্য ভবেচ্ছক্তিস্ত্বমৃতে প্রাণনায়কমিতি বৃহত্তন্ত্রে" ॥৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং গতিমাখ্যায় গম্যং বক্তুমাহ। "স এতান্ গময়তি" ইতি বিষয়বাক্যম্। তত্র বাদরিমতং তাবদুচ্যতে। অয়মমানবঃ পুমান্ পরমেব ব্রহ্ম গময়তীত্যুত কার্য্যং চতুর্ম্মুখাখ্যমিতি বীক্ষায়াং ব্রহ্মশব্দস্য পরস্মিন্নেব মুখ্যত্বাৎ তয়োর্দ্ধমিত্যমৃতত্বশ্রবণায় পরমেবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এতাবৎ প্রবন্ধে ব্রহ্মবিদের গতি বলিয়া অতঃপর গন্তব্য পুরুষ-সম্বন্ধে বলিবার জন্য বিচার করিতেছেন—সে-বিষয়ে প্রথমতঃ বাদরি-নামক ঋষিবিশেষের মত দেখাইতেছেন। এই গম্য-বিষয়ে সংশয় এই—এই অমানব পুরুষ উপাসককে কি পরব্রহ্মের নিকট লইয়া যান? অথবা কার্য্য-ব্রহ্ম চতুর্ম্মুখ (কমলাসন)কে পাওয়াইয়া দেন? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ব্রহ্মশব্দের যখন পরব্রহ্মেই শক্তি, তখন সেই মুখ্য অর্থ ধরিয়া 'তয়োর্দ্ধম্' এই শ্রুতিতে অমৃতত্ব-শ্রবণহেতু পরব্রহ্মপরই বলিব, ইহাতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—এবমিত্যাদি। আহেতি। কার্য্যমিত্যাদি-সূত্রাণীত্যর্থঃ। পূর্ব্বত্রামানবেন প্রাপিতং ব্রহ্মোক্তং তদাশ্রিত্য তস্য কার্য্যত্বপরত্বে চিন্ত্যে ইতি প্রাগ্‌বৎ সঙ্গতিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'এবমিত্যাদি…বক্তুমাহেতি আহ কার্য্যম্' ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ সূত্রগুলি বলিতেছেন, ইহাই অর্থ। পূর্ব্বাধিকরণে অমানব পুরুষ ব্রহ্মকে পাওয়াইয়া দেন, ইহাই বলিয়াছেন। তাহা অবলম্বন

করিয়া সেই ব্রহ্ম যে কার্য্য-ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মন্-শব্দের প্রতিপাদ্য উহা হইতে পারে এই দুইটি বিচারণীয় হইতেছে, এইজন্য এখানেও আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি জানিবে।

কার্য্যাধিকরণম্

সূত্রম্—কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥৭॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মপদে এখানে কার্য্য-ব্রহ্ম চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা জ্ঞেয়, বাদরি এই সিদ্ধান্ত করেন। কারণ এই—'অস্য গত্যুপপত্তেঃ' যেহেতু এই কার্য্য-ব্রহ্মের প্রাপ্তিই সঙ্গত হয় ॥৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—কার্য্যমেব ব্রহ্ম গময়তীতি বাদরির্ম্মন্যতে। কুতঃ? অস্যেতি। অস্য কার্য্যস্যৈকদেশিত্বাৎ গতিরুপপদ্যতে। ন তু সর্ব্বদেশস্য পরস্যেতি ভাবঃ ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ—বাদরি ঋষি মনে করেন—'ব্রহ্ম গময়তি'—এই বাক্যে গময়িতব্য ব্রহ্ম কার্য্য-ব্রহ্মপর; কারণ কি? এই কার্য্য-ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন, তাঁহার একদেশিত্ব-হেতু তাহার সহিত সংযোগ সঙ্গত। নতুবা সর্ব্বব্যাপী পর-ব্রহ্মের সহিত সংযোগ অসম্ভব, এই অভিপ্রায় ॥৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—কার্য্যমিতি। অস্যেতি। বিভোর্গন্তব্যত্বাসম্ভবাৎ পরিচ্ছিন্নে চতুর্ম্মুখে গতিরিত্যর্থঃ। তথাচ নপুংসকস্য ব্রহ্মশব্দস্য লক্ষণয়া তত্র প্রয়োগ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥৭॥

টীকানুবাদ—'কার্য্যং বাদরিঃ' ইত্যাদি সূত্রে। 'অস্যেতি' ভাষ্যে—বিশ্ব-ব্যাপক পরব্রহ্ম গন্তব্য হইতে পারে না, এজন্য চতুর্ম্মুখ কার্য্য-ব্রহ্মাতে গতি হয়, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে নপুংসক লিঙ্গ ব্রহ্মন্-শব্দের পুংলিঙ্গ চতুর্ম্মুখে প্রয়োগ লক্ষণা দ্বারা ইহা জানিবে ॥৭॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে গতির বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক গন্তব্যের নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, অমানব পুরুষ 'উপাসকগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান'

এই বিষয়বাক্যে সংশয় এই যে, ব্রহ্মলোক বলিতে কি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক বুঝিতে হইবে? অথবা পরব্রহ্মধাম বুঝিতে হইবে? এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে যখন পরব্রহ্মই বুঝায়, তখন পরব্রহ্মধামেই লইয়া যায় বুঝিব। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বাদরি ঋষির মত উল্লেখ করিতেছেন যে, বাদরির মতে ব্রহ্মলোক বলিতে এখানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকই বুঝাইতেছে। যেহেতু কার্য্য-ব্রহ্মধামে একদেশিত্ব-বিচারে গমন সঙ্গত হয় কিন্তু সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন পর-ব্রহ্মধামে গমন অসম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যচ্চক্ষুরাসীৎ তরণির্দেবযানং
ত্রয়ীময়ো ব্রহ্মণ এব ধিষ্ণ্যম্।
দ্বারঞ্চ মুক্তেরমৃতঞ্চ মৃত্যুঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ॥" (ভাঃ ৮।৫।৩৬)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"স এবাণু ব্রহ্ম গময়তীতি কার্য্যং ব্রহ্ম গময়তীতি বাদরির্ম্মন্যতে। ঋতে দেবাৎ পরং ব্রহ্ম কঃ পুমান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ। যদ্যপি ব্রহ্মদৃষ্টিঃ স্যাদ্-ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াদিত্যধ্যাত্মবচনাৎ। তস্যৈব গত্যুপপত্তেঃ" ॥৭॥

সূত্রম্—বিশেষিতত্বাচ্চ ॥৮॥

সূত্রার্থ—ইহাতে আরও একটি প্রমাণ আছে, তাহা দেখাইতেছেন—ছান্দোগ্য-শ্রুতি দ্বারা সেই কার্য্য-ব্রহ্মই বিশেষিত, এ-কারণেও ব্রহ্মন্ বলিতে কার্য্য-ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে ॥৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" ইতি ছান্দোগ্যশ্রুত্যা বিশেষিতত্বাচ্চ কার্য্যমেব গময়তীত্যর্থঃ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ—'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে' প্রজাপতির (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার) সভাগৃহ প্রাপ্ত হইতেছি, এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মন্ শব্দটি বিশেষিত, এজন্যও কার্য্য-ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, এই অর্থ ॥৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিশেষিতত্বাদিতি। প্রজাপতেরিতি চতুর্ম্মুখস্তেত্যর্থঃ ॥৮॥

টীকানুবাদ—'বিশেষিতত্বাচ্চ' এই সূত্রে। 'প্রজাপতেঃ সভাং' ইতি ভাষ্যে প্রজাপতেঃ—প্রজাপতির অর্থাৎ চতুর্ম্মুখের ॥৮॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার আরও একটি প্রমাণের দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন যে, ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—"প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সভা প্রাপ্ত হইতেছি। ইহা পূর্ব্বোক্ত বাক্যের পোষকতা করিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার সভার উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"ততো ব্রহ্মসভাং জগ্মুর্মেরোর্মূর্দ্ধনি সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুঃ প্রণতাঃ পরমেষ্ঠিনে॥" (ভাঃ ৮।৫।১৮)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"যদিহ বা পরমভিপশ্যতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখমিতি কৌষারবশ্রুতেঃ।"
॥ ৮ ॥

সূত্রম্—সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥৯॥

সূত্রার্থ—বৃহদারণ্যকে যে অপুনরাবৃত্তির উল্লেখ আছে, উহা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্ম-সামীপ্য ধরিয়া অর্থাৎ যদি চতুর্ম্মুখ প্রাপ্ত হয় বল, তবে বৃহদারণ্যকের উক্তি ব্যাহত হইবে, কারণ তথায় পুনরাবৃত্তির অভাব বলা আছে, অথচ চতুর্ম্মুখ-লোকস্থিতদিগের পুনরাবৃত্তি হয়, এই বিরোধের পরিহার—পরব্রহ্মসামীপ্যলাভ-অভিপ্রায়ে উক্তি দ্বারা॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"স এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবন্তো বসন্তি। তেষাং ইহ ন পুনরাবৃত্তি-রস্তি" ইতি বৃহদারণ্যকে যোঽয়মপুনরাবৃত্তিব্যপদেশঃ স তু সামীপ্যা-ভিপ্রায়েণ ভবিষ্যতি। বিদ্বাংসঃ কার্য্যং ব্রহ্ম প্রাপ্য তেন সহ তদব্যবহিতং পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি। ততঃ পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইতি ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ—'স এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি···তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিঃ' সেই নিত্যপার্ষদ অমানব পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোক হইতে উপাসক ব্রহ্মবিদ্গণকে ব্রহ্মলোকসমূহে লইয়া যান, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সেই উপাসকগণ শ্রেষ্ঠ, ইহারা পরাখ্য-ভগবৎ-শক্তিনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মলোকসমুদায়ে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের আর এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি হয় না। বৃহদারণ্যকের এই যে পুনরাবৃত্তির অভাবের উক্তি—ইহা সামীপ্যাভিপ্রায়েই জানিবে। কথাটি এই—পরব্রহ্মের সামীপ্যহেতু—অব্যবহিতত্ব-হেতু অপর ব্রহ্মের (কার্য্য-ব্রহ্মের) পরব্রহ্মরূপে প্রয়োগ হইয়াছে। বিদ্বান্‌গণ কার্য্যব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত তাঁহার অব্যবধান অর্থাৎ কার্য্য-ব্রহ্মের অব্যবহিত পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তথা হইতে তাঁহাদের আর আবৃত্তি হয় না ॥৯॥

সূক্ষ্মা টীকা—সামীপ্যাদিতি। স ইতি। স নিত্যপার্ষদোঽমানবঃ পুরুষঃ। এত্য বিদ্যুল্লোকমাগত্য। ব্রহ্মলোকানিতি বহুবচনং প্রকাশাভিপ্রায়েণ বোধ্যম্। পরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। পরাবন্তঃ পরাখ্যভগবচ্ছক্তিনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। তেষাং ব্রহ্মলোকগতানামিহ প্রপঞ্চে পুনরাবৃত্তির্ন ভবতীত্যর্থঃ ॥৯॥

টীকানুবাদ—'সামীপ্যাত্তু' ইতি সূত্রে। 'স এত্য' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ, সঃ—সেই শ্রীহরির নিত্যপার্ষদ অমানব পুরুষ, এত্য—বিদ্যুল্লোকে আসিয়া। ব্রহ্মলোকান্ ইতি ব্রহ্মলোক এক হইলেও বহুবচন বহু প্রকাশ ধরিয়া জানিবে। পরাঃ—শ্রেষ্ঠ, পরাবন্তঃ—পরা নামক ভগবচ্ছক্তিপরায়ণ। 'তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরিতি'—তেষাং—ব্রহ্মলোকগত সেই মৃত ব্রহ্মবিদ্দিগের, ইহ—এই চরাচর বিশ্বে, পুনরাগমন হয় না। এই অর্থ ॥৯॥

সিদ্ধান্তকণা—অমানব পুরুষ বিদ্যুল্লোকে আসিয়া যে ব্রহ্মলোক সমূহে লইয়া যান (ছান্দোগ্য ৬।২।১৫) উহা পরব্রহ্মের সামীপ্য-অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে জানিতে হইবে। কারণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকগত পুরুষগণ অন্তে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মধামেই গমন করেন। ঐ ধাম প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা।
সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য আ-ব্রহ্মভবনান্মুনিঃ ॥

মন্তক্তঃ প্রতিবুদ্ধ্যার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ॥
প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশা চ্ছিন্নসংশয়ঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥”

(ভাঃ ৩।২৭।২৭-২৯)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি তদ্ব্যপদেশস্তৎসমীপ এব পরমপি প্রাপ্নোতীত্যেতদর্থমেব।” ॥৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—কদেত্যপেক্ষায়ামাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—কবে পরব্রহ্মলোকে গমন হয়? এই জিজ্ঞাসায় বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—কদেত্যাদিকং বিশদার্থম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—কদা ইত্যাদি ভাষ্যের অর্থ বিশদ (সুস্পষ্ট)।

সূত্রম্—কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥১০॥

সূত্রার্থ—কার্য্যাত্যয়ে—চতুর্ম্মুখলোক পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-কার্য্যের লয় হইলে, তদধ্যক্ষেণ—সেই কার্য্য-ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ চতুর্ম্মুখের সহিত, অতঃ—এই কার্য্য-ব্রহ্ম হইতে, পরম্—পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। চতুর্ম্মুখের সহিত পরব্রহ্ম-প্রাপ্তির হেতু? অভিধানাৎ—বৃহদারণ্যকে সেইরূপই বলা আছে ॥১০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—কার্য্যস্য চতুর্ম্মুখলোকপর্য্যন্তস্যাণ্ডস্যাত্যয়ে বিলয়ে সতি তদধ্যক্ষেণ চতুর্ম্মুখেণ সহাতঃ কার্য্যাৎ চতুর্ম্মুখাৎ পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। সহ প্রাপ্তৌ হেতুরভীতি। “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি

পরম্” ইত্যুপক্রম্য “সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা” ইতি তদুক্তেরিত্যর্থঃ। অত্র ব্রহ্মণা চতুর্ম্মুখেণ সহেত্যর্থঃ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ—চতুর্ম্মুখ লোক পর্য্যন্ত কার্য্যব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বথা লয় হইবার পর সেই ব্রহ্মবিদ্ উপাসক সেই চতুর্ম্মুখলোকের অধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত কার্য্য-ব্রহ্ম চতুর্ম্মুখ-লোকপ্রাপ্তির পর পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। চতুর্ম্মুখের সহিত পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রমাণ—‘ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্’ ইহা উপক্রম করিয়া ‘সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা’ সেই উপাসক ব্রহ্মার (চতুর্ম্মুখের) সহিত সমস্ত ভোগ্যবস্তু ভোগ করে, এইরূপ বৃহদারণ্যকের উক্তি আছে, এই অর্থ। এই শ্রুতিতে যে ‘সহ ব্রহ্মণা’ বলা হইয়াছে তাহার অর্থ—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সহিত ॥১০॥

সূক্ষ্মা টীকা—কার্য্যাত্যয়েত্যাদি স্পষ্টম্ ॥১০॥

টীকানুবাদ—কার্য্যাত্যয়ে ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যার্থ সুস্পষ্ট ॥১০॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক-গত উপাসকগণ কবে পরব্রহ্মধামে গমন করেন? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকপর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইলে ঐ উপাসকগণ ব্রহ্মার সহিতই পরব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন। এইরূপ উক্তির হেতু বেদের অভিধান।

শ্রীরামানুজের ভাষ্যে পাই,—

“কার্য্যস্য ব্রহ্মলোকস্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণাধিকারিকেণাবসিতা-ধিকারেণ বিদুষা সহ স্বয়মপি তত্রাধিগতবিদ্যঃ; অতঃ—কার্য্যাদ্ ব্রহ্ম-লোকাৎ পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্চ্চিরাদিনা গতস্যামৃতত্বপ্রাপ্ত্যপুনরাবৃত্ত্যভি-ধানাৎ ‘তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে’ (তৈত্তিরীয়) ইতি বচনাচ্চাবগম্যতে।”

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

“কদেত্যত আহ তে হি ব্রহ্মণা অভি সম্পদ্য যদৈতদ্বিলীয়তেঽথ সহ ব্রহ্মণা পরমভিগচ্ছন্তীতি সৌপর্ণশ্রুতের্ম্মহাপ্রলয়ে তদধ্যক্ষেণ ব্রহ্মণা সহ গচ্ছন্তি।”

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দ্বিপরার্দ্ধাবসানে·যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্তু তে।
তাবদধ্যাসতে লোকং পরস্য পরিচিন্তকাঃ॥"

(ভাঃ ৩।৩২।৮) ॥ ১০ ॥

সূত্রম্—স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও প্রমাণ ॥১১॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" ইতি স্মরণাচ্চ। তথা চার্চ্চিষমিত্যাদাবর্চ্চিরাদয়ঃ সনিষ্ঠা হিরণ্যগর্ভং প্রাপয়ন্তীতি বাদরি-মুনেঃ সিদ্ধান্তঃ ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ—'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে···প্রবিশন্তি পরং পদম্' ইতি—সত্য-লোকগত সনিষ্ঠ শ্রীহরিগতচিত্ত উপাসকগণ সকলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাধিকার ক্ষয় হইবার পর পরব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপ স্মৃতিবাক্য থাকা হেতু পূর্ব্বোক্ত বাক্যার্থ সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব 'অর্চ্চিষম্' ইত্যাদি শ্রুতিতে অর্চ্চিঃ প্রভৃতি সনিষ্ঠ আতিবাহিক দেবগণ উপাসকগণকে হরিণ্যগর্ভ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার কাছে লইয়া যায়, ইহাই বাদরি মুনির সিদ্ধান্ত ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্মৃতেশ্চেতি। ব্রহ্মণেতি। তে সত্যলোকং গতাঃ সনি-ষ্ঠাস্তদুপাসকাঃ। প্রতিসঞ্চরে মহাপ্রলয়ে সংপ্রাপ্তে সতি। অন্তে ব্রহ্মাধি-কারক্ষয়ে সতি ব্রহ্মণা সহ পরস্য শ্রীহরেঃ পরং পদং বিশন্তি। কীদৃশাস্তে কৃতা-ত্মানঃ শ্রীহরিনিহিতধিয় ইত্যর্থঃ ॥১১॥

টীকানুবাদ—'স্মৃতেশ্চেতি' সূত্রে। 'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে' ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্যের অর্থ—তে—সেই সত্যলোক-(চতুর্ম্মুখলোক) গত সনিষ্ঠ পর-ব্রহ্মের উপাসকগণ, প্রতিসঞ্চরে—মহাপ্রলয়, সংপ্রাপ্তে—উপস্থিত হইলে, অন্তে—

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাধিকার ক্ষয় হইবার পর, ব্রহ্মণা সহ—চতুর্ম্মুখের সহিত 'পরস্য পরংপদম্'—শ্রীহরির সর্ব্বোত্তম পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা কিরূপ? কৃতাত্মানঃ —শ্রীহরি-নিহিতমতি॥১১॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রের দ্বারা বাদরি মুনির মত জানাইতেছেন যে, স্মৃতিশাস্ত্রানুসারেও অবগত হওয়া যায় যে—সত্যলোকগত ভগবদুপাসকগণ মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত শ্রীহরির পদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এবং পরেত্য ভগবন্তমনুপ্রবিষ্টা
যে যোগিনো জিতমরুন্মনসো বিরাগাঃ।
তেনৈব সাকমমৃতং পুরুষং পুরাণং
ব্রহ্ম প্রধানমুপযান্ত্যগতাভিমানাঃ॥" (ভাঃ ৩।৩২।১০)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে পরাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদমিতি চ।"

শ্রীরামানুজ-ভাষ্যেও পাই,—

"স্মৃতেশ্চায়মর্থোঽবগম্যতে—
"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥" ইতি
অতঃ কার্য্যমুপাসীনমেবার্চ্চিরাদিকো গণো নয়তীতি বাদরের্মতম্" ॥১১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তত্রৈব জৈমিনের্মতমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' এই বাক্যবিষয়েই পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনির মত বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—তত্রৈবেতি। ব্যবহিতাধিকরণেনাস্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। তত্র স এতান্ ব্রহ্ম গময়তীত্যস্মিন্ বাক্যে ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'তত্রৈবেত্যাদি'—ব্যবহিত অধিকরণ অর্থাৎ 'কার্য্যংবাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ' এই বিপ্রকৃষ্ট অধিকরণের সহিত এই অধিকরণের আশ্রয়াশ্রয়িভাবরূপ-সঙ্গতি। তত্র—ইহার অর্থ 'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যে।

পরং জৈমিনিরিত্যধিকরণম্

সূত্রম্—পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥১২॥

সূত্রার্থ—মহর্ষি জৈমিনি ব্রহ্মন্-শব্দের মুখ্যার্থ ধরিয়া পরব্রহ্ম অর্থ ই বলেন, চতুর্ম্মুখ নহে ॥১২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পরমেব ব্রহ্ম তদ্ধ্যাতৄন্ স গময়তীতি জৈমিনির্মন্যতে। কুতঃ? মুখ্যত্বাৎ। ব্রহ্মশব্দস্য তদভিধায়কত্বাৎ। ন চ গত্যনুপপত্তিঃ স্বভক্তানাং সর্ব্বোপাধিবিনিবৃত্তিপূর্ব্বকস্বপদাপ্তিখ্যাতয়ে ভগবতা যথাগত্যনুমননাৎ ॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ—নপুংসক লিঙ্গ ব্রহ্মন্-শব্দের মুখ্য অর্থ পরব্রহ্ম, তাহা ছাড়িয়া কার্য্যব্রহ্ম অর্থ ধরিলে লক্ষণা আশ্রয় করিতে হয়, এজন্য পরব্রহ্মের উপাসকগণকে সেই অমানব শ্রীহরি-পার্ষদ পরব্রহ্মের নিকট উপনীত করেন —এই অর্থ ই জৈমিনি মনে করেন। যদি বল, তাহা হইলে পরব্রহ্ম বিশ্বব্যাপক, তাঁহার সহিত সংযোগ কিরূপে হইবে? তাহার উত্তর—স্বভক্তের সকল উপাধি—স্থূলশরীরাদি নিবৃত্তিপূর্ব্বক নিজ পদ-প্রাপ্তির জন্য শ্রীভগবান্ ঐরূপ গতি অনুমোদন করেন, এই ভগবদিচ্ছায় পরব্রহ্মে সংযোগ অসঙ্গত নহে ॥১২॥

সূক্ষ্মা টীকা—পরমিতি। মুখ্যত্বাদিতি। নপুংসকস্য ব্রহ্মশব্দস্য পরব্রহ্মবাচকত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বোপাধীতি। যদ্যপি ভগবান্ সর্ব্বত্রাস্তি তথাপি স্বভক্তানাং নিরবস্থানাং অর্চ্চিরাদিভিঃ পরব্যোমগতির্ভবেদিতি তন্মহিমপ্রসিদ্ধয়ে তাদৃশীং গতিমভিমন্যতে তেন জনানুগ্রহশ্চেত্যর্থঃ ॥১২॥

টীকানুবাদ—'পরং' জৈমিনি ইত্যাদি সূত্রে। 'মুখ্যত্বাৎ'—এই ভাষ্যের ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মন্-শব্দ অভিধাশক্তিবলে পরব্রহ্মবাচক এইহেতু এই অর্থ। 'সর্ব্বোপাধি' ইত্যাদি—যদিও ভগবান্ সকল স্থানেই আছেন তাহা হইলেও নিষ্পাপ নিজ ভক্তদিগের অর্চ্চিঃ প্রভৃতির সাহায্যে পরমব্যোমে—বৈকুণ্ঠে গতি হয়, এইরূপ নিজ মহিমা প্রকটনের জন্য ঐ প্রকার গতি অনুমোদন করেন, ফলে লোকের প্রতি অনুগ্রহও হয় ॥১২॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে জৈমিনি ঋষির মত উত্থাপন পূর্ব্বক সূত্রকার বলিতেছেন যে, জৈমিনি ঋষি ব্রহ্মন্-শব্দের মুখ্যার্থ-বিচারে ব্রহ্মলোক গমন বলিতে পরব্রহ্মপদ-লাভই মনে করেন। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত গতির অনুপপত্তিও বলা চলে না, কারণ ভগবদিচ্ছাই স্বীয় ভক্তগণের সর্ব্বোপাধিনিবৃত্তিপূর্ব্বক স্বপদপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঐরূপ গতির অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
> পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
> তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
> পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥"
>
> (ভাঃ ১০।৮৭।১৮)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ব্রহ্মশব্দস্য তত্রৈব মুখ্যত্বাৎ পরমেব ব্রহ্ম গময়তীতি জৈমিনির্ম্মন্যতে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"পরং ব্রহ্ম নয়তি" "এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি ব্রহ্মশব্দস্য পরস্মিন্ মুখ্যত্বাৎ" ॥১২॥

সূত্রম্—দর্শনাচ্চ ॥১৩॥

সূত্রার্থ—জৈমিনি বলেন—আরও প্রমাণ দেখা যায়, এইহেতুও ব্রহ্মন্-শব্দের পরব্রহ্ম অর্থ গ্রাহ্য ॥১৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—দহরবিদ্যায়ামথ "য এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" ইত্যাদিশ্রুতম্। এষা গতিঃ পরব্রহ্মকর্ম্মিকৈব। গন্তব্যস্য তস্যামৃতত্বাদিধর্ম্মদর্শনাৎ, গন্তুঃ স্বরূপাভিনিষ্পত্তিদর্শনাচ্চ। ন চৈতৎ সর্ব্বং কার্য্যব্রহ্মপক্ষে সঙ্গচ্ছেত। নাপি তস্যৈতৎ প্রকরণং, কিন্তু পরস্যৈবেতি। কাঠকেঽপি শতঞ্চেত্যাদিনা গতিঃ পঠিতা, সাঽপি পরকর্ম্মিকৈবামৃতত্বশ্রুতেরন্যত্র ধর্ম্মাদিতি তস্যৈব প্রকরণাচ্চ ॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ—দহরবিদ্যায় বলা আছে—'অথ য এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়' এই ভৌতিক দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যে ব্রহ্মলোকে গতি হয় ইত্যাদি শ্রুত আছে, এই গতি অর্থাৎ প্রাপ্তি পরব্রহ্মকেই, যেহেতু গন্তব্য—প্রাপ্য সেই ব্রহ্মের অমৃতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম বলা আছে এবং গমনকারীর স্বরূপপ্রাপ্তিও বর্ণিত আছে। এই সব উক্তি কার্য্যব্রহ্ম-সম্বন্ধে সঙ্গত হইতে পারে না এবং সেই কার্য্য-ব্রহ্মের প্রকরণও ইহা নহে; কিন্তু পরব্রহ্মেরই প্রকরণ। কঠোপনিষদেও—'শতঞ্চৈকা নাড্যঃ' ইত্যাদি দ্বারা যে গতি বর্ণিত আছে, উহাও পরব্রহ্মকর্ম্মক অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্তিরূপে, কারণ সেই গমন ক্রিয়ার কর্ম্মকারককে অমৃতস্বরূপ বলা হইয়াছে এবং ঐ উপনিষদেই অন্য এক অংশে 'ধর্ম্মাৎ' বলিয়া ধর্ম্মহিসাবে সেই পরব্রহ্মেরই ধর্ম্ম অবগত হওয়া যাইতেছে ॥১৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—পরং ব্রহ্মৈব গন্তব্যমিতি ভাবেনাহ দর্শনাচ্চেতি। দহরস্য গন্তব্যত্বং দৃষ্টম্। তস্য পরব্রহ্মত্বমসন্দেহমিত্যাহ গন্তব্যস্যেত্যাদি। সমুত্থায়েত্যনন্তরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতিশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥১৩॥

টীকানুবাদ—ব্রহ্মন্-শব্দের পরম ব্রহ্মই অর্থ এবং তাহাই গন্তব্য—এই অভিপ্রায়ে 'দর্শনাচ্চ' ইহা বলিতেছেন। দহর যে গন্তব্য, তাহা দৃষ্ট হইতেছে, আর সেই দহর যে পরব্রহ্মস্বরূপ, ইহাও নিঃসন্দেহ; 'গন্তব্যস্য তস্য' ইত্যাদি বাক্যে ভাষ্যকার ইহাই বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত 'অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়'

ইহার পরবর্ত্তী শ্রুতির পাঠ যথা 'জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম' জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া ঐ জীব নিজ স্বরূপলাভ করে ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জৈমিনির মতের সমর্থনে শ্রুতি প্রমাণও দেখা যায়। যেমন ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—"অথ য এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য" (ছাঃ ৮।৩।৪)। সুতরাং ব্রহ্মলোক-শব্দে পরব্রহ্মধামই বুঝাইতেছে। কার্য্য-ব্রহ্মার লোকে গমন বুঝাইলে উপাস্যের অমৃতত্বাদি ধর্ম্ম এবং উপাসকের স্বরূপাভিনিষ্পত্তি সম্ভব হয় না। কারণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে এবং তাঁহাকে লাভ করিলে অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভও হইতে পারে না। কারণ কঠোপনিষদে বলা আছে—"শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং"—(কঠ ২।৩।১৬) অর্থাৎ হৃদয় হইতে যে নাড়ী মস্তক পর্য্যন্ত উত্থিত আছে সেই পথ দ্বারা জীব দেহ ত্যাগ করিলে মোক্ষলাভ করে। অতএব এইরূপ গতি পরব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি সূচকই। এ-স্থলে প্রকরণের ভেদও বর্ত্তমান।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ ॥
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্ ॥" (ভাঃ ১।৩।২-৩)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"দৃষ্টত্বাচ্চ পরব্রহ্মণঃ" ॥১৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—কিঞ্চ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ—আর এক কথা—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ননু 'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে' ইতি মৃত্যুকালে তদুপাসকস্য কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তীচ্ছাদর্শনাদত্রাপি কার্য্যমেব ব্রহ্ম গন্তব্য-মিতিচেৎ তত্রাহ ন চেতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—মৃত্যুকালে ব্রহ্মোপাসকের 'আমি প্রজাপতির সভালোক ও গৃহ প্রাপ্ত হইব' এইরূপ কার্য্য-ব্রহ্মপ্রাপ্তি-বিষয়ে ইচ্ছার কথা শ্রুতিতে যেহেতু দেখা যাইতেছে, অতএব এখানেও কার্য্যব্রহ্ম তাহার প্রাপ্য হইবে, এই যদি বল ; সে-বিষয়ে বলিতেছেন—'ন চ কার্য্যে' ইত্যাদি সূত্র।

সূত্রম্—ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥১৪॥

সূত্রার্থ—মৃত্যুর সময় উপাসকের 'আমি কার্য্যব্রহ্মে যাইব' এইরূপ অভিসন্ধি (ইচ্ছা) নাই ॥১৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রতিপত্তির্জ্ঞানম্। অভিসন্ধিরিচ্ছা। ন হি বিদুষো জ্ঞানপূর্ব্বিকা ইচ্ছা কার্য্যব্রহ্মবিষয়াস্তি অপুমর্থত্বাৎ অপি তু পরব্রহ্মবিষয়ৈব। যদ্বিষয়া সা ভবেৎ তদেব প্রাপ্যং তৎক্রতু-ন্যায়াৎ। তথা চামানবঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমমেব তদুপাসকান্ নয়তীতি জৈমিনেঃ সিদ্ধান্তঃ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রতিপত্তি-শব্দের অর্থ জ্ঞান, অভিসন্ধি-শব্দের অর্থ ইচ্ছা। আর এক কথা, ব্রহ্মবিদের জ্ঞান পূর্ব্বক কার্য্যব্রহ্ম-বিষয়ক ইচ্ছা হয় না, যেহেতু কার্য্যব্রহ্ম-প্রাপ্তি পরম পুরুষার্থ (চরমকাম্য) নহে, কিন্তু পরব্রহ্ম-বিষয়কই ইচ্ছা হয়, আর একথাও সত্য, যে বিষয়ে ইচ্ছা হইবে, তাহাই প্রাপ্য হইবে, যেমন স্বর্গাদি কামনায় যজ্ঞ করিলে স্বর্গ তাহার প্রাপ্য হয়, অন্য কিছু নহে। তাহা হইলে অমানব পুরুষ পুরুষোত্তমের উপাসকগণকে শ্রীপুরুষোত্তমকেই পাওয়াইয়া দেন, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত ॥১৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—ন চাক্ষিপুরুষোপাসকস্য কার্য্যে ব্রহ্মণি প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ শক্যো বক্তুম্। তদুপাস্যস্যার্চ্চিরাদিভিঃ প্রাপ্যস্যাক্ষিপুরুষস্য পরব্রহ্মত্বাৎ তস্মাৎ পরং ব্রহ্মৈব গময়তীতি সিদ্ধম্। ন হীতি। বিদুষোঽক্ষিপুরুষো-পাসকস্য। তথাচ প্রজাপতেরিত্যত্র প্রজাপালকস্য শ্রীহরেরিত্যেবার্থঃ।

তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্মেতি তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ দহরবিদ্যায়াং খলু শ্রীহরি-লোকস্য পুরঃ প্রসাদরূপতা বর্ণিতা। তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভু-বিমিতং হিরণ্ময়ং বেশ্মেতি। অপরাজিতা শ্রীহরেরভক্তৈরগম্যা। অবৈষ্ণ-বানামপ্রাপ্যামিতি জিতন্তে স্তোত্রে। বৈকুণ্ঠবিশেষণাৎ গুণবর্জ্জিতেঽপি বৈকুণ্ঠে সভাপ্রাসাদাদিকং তস্মিন্ স্তোত্রে বর্ণিতং সভাপ্রাসাদসংযুক্তমিত্যাদিনা ॥১৪॥

টীকানুবাদ—আর অক্ষিস্থ পুরুষের উপাসক জ্ঞানপূর্ব্বক কার্য্যব্রহ্ম-বিষয়ক ইচ্ছা করে, ইহাও বলিতে পারা যায় না; যেহেতু তাহার উপাস্য অর্চ্চিরাদিযোগে প্রাপ্য যে অক্ষিপুরুষ, তিনি পরব্রহ্ম। অতএব অমানব পুরুষ তাহাকে পরব্রহ্মই পাওয়াইয়া দেন, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। 'ন হি বিদুষো জ্ঞানপূর্ব্বিকেতি—বিদুষঃ—অক্ষিপুরুষের উপাসকপক্ষে। তাহা হইলে 'প্রজাপতেঃ বেশ্ম সদ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিস্থ প্রজাপতি-শব্দের অর্থ প্রজা-পালক শ্রীহরির, ইহাই গ্রাহ্য। কেননা, 'তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম' তাহারা যাঁহার মধ্যে তিনিই ব্রহ্ম, এই শ্রুতির দ্বারা পরম ব্রহ্মই প্রক্রান্ত। দহরবিদ্যাতে বর্ণিত আছে যে, শ্রীহরিলোকপ্রাপ্তি প্রথম অনুগ্রহ। 'তদপরাজিতাপূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ং বেশ্ম' এই শ্রুতিতে প্রজাপতির বেশ্ম—গৃহকে শ্রীহরির অভক্তগণ কর্ত্তৃক অগম্য পুরী বলা হইয়াছে। ইহাও 'অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যম্' বিষ্ণুর অভক্তদিগের অপ্রাপ্য, এইরূপ অপরাজিত-শব্দের অর্থ। 'জিতন্তে' ইত্যাদি স্তোত্রে উহা বর্ণিত আছে; তথায় বৈকুণ্ঠ এই বিশেষণের প্রয়োগ হেতু সেই বৈকুণ্ঠ ত্রিগুণবর্জ্জিত হইলেও তথায় সভাপ্রাসাদাদি সেই স্তোত্রে বর্ণিত আছে। যথা 'সভাপ্রাসাদসংযুক্তমিত্যাদি' বাক্যদ্বারা ॥১৪॥

সিদ্ধান্তকণা—জৈমিনি পুনরায় আর একটি কথা বলিতেছেন, যাহা বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার দেখাইতেছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্যব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান ও ইচ্ছা থাকিতে পারে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে, ব্রহ্মার লোকে গমন করিলে তাঁহার মোক্ষ লাভ হইবে না। সুতরাং তাঁহার কার্য্যব্রহ্মে জ্ঞানপূর্ব্বক ইচ্ছা হইতে পারে না। পরন্তু পরব্রহ্ম-প্রাপ্তিবিষয়ক ইচ্ছাই তাঁহার হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাপ্তিও তাঁহার পরব্রহ্মধামেই হইবে। অথবা অমানব পুরুষ ভগবদুপাসকগণকে

পরব্রহ্মধামেই লইয়া গিয়া থাকেন। ইহা জৈমিনির সিদ্ধান্তানুযায়ী উপপন্ন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"পূর্ব্বং গৃহীতং গুণকর্ম্মচিত্রমজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ।
নিবর্ত্ততে তৎপুনরীক্ষয়ৈব ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা॥"

(ভাঃ ১১।২৮।৩৩)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন হি কার্য্যে প্রতিপত্তিঃ, প্রাপ্তবান্ ইত্যভিসন্ধিশ্চ। যদুপাস্তে পুমান্ জীবন্ যৎ প্রাপ্তুমভিবাঞ্ছতি। যচ্চ পশ্যতি তৃপ্তঃ সংস্তৎ প্রাপ্নোতি মৃতের-ন্বিতি পাদ্মে"॥১৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ স্বমতমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বাদরায়ণ নিজ মত বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সনিষ্ঠা শ্রীহর্য্যধিষ্ঠিতং সত্যলোকপতিমুপাসতে তানর্চ্চিরাদয়োঽমানবান্তাংস্তৎপতিং প্রাপয়ন্তি। স তু স্বাধিকারান্তে তৈঃ সহিতো হরিং প্রাপ্নোতি। যে তু হরিমেবোপাসতে তেষামিহৈব হরি-প্রাপ্তিস্তস্য বিভোরত্রাপি সত্ত্বাদিতি। ন তেষামর্চ্চিরাদিভির্গতিরিতি বাদরি-সিদ্ধান্তঃ। শ্রীহরিমেবোপাসীনান্ পরিনিষ্ঠিতাদীনেবার্চ্চিরাদয়স্তে হরিং নয়ন্তি। সনিষ্ঠাস্ববিশ্লিষ্টোত্তরানুষ্ঠিতকর্ম্মাণঃ কর্ম্মভিরেব স্বর্গাদিলোকান্ ক্রমেণানুভবন্তঃ সত্যলোকে তৎপতিং প্রাপ্নুবন্তি। স তু সমাপ্তাধিকারস্তান্ গৃহীত্বা হরিং যাতীতি নৈতেষামর্চ্চিরাদিভির্গতিরিতি জৈমিনিসিদ্ধান্তঃ। অত্র জৈমিনিসিদ্ধান্তে যথা কর্ম্মভিরেব স্বর্গাদিসত্যান্তা গতিস্তথা প্রতীকধ্যানৈরপি তদ্‌গতিঃ প্রতীকো-পাসকানামপি স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে। অথেত্যাদি। অমানবঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুপাসকান্ নয়ত্যুত প্রতীকধ্যায়িভিন্নানিতি বীক্ষায়াং নিয়ামকাভাবাৎ সর্ব্বানিতি প্রাপ্তেঽপ্রতীকালম্বনানিতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—শ্রীহরির সনিষ্ঠ উপাসকগণ যাঁহারা শ্রীহরির অধিষ্ঠিত সত্যলোকপতি (কার্য্যব্রহ্ম)কে উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে

অর্চ্চিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া অমানব পুরুষ পর্য্যন্ত প্রাপকগণ সত্যলোক-পতির কাছে লইয়া যান। সেই সত্যলোকপতি ব্রহ্মা নিজ অধিকার ক্ষয়ের পর তাঁহাদের (সনিষ্ঠ উপাসকগণের) সহিত শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীহরিকেই সাক্ষাদ্‌ভাবে উপাসনা করেন, তাঁহাদের ইহলোকেই শ্রীহরি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে; কারণ শ্রীহরি এখানেও বিরাজমান অতএব অর্চ্চিরাদি-মার্গে তাঁহাদের গতি নহে, ইহাই বাদরির সিদ্ধান্ত। কেবল শ্রীহরিরই উপাসক পরিনিষ্ঠিত প্রভৃতিকে সেই অর্চ্চিরাদি দেবতা শ্রীহরির কাছে লইয়া যান, আর সনিষ্ঠ উপাসকগণ যেহেতু অবিশ্লিষ্টভাবে অব্যবহিত পরেও কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, এজন্য কর্ম্মফলানুসারে একে একে স্বর্গাদিলোক ভোগ করিয়া সত্যলোকে তাহার অধিষ্ঠাতা কার্য্যব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। সেই সত্যলোকপতির অধিকার সমাপ্ত হইলে তিনি (কার্য্যব্রহ্ম) সেই সত্যলোকগত উপাসকগণকে শ্রীহরির কাছে লইয়া যান। ইহাদের আর অর্চ্চিরাদি যোগে গতি হয় না, ইহা জৈমিনির সিদ্ধান্ত। এই জৈমিনি-সিদ্ধান্তে যেমন কর্ম্মদ্বারাই স্বর্গ হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত গতি বলা আছে, সেইরূপ প্রতীক-ধ্যানদ্বারাও প্রতীকোপাসকদিগেরও সেইরূপ গতি হইবে, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি-অনুসারে 'অথ স্বমতমাহ' বলিয়া আরম্ভ করিতেছেন। এই মতে সংশয় হইতেছে, অমানব পুরুষ সমস্ত উপাসকগণকে বিষ্ণুলোকে লইয়া যান? অথবা প্রতীকধ্যায়িভিন্ন উপাসকগণকে? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—কোন বিশেষ নিয়ম না থাকায় সকলকে লইয়া যান, ইহাই বলিব, ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীত্যাদি সূত্রে—

অপ্রতীকালম্বনাধিকরণম্

সূত্রম্—অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥১৫॥

সূত্রার্থ—যাঁহারা নাম-মূর্ত্তি প্রভৃতির উপাসক তাঁহাদিগকে প্রতীকালম্বন বলা হয়, তদ্ভিন্ন সনিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসকগণ অপ্রতীকালম্বন, তাঁহাদের সকলকে অমানব পুরুষ বিষ্ণুধামে লইয়া যান, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ

মনে করেন। কার্য্যব্রহ্মোপাসক অথবা পরব্রহ্মোপাসক যে কোন একটিকে পাওয়াইয়া দেন, এরূপ নিয়ম তিনি স্বীকার করেন না, কারণ সেই মতদ্বয়েই বিরোধ ঘটে। আর ক্রতুন্যায়ও এই বিষয়ে আছে ॥১৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নামাদ্যুপাসকাঃ প্রতীকালম্বনাস্তদ্ভিন্নাঃ সনিষ্ঠাদয়ো ব্রহ্মোপাসকা অপ্রতীকালম্বনাস্তান্ সর্ব্বান্ নয়তীতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কার্য্যোপাসকান্ পরোপাসকান্ বা নয়তীত্যন্যতরনিয়মং ন স্বীকরোতীত্যর্থঃ। কুতঃ ? উভয়থেতি। মতদ্বয়েঽপি বিরোধাদিত্যর্থঃ। আদ্যে পরং জ্যোতিরিত্যাদিবিরোধঃ দ্বিতীয়ে তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতামর্চ্চিরাদিগতিবিরোধঃ। তৎক্রতুন্যায়োঽপ্যেতমর্থং দর্শয়তি। যথাক্রতুরিত্যাদিনা। নামাদিপ্রতীকোপাসকানান্তু নার্চ্চিরাদিনা পরপ্রাপ্তিঃ তৎক্রতুবিরহাৎ। কিন্তু শব্দশাস্ত্রাদিলক্ষণনামাদিষু স্বাতন্ত্র্যাদিপ্রাপ্তির্ভবতি। "স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য কামচারঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যাৎ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতাং তেন বর্ত্মনা সত্যলোকপ্রাপ্তিস্তু স্বাত্মানুসন্ধিপ্রভাবাৎ। তদুপর্য্যপীতিন্যায়েন তল্লোকে তেষাং ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধেঃ। তদ্বর্ত্মনা গতানামনাবৃত্তিশ্রুতিঃ সঙ্গতা ॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ—যাঁহারা নামাদির উপাসক, তাঁহারা প্রতীকালম্বন, তদ্‌ভিন্ন সনিষ্ঠাদি ব্রহ্মোপাসকগণ অপ্রতীকালম্বন ; তাঁহাদের সকলকে অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণের মত। তিনি কার্য্যব্রহ্মোপাসক বা পরব্রহ্মোপাসকগণকে লইয়া যান, এরূপ কোন নিয়ম স্বীকার করেন না, এই অর্থ। ইহার কারণ এই—উভয় পক্ষেই অর্থাৎ উক্ত দুই মতেই বিরোধ ঘটে। যথা, প্রথম মতে অর্থাৎ 'কার্য্যোপাসকগণকে বিষ্ণুধামে লইয়া যান' এই বাদরির মতে 'পরংজ্যোতিঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ ঘটে ; যেহেতু কার্য্যব্রহ্ম পর জ্যোতিঃস্বরূপ নহে, আর দ্বিতীয় মতে অর্থাৎ 'পরব্রহ্মোপাসকগণকেই লইয়া যান' এই জৈমিনির মতে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যোপাসকদিগের অর্চ্চিরাদি-পথে গতি হয়, এই উক্তির বিরোধ ঘটে। তৎক্রতু-

ন্যায়ও এই কথা বলিতেছে 'যথা ক্রতুরস্মিন্ লোকে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। কিন্তু নাম-বিগ্রহ প্রভৃতি প্রতীকোপাসকদিগের অর্চ্চিরাদি-সাহায্যে পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয় না, যেহেতু তাহাতে 'যথাক্রতুঃ' এই ন্যায় থাকে না, কিন্তু শব্দ-শাস্ত্রাদি-(বেদাদি) রূপ নামাদিতে তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভ ঘটে। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে সেইরূপই আছে—যথা 'স যো নাম ব্রহ্ম ইত্যুপাস্তে···কাম-চারঃ' সেই ব্যক্তি যিনি নামকেই ব্রহ্মবোধে উপাসনা করেন, নামের যাহা গতি লক্ষ্য, তাহাতে ইঁহার (নামোপাসকের) কামচার অর্থাৎ স্বাধীনতা—অপর-নিরপেক্ষতা। তবে যে বলা হইয়াছে, পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসকগণের অর্চ্চি-রাদি-পথে সত্যলোক-প্রাপ্তি হয়, উহা নিজ আত্মার অনুসন্ধি-প্রভাবে জানিবে। 'তদুপর্য্যপি' ইত্যাদি ন্যায়ে সেই লোকে তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধি হয়। অতএব অর্চ্চিরাদি পথে গত ব্যক্তিদিগের অপুনর্ভব শ্রুতি সঙ্গতই হইতেছে ॥১৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—আদ্যে কার্য্যোপাসকান্ নয়তীতি বাদরিমতে। দ্বিতীয়ে পরোপাসকানেব নয়তীতি জৈমিনিমতে। তৎক্রতুন্যায়োঽপীতি। সনিষ্ঠা-দয়স্ত্রয়োঽপি ব্রহ্মক্রতব ইত্যাশয়ঃ। নামাদিপ্রতীকোপাসকানান্ত্বিতি। নামব্রহ্মেত্যত্র নামপ্রতীকং প্রতি ব্রহ্মণো বিশেষণত্বেন তস্য প্রতীকস্যৈব প্রাধান্যাৎ ন তেষাং ব্রহ্মোপাসকত্বমতো ন ব্রহ্মগতিরিতি ॥১৫॥

টীকানুবাদ—'অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীত্যাদি' সূত্রে। 'আদ্যে পরং জ্যোতিঃ' ইত্যাদি ভাষ্যে—আদ্যে—কার্য্যোপাসকগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, এই বাদরির মতে। দ্বিতীয়ে তু—পরব্রহ্মের উপাসকগণকেই লইয়া যায়, এই জৈমিনি মতে। 'তৎক্রতুন্যায়োঽপ্যেতমর্থং দর্শয়তি' ইতি—সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ এই তিন প্রকার উপাসকই ব্রহ্মক্রতু-পদবাচ্য, ইহাই অভিপ্রায়। 'নামাদি প্রতীকোপাসকানান্ত' ইত্যাদি—'নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' এই বাক্যে নাম-প্রতীক এই বিশেষ্যপদের ব্রহ্মকে বিশেষণরূপে বলায়, সেই প্রতীকেরই প্রাধান্য, সুতরাং নাম-প্রতীকোপাসকগণ ব্রহ্মোপাসক নহে, এইকারণে তাহাদের ব্রহ্মগতি হয় না ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার ভগবদবতার শ্রীবাদরায়ণ নিজমত

প্রকাশপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, নামাদির উপাসক প্রতীকাশ্রয় পুরুষ এবং তদ্ভিন্ন সনিষ্ঠাদি অপ্রতীকাশ্রিত ব্রহ্মোপাসক সকলেই ভগবৎপদে নীত হইয়া থাকেন। নতুবা উভয়মতেই অর্থাৎ বাদরিঋষি ও জৈমিনি ঋষির মতে বিরোধ দৃষ্ট হয়। যথাক্রতু-ন্যায়ানুসারেও বিরোধ ঘটিয়া থাকে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"শ্রদ্ধৎস্বৈতন্মতং মহ্যং জুষ্টং যদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
যেন মামভয়ং যায়া মৃত্যুমৃচ্ছন্ত্যতদ্বিদঃ॥" (ভাঃ ৩।৩৩।১১)
"বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদি বা বিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্॥" (ভাঃ ১০।৮৭।১৫)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

'তৎক্রতু' শ্রুতির দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, 'পুরুষ এখানে যেরূপ সঙ্কল্প পরায়ণ হয়, এখান হইতে প্রস্থানের পরও সেইরূপই হয়। ইহা দ্বারাও উভয়বিধ উপাসকেরই তাদৃশ গতি প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীমধ্বভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

যে ব্যক্তির যেরূপ কামনা সেই ব্যক্তির সেইরূপ ক্রতু, আবার যেরূপ ক্রতু, সেইরূপই কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং যেরূপ কর্ম্ম করে, সেইরূপই ফল লাভ হয়, ইচ্ছানুসারে হয় না॥১৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ নিরপেক্ষাণাং কেষাঞ্চিৎ স্বয়ং ভগবতৈব স্বপদপ্রাপ্তিরভিধীয়তে। "এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যোদ্যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামান্। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈব। ওঙ্কারেণান্তরিতং যো জপতি গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুম্। তং তস্যৈবাসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং তস্মা-

মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্যশাস্ত্যৈ” ইতি। ইহ সংশয়ঃ—নিরপেক্ষা অপ্যাতি-বাহিকৈরেব পরং পদং বিশন্তি স্বয়ং ভগবতা বেতি। দ্বাবেব মার্গাবিত্যাদৌ ব্রহ্মবিদামর্চ্চিরাদিগতিবিনির্ণয়াৎ তেঽপি তৈরেব তদ্বিশন্তি। শ্রুতিশ্চ—ভগবতো হেতুকর্ত্তৃত্বং বিবক্ষত্যবিরুদ্ধমেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর কতিপয় নিরপেক্ষ উপাসক-দিগের স্বয়ং ভগবান্ দ্বারাই তাঁহার স্বপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এই কথা বলা হইতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন—‘এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং···নিত্যশান্ত্যৈ’ যাঁহারা নিত্য একনিষ্ঠ হইয়া বিষ্ণুর এই পরম পদের উপাসনা করেন, অন্য কোনও কামনা করেন না, তাঁহাদের ঐ আরাধ্য গোপালরূপী শ্রীভগবান্ আগ্রহ-সহকারে স্বধাম দেখাইয়া দেন। উপাসনাকালেই যিনি ওঙ্কারপুটিত গোবিন্দের পঞ্চপদযুক্ত মন্ত্র জপ করেন, তাঁহাকেই ঐ গোপালরূপী শ্রীভগবান্ আত্মস্বরূপ দেখাইবেন। অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তি মুক্তির জন্য ঐ মন্ত্র নিত্য অভ্যাস করিবেন। এই শ্রুতিবাক্যার্থে সংশয়—নিরপেক্ষ উপা-সকগণও কি অর্চ্চিরাদি আতিবাহিক দেবতাদিগের সাহায্যে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন? অথবা স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বধামে লইয়া যান? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন ‘দ্বাবেব মার্গৌ’ দেবযান ও পিতৃযান দুইটি পথ শ্রুতিতে ঘোষিত আছে, তখন ব্রহ্মবিদ্গণের অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথে গতি নির্ণীত থাকায় তাঁহারাও (নিরপেক্ষ উপাসকগণও) সেই অর্চ্চিরাদি-সাহায্যেই পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন। তবে যে শ্রুতি বলিতেছেন—‘তস্মৈবাসৌ-দর্শয়েদাত্মরূপম্’ ইহার সঙ্গতি কি হইবে? তাহার উত্তর—ঐ স্বধাম-দর্শনে ভগবানের প্রযোজক কর্ত্তৃত্ব আর অর্চ্চিঃ প্রভৃতির প্রযোজ্য কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ ভগবান্ অর্চ্চিরাদি আতিবাহিক দেবতাকে দিয়া উক্ত নিরপেক্ষ উপাসককে স্বধাম পাওয়াইয়া থাকেন। ইহাতে অর্চ্চিরাদির স্বাতন্ত্র্য নাই,

ইহাই তাৎপর্য্য জানিবে। অর্থাৎ তাহা দ্বারা ভগবানের প্রযোজককর্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ মতের উপর সূত্রকার বলিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেত্যাদি। পূর্ব্বত্র সর্ব্বান্ ব্রহ্মক্রতুনমানবো-নয়তীত্যুক্তম্। তদ্বৎ পরমাতুরানপি স এব নয়েৎ তেষামপি ব্রহ্মক্রতুত্বা-বিশেষাদিতি প্রাগ্‌বৎ সঙ্গতিঃ। স্বয়ং ভগবতৈবেত্যেবকারোঽর্চ্চিরাদীন্নি-বর্ত্তয়তি। এতদিতি। গোপরূপো গোপবেশো বিষ্ণুঃ। আত্মপদং স্বধাম শ্রীগোকুলম্। ওমিতি। ওঙ্কারেণান্তরিতং সংপুটিতং কৃত্বা। আত্মরূপমাত্ম-ভূতং গোপালবিগ্রহম্। হেতুকর্ত্তৃত্বমিতি। তেষামসাবাত্মপদং প্রকাশয়েৎ তস্মৈবাসৌ দর্শয়েদিত্যর্চ্চিরাদিভিরিতি বোধ্যম্। তেন প্রযোজককর্ত্তৃত্বং শ্রীহরেঃ সিধ্যেদিত্যর্থঃ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা-ভাষ্যস্য সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অথেত্যাদি'—পূর্ব্বাধিকরণে বলা হইয়াছে—ত্রিবিধ ব্রহ্মক্রতু (ব্রহ্মোপাসক)কেই অমানব পুরুষ বিষ্ণুধামে লইয়া যান, সেইপ্রকার পরমাতুর (বিষ্ণুদর্শনের জন্য অত্যধিক আকুল) নিরপেক্ষ-দিগকেও সেই অমানব পুরুষ বিষ্ণুধামে লইয়া যাইবেন। যেহেতু ব্রহ্মক্রতুত্ব সকলের সমান। এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি পূর্ব্বের মত এই অধিকরণেও জ্ঞাতব্য। স্বয়ং ভগবতৈব স্বপদপ্রাপ্তিরিতি—এই বাক্যস্থ 'এব' শব্দ অর্চ্চিরাদির ব্যাবৃত্তি করিতেছে। 'এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং' ইত্যাদি 'তেষামসৌ গোপরূপ' ইতি গোপ-রূপঃ—অর্থাৎ গোপালবেশধারী বিষ্ণু। 'প্রকাশয়েদাত্মপদমিতি'—আত্মপদং—নিজধাম শ্রীগোকুল, ওঁঙ্কারেণান্তরিতমিতি—ওঙ্কারপুটিত করিয়া অর্থাৎ পঞ্চপদ-যুক্ত গোপালমন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ওঙ্কার যোগ করিয়া। 'দর্শয়েদাত্ম-রূপমিতি'—আত্মরূপং—আত্মস্বরূপ গোপালমূর্ত্তি। 'ভগবতো হেতুকর্ত্তৃত্বমিতি'-'তেষামসৌ প্রকাশয়েদাত্মপদম্' এই শ্রুত্যংশের অর্থ এইরূপ অর্চ্চিরাদি প্রযোজ্য

কর্ত্তৃদ্বারা ভগবান্ সেই পরমাতুর নিরপেক্ষ উপাসককে নিজেই দর্শন করান। তাহার দ্বারাই শ্রীভগবানের প্রযোজক কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে, এই অর্থ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ সমাপ্ত ॥

বিশেষাধিকরণম্

সূত্রম্—বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥১৬॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—নিরপেক্ষ উপাসক-সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা শ্রুতিই দেখাইতেছেন ॥১৬॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ব্রহ্মবিদামাতিবাহিকৈস্তৎপ্রাপ্তিরিত্যেতৎ সামান্যম্। যে খলু নিরপেক্ষাঃ পরমার্ত্তাস্তেষাং তু স্বয়ং ভগবতৈব তৎপ্রাপ্তিবিলম্বমসহিষ্ণুনা সেতি বিশেষোঽস্তি। তং শ্রুতির্দর্শয়তি এতদ্বিষ্ণোরিত্যাদিনা। "যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে। তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। তদৈব তেষাং তনুভঙ্গস্তন্নুযোগশ্চেতি চশব্দাৎ। ন চার্চ্চিরাদিনিরপেক্ষা গতির্নাস্তীতি শক্যং বদিতুম্। "নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ" ইতি বারাহবচনাৎ। তস্মাদ্ যথোক্তমেব সুষ্ঠু ॥১৬॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃত-মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মবিদ্ মাত্রেরই আতিবাহিক দেবতাগণের দ্বারা ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্তি হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এই—যাঁহারা নিরপেক্ষ—পরমার্ত্ত ব্রহ্মবিদ্, শ্রীভগবান্ ভক্তের নিজ-পদপ্রাপ্তি-বিষয়ে বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ংই তাঁহাদিগকে স্বপদ-প্রাপ্তি করান, এই বিশেষ ব্যবস্থা আছে। শ্রুতি সেই বিশেষ দেখাইতেছেন—'এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে' ইত্যাদি দ্বারা, এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে—'যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি···ময্যাবেশিতচেতসাম্' ইতি—যাঁহারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া একনিষ্ঠ সমাধিদ্বারা আমাকে ধ্যান করত উপাসনা করেন, হে পার্থ। সেই মদেকনিষ্ঠচিত্ত নিরপেক্ষদিগের অচিরেই আমি মৃত্যু-সঙ্কুল-সংসাররূপ দুস্পার সাগর হইতে উদ্ধারকারী হই। সূত্রোক্ত 'চ' শব্দ 'তখনই তাঁহাদের শরীরপাত ও নবীন শরীর যোগ' ইহা বুঝাইতেছে। যদি বল, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি অপেক্ষা না করিয়া তো উর্দ্ধগতি হয় না, এ-কথাও বলিতে পারা যায় না, যেহেতু বরাহ-পুরাণের শ্লোক হইতে তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে, যথা 'নয়ামি পরমং স্থানম্ ইত্যাদি···অনিবারিত ইত্যন্ত"। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি-সাহায্যে গতিব্যতি-রেকেই আমি স্বেচ্ছায় নির্ব্বাধে তাহাদিগকে (নিরপেক্ষ পরমার্ত্ত উপাসক-দিগকে) গরুড়ের স্কন্ধে চাপাইয়া পরমপদে লইয়া যাই। অতএব যাহা বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক ॥ ১৬ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিশেষঞ্চেতি। চ-শব্দাৎ যথাশ্রুতিসিদ্ধান্তো গ্রাহ্য ইত্যু-চ্যতে। ভাষ্যকারস্তু চার্থং বক্ষ্যতি তদৈবেত্যাদিনা। অসহিষ্ণুনেতি। প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈবেত্যেবকারেণ ত্বরাব্যঞ্জনাদিতিভাবঃ। যে ত্বিত্যাদৌ হরিরেব স্বয়ং নয়তীতি মন্তব্যম্ ন চিরাদিতি ত্বরাভিধানাৎ। নৈর-পেক্ষ্যং তত্র ধ্যায়িনাং সুব্যক্তম্। নন্বেতদ্ব্যাখ্যানং কল্পিতমিতি চেৎ তত্রাহ ন চেতি। বারাহান্তে—"স্থিতে মনসি সুস্বস্থে শরীরে সতি যো নরঃ।

ধাতুসাম্যে স্থিতে স্মর্ত্তা বিশ্বরূপঞ্চ মামজম্। ততস্তং ম্রিয়মাণঞ্চ কাষ্ঠপাষাণ-সন্নিভম্। অহং স্মরামি মদ্ভক্তং নয়ামি পরমাং গতিম্” ইত্যুপক্রম্য স্বভক্ত-বাৎসল্যং বহু প্র৾খ্যাহ ভগবান্ বরাহদেবঃ—নয়ামি পরমং স্থানমিত্যাদি। তেনার্চ্চিরাদিনিরপেক্ষা স্বয়ং শ্রীহরিণৈব কেষাঞ্চিৎ তৎপদপ্রাপ্তিঃ সিদ্ধা। এতদ্বাক্যবলেনৈবৈতদ্বিষ্ণোরিত্যাদিশ্রুত্যর্থস্তথৈব ব্যাকৃতস্তত্রাপি তদ্বোধ-লাভাচ্চ। ১৬॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃতা-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা॥

টীকানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘চ’ শব্দ হইতে শ্রুতি-সিদ্ধান্তানুসরণ গ্রহণীয়, ইহা বলা হইতেছে, ভাষ্যকার কিন্তু ‘চ’ শব্দের অর্থ ‘তদৈব’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অন্যরূপ বলিবেন। ‘অসহিষ্ণুনা সা ইতি’—বিলম্ব সহ্য না করিয়া, এই ত্বরার প্রকাশক ‘প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈব’ এই বাক্যোক্ত ‘এব’ শব্দ, এই অভিপ্রায়। ‘যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি’ ইত্যাদি গীতাবাক্যের মর্ম্মার্থ শ্রীহরিই স্বয়ং তাহাদিগকে স্বধামে লইয়া যান, যেহেতু ‘ন চিরাৎ পার্থ!’ ইহাতে ত্বরা প্রকাশ পাইতেছে, অর্চ্চিরাদিযোগে গতিতে বিলম্ব হয়, এই জন্য শ্রীহরি কর্ত্তৃক স্বধাম-নয়নে যে অর্চ্চিরাদি নিরপেক্ষতা, তাহা তদাবিষ্টচিত্তব্যক্তিদিগের, ইহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে। আর যদি এই ব্যাখ্যা স্বকপোলকল্পিত মনে কর, তাহাতে বলিতেছেন—‘ন চার্চ্চিরাদিনিরপেক্ষেতি’ বরাহ-পুরাণের শেষভাগে আছে—‘স্থিতে মনসি…’মন স্থির থাকিতে ও শরীর সুস্থ থাকিতে বায়ুপ্রভৃতি ত্রিধাতুর সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপের কারণ না ঘটিলে যে লোক আমার এই বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুদশায় উপনীত হইলে যখন কাষ্ঠ ও প্রস্তরের মত হইয়া যায়, তখন আমি আমার সেই ভক্তকে স্মরণ করি, পরে তাহাকে পরমগতি পাওয়াইয়া দিই, এইরূপ উপক্রমের পর নিজ ভক্তবাৎসল্য অনেক প্রকাশ করিয়া ভগবান্ শ্রীবরাহদেব বলিতেছেন—‘নয়ামি পরমং স্থানমিত্যাদি’ ভাষ্যোক্ত শ্লোক। তাহার দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, কোন কোন নিরপেক্ষ উপাসকের অর্চ্চিরাদি গতি অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং শ্রীহরি কর্ত্তৃকই বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি হয়। বরাহপুরাণের এই বাক্যবলেই

'এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ সেইভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং 'তাহাতেও ঐ অর্থবোধক বাক্যও লব্ধ হইতেছে', এই কারণে ॥ ১৬ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পুনরায় অন্য একটি বিচার উত্থিত হইতেছে যে, কোন কোন নিরপেক্ষ ভক্তের সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ই স্বপদপ্রাপ্তির বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে গোপালতাপনী শ্রুতির প্রমাণ আছে, ইহা অবতরণিকা-ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। এ-স্থলে একটি সংশয় এই যে,—নিরপেক্ষ ভক্তগণ কি আতিবাহিক দেবতাগণের সহায়তায় পরমপদ লাভ করেন? অথবা স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহাদিগকে নিজধামে আনয়ন করেন? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন পরমপদ প্রাপ্তির দুইটি পথ শ্রুতিতে নির্ণীত আছে তখন তাঁহারাও অর্থাৎ নিরপেক্ষ ভক্তগণও অর্চ্চিরাদি দেবতাগণের সাহায্যেই সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই বলিব। তবে যে গোপালতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ স্বয়ংই নিরপেক্ষ ভক্তদিগকে স্বধাম-প্রাপ্তি করান, তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষীর মীমাংসা এই যে, উহাতে শ্রীভগবানের প্রযোজক কর্তৃত্বই সিদ্ধ, সুতরাং উভয় অবিরুদ্ধ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, নিরপেক্ষ ভক্তগণ-সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা শ্রুতিই দেখাইতেছেন।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আতিবাহিক দেবতাগণের সহিত যে পরমপদপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে, উহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, যে সকল নিরপেক্ষ ভক্ত ভগবদ্বিরহে পরম-আর্ত্ত, অর্থাৎ অত্যন্ত কাতর, তাঁহাদিগের স্বপদপ্রাপ্তি-বিষয়ে বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবানই তাঁহাদিগকে স্বধামে—নিজ নিকটে লইয়া যান। পূর্ব্বোক্ত গোপাল-তাপনী শ্রুতিই তাহার প্রমাণ।

এ-বিষয়ে শ্রীগীতায় পাই,—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"

(গীঃ ১২।৬-৭)

অর্থাৎ যাঁহারা কিন্তু সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য-ভক্তিযোগসহকারে আমাকে ধ্যানকরতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সকল ভক্তগণকে আমি অচিরে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

এই শ্লোকের ভাষ্যে বেদান্তভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন,—

"তথাত্মযাথাত্ম্যং শ্রুত্বৈবাত্মাংশিনো মম কেবলাং ভক্তিং যে কুর্ব্বন্তি, ন ত্বাত্মসাক্ষাৎকৃতয়ে প্রযতন্তে, তেষাং তু কেবলয়া মদ্ভক্ত্যৈব মৎপ্রাপ্তিরচিরেণৈব স্যাদিত্যাহ,—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্; যে মদেকান্তিনো ময়ি মৎপ্রাপ্ত্যর্থং সর্ব্বাণি স্ববিহিতান্যপি কর্ম্মাণি সংন্যস্য ভক্তিবিক্ষেপকত্ববুদ্ধ্যা পরিত্যজ্য মৎপরা মদেক-পুরুষার্থাঃ সন্তোঽনন্যেন কেবলেন মৎশ্রবণাদিলক্ষণেন যোগেনোপায়েন মাং কৃষ্ণম্ উপাসতে—তল্লক্ষণাং মদুপাসনাং কুর্ব্বন্তি ধ্যায়ন্তঃ—শ্রবণাদিকালেঽপি মন্নিবিষ্টমনসঃ, তেষাং ময্যাবেশিতচেতসাং মদেকানুরক্তমনসাং ভক্তানামহমেব মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারাৎ সাগরবদ্ দুস্তরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি, ন চিরাৎ ত্বরয়া তৎপ্রাপ্তি-বিলম্বাসহমানস্তানহং গরুড়স্কন্ধমারোপ্য স্বধাম প্রাপয়ামীত্যর্চ্চিরাদি-নিরপেক্ষা তেষাং মদ্ধামপ্রাপ্তিঃ;—"নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ॥" ইতি বারাহবচনাৎ, কর্ম্মাদিনিরপেক্ষাপি ভক্তিরভীষ্টসাধিকা;—"যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥" ইতি নারায়ণীয়াৎ, "সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নাম-মাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥" ইতি পাদ্মাচ্চ॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা আমার ভগবৎ-স্বরূপাবলম্বী, সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মকে আমার

ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া স্বীকার করেন এবং মৎসম্বন্ধীয় অনন্ত ভক্তিযোগ দ্বারা আমার নিত্য বিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মদাবিষ্টচিত্ত পুরুষদিগকে আমি অতি শীঘ্রই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় মায়িক-সংসার হইতে মুক্তি দান করি এবং মায়াবন্ধন নষ্ট হইলে অভেদবুদ্ধিরূপ জীবাত্মার মৃত্যু হইতে রক্ষা করি। অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের অভেদবুদ্ধিজনিত নিঃসহায়তাই তাহাদের অমঙ্গলের হেতু। আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং-স্তথৈব ভজাম্যহম্"; ইহা দ্বারা জ্ঞাতব্য এই যে, অব্যক্তের ধ্যানশীল পুরুষদিগের অব্যক্তস্বরূপ আমাতে লীন হয়; তাহাতে আমার ক্ষতি কি? অভেদবাদিজীবের সেরূপ গতিলাভ দ্বারা তাহার স্ব-স্বরূপগত উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হয়।"

এ-বিষয়ে শ্রীগীতার ৯।২২ শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অনাস্থিতং তে পিতৃভিরন্যৈরপ্যঙ্গ কর্হিচিৎ।
আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
এতদ্বিমানপ্রবরমুত্তমঃশ্লোকমৌলিনা।
উপস্থাপিতমায়ুষ্মন্নধিরোঢ়ুং ত্বমর্হসি॥" (ভাঃ ৪।১২।২৬-২৭)

অর্থাৎ হে ধ্রুব! আপনার পিতৃ-পিতামহগণ অথবা অপর কোন তপস্বি-ব্যক্তি কখনও উহাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। আপনি জগদ্বন্দ্য সেই বিষ্ণুর পরমপদে আরোহণ করুন। হে আয়ুষ্মন্, মহাযশস্বি-পুরুষগণের মুকুটমণি শ্রীহরি আপনার নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট বিমান পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহাতে অধিরোহণ করুন॥১৬॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থঃ পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

অকৈতবে ভক্তিসবেঽনুরজ্যন্
স্বমেব যঃ সেবকসাৎ করোতি।
তনোতিমোদং মুদিতঃ স দেবঃ
সদা চিদানন্দতনুর্ধিনোতু ॥

অনুবাদ—"অকৈতবে ভক্তিসবে" ইত্যাদি অকৈতবে—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-ভিন্ন অন্য ফলকামনাশূন্য, ভক্তিসবে—নিজের উপাসনারূপ ভক্তিযজ্ঞে, অনুরজ্যন্—প্রীত হইয়া, যঃ—যিনি—শ্রীভগবান্, স্বমেব—নিজকেই, সেবকসাৎ—সেবকাধীন, করোতি—করেন অর্থাৎ সেবকাধীন হন। তাহা হইতে—সেই সেবকগণ কর্তৃক, মুদিতঃ সন্—আনন্দিত হইয়া, তেষাম্ অতিমোদং—সেবকদিগের আনন্দাতিশয়, তনোতি—বিস্তার করেন, চিদানন্দতনুঃ—বিজ্ঞানসুখমূর্ত্তি, স দেবঃ—সেই সর্ব্বারাধ্য, দ্যোতমান, লীলাপরায়ণ শ্রীহরি, অস্মান্—আমাদিগকে, সদা—সর্ব্বদা, ধিনোতু—প্রীত করুন।

মঙ্গলাচরণ-টীকা—অথ পুরুষোত্তমসাক্ষাৎকারাদিপুমর্থনিরূপকং চতুর্থং পাদং ব্যাখ্যাতুং পুরুষোত্তমকর্তৃক প্রীণনাশংসাং মঙ্গলমাচরত্যকৈতব ইতি। যোঽকৈতবে ফলান্তরেচ্ছাশূন্যে ভক্তিসবে স্বোপাসনাযজ্ঞেঽনুরজ্যন্ স্বমাত্মানমেব সেবকসাৎ করোতি ভৃত্যাধীন এব ভবতীত্যর্থঃ। তস্মৈ স্বাত্মানং দদামীতি শ্রুতেঃ। 'যৈঃ প্রসন্নঃ স্বভক্তায় দদাত্যাত্মানমপ্যজঃ' ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। স্বমেবেতি স্থানাদিদানস্য কা কথেত্যাশয়ঃ। তৈঃ সেবকৈর্ম্মুদিতঃ সহর্ষঃ সন্ মোদং তেষাং তনোতি সোঽস্মান্ সদা ধিনোতু প্রীণয়তাৎ। দেবঃ সর্ব্বারাধ্যঃ দ্যোতমানঃ ক্রীড়াপরশ্চ। চিদানন্দতনুর্বিজ্ঞানসুখমূর্ত্তিঃ।

ঈদৃশঃ খলু শক্তিভূতহ্লাদিনীসম্বিৎসারভক্তিরসগৃধ্নু তাযুক্তে পদ্যেঽস্মিন্ পাস্ত-সাক্ষাৎকারো মিথো হর্ষাতিশয়শ্চ বর্ণ্যতে।

মঙ্গলাচরণ-টীকানুবাদ—অতঃপর পুরুষোত্তম শ্রীহরির সাক্ষাৎকারাদি-রূপ পুরুষার্থ-নিরূপক চতুর্থপাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য ভাষ্যকার পুরুষোত্তম কর্তৃক প্রীতিজননরূপ মঙ্গল-আচরণ করিতেছেন—অকৈতবে ইত্যাদি বাক্যে। যিনি, অকৈতবে—শ্রীহরিপ্রীতি-ভিন্ন অন্য ফলেচ্ছাশূন্য, ভক্তিসবে—নিজের উপাসনারূপ ভক্তিযজ্ঞে, অনুরজ্যন্—অনুরক্ত অর্থাৎ প্রীত হইয়া, স্বমেব—নিজকেই, সেবকসাৎ করোতি—অর্থাৎ ভৃত্যাধীন হন। যেহেতু শ্রুতিতে আছে—'তস্মৈ স্বাত্মানং দদাতি' ভগবান্ সেই ভক্তকে আত্ম-দান করেন এবং স্মৃতিবাক্যও আছে যথা—'যৈঃ প্রসন্নঃ স্বভক্তায় দদাত্যা-ত্মানমপ্যজঃ' ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নিত্যপুরুষ পরমাত্মা নিজভক্তকে স্বকীয়আত্মা পর্য্যন্ত দান করেন। 'স্বমেব' এই এব-শব্দ কৈমুতিক ন্যায়ে প্রযুক্ত হইয়া ইহা বুঝাইতেছে যে, উত্তম স্থানাদি (বিষ্ণুধামাদি) দানের কথা আর কি বলিব? সেই সকল সেবকদ্বারা মুদিতঃ—অর্থাৎ হৃষ্ট হইয়া 'মোদং তনোতি' —তাঁহাদের আনন্দ বিধান করেন, তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা, ধিনোতু—প্রীত করুন। কিরূপ তিনি? যিনি দেবঃ—সকলের আরাধ্য, দ্যোতনশীল —অর্থাৎ প্রকাশকস্বভাব ও লীলাময়, যিনি চিদানন্দতনুঃ—বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ। এতাদৃশ শ্রীহরিই এই পদ্যে বর্ণিত হইতেছেন, তাঁহাতে তাঁহার শক্তিস্বরূপ হ্লাদিনী ও সম্বিৎসার ভক্তিরসের লোভিত্বের পরিচয় আছে এবং উপাস্য শ্রীহরির সাক্ষাৎকার ও সেব্য-সেবক উভয়ের পরস্পর আনন্দাতি-শয় প্রকাশ পাইয়াছে।

অবতরণিকাভাষ্যম্—অস্মিন্ পাদে মুক্তানাং স্বরূপনিরূপণ-পূর্ব্বকমৈশ্বর্য্যভোগাদি নিরূপ্যতে। প্রজাপতিবাক্যে শ্রূয়তে—"এব-মেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ" ইতি। অত্র সংশয়ঃ, —কিং দেবাদিরূপবৎ সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধঃ স্বরূপাভিনিষ্পত্তিরুত স্বাভাবিকস্যাবির্ভাব ইতি। কিং প্রাপ্তম্। সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধ

ইতি অভিনিষ্পত্তিবচনাৎ। অন্যথা তদ্বচনং ব্যর্থং স্যান্মোক্ষ-শাস্ত্রঞ্চ পুমর্থাববোধি ন ভবেৎ। যদি স্বাভাবিকরূপসম্বন্ধস্তন্নি-ষ্পত্তিরুচ্যতে স্বাভাবিকস্য স্বরূপস্য প্রাগপি সতঃ পুমর্থাপ্রতীতিঃ। তস্মাৎ সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধঃ সেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই চতুর্থ পাদে মুক্ত পুরুষদিগের স্বরূপ নিরূপণ করতঃ ঐশ্বর্য্যও ভোগ প্রভৃতি নিরূপিত হইতেছে। প্রজাপতির একটি বাক্যে শ্রুত হয় যে, এই ভগবৎপ্রসাদ এইরূপই হয় যে, জীব মৃত্যুর পর এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া, পরজ্যোতিঃ—পরমাত্মাকে প্রাপ্তিপূর্ব্বক তাঁহার নিজস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হইয়া থাকেন, তিনিই উত্তম পুরুষ। এই শ্রৌত বিষয়ের উপর সংশয় হইতেছে—স্বরূপাভিনিষ্পত্তি শব্দের অর্থ কি? দেবাদিরূপের মত সাধনলভ্য-রূপে সম্বন্ধ? অথবা জীবের স্বরূপে অবস্থিতি? কিংবা স্বাভাবিক রূপের আবির্ভাব? সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তোমরা কি স্থির করিয়াছ? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সাধনা-লভ্য রূপের সহিত সম্বন্ধ, যেহেতু অভিনিষ্পত্তি কথা আছে, নিষ্পত্তিশব্দের অর্থ—সম্পন্ন হওয়া, এই জন্য। যদি এই অর্থ না ধরা হয়, তবে তাহার উল্লেখ ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং তাহা হইলে মোক্ষশাস্ত্রও পুরুষার্থবোধক হইবে না। যদি স্বাভাবিক-রূপ লাভকে নিষ্পত্তি বলা হয়, তবে জীবের যে স্বাভাবিক স্বরূপ, তাহা পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, তাহার নিষ্পত্তি পুরুষার্থরূপে সম্পন্ন হওয়া প্রতীত হইতে পারে না। অতএব আমরা যাহা বলিয়াছি, সাধ্যরূপের সহিত সম্বন্ধ—ইহাই অভিনিষ্পত্তি-শব্দের অর্থ। এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—দ্বাবিংশতিসূত্রকমেকাদশাধিকরণকং চতুর্থং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে। অস্মিন্নিত্যাদি। ইহ ফলনিরূপণাদধ্যায়পাদসঙ্গ-তির্বিস্ফুটা। পূর্ব্বত্র মুক্তস্য সাধ্যেন পার্ষদবিগ্রহেণ সম্বন্ধো দর্শিতস্তদ্বৎ সাধ্যেন গুণাষ্টকবতা স্বরূপেণ সোঽস্ত স্বাভাবিকত্বাৎ পূর্ব্বতো বিশেষাসিদ্ধেরুপায়-বৈয়র্থ্যাদিতশ্চেতি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। এবমেবৈষ ইতি। অত্র মুখং প্রকাশ্য ইসতীতিবত্তদুপসংপত্তিতদভিনিষ্পত্ত্যোরেককালত্বমিত্যেকে। চটাদিতি কৃত্বা দণ্ডো ন্যপতদিতিবত্তদভিনিষ্পত্তিপূর্ব্বা তদুপসম্পত্তিরিত্যপরে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—বাইশটি সূত্র লইয়া একাদশ অধিকরণযুক্ত এই চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যানের জন্য 'অস্মিন্ পাদে' ইত্যাদি আরম্ভ করিতেছেন। এই পাদে ফল-নিরূপণহেতু অধ্যায় ও পাদের সঙ্গতি সুস্পষ্ট। পূর্ব্ব অধিকরণে মুক্ত পুরুষের সাধ্য পার্ষদবিগ্রহের সহিত সম্বন্ধ হয়, দেখান হইয়াছে। সেই প্রকার সাধনীয় অষ্টবিধগুণবিশিষ্ট স্বরূপের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হউক। যেহেতু উহা তাঁহার স্বাভাবিক এবং যেহেতু পূর্ব্ব উপায়ে গুণাষ্টকবৈশিষ্ট্যরূপ বিশেষের অসিদ্ধি-নিবন্ধন উপায়ের ব্যর্থতা প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে, এইজন্য। এইরূপে এই অধিকরণে পূর্ব্বের মত দৃষ্টান্তসঙ্গতি জ্ঞাতব্য। 'এবমেষ' ইত্যাদি শ্রুতি—ইহাতে যে 'উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' এই উপসম্পত্তি ও অভিনিষ্পত্তি এই দুইটি ক্রিয়ার —যেমন মুখব্যাদন করিয়া হাসিতেছে বলিলে মুখব্যাদন ও হাস্য ক্রিয়ার সমকালীনত্ব বোধিত হয়, সেইপ্রকার সমকালীনত্ব, ইহা কেহ কেহ বলেন। অপরে বলেন—যেমন 'চটাৎ' শব্দ করিয়া লাঠীটি পড়িল, বলিলে আগে পতন, পরে শব্দক্রিয়া বুঝায়, সেইরূপ তদ্রূপে অভিনিষ্পত্তির পূর্ব্বে তদ্রূপে উপসম্পত্তি।

সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণম্

সূত্রম্—সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—অভিনিষ্পত্তি-শব্দের অর্থ জীবের স্বরূপাবির্ভাব, যেহেতু ঐ শ্রুতিতে 'স্বেন' এই শব্দটি স্বকীয়-অর্থে রূপের বিশেষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জ্ঞানবৈরাগ্যনিষেবিতয়া ভক্ত্যা পরং জ্যোতিরূপসম্পন্নস্য জীবস্যেহ কর্ম্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তিগুণাষ্টকবিশিষ্টস্বরূপোদয়-লক্ষণোঽবস্থানবিশেষঃ স্বরূপাবির্ভাবঃ কথ্যতে। কুতঃ ? স্বেনশব্দাৎ। স্বেনেতি স্বরূপবিশেষণাদিত্যর্থঃ। আগন্তুকরূপপরিগ্রহেঽনর্থকং তৎ স্যাৎ। অসত্যপি তস্মিন্ তস্য স্বকীয়রূপত্বসিদ্ধেঃ। ন চাভিনি-

ষ্পত্তিবচনং ব্যর্থম্। ইদমেকং সুনিষ্পন্নমিত্যাদিষ্বাবির্ভাবেঽপি তচ্ছব্দবীক্ষণাৎ। ন চ তস্য পূর্ব্বং সতঃ পুমর্থত্বং ন প্রতীতং তাদৃগবস্থায়াঃ পূর্ব্বমনুদয়াৎ। ন চাত্রোপায়বৈয়র্থ্যং তদুদয়ার্থত্বেন সার্থক্যাৎ। যত্তু স্বপ্রকাশচিন্মাত্রস্যাত্মনঃ পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য নিবৃত্তনিখিলপ্রকৃত্যধ্যাসদুঃখতয়াবস্থিতিস্তন্নিষ্পত্তিরিত্যাহুস্তন্ন "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি" ইতি মুক্তাবানন্দাতিশয়শ্রবণাৎ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ—জ্ঞান ও বৈরাগ্যসহকারে অনুষ্ঠিত ভক্তি দ্বারা জীব মৃত্যুর পর পরজ্যোতিঃ (পরব্রহ্ম) প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ইহলোকে কর্ম্মের বন্ধনমুক্ত ও গুণাষ্টকবিশিষ্ট-স্বরূপের উদয়রূপ যে অবস্থানবিশেষ হয়, তাহাকে স্বরূপাবির্ভাব বলা হয়। কি প্রমাণে? উত্তর—'স্বেন স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' এই শ্রুতিস্থ 'স্বেন' পদটি থাকায়, অর্থাৎ স্বরূপাংশে স্বেন-পদটি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হওয়ায়। যদি স্বাভাবিকরূপে না হইয়া আগন্তুকরূপ গ্রহণ হইত, তবে 'স্বেন' পদটি নিরর্থক হইত। কারণ সেই আগন্তুক-রূপ না আসিলেও তাহার স্বকীয়রূপবত্তা সিদ্ধই আছে। যদি বল, তবে 'অভিনিষ্পদ্যতে' পদ দ্বারা অভিনিষ্পত্তি অর্থাৎ সম্পন্নতা—এই উক্তি ব্যর্থ হইল; তাহাও নহে, যেমন লৌকিক প্রয়োগে 'ইদমেকং সুনিষ্পন্নম্' এই একটি বস্তু সুনিষ্পন্ন হইয়াছে বলিলে নিষ্পত্তি-শব্দ আবির্ভাব-অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়, তদ্রূপ এখানেও আবির্ভাব-অর্থে নিষ্পত্তি-শব্দ প্রযুক্ত। তাহাতেও যদি বল, তাহা হইলে তো পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান সেই স্বরূপের পুরুষার্থত্ব (জীব-কাম্যফলত্ব) প্রতীত হইল না, তাহার উত্তরে বলা যায়—পূর্ব্বে সেই স্বরূপ ছিল বটে কিন্তু সেই স্বরূপাবস্থা অনুদিত ছিল, আবির্ভূত হয় নাই। আর এ-কথাও বলিতে পার না যে, তাহার জন্য উপায়ানুষ্ঠান কেন? যেহেতু—আবরণাংশ মোচন করিয়া তাহার আবির্ভাবের জন্য বলিব। তবে যে পাতঞ্জলদর্শনে স্ব-প্রকাশ চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মা পর-জ্যোতিঃতে উপসম্পন্ন হইলেও তখন তাহার উপর অধ্যস্ত নিখিল প্রাকৃতিক ধর্ম্মজনিত দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া তদ্রূপে যে অবস্থিতি, তাহাই স্বরূপে নিষ্পত্তি—এই কথা মহর্ষি বলিয়া থাকেন, তাহাও সঙ্গত নহে; যেহেতু কেবল অধ্যস্ত প্রাকৃতিক দুঃখ নিবৃত্তিই স্বরূপনিষ্পত্তি নহে, কিন্তু তৎসহ আনন্দাতি-শয়লাভ স্বরূপনিষ্পত্তি। যেহেতু শ্রুতিতে পাওয়া যায় 'রসং হ্যেবায়ং

লব্ধ্বানন্দী ভবতি' এই মুক্তপুরুষ আনন্দময়কে পাইয়া আনন্দাতিশয় লাভ করেন, মুক্তিতে এই আনন্দাতিশয় অবগত হওয়া যাইতেছে, এইজন্য ॥১॥

সূক্ষ্মা টীকা—সম্পদ্যেতি। আগন্তুকেতি। তদ্বিশেষণম্। তস্মিন বিশেষণে। ন চেতি ভাষ্যে। তস্য স্বাভাবিকস্য স্বরূপস্য। পাতঞ্জলমতং নিরস্যতি যত্ত্বিতি ॥১॥

টীকানুবাদ—'সম্পদ্যাবির্ভাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে, 'আগন্তুকরূপপরিগ্রহেত্যাদি' ভাষ্যে, 'অনর্থকং তৎ স্যাদিতি' তৎ—অর্থাৎ স্বেন এই বিশেষণটি। 'অসত্যপি তস্মিন্' ইতি—তস্মিন্—সেই বিশেষণটিতে। 'ন চ তস্য পূর্ব্বং সত' ইতি তস্য —স্বাভাবিক স্বরূপের। 'যত্তু স্বপ্রকাশেত্যাদি' গ্রন্থদ্বারা পাতঞ্জলমত খণ্ডন করিতেছেন ॥১॥

সিদ্ধান্তকণা—প্রতিপাদের ন্যায় বর্ত্তমান পাদেও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবর স্বীয় ভাষ্যারম্ভের প্রথমে মঙ্গলাচরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে, অন্য কামনারহিত, অকৈতব, নির্জের উপর ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভক্তাধীন করিয়া থাকেন, এমন কি, নিজেকে পর্য্যন্ত দান করিয়া ভক্তের আনন্দবিধান করেন, সেই আরাধ্যদেব, দ্যোতমান ও লীলাপরায়ণ, চিদানন্দময় মূর্ত্তি শ্রীহরি আমাদিগেরও প্রীতি বিধান করুন অর্থাৎ আমাদের প্রতিও প্রসন্ন হউন।

এই পাদে বাইশটি সূত্রে একাদশ অধিকরণে মুক্ত পুরুষগণের স্বরূপ নির্ণয় পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যাদিও ভোগের বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন।

প্রজাপতি-বাক্যে পাওয়া যায় যে, জীব ভগবৎপ্রসাদে দেহত্যাগান্তে উৎক্রান্ত হইয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হইয়া থাকেন। তাহাতে সংশয় এই যে, এই স্বরূপাভিনিষ্পত্তি কি দেবাদিরূপের ন্যায় সাধ্যরূপান্তরের সহিত সম্বন্ধ? অথবা জীবের স্বরূপপ্রাপ্তি কিংবা স্বাভাবিক স্বরূপের আবির্ভাব? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, নিষ্পত্তি-শব্দের অর্থ সম্পন্ন হওয়া, অতএব যখন অভিনিষ্পত্তি শব্দ পাওয়া যাইতেছে, তখন সাধ্যরূপের সহিত সম্পন্ন হওয়াই বলিব, নতুবা ঐ বচন ব্যর্থ হয় এবং

মোক্ষশাস্ত্রও পুরুষার্থবোধক হয় না। যদি স্বাভাবিকরূপের আবির্ভাবকে অভিনিষ্পত্তি বলা হয়, তাহা হইলে, তাহা তো পূর্ব্বেও ছিল, সুতরাং তল্লাভে পুরুষার্থ প্রতীতিও হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অভিনিষ্পত্তি-শব্দের অর্থ জীবের স্বকীয় স্বরূপের আবির্ভাবই বলিতে হইবে কারণ ঐ শ্রুতিতে 'স্বেন' শব্দটি থাকায় উহার অর্থ স্বকীয় রূপই বুঝাইতেছে।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—"এবমেবৈষ সম্প্রসাদো⋯স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ।" (ছাঃ ৮।১২।৩)

অর্থাৎ এই প্রকার এই জীবের প্রতি ঈশ্বরানুগ্রহ যে, সেই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়ায় নিজ স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হইয়া থাকেন।

এ-স্থলে শ্রৌতবাক্যে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীবের যে রূপ প্রকাশ পায়, তাহা কোন আগন্তুক রূপ নহে, 'স্বেন' শব্দের দ্বারা স্বীয় অর্থাৎ জীবের স্বকীয় স্বরূপের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥" (ভাঃ ২।১০।৬)

শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার-বাক্যেও পাই,—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্॥" (ভাঃ ৭।৭।৩৬)

শ্রীরামানুজভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

"এই জীবাত্মা অর্চ্চিরাদি পথে পরজ্যোতিঃকে লাভ করিয়া যে অবস্থা-

বিশেষে উপনীত হয়, তাহা স্ব-স্বরূপাবির্ভাবরূপ, কোন অপূর্ব্ব অভিনব আকার-বিশেষের উৎপত্তি নহে। কারণ—'স্বেন' শব্দ হইতেই উহা পাওয়া যায়, 'স্বেন রূপেণ' কথাটিতে 'রূপ' শব্দের বিশেষণরূপে স্ব-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, অতএব ঐরূপ অর্থেরই গ্রাহক। আগন্তুক রূপবিশেষের পরিগ্রহ বুঝাইলে 'স্বেন' বিশেষণ অনর্থক হইয়া পড়িত। কারণ ঐরূপ বিশেষণ প্রয়োগ না করিলেও তাহার স্বকীয়রূপত্বের সিদ্ধি আছেই।

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"জীবোঽর্চ্চিরাদিকেন মার্গেণ পরং সম্পদ্য স্বাভাবিকেন রূপেণাবির্ভবতীতি "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত" ইতি বাক্যেন প্রতিপাদ্যতে, স্বেনেতি শব্দাৎ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ভক্তি-বলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ পায়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১২৯)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রার্থনামতে "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" (ভাঃ ১।৭।১০) শ্লোকের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিজমুখে ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ॥১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য মুক্তিঃ কস্মাদবগম্যতে তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে,—পরজ্যোতিঃ-প্রাপ্ত জীবের মুক্তি যে হইয়াছে তাহা প্রজাপতিবাক্য হইতে কিরূপে অবগত হওয়া যায়? তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। মুক্তির্ম্মুক্ততা। কস্মাদিতি প্রজাপতিবাক্যাদিত্যর্থঃ। তদ্বিদ্যায়ামাখ্যায়িকাস্তি। ইন্দ্রবিরোচনৌ সুরাসুরমুখ্যাবপহতপাপ্মত্বাদিগুণকমাত্মানং প্রজাপতিনোক্তং বিবিদিষু তমুপজগ্মতুঃ। তত্র দ্বাত্রিংশদ্বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুঃ। স তাবুবাচ কিংকামাবিহ স্থো যুবামিতি। তাবূচতুঃ। য আত্মাপহতপাপ্মা তমাবাং বিবিদিষূ ইতি। তৌ প্রথমং স উবাচ। য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে স এষ আত্মেত্যাদি জাগরে যোঽক্ষিস্থঃ সন্ বীক্ষ্যতে সোঽমৃতত্বাভয়ত্বরূপব্রহ্মধর্ম্মক আত্মেতি

তদর্থঃ। এতন্নিশম্য তাবক্ষিস্থং ছায়াপুরুষমাত্মত্বেন বিদিত্বা পুনস্তং পপ্রচ্ছতুঃ। অথ যোঽয়ং ভগবন্নপ্স্বাদর্শে খড়্গাদৌ দৃশ্যতে কতম এষসাবথৈবেক এব সর্ব্বেষু তেষিতি। অনেন প্রশ্নেন তয়োর্ভ্রান্তিং জ্ঞাত্বা যদ্যহং ভ্রান্তৌ যুবামিতি ব্রূয়াং তর্হ্যেতৌ দৌর্ম্মনস্যেন তত্ত্বং ন গৃহ্ণীয়াতামিতি তদাশয়ানুরোধেন তৌ প্রত্যুবাচ। উদশরাবে আত্মানমীক্ষেথাং তত্র যদ্দৃশ্যতে তন্মাং প্রতি ব্রূতমিতি। তৌ দৃষ্ট্বা সন্তুষ্টহৃদয়ৌ নাব্রূতাম্। এতৌ বিপরীতগ্রাহিণৌ মাভূতামিতিভাবেন স তৌ পপ্রচ্ছ কিমত্রাপশ্যতমিতি। তাবূচতুর্নখলোমাদিমন্তং প্রতিবিম্বপুরুষমুদশরাবে পশ্যাব ইতি। জনিবিনাশবত্ত্বাৎ যথা শরীরং নাত্মৈবং ছায়াপুরুষোঽপীতি তৌ জানীয়াতামিতি ভাবেন স উবাচ। সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বা পুনরুদশরাবে পশ্যতমাত্মানমিতি। তৌ তাদৃশৌ ভূত্বা তথৈব চক্রতুঃ। তচ্ছ্রুত্বা বতাহো নানয়োরদ্যাপি ভ্রান্তির্বিনষ্টেতি মত্বাথৈনয়োস্তত্ত্বং কথয়ামি তেনৈতৌ প্রনষ্টকল্মষৌ মদ্বাক্যসন্দর্ভতাৎপর্য্যমবগ্রাহ্যাত্মযাথাত্ম্যং স্বয়মেব প্রতিপৎস্যেতে তদুবাচ। এষ আত্মেতি হোবাচেত্যাদিনা। তয়োর্বিরোচন আসুরপ্রকৃতিত্বাচ্ছায়াত্মানং বিজ্ঞায় স্বগৃহমাগত্য তথৈবাসুরানুপদিশ্য স্থিতঃ, মঘবা তু গৃহমাগচ্ছন্ দৈবপ্রকৃতিত্বাৎ পথ্যেব ছায়াত্মনোঽনিত্যতাদিদোষান্ বিভাব্য পুনঃ সমিৎপাণিঃ প্রজাপতিমুপগম্য তেন পৃষ্টঃ পথি বিভাবিতমুবাচ। স তু কল্মষক্ষয়ায় পুনস্ত্বং দ্বাত্রিংশদ্বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চর তেন সংক্ষীণকল্মষায় তুভ্যং তমাত্মানং ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীত্যুবাচ। অথ চরিতব্রহ্মচর্য্যায়োপসন্নায় তস্মৈ ব্যাচষ্ট য এষ স্বপ্নে মহীয়্যমানশ্চরতি এষ আত্মেত্যাদি প্রথমে পর্য্যায়ে যোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে স এষ স্বপ্নে বাসনাময়ৈর্বনিতাদিভির্মহীয্যমানঃসেব্যমানো বিবিধান্ ভোগান্ ভুঞ্জানঃ ক্রীড়তি অমৃতত্বাদিধর্ম্মা স আত্মেতি তদর্থঃ। তচ্ছ্রুত্বা শোকভয়াদিবিবিধক্লেশানুভবাৎ স্বপ্নে কিঞ্চিন্নাস্তীতি স উবাচ। এবমুক্তবতি তস্মিন্নাদ্যাপি ক্ষীণকল্মষোঽসি পুনর্দ্বাত্রিংশদ্বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চরেত্যুবাচ সঃ। অথ তচ্চরিত্বোপসন্নায় তস্মৈ স ব্যাচষ্ট। তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রপন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেত্যাদি যোঽয়ং প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ পর্য্যায়য়োরক্ষিণি স্বপ্নে চাত্মা দর্শিতঃ স এষ সুষুপ্তঃপ্রকাশতে। যত্র যস্যামেতৎ স্বপ্নং যথা স্যাৎ তথা সুপ্তঃ সমস্তস্তস্যামুপসংহৃতেন্দ্রিয়গ্রামস্তদ্ব্যাপারজনিতকালুষ্যহীনস্তস্যাঃ সাক্ষী সন্নমৃতত্বাদিধর্ম্মা স আত্মেতি তদর্থঃ। এতন্নিশম্য

ন কিঞ্চিত্তস্যাং বিজ্ঞায়ত ইতি স উবাচ। নাহ খল্বয়মেব প্রত্যগাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমিবাপীতো ভবতীতি। অহেতি নিপাতঃ খেদবাচী। খিদ্যমানো মঘবোবাচেত্যর্থঃ। অয়ং সুপ্তপুরুষোঽয়মহমস্মীত্যাত্মানং তস্যাং ন জানাতি ইমানি ভূতানি চ নো এব নৈব জানাতি। বিনাশমিবাপীতঃ প্রাপ্তো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি তদর্থঃ। এবং দোষান্ বীক্ষ্য পুনরুপসন্নং তং প্রতি স উবাচ। বত্তাস্থাপি কল্মষক্ষয়ো নাভূত্তদর্থং পুনঃ পঞ্চবর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চরেতি। তদেবমেকোত্তরশতবর্ষব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানেন বিনষ্টকল্মষায় তস্মৈ স ব্যাচষ্ট। যোঽয়ং ত্রিষু পর্য্যায়েষক্ষিণি স্বপ্নে সুষুপ্তৌ চানুগতোঽপহতপাপ্মত্বাদিগুণবানাত্মা দর্শিতস্তমেব ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি। নৈতস্মাদন্যমিত্যুপক্রম্য তুরীয়ে পর্য্যায়ে মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমিত্যাদিনা দেহং বিনিন্দ্য তস্মাদুত্থিতং জীবমুপসম্পন্নপরজ্যোতিষমভিব্যক্তগুণাষ্টকং দর্শয়ামাস এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়েত্যাদিনা। পরং জ্যোতিস্তু পুরুষোত্তম এবেতি তত্রৈব বিস্ফুটম্। তস্মাৎ কর্ম্মতৎসম্বন্ধজনিতদেহাদিবিনির্ম্মুক্তস্যোপসংপন্নপরজ্যোতিষো জীবস্য গুণাষ্টকবৈশিষ্ট্যেনাবস্থিতিরিহ স্বরূপাভিনিষ্পত্তিঃ সৈব বিমুক্তিরিতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'নন্ন' ইত্যাদি ভাষ্যে, মুক্তি—মুক্ততা অর্থাৎ পুনর্দেহপরিগ্রহ হইতে অব্যাহতি। কস্মাদিতি—অর্থাৎ প্রজাপতিবাক্য হইতে। ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে, যথা—দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন (প্রহ্লাদের পুত্র) ইঁহারা উভয়ে প্রজাপতিবর্ণিত অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি অষ্টগুণসমন্বিত আত্মার স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কাছে বত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। তখন প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কামনা লইয়া তোমরা দুইজন এখানে আছ? তাঁহারা উত্তর করিলেন, আপনি যে অপহতপাপ্মা আত্মার কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই আত্মাকে জানিতে চাই। প্রজাপতি প্রথমে তাঁহাদিগকে উপদেশ করিলেন 'য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে স এষ আত্মা' ইত্যাদি, ইহার অর্থ—জাগ্রদ্দশায় যিনি চক্ষুর মধ্যস্থিত হইয়া দৃষ্ট

হন, তিনি অমৃতত্ব-অভয়ত্বাদিরূপ ব্রহ্মধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মা। ইহা শুনিয়া তাঁহারা অক্ষিস্থিত ছায়া পুরুষকে আত্মরূপে জ্ঞান করিয়া আবার তাঁহাকে (প্রজাপতিকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! এই যে জলে, দর্পণে ও খড়্গাদিতে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি ঐ আত্মা? অথবা উক্ত ঐ সকলের মধ্যে একই আত্মা? এই প্রশ্ন শ্রবণে প্রজাপতি বুঝিলেন—ইহারা ভুল বুঝিয়াছে, এক্ষণে যদি আমি উহাদিগকে বলি তোমরা ভ্রান্ত হইয়াছ, তাহা হইলে ইহারা দুর্মনস্ত্ব-নিবন্ধন আর তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপ জানিবে না, এই অভিপ্রায়ানুসারে তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিলেন, জলপূর্ণ একটি শরাবে (শরায়) আত্মার প্রতিবিম্ব দেখ, তাহাতে যাহা দেখিবে, তাহা আমাকে বল। তাহারা তাহা দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইল, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। প্রজাপতি তখন ভাবিলেন—উহারা উল্‌টা বুঝিয়াছে, এইরূপ বিপরীতগ্রাহী না হউক, এই অভিপ্রায়ে প্রজাপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই জল শরাবে তোমরা কি দেখিলে? তাহারা উত্তর করিল, আমরা ইহাতে নখ-লোম-কর-চরণাদিবিশিষ্ট প্রতিবিম্ব পুরুষ দেখিতেছি। প্রজাপতি ভাবিলেন উৎপত্তি ও বিনাশ থাকায় যেমন দেহ আত্মা নহে, এইপ্রকার এই ছায়া পুরুষও উৎপত্তি বিনাশ বশতঃ আত্মা নহে, ইহাই উহারা জানিবে। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন—তোমরা উত্তমভাবে অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সুবসন পরিধান করিয়া পরিষ্কৃত মূর্ত্তিতে পুনরায় জল-শরাবে আত্মাকে দর্শন কর। তাহারাও তদনুসারে সজ্জিত হইয়া সেইরূপই করিল অর্থাৎ জলপূর্ণ শরাবে আত্মদর্শন করিল। তাহাদের তথাকরণ শুনিয়া প্রজাপতি ভাবিলেন—হায়! আশ্চর্য্য! এখনও ইঁহাদের ভ্রম দূর হয় নাই, এই মনে করিয়া অতঃপর ইহাদিগকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিব, তাহাতে ইহারা পাপহীন হইয়া আমার বাক্য-প্রপঞ্চের তাৎপর্য্য অবগত হইলে অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে নিজেরাই আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইবে, এই ভাবিয়া আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন 'এষ আত্মেতি হোবাচ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। পরে তাহাদের মধ্যে বিরোচন আসুর-প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া ছায়াপুরুষকেই আত্মা বুঝিয়া নিজ গৃহে গমনের পর অসুরদিগকে সেইরূপই উপদেশ করিয়া গৃহে রহিলেন। আর দেবরাজ ইন্দ্র গৃহে আগমনকালে পথিমধ্যেই দৈবপ্রকৃতিবশতঃ ছায়াত্মার

(প্রতিবিম্ব পুরুষের) অনিত্যতা, উৎপত্তি, বিনাশ প্রভৃতি দোষ দেখিয়া পুনরায় সমিধ্ হস্তে প্রজাপতির নিকট গেলেন, প্রজাপতি তাঁহার পুনরাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবরাজ পথিমধ্যে বিভাবিত বৃত্তান্ত জানাইলেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন তুমি পাপক্ষয়ের জন্য পুনরায় বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর, তাহাতে তুমি ক্ষীণপাপ হইলে তোমাকে সেই আত্মতত্ত্ব আবার বিবৃত করিব। তাহার পর ইন্দ্র আবার বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ইন্দ্রকে উপদেশ করিলেন 'যএষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতি এষ আত্মেতি' প্রথম পর্য্যায়ে চক্ষুতে যে প্রতিবিম্ব পুরুষ দৃষ্ট হয়, তিনিই এই আত্মা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে সংস্কাররূপে উদিত বনিতা প্রভৃতি কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু ভোগকরতঃ বিহার করেন, সেই অমৃতত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট তিনিই সেই আত্মা। তাহা শুনিয়া দেবরাজ বলিলেন, স্বপ্নে শোক-ভয় প্রভৃতি ক্লেশের অনুভব হেতু অমৃত-সুখময় কোন তত্ত্ব তথায় নাই। দেবরাজ এইরূপ বলিলে পর প্রজাপতি বলিলেন, দেবরাজ! তোমার এখনও পাপ ক্ষয় হয় নাই, সুতরাং আবার বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন কর। পরে ইন্দ্র তাদৃশভাবে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া উপস্থিত হইলে প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—'তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রপন্নঃ স্বপ্নং ন জানাত্যেষ আত্মেত্যাদি' ইহার অর্থ—এই যে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে যথাক্রমে জাগ্রদ্দশায় অক্ষিপুরুষ এবং স্বপ্নদশায় স্বাপ্নিক আত্মা দেখান অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়াছে সেই আত্মাই সুষুপ্তিকালে সুষুপ্ত হইয়া প্রকাশ পান। যত্র—যে সুষুপ্তিতে, এতৎ—এই স্বপ্নের মত তত্ত্ব প্রকাশ পায়, সেই ভাবে সুষুপ্ত অর্থাৎ সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয় সমূহ নিষ্ক্রিয় হয় এবং ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-জন্য সুখ-দুঃখাদি বিকার থাকে না, তাদৃশ সুষুপ্তিতে সাক্ষী-দ্রষ্টা-অমৃতত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট সেই আত্মা। ইহা শুনিয়া দেবরাজ বলিলেন, 'নাহ খল্বয়মেব-প্রত্যাত্মানংজানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমিবাপীতো ভবতি' ইহার অর্থ—অহ! হায়! হায়! ইহা একটি খেদসূচক নিপাত। অর্থাৎ খেদ করিয়া ইন্দ্র বলিলেন। অয়ং—এই সুষুপ্তিকালীন পুরুষ, "এই আমিই সেই" এই ভাবে আত্মাকে তখন দেখে না এবং এই সকল পদার্থ কিছুই সে জানে না, যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়া আছে, আমি এই সুষুপ্তিতে কিছুই

ভোগ্য দেখিতে পাইতেছি না। দেবরাজ এইরূপ দোষসমূহ দেখিয়া পুনরায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন, প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, হায়! এখনও তোমার পাপ ক্ষয় হয় নাই, অতএব সেই পাপক্ষয়ের জন্য আবার পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর। এইরূপে সঙ্কলিত একাধিক শতবর্ষ ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পর পাপক্ষয় হইলে তাঁহাকে (দেবরাজকে) প্রজাপতি বলিলেন—বর্ণিত তিন পর্য্যায়ে (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশায়) অক্ষিপুরুষে, স্বাপ্নপুরুষে ও সুষুপ্ত-পুরুষে এই যে অনুগমনকারী অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট আত্মা তোমাকে দেখাইলাম, তাহারই আবার বিবৃতি করিব। ইহা হইতে অন্য আত্মা নাই, এই উপক্রম করিয়া চতুর্থ পর্য্যায়ে (দশায়) ওহে দেবরাজ! এই শরীর মরণধর্ম্মা ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেহের নিন্দা করিয়া তাহা হইতে নির্গত অর্থাৎ তৎসম্বন্ধরহিত, পরজ্যোতিঃস্বরূপে সম্পন্ন, অষ্টবিধ গুণের অভিব্যক্তিযুক্ত জীব যে হয়, তাহা তিনি দেবরাজকে 'এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাত্থুথায়' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা দেখাইলেন। পরজ্যোতিঃ-শব্দে পুরুষোত্তমই, ইহা তাঁহাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—কর্ম্মও তাহার সম্পর্কে জাত দেহাদিসম্বন্ধ-রহিত, পরজ্যোতিঃতে উপসম্পন্ন জীবের গুণাষ্টকবৈশিষ্ট্যরূপে অবস্থানই এখানে স্বরূপাভিনিষ্পত্তি-পদবাচ্য এবং তাহাই জীবের বিমুক্ততা, ইহা প্রতিপাদিত হইল।

সূত্রম্—মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥২॥

সূত্রার্থ—স্বরূপনিষ্পন্ন জীব মুক্তই, কারণ—সেইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্বরূপাভিনিষ্পন্নোঽয়ং মুক্ত এব। কুতঃ? প্রতিজ্ঞানাৎ। পূর্ব্বত্র "য আত্মা" ইতি প্রকৃতস্য জীবস্য "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" ইত্যাদিভির্জাগরাদ্যবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্ততয়া প্রিয়াপ্রিয়হেতুভূতকর্ম্মনির্ম্মিতশরীরবিনির্ম্মুক্ততয়া চ ব্যাখ্যাতুং প্রজাপতিনা প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মসম্বন্ধতন্নির্ম্মিতশরীরাদিবিনির্ম্মুক্তস্বাভাবিকস্বরূপাবস্থিতিরিহ স্বরূপাভিনিষ্পত্তিঃ সৈব মুক্তিরিতি ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ—স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন এই জীব মুক্তই হয়। কি হেতু? উত্তর—সেইরূপ ব্রহ্মার প্রতিজ্ঞা-বাক্য থাকায়। যেহেতু প্রজাপতি পূর্ব্বে 'য আত্মা' বলিয়া প্রক্রান্ত জীবকে আশ্রয় করিয়া 'এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি' এই জীবকেই আবার বিশেষরূপে তোমার কাছে বিবৃত করিব ইত্যাদি বলিয়া জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্তরূপে ও সুখদুঃখের হেতুভূত কর্ম্ম-দ্বারা নির্ম্মিত শরীর-সম্বন্ধরহিতরূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রতিজ্ঞা প্রজাপতি করিয়াছেন, অতএব বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মসম্বন্ধ ও তজ্জনিত শরীরেন্দ্রিয়াদি-নির্ম্মুক্ত জীবের যে স্বাভাবিকস্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই এখানে স্বরূপাভি-নিষ্পত্তি দ্বারা বাচ্য এবং উহাই বিমুক্ততা ॥২॥

সূক্ষ্মা টীকা—মুক্ত ইত্যাদি স্পষ্টার্থম্ ॥২॥

টীকানুবাদ—মুক্ত ইত্যাদি সূত্রার্থ ও ভাষ্যার্থ সুস্পষ্ট ॥২॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পুনরায় যদি প্রশ্ন হয় যে, পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত জীবের মুক্তি প্রজাপতি-বাক্য হইতে কি প্রকার জানিতে পারা যায়? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, স্বরূপাভিনিষ্পন্ন অর্থাৎ স্বীয় স্বাভাবিকরূপসম্পন্ন জীবকেই মুক্ত বলিতে হইবে; কারণ শ্রুতিতে প্রজাপতি-বাক্যে সেইরূপই প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে।

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে পাই,—

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩)

আত্মতত্ত্ব অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। ইন্দ্র ও বিরোচনের আখ্যায়িকা হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। এ-বিষয়ে অবতরণিকাভাষ্যের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-
জীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ।
আবির্হিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ ॥" (ভাঃ ৫।১১।১২)

অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ 'কর্ম্মকর্ত্তা' মায়ারচিত জীবোপাধিক মনের অনন্ত বিভূতি আছে; ঐ সকল অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। উহারা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আবির্ভূত হয় এবং সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় তিরোহিত হয়; সংসার-মুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ঐ সকলের দ্রষ্টা।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"মুক্ত এব চাত্রোচ্যতে। অহরহরেনমনুপ্রবিশত্যুপসংক্রমতে চ তত্র মোদতে ন প্রমোদতে ন কামাননুভবতি বদ্ধো হ্যেষ তদা ভবত্যথ মুক্তোঽনুপ্রবিশতি মোদতে প্রমোদতে চ কামাংশ্চৈবানুভবতীতি বৃহচ্ছ্রুতৌ চ প্রতিজ্ঞানাৎ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"বন্ধাদ্বিমুক্ত এবাত্র স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইত্যুচ্যতে। কুতঃ? "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যুপক্রম্য "এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" ইতি প্রতিজ্ঞানাৎ" ॥২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পরংজ্যোতিরুপসম্পত্ত্যুত্তরা তন্নিষ্পত্তিরুক্তা। তত্রৈব বিমর্শান্তরম্। কিমত্রাদিত্যমণ্ডলমেব তজ্জ্যোতিরুত পরং ব্রহ্মেতি সন্দেহে তন্মণ্ডলমিতি প্রাপ্তম্। তদ্বিভিদ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ শ্রবণাৎ। অর্চ্চিরাদিকে পথি যদাদিত্যলোকশব্দেনোক্তং তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পরজ্যোতির উপসম্পত্তির পর জীবের স্বরূপ-প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে, সেই বিষয়েই অন্য বিচার প্রবর্ত্তিত হইতেছে—সেই পরজ্যোতিঃ কি আদিত্যমণ্ডল? অথবা পরব্রহ্ম? এই সন্দেহের মীমাংসায় পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সূর্য্যমণ্ডলই যখন শ্রুতিতে পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাই বলিব। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়, ইহা শ্রুতিতে আছে। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথে যে আদিত্যলোক-শব্দের দ্বারা উক্ত, তাহাই পরজ্যোতিঃ, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পরমিতি। পরংজ্যোতিরুপসংপত্তিরুত্তরা যস্যাঃ

সা তদুপসংপত্তেঃ পূর্ব্বং তন্নিষ্পত্তিরিত্যর্থঃ। তদেব ব্যাখ্যাতং প্রাক্। পূর্ব্বত্র মুক্তপ্রাপ্যং জ্যোতির্ব্রহ্মেত্যুক্তং তন্ন যুজ্যতে জ্যোতিঃশব্দস্য সূর্য্যে প্রসিদ্ধেঃ। তস্য মুক্তপ্রাপ্যত্বাচ্চ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তীত্যাদৌ তস্য তৎ প্রাপ্যাবিশ্রুতমিত্যাক্ষেপসঙ্গত্যারভ্যতে কিমত্রেত্যাদিনা। অত্র এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাদিত্যাদিবাক্যে ইত্যর্থঃ। তদিতি তদাদিত্য-মণ্ডলং ভিত্ত্বেত্যর্থঃ। তত্রাহেতি। অস্মিন্ পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তমাহেত্যর্থঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—উপসম্পত্ত্যুত্তরা—ইহার অর্থ—উপসম্পত্তির পূর্ব্বে, ইহার হেতু—উপসম্পত্তি উত্তরা (পরবর্ত্তিনী) যাহার (যে নিষ্পত্তির) এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা সেই অর্থই বোধিত হইতেছে অর্থাৎ জ্যোতির উপসম্পত্তির পূর্ব্বে স্বরূপনিষ্পত্তি। সেইরূপই পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—মুক্তের প্রাপ্য জ্যোতিঃ ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মকে পান, ইহাতো যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। কেননা, জ্যোতিঃ শব্দ সূর্য্যার্থে প্রসিদ্ধ এবং তাহাই মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য হয়। এইহেতু কথিত আছে—'সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি' মুক্তপুরুষগণ সূর্য্যদ্বারদিয়াই রজোগুণের অতীত হইয়া ব্রহ্মসমীপে গমন করেন ইত্যাদি শ্রুতিতে 'তস্য তৎ প্রাপ্যাবিশ্রুতম্' মুক্তপুরুষের পরজ্যোতিঃ প্রাপ্তির পর অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক আনন্দ বলা আছে, এই আক্ষেপ (আপত্তি) সঙ্গতি দ্বারা এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে—'কিমত্র'—ইত্যাদি গ্রন্থে। কিমত্রেতি —অত্র 'এবমেষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাত্তুথায়' ইত্যাদি বাক্যে এই অর্থ। 'তদ্বিভিদ্যেতি'—তৎ—সেই আদিত্যমণ্ডল ভেদ করিয়া, এই অর্থ। তত্রাহেতি অর্থাৎ এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—আত্মা প্রকরণাৎ ॥৩॥

সূত্রার্থ—আত্মাই সেই পরজ্যোতিঃ, আদিত্যমণ্ডল নহে, কারণ আত্মার প্রকরণেই উহা উক্ত ॥৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আত্মৈব তজ্জ্যোতির্ন্ত্বাদিত্যমণ্ডলং। কুতঃ? প্রকরণাদিতি। যদ্যপি জ্যোতিঃশব্দঃ সাধারণস্তথাপ্যেষ প্রস্তাবা-

দাত্মনোঽভিধায়ী। "দেবো জানাতি মে মনঃ "ইত্যত্র যুষ্মদর্থস্যেব দেবশব্দঃ। ইহাত্মশব্দো জ্ঞানানন্দরূপং বিভুবস্তু প্রতিপাদয়তি। অততি প্রকাশতে ইতি, অত্যতে গম্যতে বিমুক্তৈরিত্যততি ব্যাপ্নোতীতি চ ব্যুৎপত্ত্যা তস্য সিদ্ধেঃ। উপনিষচ্ছব্দবদস্যানেকার্থবোধকত্বং তচ্চ বস্তু পুরুষাকারমিতি স্বীকার্য্যম্। স উত্তমঃ পুরুষ ইতি বিবরণাৎ। যদুপসম্পন্নং পরং জ্যোতিঃ স তূত্তমঃ পুরুষো হরিরিতি তদর্থঃ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ—আত্মাই সেই পরজ্যোতিঃ, আদিত্যমণ্ডল নহে। কারণ আত্মপ্রকরণেই ঐ উপসম্পত্তি অভিহিত। যদিও জ্যোতিঃশব্দ সাধারণ অর্থাৎ সাধারণ জ্যোতিঃকে বুঝায়, তথাপি ইহা প্রকরণানুসারে আত্ম-বাচক। যেমন 'দেবো জানাতি মে মনঃ' দেব আমার মন জানেন, এই বলিলে দেবশব্দ যেমন সম্বোধিত যুষ্মদ্বাচ্য রাজাকেই বুঝায়, দেবসামান্যকে বুঝায় না, সেইপ্রকার এখানে জ্যোতিঃশব্দও আত্মবাচক। এখানে আত্মন্-শব্দ জ্ঞানানন্দস্বরূপ বিভুরূপ পদার্থের প্রতিপাদক। ব্যুৎপত্তি-অনুসারে তাহাই সিদ্ধ হইতেছে। যথা কর্ত্তৃবাচ্যে অততি প্রকাশতে অর্থাৎ যিনি প্রকাশ পান সেই চেতন-স্বরূপ, ইহাতে জ্ঞানরূপত্ব আবার কর্ম্মবাচ্যে 'অত্যতে গম্যতে বিমুক্তৈঃ'—মুক্তপুরুষগণ কর্ত্তৃক যাহা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে আনন্দরূপত্ব আবার অত সাতত্য গমনে, এই অর্থে অততি অর্থাৎ ব্যাপ্নোতি যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, ইহাতে বিভুত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। উপনিষৎ-শব্দটি যেমন ব্যুৎপত্তি-অনুসারে অনেকার্থ-বোধক। অর্থাৎ বিশরণ, গতি, স্থাপন এই তিনটি অর্থের বোধক। সেই বিভুবস্তুটি পুরুষাকৃতি-সম্পন্ন, ইহা স্বীকরণীয়। যেহেতু বিবৃতি হইতে 'স উত্তমঃ পুরুষঃ' তিনি (বিভু) উত্তম পুরুষ, ইহা বোধিত হইতেছে। 'স উত্তমঃ পুরুষঃ' এই শ্রুতির অর্থ মুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক যাহা উপসম্পন্ন পরজ্যোতিঃ, তিনি উত্তম পুরুষ শ্রীহরি॥৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—আত্মেতি। যদ্যপীতি। সাধারণঃ সূর্য্যব্রহ্মোভয়বোধকঃ। তস্য তাদৃশবস্তুনঃ। অস্যাত্মশব্দস্য। অত্র দৃষ্টান্তঃ। উপনিষৎশব্দবদিতি। স যথোপনিষীদত্যনয়েতি ব্যুৎপত্ত্যার্থত্রয়বোধকস্তদ্বদিত্যর্থঃ। উপাধিকেন নৈরবশেষ্যেণ সাদয়তি শীর্ণং করোত্যবিদ্যামিতি বিশরণমর্থঃ। উপ সমীপং

শ্রীহরের্নিতরাং নয়তীতি গতিরর্থঃ। উপসমীপে শ্রীহরের্নিতরাং স্থাপয়তীতি স্থাপনং ইতি ব্যাখ্যাতারঃ। নন্বেবং সতি সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তীতি ন্যায়বিরোধঃ, সত্যং তথা বৃত্ত্যেকতরাশ্রয়ণেন তদবিরোধো ভাবীতি। আত্মশব্দস্য ব্যুৎপত্তিত্রয়ং তু বহুলমিতি যোগবিভাগাদবগন্তব্যম্। অন্যদ্বিশদার্থম্ ॥৩॥

টীকানুবাদ—'আত্মা প্রকরণাৎ' এই সূত্রে। 'যদ্যপি জ্যোতিঃশব্দঃ-সাধারণঃ' ইত্যাদি ভাষ্যে, সাধারণঃ—সূর্য্য-ব্রহ্ম উভয়ার্থের বাচক। 'ব্যুৎপত্ত্যা তস্য সিদ্ধেরিতি' তস্য—তাদৃশ বস্তুর (জ্ঞানানন্দ বিভুস্বরূপ বস্তুর)। 'উপনিষচ্ছব্দবদস্যানেকার্থবোধকত্বম্' ইতি অস্য—আত্মন্ শব্দের। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'উপনিষচ্ছব্দবৎ' ইতি—অর্থাৎ সেই উপনিষৎ-শব্দটি যেমন 'উপনিষীদতি অনয়া' যাহার জন্য গুরুসমীপে নিষণ্ণ হয়—এই ব্যুৎপত্তি তিনটি অর্থের বোধক। যথা—উপ অর্থে অধিকভাবে, নি—অর্থাৎ নিঃশেষভাবে, সাদয়তি—অবিদ্যাকে শীর্ণ করে—নাশ করে এই ব্যুৎপত্তিতে বিশরণ অর্থ। আবার উপ অর্থে সমীপে অর্থাৎ শ্রীহরির সমীপে, নি—নিতান্তভাবে, সাদয়তি—লইয়া যায়, ইহাতে গতি অর্থ। আবার উপ—শ্রীহরির সমীপে, নি—অত্যধিক-ভাবে, সাদয়তি—স্থাপন করে যে, ইহাতে স্থাপন অর্থ প্রকাশ পাইল। ব্যাখ্যাতৃগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। যদি বল,—'সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি'—অর্থাৎ একবার উচ্চারিত শব্দ একটি অর্থ বুঝাইয়া দেয়, এই ন্যায়ের বিরোধ হইল, ইহার উত্তর—সে কথা সত্য, কিন্তু সেই সেই বৃত্তির মধ্যে এক একটি আশ্রয় করিলে আর বিরোধ থাকিবে না। আত্মন্-শব্দের যে ব্যুৎপত্তিত্রয় করা হইল, ইহা 'উণাদয়োবহুলম্' এইসূত্রে যোগ বিভাগ দ্বারা কেবল 'বহুলম্' এই বাহুল্য লইয়া অবগত হইতে হইবে। ভাষ্যের অন্য অংশ সহজবোধ্য ॥৩॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় বিচারান্তর উত্থিত হইতেছে যে, পরজ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইবার পর জীবের স্বরূপ প্রাপ্তি হয়; এ-স্থলে এই জ্যোতিঃ শব্দে কি আদিত্যমণ্ডল বুঝাইতেছে? অথবা পরব্রহ্ম বুঝাইতেছে? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, ইহা আদিত্যমণ্ডলই হইবে। কারণ আদিত্যমণ্ডল ভেদ করিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা আছে। বিশেষতঃ অর্চ্চিরাদি-পথের কথা

উল্লিখিত থাকায় আদিত্যলোকই উক্ত, ইহা স্পষ্ট জানা যায়। পূর্ব্ব-পক্ষীর এইরূপ কথার উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, এ-স্থলে পরজ্যোতিঃ বলিতে আত্মাকেই বুঝিতে হইবে, আদিত্যমণ্ডল নহে, কারণ ইহা আত্মার প্রকরণেই উক্ত হইয়াছে।

আত্মা-শব্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। যে পরম-জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া জীব স্বীয় স্বাভাবিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই পরম-জ্যোতিঃ বলিতে পরমাত্মা শ্রীহরিকেই বুঝায়। কারণ ভগবদ্বিমুখ জীব শ্রীহরির আশ্রয় পাইলেই স্বীয় স্বরূপ-সম্পন্ন হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"পরজ্যোতিঃশব্দেন পরমাত্মৈবোচ্যতে তৎপ্রকরণত্বাৎ। পরং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মাদিকা গিরঃ। সর্ব্বত্র হরিমেবৈকং ব্রূয়ুর্নান্যং কথঞ্চনেতি ব্রহ্মাণ্ডে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"আত্মৈবাবির্ভূতরূপস্তৎপ্রকরণাৎ।"

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

অতএব জীবের আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান ও আনন্দাদি গুণ, যাহা কর্ম্মের দ্বারা "আত্মাতে সঙ্কুচিত ছিল, পর জ্যোতিঃ অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবার পর কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হইলে সেই সকল সঙ্কুচিত গুণসমূহের আবির্ভাব হয়, ইহা অসঙ্গত নহে, অতএব 'সম্পদ্যাবির্ভাবঃ' কথাই সুসঙ্গত।"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে পাওয়া যায়,—

"যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্মণেঃ।
দোষপ্রহাণান্ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা॥
যথোদপানকরণাৎ ক্রিয়তে ন জলাম্বরম্।
সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ॥
তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণাঃ।
প্রকাশ্যন্তে, ন জন্যন্তে ; নিত্যা এবাত্মনো হি তে" ॥৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তত্রৈবেদং বিমৃশ্যতে। সংব্যোম-পুরস্থং পরং-জ্যোতিরুপসম্পন্নো মুক্তস্তৎসালোক্যেন তিষ্ঠেদুত তৎ-সাযুজ্যেনেতি সন্দেহে নৃপপুরং প্রবিষ্টস্য লোকে তথা স্থিতিদৃষ্টেস্তৎ সালোক্যেনেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সেই উপসম্পত্তি-বিষয়েই ইহা বিচার করা যাইতেছে। পরমব্যোমস্থিত পরজ্যোতিঃউপসম্পন্ন মুক্ত পুরুষ কি ব্রহ্ম-সালোক্য প্রাপ্ত হন ? অথবা ব্রহ্মসাযুজ্য লইয়া থাকেন ? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যেমন রাজপুরীতে প্রবিষ্ট ব্যক্তি তাহার লোকে অর্থাৎ সমান লোকে থাকে দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম-সালোক্য লইয়া থাকে, ইহাই বলিব, এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—মুক্তস্য পরজ্যোতিঃপ্রাপ্তিঃ প্রাগুক্তা তামা-শ্রিত্য তস্যাস্তৎসংশ্লেষকস্থিতিরূপতা বর্ণ্যেত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যাহ সংব্যো-মেত্যাদি। তথেতি তৎসালোক্যেন।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে মুক্ত পুরুষের পরজ্যোতিঃ-প্রাপ্তি বলা হইয়াছে, সেই প্রাপ্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই প্রাপ্তি যে ভগবৎ-সংশ্লেষে স্থিতিস্বরূপ ইহা বর্ণনীয়, এইরূপে আশ্রয়াশ্রয়িভাবরূপ সঙ্গতি-অনুসারে বলিতেছেন—'সংব্যোমপুরস্থমিত্যাদি লোকে তথা স্থিতিদৃষ্টেরিতি' তথা—তাঁহার সালোক্য লইয়া।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥৪॥

সূত্রার্থ—পরজ্যোতিঃসম্পন্ন মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত অবিভক্তভাবে অর্থাৎ তৎসহযোগে থাকেন, যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ দৃষ্ট হইয়াছে ॥৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তদুপসম্পন্নঃ সোঽবিভাগেন তৎসাযুজ্যেনৈব তিষ্ঠতীতি মন্তব্যম্। কুতঃ ? দৃষ্টত্বাৎ। "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্‌বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ইতি মুণ্ডকে তথৈব স্থিতিশ্রবণাৎ। সাযুজ্যং কিল সহযোগ এব। "য এবং বিদ্বানুদগয়নে প্রমীয়তে দেবানামেব মহিমানং গত্বাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতি" ইত্যাদি তৈত্তিরীয়কাৎ। সালোক্যাদিকন্তু তস্যৈব প্রকারঃ। ন চৈবং বিরহেঽব্যাপ্তিঃ। তত্রাপ্যন্তঃস্ফূর্ত্ত্যা মহিমসংযোগেন চ তৎসত্ত্বাৎ। ন চ দৃষ্টান্তেন স্বরূপাভেদঃ শক্যঃ। নীরে নীরান্তরস্যৈকীভাবব্যবহারেঽপ্যন্তর্ভেদস্য সত্ত্বাৎ। ইতরথা বৃদ্ধ্যাদ্যনাপত্তিঃ ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ—পরজ্যোতিঃ-প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ পরমেশ্বর-সাযুজ্য লইয়াই অবস্থান করেন, ইহা জানিবে। যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ দৃষ্ট হইয়াছে, যথা 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে...পুরুষমুপৈতি দিব্যম্' যেমন নদীগুলি প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া তিরোধান প্রাপ্ত হয়, তাহারা নামরূপ ত্যাগ করে, সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পর হইতে পরতর অর্থাৎ কারণেরও কারণ পুরুষোত্তম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন, মুণ্ডকোপনিষদের এই বাক্য হইতে মুক্ত পুরুষের সাযুজ্য লইয়া স্থিতি শ্রুত হইতেছে; সাযুজ্য-অর্থে সহযোগ বা সহস্থিতি। তৈত্তিরীয়কগণ ইহাই পাঠ করেন— 'য এবং বিদ্বানুদগয়নে···সাযুজ্যং গচ্ছতি' ইত্যাদি এইরূপ যে ব্রহ্মবিদ্ উত্তরায়ণে মৃত হন, তিনি দেবতাদের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া আদিত্যের সাযুজ্য লাভ করেন। যদি বল, সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও একত্ব প্রদত্ত

হইলেও বিষ্ণুভক্তগণ বিষ্ণুসেবা-ব্যতীত তাহা গ্রহণ করেন না—এই বাক্যে সালোক্যাদি মুক্তিভেদ শ্রুত আছে, সেইগুলির মধ্যে অন্য সব হয় না কেন? তাহাও বলা যায় না। যেহেতু সালোক্য প্রভৃতিও সাযুজ্যেরই বিশেষ অবস্থা। আপত্তি হইতে পারে, শ্রীভগবানের শরীরে সংযোগই মুক্তি পদার্থ, এই হইলে শ্রীভগবানের লীলায় (ভগবদ্ বিগ্রহের সহিত) তাহার বিয়োগ হইলে সালোক্য না থাকায় অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে সাযুজ্যের অব্যাপ্তি হইল। তাহাও নহে, সেই লীলাময় অবতারে বাহ্যভাবে সালোক্য প্রকাশ না পাইলেও আন্তর সালোক্য প্রকাশ পায় এবং মহিমা প্রভাবেও তাহার সত্তা হইয়া থাকে। যদি বল, যথা 'স্যন্দমানা নদ্যঃ' ইত্যাদি ; এই দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের স্বরূপাভেদ করা যায় না অর্থাৎ অদ্বৈত ভাবাপত্তি হয় না কারণ তাহা জলের মধ্যে অন্য জলের মত বাহ্য ব্যবহারে একীভাব প্রতীত হইলেও অভ্যন্তরে জীব-ব্রহ্মের ভেদ আছেই, যদি নীরের নীরান্তরের মধ্যে সত্তা না থাকিবে অর্থাৎ অদ্বৈতভাব হইবে, তবে জলের সাদৃশ্যোক্তি, জলবৃদ্ধি প্রভৃতি হইবে কেন? অতএব দ্বৈতভাব তথায় বর্ত্তমান ॥৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—অবিভাগেনেতি। তথৈবেতি তৎসাযুজ্যেনৈব। য এবমিতি। উদগয়নে উত্তরায়ণে। প্রমীয়তে ম্রিয়তে। সাযুজ্যং সহযোগম্। আদিশব্দাদথ যো দক্ষিণে প্রমীয়তে পিতৃণামেব হি মহিমানং চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোতীতি বাক্যখণ্ডো গ্রাহ্যঃ। কেবলাদ্বৈতিভিরপি তচ্ছব্দেনাত্র স্বরূপৈক্যং ন শক্যং বক্তুম্। তন্মতে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তচিন্মাত্রাবস্থায়ামেব তৎস্বীকারাৎ। আদিত্যতদ্গতয়োরুভয়োরপি সোপাধিকত্বমসন্দেহম্। এবং সতি—"সাযুজ্যং প্রতিপন্না যে তীব্রভক্তাস্তপস্বিনঃ। কিঙ্করা এব তে নিত্যং ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ"। ইতি পরমসংহিতা। "যাদৃগ্রূপস্তু ভগবান্ যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে। মুক্তশ্চ পঞ্চকালজ্ঞস্তাদৃশঃ সহ মোদতে।" ইতি শাণ্ডিল্যস্মৃতিশ্চ সঙ্গচ্ছতে। তত্রাস্মৎক্ষীরনীরবদন্যত্র শরীরাবিষ্টগ্রহাদিবচ্চ সংশ্লেষসাযুজ্যং ন তু স্বরূপৈক্যমিতি সিদ্ধম্। ননু—"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। স এষ ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ" ॥ ইত্যাদৌ সালোক্যাদয়োঽপি মুক্তিভেদাঃ স্মর্য্যন্তে তেষু ন কথং স্যুরিতিচেত্তত্রাহ সালোক্যাদিকমিতি।

তথৈব সাযুজ্যস্যৈব প্রকারো বিশেষঃ। নন্থ ভগবত্তনুসংযোগঃ খলু মোক্ষঃ স চ লীলায়াং বিপ্রয়োগে সতি কথমিতি চেৎ তত্রাহ ন চ বিরহ ইতি। মহিমা ভগবল্লোকঃ। তৎসত্ত্বাৎ সাযুজ্যসিদ্ধেঃ। নন্থ যথা নদ্য ইতি দৃষ্টান্তেন স্বরূপৈক্যং প্রতীমঃ। যচ্চৈকত্বমপ্যুতেত্যনেনাপি স্মৃতমিতি চেৎ তত্রাহ ন চ দৃষ্টান্তেনেতি। ইতরথেতি। স্বরূপৈক্যাভ্যুপগমে সতীত্যর্থঃ। বৃদ্ধ্যাদীতি। জলে জলান্তরসেক ঐক্যে সতি জলসাদৃশ্যোক্তির্জলবৃদ্ধিঃ কালিন্দ্যা সাগরভেদোক্তিশ্চ ন সিধ্যেদিত্যর্থঃ। কঠাঃ পঠন্তি—যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্ব্বিজানতঃ আত্মা ভবতি গৌতম" ইতি। স্কান্দে চ—"উদকে তূদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। ন চৈতদেব ভবতি যতো বৃদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে। এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা। প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ" ইতি। পাদ্মে শ্রীযমুনাস্তোত্রে—সপ্তসাগরসঙ্গতেতি তন্নাম স্মর্য্যতে। এবং সতি সালোক্যাদিরূপং যদেকত্বমপৃথক্ত্বং সাযুজ্যমিতি যাবৎ তচ্চেৎ কৈঙ্কর্য্যবিরোধি তর্হি নেচ্ছন্তীতি ব্যাখ্যেয়ম্। ঔড়ুলোম্যনুযায়িনস্ত্বেকত্বমপ্যুত ইত্যেতদেবং ব্যাচক্ষতে—তাদৃগুপাসনস্থাণুচৈতন্যাল্লব্ধপার্ষদতনোর্হরিতনুমজ্জনরূপমেকত্বমিতি। তত্রাপি স্বরূপৈক্যং ন মন্তব্যম্। "পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীর্য্যতে। মিথ্যৈতদন্যদ্দ্রব্যং হি নৈত্যন্যদ্রব্যতাং যত" ইতি শ্রীবৈষ্ণবে তস্য মিথ্যাত্বোক্তেঃ। যোগ ঐক্যম্ ॥৪॥

টীকানুবাদ—'অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ' এই সূত্রে। 'তথৈব স্থিতিশ্রবণাদিতি' ভাষ্যে; তথৈব—ভগবৎসাযুজ্য লইয়াই। 'য এবং বিদ্বান্…সাযুজ্যং গচ্ছতি' উদগয়নে—উত্তরায়ণকালে, প্রমীয়তে—মৃত হয়, সাযুজ্যং—সহযোগ। ইত্যাদি তৈত্তিরীয়কাৎ—ইত্যাদি এই আদি পদ দ্বারা 'অথ যো দক্ষিণে প্রমীয়তে …সলোকতামাপ্নোতি' এই বাক্যাংশ গ্রাহ্য। ইহার অর্থ—আর যে দক্ষিণায়নে মৃত হয়, সে পিতৃপুরুষদিগের মহিমা, চন্দ্রের সহযোগ ও সমান লোক প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা কেবলাদ্বৈতবাদী শাঙ্কর সম্প্রদায়, তাঁহারাও 'তদুপসম্পন্নঃ' এই পদান্তর্গত তৎ-শব্দের দ্বারা এখানে স্বরূপৈক্য বলিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহাদের মতেও যখন জীবের সর্ব্ববিধ উপাধি বিমুক্তি পূর্ব্বক কেবল চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থান হয়, তাদৃশাবস্থাতেই ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তি হয়—স্বীকৃত

আছে, আর আদিত্য ও তদ্গত পুরুষ উভয়ই যে সোপাধিক, ইহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ পরমাত্ম-সাযুজ্য সহযোগ অর্থ ধরিলে পরমসংহিতা-বাক্য ও শাণ্ডিল্যস্মৃতি সঙ্গত হয়। পরমসংহিতাবাক্য যথা—'সাযুজ্যং প্রতিপন্না যে…নিরুপদ্রবাঃ'। যে সকল তপঃপরায়ণ তীব্রভক্ত সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের কিঙ্কর—সেবকই এবং তাঁহারা সর্ব্বদা নিরুপদ্রব—চ্যুতিশূন্য। শাণ্ডিল্যস্মৃতি যথা—'যাদৃগ্ রূপস্তু ভগবান্ যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে…সহমোদতে' যাদৃশ রূপ লইয়া ভগবান্ যেখানে যেখানে অবস্থান করেন, পঞ্চকালজ্ঞ মুক্ত পুরুষও তাদৃশ আকারে তথায় তথায় ভগবানের সহিত আনন্দে থাকেন—এই উক্তি দ্বৈতবাদপক্ষে ও সাযুজ্য-শব্দে সহযোগ অর্থেই সঙ্গত হয়, সারূপ্য-অর্থে হয় না। তথায় আমাদের মতে দুগ্ধে ও জলে মিশ্রণাবস্থার মত এবং অন্য শরীর-মধ্যে আবিষ্ট পিশাচাদি গ্রহের মত সংশ্লেষ সাযুজ্যই হয়, স্বরূপৈক্য হয় না; ইহা সিদ্ধ হইল। প্রশ্ন এই—'সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ॥' আমার ভক্তগণ সালোক্য—শ্রীহরির সমান লোকে বাস, সার্ষ্টি—সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য—সমীপেস্থিতি, সারূপ্য—সমানরূপতা, এমন কি, একত্ব—স্বরূপৈক্য পর্য্যন্ত দিলেও আমার (শ্রীভগবানের) সেবা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করে না, তাহাদের তাদৃশভাবই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলিয়া কথিত। ইত্যাদি-স্থলে সালোক্যাদি মুক্তির যে ভেদ স্মৃত হয়, তাহাদের মধ্যে সাযুজ্য-ব্যতীত সালোক্যাদি পরজ্যোতিঃ-উপসম্পন্নের হয় না কেন? এই যদি বল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন—সালোক্যাদিও সেই সাযুজ্যেরই প্রকারবিশেষ—বিশেষ অবস্থা। আপত্তি এই,—তোমাদের মতে শ্রীভগবানের শরীরের সহিত সংযোগই যদি মুক্তি হয়, তবে লীলাবশে ভগবদ্বিচ্ছেদ হইলে কিরূপে সালোক্যাদি থাকিবে? এই যদি বলা হয়, তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—'ন চৈবং বিরহে অব্যাপ্তিঃ' যদি বল, তবে ভগবল্লীলায় তাঁহার সহিত মুক্তের বিচ্ছেদ-অবস্থায় সালোক্যাদির সাযুজ্যে অন্তর্ভাব রহিল না, তাহাও নহে; সে অবস্থাতেও সাযুজ্য গূঢ়ভাবে অন্তরে স্ফুরণহেতু এবং ভগবল্লোকসম্বন্ধ-নিবন্ধন সিদ্ধ। 'মহিমসংযোগেনেতি' মহিমা—ভগবল্লোক-সম্বন্ধহেতু। তৎ সত্ত্বাৎ—সাযুজ্য সিদ্ধ হইবে—এইজন্য। যদি বল, 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ' এই দৃষ্টান্তে আমরা

স্বরূপৈক্যই বুঝিতেছি এবং 'স্বরূপৈকত্বমপ্যুত' ইত্যাদি ভাগবতীয় বাক্যেও তাহা স্মৃত হইতেছে। সে-বিষয়ে বলিতেছেন—'ন চ দৃষ্টান্তেন স্বরূপাভেদঃ শক্য' ইতি—নদী-দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বরূপৈক্য অর্থাৎ স্বরূপের সহিত অভেদ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু জলের মধ্যে অন্য জলের একীভাব ব্যবহারেও অভ্যন্তরে উভয়ের ভেদ আছে। 'ইতরথা বৃদ্ধ্যাদ্যনাপত্তিঃ' ইতি ইতরথা—অর্থাৎ স্বরূপৈক্য স্বীকৃত হইলে। বৃদ্ধ্যাদি ইতি—জলের মধ্যে অন্য জলের প্রবেশে ঐক্য হইলে সাদৃশ্যোক্তি সঙ্গত হইবে না, যেহেতু সাদৃশ্য ভেদ-ঘটিত। এবং জল-বৃদ্ধি ও যমুনার সাগরের সহিত প্রকারবিশেষোক্তিও সিদ্ধ হইবে না। কঠোপনিষৎ পাঠকগণ পড়েন এবং এই সমুদায়ে এক একটি প্রমাণ দেখাইতেছেন—প্রথমতঃ ইহাতে জল-সাদৃশ্যোক্তির অসঙ্গতি দেখাইতেছেন—'কঠাঃ পঠন্তি' ইত্যাদি দ্বারা। 'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি'—যেমন নির্ম্মল জলে নির্ম্মল জল ঢালিলে সেই জল সেচনাধার জলের মতই হয়, এই সাদৃশ্য একীভাবে হয় না। স্কন্দপুরাণেও আছে—'উদকে তুদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ··· স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাদিতি' উদকে উদক নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন মিশ্রিতই হয় কিন্তু সেই জলই হয় না; যেহেতু জলের বৃদ্ধি দেখা যায়, এইপ্রকার মুক্ত জীবও পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় মাত্র, কিন্তু সেই পরমাত্ম-স্বরূপ হয় না, কারণ তাঁহাতে স্বাতন্ত্র্যাদি বিশেষণ আছে, জীবে তাহা নাই। পদ্মপুরাণে যমুনাস্তোত্রে আছে—'যমুনা সপ্তসাগরসঙ্গতা নামে স্মৃতা।' এমতাবস্থায় সালোক্যাদিরূপ যে একত্ব অর্থাৎ অপৃথক্‌ত্ব—সাযুজ্যস্বরূপ, তাহা যদি দাসত্বের প্রতিবন্ধক হয়, তবে একান্ত ভক্তগণ তাহাও চাহেন না, এইরূপ ভাগবতোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ঔডুলোমির মতানুসারীরা 'একত্বমপ্যুত'—এই বাক্যোক্ত একত্বের ব্যাখ্যা এইরূপ করেন, যথা—সেইপ্রকার উপাসনার ফল যে অণুপরিমাণ জীবাত্মভাব ছাড়িয়া প্রাপ্ত-ভগবৎপার্ষদ-শরীরধারী মুক্তের শ্রীহরি-শরীরে মজ্জনরূপ একত্ব। তাহাতেও স্বরূপৈক্য মনে করা যায় না। যেহেতু বিষ্ণুপুরাণে—'পরমাত্মাত্মনোর্যোগ··· যত্ত' ইতি পরমাত্মা ও জীবাত্মার যোগকে অর্থাৎ একীভাবকে পরমার্থ বলা হয়, ইহা মিথ্যা কথা; যেহেতু একদ্রব্য অপর দ্রব্যের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় না।

এইরূপ স্বরূপোক্তিকে মিথ্যাই বলা হইয়াছে। এই বাক্যের অন্তর্গত যোগ-শব্দের অর্থ ঐক্য ॥৪॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত বাক্যে আর একটি বিচার উপস্থাপিত হইতেছে যে, পরব্যোমস্থ পরজ্যোতিঃস্বরূপ-প্রাপ্ত মুক্ত জীব কি তথায় সালোক্যই লাভ করিয়া থাকেন? অথবা পরব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন? এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—রাজপুরীতে প্রবেশকারী ব্যক্তি যেরূপ কেবল তৎসালোক্য-লাভই করেন, সেইরূপ মুক্ত জীবের ব্রহ্ম-সালোক্যই লাভ হইবে। পূর্ব্বপক্ষীয় এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পরব্রহ্ম-উপসম্পন্ন জীব অবিভাগে অর্থাৎ অবিভক্তভাবে সাযুজ্যই প্রাপ্ত হন। যেহেতু শ্রুতিতে ঐরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মুণ্ডকে কথিত হইয়াছে—"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ···পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।" (মুঃ ৩।২।৮) এ-স্থলে পরাৎপর পুরুষে সাযুজ্য লাভের কথা যে উক্ত হইয়াছে, ঐ সাযুজ্য-অর্থে সহযোগ। সুতরাং সাযুজ্যই মূল মুক্তি, আর সালোক্যাদি উহার প্রকারভেদ মাত্র। সাযুজ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিরই অবান্তর ফল-রূপে অন্যান্য মুক্তি, যথা—সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সার্ষ্টি। ঐ সাযুজ্য আবার দ্বিবিধ—সম্ভোগ-সাযুজ্য এবং বিপ্রলম্ভ-সাযুজ্য। সম্ভোগ-সাযুজ্য যেরূপ সহজেই সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়, বিপ্রলম্ভ-সাযুজ্য সেরূপ সত্বর অনুভূত হয় না। রতি অত্যন্ত গাঢ় না হইলে বিপ্রলম্ভ-সাযুজ্যের উদয় হয় না। বিপ্রলম্ভ-সাযুজ্যে বাহ্যতঃ সালোক্য-স্ফূর্ত্তি প্রকাশ না পাইলেও আন্তর সালোক্য-স্ফূর্ত্তি অবশ্যই প্রকাশ পায় এবং মহিমা-প্রভাবেও তাহা হইয়া থাকে। নদীর সমুদ্রের সহিত মিলনের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবের ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যে অর্থাৎ সহযোগে জীব ও ব্রহ্মস্বরূপের অভেদ বলা যায় না। এমন কি, জল জলান্তরের সহিত মিলিত হইলেও একীভাব দেখাইলেও উহাদের অন্তর্গত ভেদ থাকেই। জল জলান্তরের সহিত মিলিত হইলে যদি উহাদের অভেদত্ব সাধিত হইত, তাহা হইলে তাদৃশ প্রবেশে বা মিলনে জলের বৃদ্ধ্যাদি হইত না। সুতরাং জীবের পরব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ হইলে অর্থাৎ সহযোগে অবস্থিতি ঘটিলে কেবলাভেদ সিদ্ধ হয় না।

আমাদের পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় 'কল্যাণ-কল্পতরু'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায়।
কি আশ্চর্য্য ক'ব কা'কে, সদোপাস্য বল' যাঁকে,
তাঁ'তে কেন আপনে মিশায়॥
বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর-রূপ পায়?
লাভ মাত্র অপরাধ, পরমার্থ হয় বাধ,
সাযুজ্য-বাদীর হায় হায়॥
এহেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি' কর' সত্ত্ব-শুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতির উপায়।
'সাযুজ্য'-'নির্ব্বাণ'-আদি শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে সব ভক্তির অঙ্গে যায়॥
কৃষ্ণ-প্রীতি ফলময়, 'তত্ত্বমসি', আদি হয়,
সাধক চরমে কৃষ্ণ পায়।
অখণ্ড আনন্দময়, বৃন্দাবন কৃষ্ণালয়,
পরব্রহ্ম-স্বরূপ জানায়॥"

"সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এ-সমুদয়ই ভগবৎ-সন্নিকর্ষ প্রকাশ করে। বাস্তবিক সাযুজ্য-শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত সংযোগ। যে সকল বৈষ্ণব গোপীভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সাধনই ব্রহ্ম-সাযুজ্য-(ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিত্য সেবা) সাধন বলিতে হইবে।" —(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত তত্ত্বসূত্র ১৯ সূত্র)।

শ্রীরামানুজাচার্য্য বেদান্ততত্ত্বসারে বলিয়াছেন,—

"পৃথগ্‌ গ্রহণ-রহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ, স এব লয়শব্দার্থঃ" যথা 'বৃক্ষে লীনাঃ পতঙ্গাঃ', 'বনে লীনাঃ সারঙ্গাঃ।'

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তত্ত্বমুক্তাবলীর ৬ষ্ঠ শ্লোকে পাওয়া যায়,—

"সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বেদ-বিষয়ে বাক্যন্তু যদ্বর্ত্ততে, ত্বন্যার্থং কুরুতে

স্বকীয়মতবিচ্ছেদেঽর্পয়িত্বা মতিম্। তচ্ছব্দোঽব্যয়মেব ভেদক ইহ ত্বং ত্বত্র ভেত্তো যতঃ ষষ্ঠীলোপমিতৌ ত্বমেব ন হি তদ্ বাক্যার্থ এতাদৃশঃ।”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“...পরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে প্রত্যগাত্মন্যেবাত্মনস্তাদাত্ম্যমবিশেষেণ সমীয়ুঃ।”

গোবিন্দভাষ্য-প্রণেতা শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় ‘প্রমেয় রত্নাবলী’-গ্রন্থে—মুণ্ডকশ্রুতি বর্ণিত—“যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং···সাম্যমুপৈতি॥ (মুঃ ৩।১।৩) এবং কঠোপনিষদে পঠিত—“যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি” (কঃ ২।১।১৫) এবং শ্রীগীতোক্ত—“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।” (গীঃ ১৪।২) অবলম্বনে লিখিয়াছেন—এষু মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেঃ স্যাদ্ভেদঃ পারমার্থিকঃ।

ইহার কান্তিমালা-টীকায় পাই,—

“নন্থ নৈতানি লিঙ্গানি ভেদং সাধয়িতুমেকান্তানি, তেষামভেদসাধনেঽপি দর্শিতত্বাৎ। “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি” (মুঃ ৩।২।৯) “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি” (বৃঃ ৪।৪।৬) ইতি মোক্ষদশায়ামভেদাবধারণাদ্ ব্যাবহারিকো ভেদঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ, কিঞ্চেতি। যদেতি—পশ্যঃ ধ্যাতা জীবঃ। যথোদকমিতি—বিজানতস্তদনুভবিনঃ। ইদমিতি—উপাশ্রিত্য—প্রাপ্য। এষ্বেতি এষু বাক্যেষু সাম্যমিতি, তাদৃগেবেতি, সাধর্ম্ম্যমিতি মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেস্তাত্ত্বিকো ভেদঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মৈবেত্যত্র ব্রহ্মতুল্য ইত্যেবার্থঃ। “এবৌপম্যেঽবধারণে” ইতি বিশ্বঃ।”

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

“যে ভোগাঃ পরমাত্মনা ভুজ্যন্তে ত এব মুক্তৈর্ভুজ্যন্তে। ‘যানেবাহং শৃণোমি যান্ পশ্যামি যান্ জিঘ্রামি তানেবৈতে ইদং শরীরং বিমুচ্যানুভবন্তি’ ইতি দৃষ্টত্বাচ্চতুর্ব্বেদশিখায়াম্। ভবিষ্যপুরাণে চ। ‘মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্ভোগাল্লেশতঃ ক্বচিৎ। বহিষ্ঠান্ ভুঞ্জতে নিত্যং নানন্দাদীন্ কথঞ্চন’ ইতি।”

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

“মুক্তঃ পরস্মাদাত্মানং ভাগাবিরোধিনা অবিভাগেনানুভবতি। তত্ত্বস্য তদানীমপরোক্ষতো দৃষ্টত্বাৎ, শাস্ত্রস্যাপ্যেবং দৃষ্টত্বাৎ।”

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—মুক্ত জীব আপনাকে পরব্রহ্মের অভিন্নরূপে অনুভব করিয়া থাকেন কারণ ঐরূপই দৃষ্ট হয়। পরব্রহ্মের উপসম্পত্তির ফলে অর্থাৎ সন্নিকর্ষ লাভ হইলে যাহাদের অবিদ্যার আবরণ নিবৃত্ত হয়, তাহারা নিজ আত্মাকে যথাযথভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। জীবাত্মার যথার্থ-স্বরূপ যে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নয় এবং জীবাত্মা পরমাত্মার শরীর স্থানীয় বলিয়া বিশিষ্টাংশ স্বরূপ, তাহাই বিভিন্ন শ্রুতি-বাক্যেও প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ মুক্তস্য ভোগান্ নিরূপয়িষ্যতা তদ্ধেতুভূতঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণগণো দিব্যবিগ্রহশ্চ নিরূপণীয়ঃ। তত্রাদৌ গুণা নিরূপ্যন্তে—তথাহি পরংজ্যোতিরুপসম্পন্নঃ কেনচিদ্গুণগণেন বিশিষ্ট আবির্ভবতি উত চিন্মাত্র এব সন্ কিং বোভয়াবিরোধাৎ উভয়বিধস্বরূপঃ সন্নিতি বিষয়ে জৈমিনের্মতং তাবদাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সূত্রকার মুক্ত পুরুষের ভোগ নিরূপণ করিবেন, এজন্য তাহার পূর্ব্বে সেই ভোগের হেতুভূত মুক্তের সত্যসঙ্কল্পাদিগুণসমূহ ও দিব্যশরীর নিরূপণীয়। তাহাদের মধ্যে প্রথমে গুণাষ্টক নিরূপিত হইতেছে। ইহাতে সংশয় এই,—পরজ্যোতিঃসম্পন্ন পুরুষ কি কিছু কিছু গুণগ্রামসম্পন্ন হইয়া আবির্ভূত হন? অথবা কেবল চিৎস্বরূপ হইয়া? কিংবা উভয় সত্তার অবিরোধহেতু উভয়বিধ স্বরূপ হইয়া? এ-বিষয়ে মহর্ষি জৈমিনির মত প্রথমতঃ বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ব্রহ্মসাযুজ্যবান্ মুক্তস্তিষ্ঠতীত্যুক্তম্। তমাশ্রিত্য তস্য গুণাষ্টকবত্ত্বং নিরূপণীয়মিতি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। অথ মুক্তস্যেত্যাদি। তদ্ধেতুভূতো ভোগপ্রকাশকারণভূতঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া অবস্থান করেন, এই কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আশ্রয় করিয়া সেই মুক্ত পুরুষের অষ্টবিধগুণবত্তা নিরূপণের বিষয়। এজন্য এই অধিকরণেও পূর্ব্বের মত আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। 'অথ মুক্তস্যেতি ভাষ্যে তদ্ধেতুভূত' ইতি—ভোগোদয়ের কারণীভূত, এই অর্থ।

ব্রাহ্মাধিকরণম্

সূত্রম্——ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥৫॥

সূত্রার্থ—জৈমিনি বলেন—পরমাত্মাকর্তৃক নিষ্পাদিত জীব অপহতপাপ্মত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত গুণাষ্টকবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হন, কারণ প্রজাপতির বাক্যে সেইরূপ কথিত আছে এবং সেইসকল গুণযোগবশতঃ মুক্ত পুরুষদিগের আহার বা হাস্য-ক্রীড়াদি হইয়া থাকে, এজন্য ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ব্রাহ্মেণ ব্রহ্মণা নির্ব্বর্ত্তেন অপহতপাপ্মত্বাদিনা সত্যসঙ্কল্পত্বান্তেন গুণগণেন বিশিষ্টঃ সন্নাবির্ভবতি। কুতঃ ? উপেতি। প্রজাপতিবাক্যে তস্য গুণগণস্য জীবেঽপ্যুপন্যাসাৎ। আদিশব্দাৎ তদ্‌গুণপ্রযুক্তা মুক্তব্যবহারা জক্ষণক্রীড়নাদয়ঃ। তেভ্যস্তেন বিশিষ্টং মুক্তস্বরূপমেবাবির্ভবতীতি জৈমিনির্মন্যতে। স্মৃতিশ্চৈবমাহ—"যথা ন হ্রিয়তে জ্যোৎস্না" ইত্যাদিনা ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রাহ্মেণ অর্থাৎ ব্রহ্মণা—পরমেশ্বর কর্তৃক নিষ্পাদিত অপহত-পাপ্মত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত গুণাষ্টকবিশিষ্ট হইয়া মুক্তপুরুষ আবির্ভূত হন—ইহার প্রমাণ প্রজাপতির উল্লেখ। তাঁহার বাক্যে সেই গুণাষ্টকের জীবেও কথন আছে। সূত্রোক্ত আদি-শব্দ হইতে সেই গুণাষ্টকবিশিষ্ট মুক্ত পুরুষের আহার-বিহারাদি-ব্যবহার হয়। সেগুলি হইতেও বুঝা যায় যে, সেই গুণাষ্টকবিশিষ্ট মুক্তস্বরূপই আবির্ভূত হন, ইহা জৈমিনি মুনি মনে করেন। স্মৃতিবাক্যও এইরূপ বলিতেছেন—'যথা ন হ্রিয়তে জ্যোৎস্না' ইত্যাদি। যেমন চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না অপসারিত হয় না, সেইরূপ মুক্ত হইলে তাহা হইতে গুণাষ্টক বিচ্যুত হয় না ইত্যাদি দ্বারা ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ব্রাহ্মেণেতি। ব্রহ্মণা শ্রীহরিণা নির্ব্বর্ত্তো ব্রাহ্মঃ। তেন নির্ব্বর্ত্তমিত্যণ্ তৃতীয়ান্তাৎ সিদ্ধমিত্যর্থেঽণ্ স্যাদিতি সূত্রার্থঃ। ভগবদ্রূপা-

সনাবিভূর্তেন স্বকীয়েন গুণগণেনেত্যর্থঃ। তদ্গুণেতি। গুণাষ্টকহেতুকা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—'ব্রাহ্মেণ' ইত্যাদি সূত্রে। ব্রাহ্মেণ—শ্রীহরি কর্ত্তৃক নিষ্পাদিতই ব্রাহ্ম-শব্দের অর্থ। তাহার ব্যুৎপত্তি এই—'তেন নির্বৃত্তম্' তৃতীয়ান্ত-পদের উত্তর নিষ্পন্ন এই অর্থে অণ্ প্রত্যয় হয়, ইহা সূত্রার্থ—সুতরাং ব্রহ্মন্ শব্দের উত্তর অণ্, ভ সংজ্ঞাহেতু 'নস্তদ্ধিতে' সূত্রানুসারে ন্কারান্ত শব্দের টি'র লোপ হইয়া ইহা ব্যুৎপন্ন। ইহার অর্থ—শ্রীভগবানের উপাসনায় অভিব্যক্ত স্বকীয় গুণাষ্টকবিশিষ্ট হইয়া, আদিশব্দাৎ তদ্গুণ প্রযুক্তা ইতি—গুণাষ্টকযুক্ত, এই অর্থ ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পরজ্যোতিঃসম্পন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্যবান্ মুক্ত পুরুষের ভোগের কথা নিরূপণ করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সত্যসঙ্কল্পাদিগুণ ও দিব্যবিগ্রহের কথা বর্ণন করা উচিত, এই বিবেচনায় প্রথমে গুণ-সমূহ নিরূপিত হইতেছে। এ-স্থলে সংশয় এই যে, পরজ্যোতিঃসম্পন্ন মুক্ত-পুরুষ কোন কোন গুণগণের সহিত বিশিষ্টতা-প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হন? অথবা কেবল চিন্মাত্রস্বরূপ হইয়াই আবির্ভূত হন? কিংবা উভয় অবস্থার অবিরোধ-নিমিত্ত উভয় স্বরূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন? এইরূপ সংশয়-স্থলে মহর্ষি জৈমিনির মত উল্লেখ পূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ভগবদুপাসনার ফলে পরব্রহ্ম শ্রীহরি কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন অপহতপাপ্মত্বাদির সহিত সত্যসঙ্কল্প পর্য্যন্ত গুণগণবিশিষ্ট হইয়াই মুক্তপুরুষ আবির্ভূত হন; ইহা প্রজাপতিবাক্যেও সমর্থিত। সূত্রোক্ত আদি-শব্দ হইতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মসম্পন্ন জীবের আহারবিহারাদি ব্যবহারও আছে। স্মৃতিবাক্যে সেইরূপই বোধিত হয়।

ছান্দোগ্যেও পাই,—

"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো…স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" (ছাঃ ৮।৭।১)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥" (ভাঃ ১।৬।২৯)

"তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্॥" (ভাঃ ৭।৭।৩৬)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
'অপ্রাকৃত' দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪পঃ)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"সর্ব্বদেহপরিত্যাগেন মুক্তাঃ সন্তো ব্রাহ্মেণৈব দেহেন ভোগান্ ভুঞ্জত ইতি জৈমিনির্ম্মন্যতে। স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্ত্যমভিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্ব্বমনুভবতীতি মাধ্যন্দিনায়নশ্রুতাবুপন্যাসাৎ। আদত্তে হরিহস্তেন হরিদৃষ্ট্যৈব পশ্যতি। গচ্ছেচ্চ হরিপাদেন মুক্তস্ত্বেষা ভবেৎ স্থিতিরিতি স্মৃতেঃ। গচ্ছামি বিষ্ণুপাদাভ্যাং বিষ্ণুদৃষ্ট্যা তু দর্শনম্। ইত্যাদি পূর্ব্বস্মরণামুক্তস্যৈতত্তবিষ্যতীতি বৃহত্তন্ত্রোক্ত-যুক্তেশ্চ" ॥৫॥

সূত্রম্—চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥৬॥

সূত্রার্থ—ঔড়ুলোমি মনে করেন, জীব ব্রহ্মের (পরমেশ্বরের) উপাসনার ফলে অবিদ্যা-দাহপ্রাপ্ত হইয়া চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে উপসম্পন্ন হইলে কেবল চিৎ স্বরূপেই অভিব্যক্ত হয়। যেহেতু বৃহদারণ্যকে তাহাকে চৈতন্যমাত্ররূপে নিশ্চয় করা হইয়াছে ॥৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ব্রহ্মধ্যানাদ্বিপ্লুষ্টাবিদ্যো মুক্তশ্চিদ্রূপে ব্রহ্মণ্যুপ-সম্পন্নশ্চিন্মাত্রেণাবির্ভবতি। কুতঃ? তদিতি। বৃহদারণ্যকে দ্বিতীয়-

স্মিন্মৈত্রেয়্যুপাখ্যানে—"স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ইতি চৈতন্যমাত্রত্বেনাবধারণাৎ। অতএব নির্গুণচৈতন্যং জীবস্বরূপমিত্যববুধ্যতে। অপহতপাপ্মাদয়ঃ শব্দাস্ত্ববিদ্যাত্মকেভ্যো বিকারসুখাদিভ্যো ধর্ম্মেভ্যস্তস্য ব্যাবৃত্তিং বোধয়ন্তঃ কথঞ্চিৎ তত্রৈব নেয়া ইত্যৌড়ুলোমি র্মন্যতে ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা অবিদ্যা দগ্ধ হইলে মুক্তপুরুষ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে উপসম্পন্ন হন। তখন চিন্মাত্রস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। কোন্ প্রমাণ হইতে জানিলে? উত্তর—যেহেতু বৃহদারণ্যকোপনিষদে দ্বিতীয় মৈত্রেয়-যাজ্ঞবল্ক্যোপাখ্যানে শ্রুত হইতেছে—'স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ ...প্রজ্ঞানঘন এবেতি'। অর্থাৎ সেই জীবাত্মা কিরূপ? যেমন একটি নিবিড় সৈন্ধবলবণ-খণ্ডের অভ্যন্তরে লবণরস ভিন্ন অন্য রস কিছুই নাই, বহির্ভাগেও অন্য কিছু রস নাই, সমগ্রটাই লবণরসে নিবিড়, এইরূপই অরে মৈত্রেয়ি! এই আত্মা জানিবে, ইহা অন্তরে এবং বাহিরে জ্ঞানভিন্ন বিজাতীয় ধর্ম্মশূন্য, কেবল জ্ঞানময় ও স্বপ্রকাশ হইয়াই বিরাজমান। এই বাক্য দ্বারা আত্মার শুদ্ধ চৈতন্যময়ত্ব নিশ্চয় করা আছে। অতএব ইহাতে বুঝা যাইতেছে, জীবের স্বরূপ প্রাকৃতিক গুণ-সম্পর্কহীন ও চৈতন্যাত্মক। তবে যে তাহার অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি কি? তাহার উত্তরে বলা হয় যে, অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি শব্দ অবিদ্যারূপী দেহাদিবিকার ও সুখাদি ধর্ম্ম হইতে মুক্ত পুরুষের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি বুঝাইয়া কোন প্রকারে মুক্তজীবেই সঙ্গমনীয়, ইহা ঔড়ুলোমি মনে করেন ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—চিতীতি। স যথেতি। লোকে যথা সৈন্ধবঘনো লবণমূর্ত্তিবিশেষো বহিরন্তরশ্চ বিজাতীয়রসশূন্যঃ সর্ব্বো লবণৈকরসস্তথায়মাত্মা জীবোঽন্তর্বহিশ্চ জ্ঞানৈকরসঃ স্বপ্রকাশশ্চকাস্তীত্যর্থঃ। অপহতেতি। তস্য মুক্তজীবস্য। ব্যাবৃত্তিং নিবৃত্তিম্। অপহতপাপ্মা অপহতঃ পাপ্মনো ব্যাবৃত্তো মুক্তজীব ইত্যেবমাদির্বাক্যার্থঃ। অগোব্যাবৃত্তো গৌরিতীত্যাদিবৎ ॥৬॥

টীকানুবাদ—'চিতি তন্মাত্রেণেত্যাদি' সূত্রের ভাষ্যে 'স যথেত্যাদি' শ্রুতি-বাক্যের অর্থ—লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়—যেমন একটি সৈন্ধবলবণখণ্ড বাহিরে ও অভ্যন্তরে লবণরসভিন্ন বিজাতীয় রসশূন্য, সমস্ত অংশেই এক লবণ রসময়, সেইপ্রকার এই জীবাত্মা অন্তরে ও বাহিরে বিজাতীয়ধর্ম্মশূন্য, কেবল জ্ঞানময় স্বপ্রকাশ হইয়া বিরাজ করে। 'অপহতপাপ্মাদয়ঃ' ইত্যাদি ধর্ম্মেভ্যস্তস্যেতি—তস্য—মুক্তজীবের, বিকারাদি ধর্ম্ম হইতে ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি বুঝাইতেছে। অপহতপাপ্মা—পাপ (অবিদ্যা-বিকার) হইতে ব্যাবৃত্ত মুক্ত জীব, এই ভাবেই বাক্যার্থ কর্ত্তব্য। যেমন গৌরিতি—গরু বলিলে গোভিন্ন অন্য প্রাণী হইতে ব্যাবৃত্ত, ইহাই বুঝায় ইত্যাদির মত ॥৬॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে ঔড়ুলোমি মুনির মত ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, ঔড়ুলোমির মতে ব্রহ্মধ্যানের দ্বারা জীব অবিদ্যানির্ম্মুক্ত হইয়া চিদ্রূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া চিন্মাত্রস্বরূপেই আবির্ভূত হন। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও 'প্রজ্ঞানঘন' শব্দদ্বারা জীবের চৈতন্যমাত্রস্বরূপত্বই অবধারিত হইয়াছে। অতএব জীবের স্বরূপ নির্গুণ চিন্মাত্রই বুঝা যায়। আর অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ দ্বারা জীবের প্রকৃতির বিকারভূত সুখাদি ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তিই বুঝাইতেছে। বৃহদারণ্যকে পাই—"স যথা সৈন্ধবঘনো... প্রজ্ঞানঘন এব" (বৃঃ ৪।৫।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গুণবৃত্তিদঃ।
ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্‌গুণচেতসাম্ ॥"

(ভাঃ ১১।১৩।২৮)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"চিতিমাত্রো দেহো মুক্তানাং পৃথগ্বিদ্যতে তেন ভুঞ্জতে। সর্ব্বে বা এতদচিৎ পরিত্যজ্য চিন্মাত্র এবাবতিষ্ঠন্তে তামেতাং মুক্তিরিত্যাচক্ষত ইত্যু-দ্দালকশ্রুতিশ্চিদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমির্ম্মন্যতে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"ব্রহ্মণি চিদ্রূপে উপসন্নঃ প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্রেণ রূপেণাবির্ভবতি। "প্রজ্ঞান-ঘন এব" ইতি তস্য তদাত্মকত্বশ্রবণাদিত্যৌড়ুলোমির্ম্মন্যতে" ॥৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ স্বমতমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর শ্রীবাদরায়ণ উক্ত বিষয়ে নিজমত বলিতেছেন—

উপন্যাসাধিকরণম্

সূত্রম্—এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥৭॥

সূত্রার্থ—এবমপি—মুক্ত জীবের চিন্মাত্রস্বরূপতা নিরূপিত হইলেও উপন্যাসাৎ—প্রজাপতিবাক্যে গুণাষ্টকের উল্লেখ থাকায়, পূর্ব্বভাবাৎ—জৈমিনি-কথিত চিন্মাত্রস্বরূপত্বও সেই মুক্ত জীবে থাকায়, বাদরায়ণঃ—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, অবিরোধং মন্যতে—বিরোধ হয় না, ইহা মনে করেন ॥৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এবমপি চিন্মাত্রস্বরূপত্বনিরূপণে সত্যপি তস্মিংস্তস্য গুণাষ্টকস্যাবিরোধং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? উপন্যাসেত্যাদেঃ। প্রজাপতিবাক্যে তদুপন্যাসাৎ প্রমাণাৎ তস্য পূর্ব্বস্য জৈমিন্যুক্তস্যাপি তত্র সত্বাৎ। শ্রুতিত্বাবিশেষেণোভয়োর্বাক্যয়োঃ সমপ্রামাণ্যাদুভয়বিধস্বরূপত্বং মুক্তস্যেতিসিদ্ধান্তঃ। অত্র প্রজ্ঞানঘন এবেতি শ্রুতের্নিগুর্ণচিন্মাত্রং জীবস্বরূপমিত্যর্থো বাদরায়ণস্যাভিমতঃ। এবমপ্যবিরোধমিত্যুক্তেঃ। ন চৈবমবধারণবাধঃ। সর্ব্বাংশেন জড়ব্যাবৃত্তস্বপ্রকাশোঽয়মাত্মেতি তস্মাদ্বাক্যাদেব সুব্যক্তেঃ। ন চেদৃশেঽপি জীবে বাক্যান্তরাবগতস্য তস্য গুণাষ্টকস্য সম্বন্ধো-বিরুধ্যতে। যথা কার্ৎস্নেন রসঘনেঽপি সৈন্ধবঘনে দৃগাদিগ্রাহ্যা রূপকাঠিন্যাদয়ো ন বিরুধ্যেরন্নিতি। তস্মাদপহতপাপ্মত্বাদিনা গুণাষ্টকেন বিশিষ্টো জ্ঞানস্বরূপো জীব আবির্ভবতীতি ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ—মুক্ত জীবের চিন্মাত্রস্বরূপতা-নিরূপণ হইলেও তাহাতে 'অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি আটটি গুণ থাকিতে পারে, ইহা সর্ব্বজ্ঞ বাদরায়ণ

মনে করেন। কি হেতু ? 'উপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাৎ' এইহেতু অর্থাৎ প্রজাপতি বাক্যে গুণাষ্টকের সত্তা উল্লিখিত থাকায় এই প্রমাণে, জৈমিন্যুক্ত পূর্ব্ব কথার অর্থাৎ চিন্মাত্রস্বরূপত্বেরও সেই মুক্ত জীবে বর্ত্তমানতাহেতু। প্রজাপতি-বাক্য ও বৃহদারণ্যকের উক্তি—এই উভয়ের অবিশেষে শ্রুতিত্ব-বশতঃ প্রামাণ্য সমানই—মুক্তপুরুষের উভয়বিধস্বরূপত্ব অর্থাৎ চিন্মাত্র-স্বরূপত্ব ও গুণাষ্টকবত্ত্ব স্বীকৃত, ইহাই বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত। বৃহদারণ্যক বাক্যে 'প্রজ্ঞানঘন এব' ইহা শ্রুত থাকায় তদবস্থায় 'নির্গুণ চিন্মাত্র জীব-স্বরূপ' বাদরায়ণের ঐ বাক্যের এই অর্থ অভিমত। কেননা, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—'এবমপ্যবিরোধম্'। আপত্তি এই—তাহা হইলে 'প্রজ্ঞানঘনএব' কেবল চিন্মাত্রস্বরূপই অন্য কিছু নহে, এই অবধারণার্থ অর্থাৎ ইতরব্যাবর্ত্তক 'এব' শব্দের অসঙ্গতি হইবে, তাহাও নহে ; যেহেতু—'এব' কারের অর্থ সর্ব্বাংশে প্রাকৃতিক বিকার হইতে বিচ্ছিন্ন স্বপ্রকাশস্বরূপ এই আত্মা—ইহাই 'যথা সৈন্ধবঘন' ইত্যাদি বাক্য হইতে সুস্পষ্ট। সর্ব্বাংশে বিজ্ঞানময় অর্থাৎ বাহ্যে ও অভ্যন্তরে চৈতন্যাতিরিক্ত স্বরূপহীন জীবেও অন্য বাক্য হইতে অবগত সেই গুণাষ্টকের সম্বন্ধ বিরুদ্ধ নহে। দৃষ্টান্ত এই—যেমন সর্ব্বাংশে লবণরসে পূর্ণ সৈন্ধব খণ্ডে চক্ষুঃত্বগাদি দ্বারা গ্রাহ্যরূপ, কাঠিন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সৈন্ধবে বিরুদ্ধ হয় না, সেইপ্রকার এতাদৃশ জীবাত্মায়ও গুণাষ্টকসত্তা বিরুদ্ধ হইবে না। অতএব সিদ্ধান্ত এই—অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্ট গুণবিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ জীব স্বরূপতঃ প্রকাশ পায় ॥৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—অথেতি। তস্মিন্ মুক্তজীবে। তস্য জৈমিন্যুক্তস্য। ন চৈবমিতি। প্রজ্ঞানঘন এবেত্যবধারণবাধো ন ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। যথা সৈন্ধবঘনেত্যাদিকাদিত্যর্থঃ। ন চেতি। ঈদৃশেঽপি সর্ব্বাংশেন বিজ্ঞান-ঘনেঽপীত্যর্থঃ ॥৭॥

টীকানুবাদ—'অথেত্যাদি'। 'তস্মিংস্তস্যেতি' তস্মিন্—মুক্তজীবে, তস্য—জৈমিন্যুক্ত আটটি গুণের। 'ন চৈবমবধারণবাধ' ইতি—'প্রজ্ঞানঘন এব' উক্তিতে যে 'এব'কার দ্বারা অবধারণ করা হইয়াছে তাহারও বাধ হইতেছে না, ইহাই তাৎপর্য্য। 'তস্মাদ্ বাক্যাদেবেতি'—তস্মাৎ—'যথা সৈন্ধবঘনঃ'

ইত্যাদি বাক্য হইতে এই অর্থ। 'ন চেদৃশেঽপি জীবে' ইতি—ঈদৃশেঽপি অর্থাৎ বাহ্যতঃ ও অভ্যন্তরে সর্ব্বাংশে চৈতন্যময় জীবেও ॥৭॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঋষি স্বমত ব্যক্ত করিয়া বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মুক্ত জীবের চিন্মাত্রস্বরূপত্ব নিরূপিত হইলেও প্রজাপতিবাক্যানুসারে মুক্ত জীবে সত্য-সঙ্কল্পত্বাদি গুণাষ্টক বিশিষ্টত্বের কোন বিরোধ হয় না, ইহা তিনি মনে করেন। চিন্মাত্রস্বরূপত্ব ও গুণাষ্টকবিশিষ্টত্ব উভয়ই মুক্ত জীবে সম্ভব, ইহাই বাদরায়ণ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের সিদ্ধান্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে॥" (ভাঃ ৪।৯।১৫)

"এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্॥"
(ভাঃ ১১।১৪।৪৫)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার ১৮।৫৪-৫৫ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"স বা এষ এতস্মান্মর্ত্ত্যো বিমুক্তশ্চিন্মাত্রো ভবতি অথ তেনৈব রূপেণা-ভিপশ্যত্যভিশৃণোত্যভিমনুতেঽভিজানাতি তামাহুর্ম্মুক্তিমিতি সৌপর্ণশ্রুতৌ চিন্মাত্রেণাপ্যুপন্যাসাজ্জৈমিন্যাক্তস্তু চ ভাবাদুভয়দর্শনাবিরোধং বাদরায়ণো মন্যতে, নারায়ণাধ্যাত্মে চ মর্ত্তাদেহং পরিত্যজ্য চিতিমাত্রাত্মদেহিনঃ। চিতিমাত্রেন্দ্রিয়াশ্চৈব প্রবিষ্টা বিষ্ণুমব্যয়ম্। তদঙ্গানুগৃহীতৈশ্চ স্বাঙ্গৈরেব প্রবর্ত্তনম্। কুর্ব্বন্তি ভুঞ্জতে ভোগাংস্তদন্তর্বহিরেব বা। যথেষ্টং পরিবর্ত্তন্তে তস্যৈবানুগ্রহেরিতা ইতি।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বপ্রতিপাদনে সত্যপি অপহতপাপ্মত্বাদিমদ্বিজ্ঞানস্বরূপা-বির্ভাবাদবিরোধং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? মুক্তজীবসম্বন্ধিতয়া অপহতপাপ্মত্বাদ্যুপন্যাসাৎ" ॥৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ মুক্তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বং নিরূপয়তি। ছান্দোগ্যে—"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা" ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। মুক্তস্য জ্ঞাত্যাদিপ্রাপ্তিঃ প্রযত্নান্তরাদুত সঙ্কল্পমাত্রাদিতি। লোকে রাজাদীনাং সত্যসঙ্কল্পত-য়োক্তানামপি কার্য্যসঙ্কল্পে প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্বদর্শনাৎ তৎসহিতাদেব সঙ্কল্পাৎ তৎপ্রাপ্তিরিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর মুক্তপুরুষের সত্যসঙ্কল্পত্বগুণ নিরূপণ করিতেছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত আছে—'স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্... জ্ঞাতিভির্বা' সেই মুক্তপুরুষ উত্তম আহার করেন, ক্রীড়া করিতে থাকেন অথবা স্ত্রীসমূহের সহিত রতিক্রীড়া করেন, কিংবা উত্তমযান আরোহণ করেন ও জ্ঞাতি-বর্গে পরিবেষ্টিত হন। তাহাতে সংশয়—মুক্তপুরুষ যে জ্ঞাতি প্রভৃতি লাভ করেন, ইহা কি অন্য চেষ্টায়? অথবা সঙ্কল্পমাত্রেই? পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—যেমন রাজা প্রভৃতি সত্যসঙ্কল্প হইলেও অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইলেও, তাঁহাদেরও কোন কার্য্য করিবার সঙ্কল্প হইলে অন্য প্রযত্ন অপেক্ষিত হয় দেখা যায়, সেইরূপ অন্য প্রযত্ন সহিত সঙ্কল্প হইতেই স্ত্রী প্রভৃতি প্রাপ্তি ঘটে, এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেত্যাদি। সত্যসঙ্কল্পধর্ম্মা মুক্তঃ প্রোক্তস্ত-মুপজীব্য পিত্রাদিপার্ষদশালিত্বং তস্য বর্ণ্যমিতি প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। কার্য্যসঙ্কল্প ইতি। প্রাসাদাদিনির্ম্মিৎসায়াং পাষাণকাষ্ঠাদিসংগ্রহাপেক্ষাদর্শনাদিত্যর্থঃ। তৎসহিতাৎ প্রযত্নান্তরযুক্তাৎ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষের সত্যসঙ্কল্পরূপ গুণ হয়, এক্ষণে তাহাই অবলম্বন করিয়া পিতৃ প্রভৃতি পার্ষদগণে

পরিবৃতত্ব তাহার বর্ণনীয়। এইরূপে পূর্ব্বের মত আশ্রয়াশ্রয়ি-ভাবরূপ সঙ্গতি এই অধিকরণে বোদ্ধব্য। কার্য্যসঙ্কল্পে প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্ব-দর্শনাদিতি—যেমন দেখা যায়—প্রাসাদ (অট্টালিকা) প্রভৃতি নির্ম্মাণেচ্ছা হইলে প্রস্তর, কাষ্ঠ প্রভৃতি উপকরণের সংগ্রহ অপেক্ষিত হয়। 'তৎ সহিতা-দেব সঙ্কল্পাৎ' ইতি—তৎসহিতাৎ—অন্য প্রযত্ন-সহিত সঙ্কল্প হইতে প্রাসাদাদির নির্ম্মাণ হয়।

সংকল্পাধিকরণম্

সূত্রম্—সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥৮॥

সূত্রার্থ—কেবল সঙ্কল্প হইতেই মুক্তপুরুষের সেই স্ত্রী প্রভৃতি প্রাপ্তি হয়, প্রমাণ কি ? যেহেতু সেইপ্রকার শ্রুতি আছে ॥৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সঙ্কল্পমাত্রাদেবাস্য তৎপ্রাপ্তিঃ। কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ। "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে"। ইতি পূর্ব্বত্র তন্মাত্রাদেব তৎপ্রাপ্তিশ্রবণাৎ। ইতরথাবধারণস্য বাধঃ। "প্রজ্ঞান-ঘন এব" ইত্যত্র ধর্ম্মাবেদকাদ্বাক্যান্তরাৎ তস্য ব্যবস্থাপনম্। ন চ তদ্বৎ সাপেক্ষত্বাবেদকং বাক্যান্তরং পশ্যামঃ। এষা স্বস্থৈশ্বর্য্যপ্রধানা মুক্তিঃ সেবারসাস্বাদলুব্ধৈর্নাপেক্ষ্যেতি তদ্ধেয়ত্ববচনান্যুপপদ্যের-ন্নিতি ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ—কেবল সঙ্কল্প হইতেই তাঁহার সেইসকল প্রাপ্তি হয়, এজন্য অন্য প্রযত্ন আবশ্যক হয় না। কি হেতু ? 'তচ্ছ্রুতেঃ' যেহেতু শ্রুতি সেই কথা বলিতেছেন। শ্রুতি যথা—'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি···সম্পন্নো মহীয়তে' সেই মুক্তপুরুষ যদি পিতৃলোক কামনা করেন তবে ইঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই পিতৃগণ উপস্থিত হন, তিনি সেই পিতৃলোকপরিবৃত হইয়া আনন্দ উপভোগ

করেন। এই কথা ছান্দোগ্যের 'স তত্র পর্য্যেতি' ইত্যাদি বাক্যের পূর্ব্বে, কেবল সঙ্কল্প হইতেই পিত্রাদির উপস্থিতি শ্রুত হইতেছে, এজন্য। যদি কেবল সঙ্কল্প হইতে উপস্থিতি না বলিয়া প্রযত্নান্তরের অপেক্ষা থাকিত তবে 'সঙ্কল্পাদেবাস্য' ইত্যাদি শ্রুতিস্থ 'এব' শব্দের অবধারণার্থের বাধ হইত। তবে যে 'প্রজ্ঞানঘনএব' এই শ্রুতি দ্বারা কেবল চিৎস্বরূপত্ব বলা আছে, তাহার অর্থাৎ অবধারণার্থক 'এব' শব্দের উপপত্তি ধর্ম্মান্তরবত্তার জ্ঞাপক বাক্য হইতে ব্যাবৃত্তিবোধনার্থ এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'প্রজ্ঞানঘন এব' ইত্যাদির মত প্রযত্নান্তর-সাপেক্ষতা-জ্ঞাপক অন্য বাক্য দেখিতে পাইতেছি না। এই যে মুক্ত ব্যক্তির স্বকীয় প্রধানভাবে সুখৈশ্বর্য্যময়ত্বকে মুক্তি বলা হইল, তাহার উদ্দেশ্য ভগবৎসেবানন্দ-লোভী যে সকল মুক্তপুরুষ আছেন, এইরূপ মুক্তি তাঁহারা অপেক্ষা করেন না অর্থাৎ কামনা করেন না, এই ব্যাখ্যায় সালোক্য, সার্ষ্টি প্রভৃতির হেয়ত্ববোধক বাক্যগুলি যথা "সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ" সমঞ্জস হইবে ॥৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—সঙ্কল্পাদিতি। তন্মাত্রাদেব কেবলসঙ্কল্পাদেব। ইতরথেতি তন্মাত্রাদেব ইত্যস্বীকারে সঙ্কল্পাদেবাস্যেত্যত্রাবধারণবাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তস্যে-ত্যবধারণস্য। তদিতি প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্ববোধকমিত্যর্থঃ। কৈঙ্কর্য্যরসেত্য-নুক্ত্বা সেবারসেত্যুক্তিঃ সর্ব্বভক্তগ্রহণায়। তদ্ধেয়ত্বেতি। মুক্তিত্যাজ্যত্ববাক্যা-নীত্যর্থঃ। তানি চ সালোক্যসার্ষ্টীত্যাদীনি বোধ্যানি ॥৮॥

টীকানুবাদ—'সঙ্কল্পাদেবেত্যাদি' সূত্রে। 'পূর্ব্বত্র তন্মাত্রাদেবেতি' ভাষ্যে, তন্মাত্রাদেব অর্থাৎ প্রযত্নান্তরের অপেক্ষা রহিত—কেবল সঙ্কল্প হইতেই। 'ইতরথাবধারণস্যবাধ' ইতি ইতরথা অর্থাৎ কেবল সঙ্কল্প হইতেই ইহা স্বীকার না করিলে 'সঙ্কল্পাদেবাস্য' এই অবধারণার্থক (ইতরব্যবচ্ছেদার্থক) 'এব'কারের বাধ (অসঙ্গতি) হইবে। 'তস্য ব্যবস্থাপনমিতি' তস্য—অব-ধারণের ব্যবস্থা। 'তৎসাপেক্ষত্বাবেদকমিতি'—প্রযত্নান্তরের সাপেক্ষতাবোধক-বাক্য। সেবারসাস্বাদলুব্ধৈরিতি—এখানে 'কৈঙ্কর্য্যরসাস্বাদলুব্ধৈঃ' না বলিয়া 'সেবারস' ইহা বলিবার অভিপ্রায় সর্ব্ববিধ ভক্তের সংগ্রহ। তদ্ধেয়ত্বেতি

মুক্তির ত্যাজ্যত্ববোধক বাক্যগুলি, সেগুলি হইতেছে—'সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বাদি'-বোধক বাক্য ॥৮॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে মুক্তপুরুষের সত্যসঙ্কল্পত্বগুণ নিরূপণ করিতেছেন। ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—"স তত্র পর্য্যেতি" (ছাঃ ৮।১২।৩), অর্থাৎ মুক্ত-পুরুষ ব্রহ্মপুরে ইচ্ছামত আহার, বিহারাদি করেন। এ-স্থলে সংশয় এই যে,—মুক্তপুরুষের ঐ সকল প্রাপ্তি কি ইচ্ছামাত্রেই হইয়া থাকে? অথবা তন্নিমিত্ত প্রযত্ন করিতে হয়? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, জগতে সত্যসঙ্কল্প বলিয়া কথিত রাজগণেরও কার্য্যসঙ্কল্পে প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্ব দৃষ্ট হয়, অতএব মুক্তপুরুষেরও সেইরূপ অন্য প্রযত্ন-সহিত সঙ্কল্প হইতেই স্ত্রী-প্রভৃতি প্রাপ্তি ঘটে, এইরূপ মতবাদের নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, মুক্তপুরুষের সঙ্কল্পমাত্রেই সেই সকল প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যেমন ছান্দোগ্যেই পাই—"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি···যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি। তেন সম্পন্নো মহীয়তে।"

(ছাঃ ৮।২।১-১০)।

এ-স্থলে লক্ষণীয় এই যে, এই সকল স্বসুখৈশ্বর্য্য-প্রধানা মুক্তি শ্রীভগবানের সেবারসাস্বাদলুব্ধ মুক্ত পুরুষগণ অপেক্ষা করেন না, এমন কি, শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় দিলেও গ্রহণ করেন না। স্বসুখপর মুক্তির হেয়ত্ব-বাচক বচন শাস্ত্রেই পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্দ্দম ঋষির সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ কর্দ্দমো যোগমাস্থিতঃ।
বিমানং কামগং ক্ষত্তস্তর্হ্যেবাবিরচীকরৎ ॥" (ভাঃ ৩।২৩।১২)

আরও পাই,—

"কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাম্।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ॥" (ভাঃ ৩।২৩।৪২)

শ্রীকপিল দেবহূতি সংবাদে হেয়ত্ব-সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" (ভাঃ ৩।২৯।১৩)

অর্থাৎ শ্রীকপিলদেব বলেন—যাঁহারা আমার সেবাসুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য মুক্তিকে সেবার দ্বার বলিয়া দিতে চাহিলেও তাঁহারা সেগুলিকে কোন প্রকার সেবার ব্যাঘাত স্বরূপ মনে করিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। একত্ব বা সাযুজ্যকে তো ঘৃণা পূর্ব্বক ত্যাগই করেন। ইহারই নাম আত্যন্তিক ভক্তিযোগ।

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"ন তেষাং ভোগাদিষু প্রযত্নাপেক্ষা 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি' ইতিশ্রুতেঃ" ॥৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সত্যসঙ্কল্পস্যাপি মুক্তস্য পুরুষোত্তমৈকাশ্রয়ত্বং দর্শয়তি। মুক্তঃ পুরুষোত্তমাদন্যেন নিয়ম্যো ন বেতি সন্দেহে তদন্যেন নিয়ম্যঃ স্যাৎ পরসদ্মগতত্বাৎ রাজসদ্মগতবদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—কৈঙ্কর্য্য ও সেবা যে এক পদার্থ নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য বক্ষ্যমাণ অধিকরণের আরম্ভ 'অথেত্যাদি' বাক্যে। অতঃপর মুক্তপুরুষ সত্যসঙ্কল্প হইলেও পুরুষোত্তম শ্রীহরিকেই কেবল আশ্রয় করিয়া থাকেন—ইহা দেখাইতেছেন। এই বিষয়ে সংশয় এই—মুক্তপুরুষ পুরুষোত্তম-ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা নিয়ম্য অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণীয় কিনা? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—হাঁ, পুরুষোত্তম-ভিন্ন অন্য দ্বারাও সেই মুক্তপুরুষ নিয়ম্য হইবে; কারণ রাজবাটীতে কেহ গমন করিলে সেই রাজগৃহগত ব্যক্তি যেমন রাজপুরুষের আজ্ঞাধীন হয়, সেই প্রকার মুক্তপুরুষও পরধামগত হওয়ায় ধামরক্ষকগণ কর্ত্তৃক নিয়ম্য হইবে, এই মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—মুক্তমুপজীব্য তস্য ভগবৎকিঙ্করতা বর্ণ্যেতি প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি। তদন্যেন পুরুষোত্তমাদিতরেণ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—মুক্তপুরুষকে উপজীব্য করিয়া অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া তাঁহার ভগবৎ-কিঙ্করতা বর্ণনীয়, এজন্য পূর্ব্বের মত আশ্রয়াশ্রয়ি-

ভাব-সঙ্গতি। 'অথেত্যাদি' ভাষ্য। 'তদন্যেন নিয়ম্যঃ স্যাৎ' ইতি—তদন্যেন অর্থাৎ শ্রীপুরুষোত্তম-ভিন্ন অন্য কাহা কর্ত্তৃক।

অতএব চানন্যাধিকরণম্

সূত্রম্—অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥৯॥

সূত্রার্থ—পুরুষোত্তমের অনুগ্রহোদয়াধীন সত্যসঙ্কল্পত্ববশতঃই সেই মুক্ত-পুরুষ অন্য-নিয়ম্য নহে ॥৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতঃ পুরুষোত্তমানুগ্রহাবির্ভাবাৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদেব হেতোর্মুক্তোঽনন্যাধিপতিশ্চ ভবতি। নাস্ত্যন্যঃ পুরুষোত্তমাদধিপতির্যস্য সঃ। তদেকাশ্রয়ঃ সন্ দীব্যতীতি। ইতরথা সংসারবিশেষাপত্তিঃ স্যাৎ। অস্য সত্যসঙ্কল্পত্বং স্বাত্মভূতমপি পুরুষোত্তমোপাসনাদাবির্ভূতমতোঽসৌ তমেবানন্তানন্দং স্বাশ্রিতবৎসলমনুকম্পয়ন্ প্রমোদতে। স চ মুক্তমানন্দয়তীতি বিবক্ষ্যতি দর্শয়তশ্চৈবমিত্যাদিনা। তদংশো জীবস্তস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে তস্মাদেবেতি প্রাক্ প্রদর্শিতম্। অতঃ সত্যসঙ্কল্পাদেব মুক্তোঽনন্যাধিপতির্নাস্ত্যন্যোঽধিপতিরস্যেতি বিধিনিষেধাযোগ্যো ভবতি। তদ্‌যোগ্যত্বে তু সত্যসঙ্কল্পত্বং বিহন্যেতেত্যেকে ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃ—পুরুষোত্তমের অনুগ্রহোদয় হইতে উদ্ভূত সত্য-সঙ্কল্পবশতঃই মুক্তপুরুষ অনন্যাধিপতি হন অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ভিন্ন অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক নিয়মিত হন না। অনন্যাধিপতি-পদের বিগ্রহ-বাক্যে ইহাই পাওয়া যায়, নাই অন্য অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ভিন্ন, অধিপতি যাঁহার তাদৃশ অর্থাৎ তাঁহাকেই এক আশ্রয় করিয়া তিনি বিহার করেন। তাহা না হইলে অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ভিন্ন অপর কর্ত্তৃক নিয়ম্য হইলে সেই মুক্তপুরুষ একপ্রকার সংসারী হইয়াই পড়িবেন। এই মুক্তপুরুষের সত্যসঙ্কল্পতা স্বাত্মগত হইলেও

পুরুষোত্তমের উপাসনা হইতে আবির্ভূত, এই উপাসনার ফলে ঐ কিঙ্কর মুক্তপুরুষ সেই অখণ্ডানন্দময় স্বভক্তবৎসল শ্রীহরিকে দয়াপ্রবণ করিয়া বিহার করেন। ইহার প্রমাণ—'স চ মুক্তমানন্দয়তি' সেই শ্রীহরি মুক্ত-পুরুষকে আনন্দিত করেন। এই কথা 'দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সূত্রকার বিশেষরূপে বলিবেন। জীব সেই পুরুষোত্তমের অংশ, সুতরাং তাহার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সেই পুরুষোত্তম হইতে হইয়া থাকে, এ-কথা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। কেহ কেহ এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা—অতএব—সত্যসঙ্কল্পবশতঃ মুক্তপুরুষ শ্রীহরি-ভিন্ন অন্য নিয়ামকরহিত, এইহেতু তিনি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অযোগ্য হইয়া থাকেন। যদি বিধিনিষেধ-যোগ্য তিনি হন, তবে তাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা ব্যাহত হইয়া পড়িবে ॥৯॥

সূক্ষ্মা টীকা—অত ইতি ব্যাচষ্টে। পুরুষোত্তমেত্যাদি। ইতরথেতি। পুরুষোত্তমাদন্যেনাপি নিয়ম্যত্বে সতি নিখিলকিঙ্করো মুক্তঃ সংসারিতুল্যঃ স্যাদেব কিঙ্করবদিত্যর্থঃ। যত্তু পরসদ্মগতত্বাদন্যনিয়ম্যত্বমুক্তং তৎ খলু স্থূলং সৎসদ্মনি তজ্জনানাং তদানুকূল্যেন ধর্ম্মেণ মিথোঽতিস্নেহোদয়াৎ। শ্রীহরেস্তু স্বরূপপ্রযুক্তমেবেশনং তচ্চ তজ্জনানাং ভূষণরূপমেব। বিষ্বক্‌সেনাদিনিত্য-মুক্তজীবানাং যৎ স্বেতরান্ প্রতি নিয়ামকত্বং স্বীকুর্ব্বন্তি তত্তীশদত্তাধিপ-ত্যাদীশ্বরীয়মেব বোধ্যম্। ন চৈবং গুরুলঘুভাববিলোপাপত্তিঃ তদ্ভক্তিমহিম্না তদ্ভাবস্য তত্ত্বাৎ। ব্যাখ্যান্তরমাহ অত ইত্যাদি ॥৯॥

টীকানুবাদ—সূত্রোক্ত 'অতএব' ইতি। অতঃ পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন, 'পুরুষোত্তমানুগ্রহাবির্ভাবাদিত্যাদি'। 'ইতরথা সংসারিবিশেষাপত্তিঃ স্যাদিতি' ইতরথা অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ভিন্ন অন্য পুরুষ কর্তৃক নিয়ম্য হইলে মুক্তিলাভ করিয়াও নিখিল কিঙ্কর সংসারী পুরুষের মত হইয়া পড়িবেন। তবে যে দৃষ্টান্ত দ্বারা পরগৃহগত হওয়ায় অপরকর্তৃক নিয়ম্যতা বলা হইয়াছে, তাহা স্থূল কথা; কারণ সদ্‌ব্যক্তির গৃহগত অথবা পরমাত্মধামে উপনীত হইলে সেই গৃহে অধিকৃত জনসমূহের তাঁহার প্রতি আনুকূল্যই হয়, এই আনুকূল্যধর্ম্মে আশ্রিত ও আশ্রয়াধিকৃত পুরুষদিগের পরস্পর অতিস্নেহ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীহরির স্বরূপাধীন নিয়ামকত্ব, তাহা তাঁহার ধামা-ধিকৃত লোকদিগের ভূষণরূপই। তবে যে বিষ্বক্‌সেন প্রভৃতি নিত্যমুক্ত

জীবগণের স্ব-ভিন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি নিয়ামকত্ব প্রাচীনেরা স্বীকার করেন, তাহা ঈশ্বরদত্ত আধিপত্যবশতঃ ঈশ্বরীয়ই জানিবে অর্থাৎ উহা ঈশ্বরেরই আধিপত্য বা নিয়ামকত্ব জানিবে। যদি বল, তাহা হইলে নিত্যমুক্ত জীবের ও ঈশ্বরের মধ্যে যে লঘুগুরু ভাব আছে, তাহার বিলোপ হইয়া যায়; ইহাও নহে; যেহেতু সেই নিত্যমুক্ত বিশ্বক্সেনাদি জীবের তাঁহার প্রতি অসাধারণ ভক্তির মাহাত্ম্যে ঐরূপ ঈশ্বরীয় নিয়ামকত্ব বর্ত্তমান। এ-বিষয়ে অন্য ব্যাখ্যা দেখাইতেছেন—অতঃ সঙ্কল্পাদেবেত্যাদি ॥৯॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর মুক্তপুরুষ সত্যসঙ্কল্প হইলেও একমাত্র শ্রীপুরুষোত্তমের আশ্রয় ব্যতীত অন্য কাহারও আশ্রয় স্বীকার করেন না, তাহাই দেখাইতেছেন। এ-স্থলে যদি এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, মুক্তপুরুষ পুরুষোত্তম-ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা নিয়ম্য হন কি না? পূর্ব্ব-পক্ষী বলেন—কোন ব্যক্তি রাজার গৃহে গমন করিলে তিনি যেমন সেই রাজগৃহস্থিত রাজকর্ম্মচারিগণের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রহ্মপুরে গমনহেতু মুক্তপুরুষও সেই ধামরক্ষক পুরুষগণ কর্ত্তৃক নিয়মিত হউন। এইরূপ আপত্তির উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার সমাধানার্থ বর্ত্তমান সূত্রের অবতারণা পূর্ব্বক সূত্রকার বলিতেছেন যে, ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমের অনুগ্রহে আবির্ভূত সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণবিশিষ্ট মুক্তপুরুষগণ কেবল শ্রীপুরুষোত্তম কর্ত্তৃকই নিয়মিত হন, অন্য কাহারও দ্বারা নহে। অন্যথা মুক্তপুরুষেরও এক-প্রকার সংসারবিশেষ হইয়া পড়িবে।

মুক্তপুরুষ ভক্তগণ যেমন শ্রীভগবানকে সেবা করিয়াই আনন্দ পান, ভক্তবৎসল আনন্দময় শ্রীভগবানও সেইরূপ ভক্তকে আনন্দপ্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং আনন্দিত হইয়া থাকেন। জীব শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ, সুতরাং জীবের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতেই সিদ্ধ হয়। অতএব মুক্তপুরুষ সত্যসঙ্কল্প হইয়াও অনন্যাধিপতি। এবং বিধিনিষেধের অতীত। কারণ বিধি-নিষেধাধীন হইলে তাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা সিদ্ধ হয় না। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও মুক্তপুরুষের ইচ্ছা পরস্পর অভিন্ন হওয়ায় কোন সামঞ্জস্যের অভাব হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যস্যানুদাস্যমেবাস্মৎপিতামহঃ কিল বব্রে ন তু স্বং পিত্র্যং যদুতাকুতো-ভয়ং পদং দীয়মানং ভগবতঃ পরমিতি ভগবতোপরতে খলু স্বপিতরি।"

(ভাঃ ৫।২৪।২৫)

আরও পাই—

"যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥"
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

(ভাঃ ৯।৪।৬৫-৬৮)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

"যেহেতু মুক্তপুরুষ সত্যসংকল্প, সেইহেতু তিনি অনন্যাধিপতি হন ; ইহার অর্থ তিনি বিধি-নিষেধের অযোগ্য। বিধিনিষেধের যোগ্য হইলে সত্য-সঙ্কল্পতা প্রতিহত হইয়া থাকে। অতএব সত্যসঙ্কল্পত্ববোধক শ্রুতি দ্বারাই তাঁহার অনন্যাধিপতিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই কারণেই শ্রুতি তাঁহাকে 'স্বরাট্' বা 'স্বতন্ত্র' বলেন।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"সত্যসঙ্কল্পত্বাদেব পরমোঽধিপতিস্তেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ। ব্রহ্মাদি-মানুষান্তানাং সর্ব্বেষামবিশেষতঃ। ততঃ প্রাণাদিনামান্তাঃ সর্ব্বেঽপি যতয়ঃ ক্রমাৎ। আচার্য্যাশ্চৈব সর্ব্বেঽপি যৈজ্ঞানং সুপ্রতিষ্ঠিতম্। এতেভ্যোঽন্তঃ পতির্নৈব মুক্তানাং নাত্র সংশয় ইতি চ বারাহে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"পরব্রহ্মাত্মকো মুক্ত আবির্ভূতসত্যসঙ্কল্পত্বাদেবানন্যাধিপতির্ভবতি, "স স্বরাড়্ ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ (ছাঃ ৭।২৫।২) ॥৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ মুক্তস্য দিব্যবিগ্রহযোগং দর্শয়তি। তত্রৈষ সংশয়ঃ। পরংজ্যোতিরুপসম্পন্নস্য মুক্তস্য বিগ্রহাদিকমস্ত্যুত নাস্ত্যাহো স্বিৎ যথেচ্ছমস্তি চ নাস্তি চেতি। তত্র তাবদ্বাদরি-মতমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর মুক্তপুরুষের দিব্য শরীর-প্রাপ্তি দেখাইতেছেন। তদ্বিষয়ে সংশয় এই—পরজ্যোতিঃ উপসম্পন্ন মুক্তের বিগ্রহাদি আছে? অথবা নাই? কিংবা তাঁহার ইচ্ছানুসারে কখনও থাকে, কখনও থাকে না? এই সংশয়ে প্রথমতঃ বাদরির মত বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথ মুক্তস্যেত্যাদি। ইহাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। অত্র কেচিদ্ ব্যাচক্ষতে। সঙ্কল্পাদিত্যত্র মুক্তস্য মনোঽস্তীতি প্রতীতম্। অথ দেহাদিকং তস্যাস্তি ন বেতি সংশয়ে বাদরিস্তদভাবমাহ। হি যতো মন-সৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমত ইতি শ্রুতিস্তস্য রমণে মনোমাত্রসাধনমাহ। যথা সঙ্কল্পাদেবেত্যবধারণেন সাধনান্তরাভাবস্তথান্যযোগব্যবচ্ছেদিনা মনসেতি বিশেষণেন তদভাবঃ। বিশেষণমন্যথা পীড্যেত।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অথ মুক্তস্যেত্যাদি' এই অধিকরণেও পূর্ব্বাধিকরণের মত আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি। ইহাতে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন—'সঙ্কল্পাৎ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা গিয়াছে যে, মুক্তপুরুষের মন থাকে, কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু প্রভৃতি তাঁহার থাকে কিনা? এই সংশয়ে—বাদরিমুনি দেহাদি-সম্বন্ধের অভাব বলেন। হি—যেহেতু 'মন-সৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে' সেই মুক্তপুরুষ মনদ্বারা এই সকল প্রার্থিত ভোগ্যবস্তু দেখিয়া আনন্দ ভোগ করেন—এই শ্রুতি মুক্তপুরুষের রমণে কেবল মনেরই করণত্ব বলিতেছেন। যেমন 'সঙ্কল্পাদেব' এই বাক্যান্তর্গত অবধারণার্থক 'এব' শব্দদ্বারা অন্য সাধনের ব্যাবৃত্তি জানান হইয়াছে, তদ্রূপ

'মনসা' এই বিশেষণ পদটি অন্যযোগ-ব্যবচ্ছেদ বুঝাইয়া করণান্তরের অর্থাৎ দেহাদির অভাব বুঝাইতেছে, তাহা না বলিলে 'মনসা' এই বিশেষণটি নিরর্থক হইয়া পড়ে।

অভাবাধিকরণম্

সূত্রম্—অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্॥১০॥

সূত্রার্থ—বাদরি মনে করেন, মুক্তপুরুষের বিগ্রহাদি সম্বন্ধ নাই; কেননা ছান্দোগ্য-শ্রুতিই এইরূপ বলিতেছেন॥১০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মুক্তস্য বিগ্রহাদ্যভাবং বাদরির্মন্যতে। বিগ্রহাদিকং খলু অদৃষ্টস্রষ্টম্। তদানীমদৃষ্টাভাবাৎ তন্ন সম্ভবেৎ। কুতঃ? আহ হ্যেবম্। হি যস্মাৎ ছান্দোগ্যশ্রুতিরেবমাহ। "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ "ইতি বিগ্রহাদিযোগে দুঃখস্যাপরিহার্য্যত্বমুক্ত্বা "অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়" ইত্যাদিনা তস্য তত্রাবিগ্রহত্বমুচ্যতে। "দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্"ইতি স্মৃতেশ্চ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ—বাদরি মুনি মুক্তপুরুষের বিগ্রহাদির অভাব মনে করেন। কেননা, বিগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই জীবের অদৃষ্টাধীন উৎপন্ন হয়, সুতরাং মুক্তির পর অদৃষ্ট না থাকায় বিগ্রহাদি হইতেই পারে না। কেন? অর্থাৎ বাদরির মতের প্রমাণ কি? উত্তর—'হ্যেবমাহ' ইতি। হি, যেহেতু ছান্দোগ্য-শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন, যথা—'ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ⋯ন স্পৃশত' ইতি, শরীরসমন্বিত হইলে তাহার প্রিয় ও অপ্রিয়ের অর্থাৎ সুখ-দুঃখের বিনাশ হয় না, কিন্তু অশরীরী হইলে তাহাকে সুখ-দুঃখ স্পর্শ করে না অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ তাহাতে থাকে না। ইহা দ্বারা শ্রুতি বিগ্রহাদি-

সম্বন্ধ হইলে দুঃখের অপরিহার্য্যতা (অবশ্যম্ভাবিতা) বলিয়া 'অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মুক্তপুরুষের মুক্তদশায় বিগ্রহাভাব বলিতেছেন। এ-বিষয়ে শ্রীভাগবতীয় স্মৃতিবাক্যও প্রমাণ যথা—'দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠ পুরবাসিনাম্' ইতি বৈকুণ্ঠধামবাসীরা দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সম্পর্কহীন ॥১০॥

সূক্ষ্মা টীকা—অভাব ইতি। মুক্তস্যেতি। বিগ্রহাদ্যভাবং দেহেন্দ্রিয়-বিরহম্। প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ সুখদুঃখয়োঃ। অপহতির্বিনাশঃ। তস্য তত্রেতি। তস্য মুক্তস্য। তত্র মুক্তৌ। দেহেন্দ্রিয়েতি শ্রীভাগবতে ॥১০॥

টীকানুবাদ—'অভাবে বাদরিঃ' ইত্যাদি সূত্রে। 'মুক্তস্য বিগ্রহাদ্যভাব-মিতি' বিগ্রহাদ্যভাবং —দেহেন্দ্রিয়ের অভাব। 'প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি' ইতি—প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ—সুখ-দুঃখের, অপহতিঃ—বিনাশ, 'তস্য তত্রাবিগ্রহত্ব-মুচ্যতে' ইতি—তস্য—মুক্তপুরুষের, তত্র—মুক্তিদশায়। 'দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানা-মিত্যাদি' শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের ॥১০॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে মুক্তপুরুষের দিব্য বিগ্রহযোগ প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাতে সংশয় এই যে, পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত মুক্তপুরুষের কোনরূপ বিগ্রহ আছে কি নাই ? অথবা ঐ বিগ্রহ যথেচ্ছভাবে থাকে কি না ? এইরূপ সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার সমাধানের নিমিত্ত বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার প্রথমেই বাদরি ঋষির মত বলিতেছেন যে, মুক্তপুরুষের বিগ্রহাদি নাই। কারণ বিগ্রহাদি অদৃষ্টসৃষ্ট। মুক্তাবস্থায় জীবের অদৃষ্ট থাকে না।

ছান্দোগ্যেও আছে—ন বৈ সশরীরস্য···সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে। (ছাঃ ৮।১২।১-২)। শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—"দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্" (ভাঃ ৭।১।৩৪)।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"চিন্মাত্রং বিনান্যো দেহস্তেষাং ন বিদ্যতে ইতি বাদরিঃ। অশরীরো বা তদা ভবত্যশরীরং বা বসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত আভ্যাং হ্যেষ উন্মথ্যত ইত্যেবং কৌষারব্যশ্রুতাবাহ হি।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাওয়া যায়,—

"মুক্তস্য শরীরাদ্যভাবং বাদরির্মন্যতে। যতঃ 'অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইতি শ্রুতিস্তথৈবাহ" ॥১০॥

সূত্রম্—ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥১১॥

সূত্রার্থ—জৈমিনি বলেন—মুক্তপুরুষের শরীর-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আছে। প্রমাণ কি? বিকল্পামননাৎ—তাহার (মুক্তপুরুষের) সম্বন্ধে বিবিধ কল্প (উক্তি) শ্রুতিতে কথিত আছে, এজন্য ॥১১॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মুক্তস্য বিগ্রহাদিভাবং জৈমিনির্মন্যতে। কুতঃ? বিকল্পেতি। "স একধা ভবতি দ্বিধা ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা। সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ। শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ" ইতি ভূমবিদ্যায়াং তস্য বিবিধকল্পশ্রবণাৎ। ন হি বিবিধ-বিগ্রহতামন্তরা বহুত্বমণুপরিমাণস্য তস্যাঞ্জসমবকল্প্যেত। ন চৈতদ-বাস্তবমিতি শক্যং শঙ্কিতুং মোক্ষপ্রকরণস্থত্বাৎ। এবং সত্যশরীর-মিতি ত্বদৃষ্টবিগ্রহাদ্যভাবপরম্। বক্ষ্যমাণস্মৃতেশ্চ ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ—মুক্ত পুরুষের শরীর-ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সদ্ভাব জৈমিনি মনে করেন। ইহার কারণ কি? যেহেতু শ্রুতিতে বিকল্পের অর্থাৎ বিবিধ প্রকারের উক্তি আছে। যথা 'স একধা ভবতি…বিংশতিঃ' সেই মুক্তপুরুষ এক প্রকার হন, আবার দুই প্রকার, তিন প্রকার এবং পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার, নয় প্রকার হন, আবার এগার প্রকার সম্পন্ন স্মৃত হন, আবার শত, দশ, এক, বিংশতি সহস্রমূর্ত্তিধারী হইয়া থাকেন। এই কথায় ভূমবিদ্যা-প্রকরণে মুক্তপুরুষের বিবিধ আকৃতি শ্রুত হইতেছে। বিবিধ মূর্ত্তিধারিত্ব ব্যতিরেকে অণুপরিমাণ সেই মুক্ত জীবের বহুরূপত্ব অসামঞ্জস্যযুক্ত হইয়া পড়িবে। যদি বল, এই বহুত্ব অবাস্তব, অবিদ্যাকল্পিত—মিথ্যাভূত, ইহাও বলিতে পার না, কারণ মোক্ষপ্রকরণেই ইহা আছে। অর্থাৎ মুক্তের অবিদ্যাকল্পিত দেহধারণ অসম্ভব। তবে যে 'অশরীরং বাব সন্তং'

ইত্যাদি শ্রুতিতে মুক্তের শরীরাভাব বলা হইয়াছে, তাহা অদৃষ্টাধীন শরীরাভাব তাৎপর্য্যে,—এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও প্রমাণ ॥১১॥

সূক্ষ্মা টীকা—আহেতি। জৈমিনির্মনসৈব দেহেন্দ্রিয়াণাং ভাবং মন্যতে। ন হি দেহভেদেন বিনা কদাচিদেকধাভাবঃ কদাচিত্রিধাভাব ইত্যাদি-বিকল্পাঃ সংভবেয়ুঃ। তত্র, বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ ইত্যাদি স্মৃতিশ্চ। আঞ্জসমিতি মুখ্যতয়েত্যর্থঃ। ন চেতি। এতদ্বহুত্বম্। শঙ্কিতুমিতি। অশরীরমিত্যেতৎ সঙ্কল্পসিদ্ধং দেহাদিকং প্রতিষেদ্ধুং নালমিত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণা স্মৃতির্ব্বসন্তীত্যাদিকা। ইহৈকস্মিন্ বিগ্রহে স্থিতস্যাণোঃ প্রসৃতয়া প্রজ্ঞয়া বিগ্রহান্তরেঽপ্যাত্মাভিমান ইত্যেকে। অচিন্ত্যয়েশশক্ত্যৈব হ্যেকাবয়ব-বর্জিতঃ। আত্মানং বহুধা কৃত্বা ক্রীড়তে যোগসম্পদেতি পাপান্মাদণুরাত্মা বহুতাং ভজতীতি ন কাপ্যনুপপত্তিরিত্যপরে ॥১১॥

টীকানুবাদ—'আহ হ্যেবমিত্যাদি' সূত্রে। জৈমিনি মনদ্বারাই মুক্ত জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধ মনে করেন। কারণ বিভিন্ন দেহধারণ না হইলে কখনও তাঁহার একরূপতা (এক মূর্ত্তি), কখনও ত্রিপ্রকারতা ইত্যাদি প্রকার ভেদ সম্ভব হয় না। সে বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে—'বসন্তীত্যাদি'। বৈকুণ্ঠধামে সব মুক্তপুরুষ বৈকুণ্ঠ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাস করেন ইত্যাদি। 'আঞ্জসমবকল্প্যেত' অর্থাৎ মুখ্যরূপে কল্পনা করা যায় না। 'ন চৈতদবাস্তবমিতি', এতৎ—মুক্ত জীবের বহুত্ব, 'শঙ্কিতুং শক্যম্' ইতি—সঙ্কল্পসিদ্ধ দেহাদিকে নিষেধ করিতে 'অশরীরম্' কথাটি হইতে পারে না, ইহা অর্থ। 'বক্ষ্যমাণা স্মৃতিরিতি' পরে বক্তব্য 'বসন্তি যত্র পুরুষা' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য থাকাহেতুও। ভাষ্যকারের মন্তব্য—এই এক শরীর-মধ্যে স্থিত অণুপরিমাণ জীবাত্মার প্রজ্ঞা ছড়াইয়া পড়ে, তাহার দ্বারা সম্পাদিত অন্য শরীরেও আত্মাভিমান হয়, কেহ কেহ এইরূপ সঙ্গতি দেখান। কিন্তু অচিন্তনীয় পরমেশ্বর শক্তি দ্বারাই অবয়ববর্জ্জিত এক মুক্ত জীব যোগশক্তি দ্বারা নিজেকে বহুরূপ করিয়া ক্রীড়া করেন, পাপ হইতে মুক্ত অণুপরিমাণ আত্মা বহুত্ব প্রাপ্ত হন, অতএব কোনও অসঙ্গতি নাই। এই কথা অপরে বলেন ॥১১॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার জৈমিনি ঋষির মত উল্লেখ পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, জৈমিনি বলেন—মুক্ত পুরুষের বিগ্রহাদি-ভাব অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আছে। কারণ শ্রুতিতে সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যে আছে—"স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ...(ইত্যাদি ছাঃ ৭।২৬।২)। এই সকল বাক্যে মুক্তপুরুষের বিগ্রহবত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বিবিধ মূর্ত্তিধারিত্ব-ব্যতিরেকে অণুপরিমাণ মুক্ত জীবের বহুরূপত্বের অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে। এই বহুত্বকে আবার অবাস্তবও বলা যাইতে পারে না; কারণ উহা মোক্ষপ্রকরণে কথিত আছে। তবে যে শ্রুতিতে কোথায়ও মুক্তকে 'অশরীরী' বলা আছে, তাহা কেবল অদৃষ্ট-সৃষ্ট বিগ্রহাদি-অভাবপর জানিতে হইবে। সত্যসঙ্কল্প মুক্তপুরুষের অপ্রাকৃত বাস্তব নিত্য বিগ্রহ স্বীকার করিতেই হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্ ॥" (ভাঃ ৩।১৫।১৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"স বা এষ এবংবিৎ পরমভিপশ্যত্যভিশৃণোতি জ্যোতিষৈব রূপেণ চিতাবাচিতাবনিত্যেন বাচানন্দী হ্যেবৈষ ভবতি নানন্দং কিঞ্চিদুপস্পৃশতি ইত্যৌদ্দালকশ্রুতৌ বিকল্পামননাৎ। অন্যদেহস্যাপি ভাবং জৈমিনির্ম্মন্যতে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"তচ্ছরীরাদিভাবং জৈমিনির্ম্মন্যতে। কুতঃ? "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদি বৈবিধ্যামননাৎ।"

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন, মুক্ত জীবের শরীরেন্দ্রিয়ভাব আছে। কারণ? বিকল্পের উল্লেখ যেহেতু শ্রুতিতে আছে। বিবিধঃ কল্পো অর্থাৎ 'বৈবিধ্যম্' এক আত্মার স্বরূপতঃ অনেক প্রকার হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব ছান্দোগ্যোক্ত ত্রিধাভাবাদি অবস্থাসমূহ শরীরেন্দ্রিয় ঘটিত; তবে

যে শ্রুতিতে মুক্ত জীবকে অশরীরী বলা হয়, তাহা কিন্তু কর্ম্মনিমিত্ত শরীরাভাবপর ॥১১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ স্বমতমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর সূত্রকার নিজ মত বলিতেছেন—

সূত্রম্—দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥১২॥

সূত্রার্থ—অতঃ—সত্যসঙ্কল্পত্ব-নিবন্ধনই, উভয়বিধং—উভয় প্রকার অর্থাৎ সবিগ্রহ ও অবিগ্রহ মুক্তপুরুষ, বাদরায়ণঃ—বেদব্যাস স্বীকার করেন ॥১২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাদেব হেতোরুভয়বিধং মুক্তং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে উভয়বিধবাক্যদর্শনাৎ। তমবিগ্রহং সবিগ্রহঞ্চ স্বীকরোতীত্যর্থঃ। দ্বাদশাহবৎ। যথা দ্বাদশাহস্য যজমানেচ্ছয়ানেকযজমানকত্বে সত্রত্বমেকযজমানকত্বেঽহীনত্বঞ্চ ন বিরুদ্ধ্যতে। তথা স্বেচ্ছয়াবিগ্রহত্বং সবিগ্রহত্বঞ্চ মুক্তস্যেত্যর্থঃ। ইদমত্র তত্ত্বম্। মুক্তাঃ খলু ব্রহ্মবিদ্যয়া সংছিন্নপিধানাঃ সত্যসঙ্কল্পাশ্চ ভবন্তি। তেষু যে বিগ্রহাদিলিপ্সবস্তে সঙ্কল্পাদেব তদ্বন্তঃ স্যুঃ। স একধেত্যাদিশ্রুতেঃ। যে তু ন তাদৃশাস্তে কিল ন তদ্বন্তঃ। অশরীরং বাবেত্যাদিশ্রুতেঃ। যে ব্রাহ্মণবপুষা নিত্যং ব্রহ্মানুবৃত্তিমিচ্ছন্তি তেষান্তু তচ্চিচ্ছক্তিময়ং তদাবির্ভবতীতি কিল নিত্যং তদ্বন্তস্তদনুবর্ত্তন্ত ইতি মন্তব্যম্। বৃহদারণ্যকে—"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। "স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্ত্যমতিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্ব্বমনুভবতি" ইতি মাধ্যন্দিনায়নশ্রুতেশ্চ। "বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ। আসাধনসময়াদেব সঙ্কল্পো বোধ্যঃ। যথাক্রতুশ্রুতেঃ—"গচ্ছামি বিষ্ণুপাদাভ্যাং বিষ্ণুদৃষ্ট্যানুদর্শনম্" ইত্যাদি পূর্ব্বস্মরণাৎ "মুক্তস্যৈতদ্ ভবিষ্যতি" ইত্যেবং স্মৃতেশ্চ ॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সত্যসঙ্কল্পত্ব-নিবন্ধনই ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস মুক্ত জীব উভয়বিধ মনে করেন অর্থাৎ সবিগ্রহত্ব ও অবিগ্রহত্ব উভয় প্রকার-বোধক বাক্য দেখিয়া সেই মুক্তপুরুষকে শরীরহীন আবার শরীরধারী স্বীকার করেন। দৃষ্টান্ত—দ্বাদশাহ সত্রের মত। অর্থাৎ যেমন দ্বাদশদিন-সাধ্য যজ্ঞ যজমানের ইচ্ছাবশতঃ অনেক যজমান কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ হইলে তাহা সত্র এবং একটি যজমান কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ হইলে অহীন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়, ইহাতে কোনও বিরোধ হয় না, সেইরূপ স্বেচ্ছায় মুক্তপুরুষের অবিগ্রহত্ব ও সবিগ্রহত্ব বিরুদ্ধ নহে। এ-বিষয়ে ইহাই তত্ত্ব—মুক্তপুরুষেরা ব্রহ্মবিদ্যাবলে স্বরূপাচ্ছাদক অবিদ্যা ছেদ করেন ও সত্যসঙ্কল্প হন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিগ্রহ—দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারা সঙ্কল্প হইতেই বিগ্রহাদিমান্ হন, ইহার অনুকূল শ্রুতি 'স একধা' ইত্যাদি বশতঃ। আর যাঁহারা তাদৃশ নহেন অর্থাৎ বিগ্রহাদি গ্রহণ করিতে চাহেন না, তাঁহারা বিগ্রহবান্ হন না। যেহেতু তদ্বিষয়ে 'অশরীরং বাব' ইত্যাদি শ্রুতি আছে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ শরীর লইয়া সর্ব্বদা পরমেশ্বরের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মশক্তিময় সেই বিগ্রহাদি আবির্ভূত হয়, প্রসিদ্ধি আছে—তাঁহারা সেই ব্রহ্মশরীরধারী হইয়া নিত্য ব্রহ্মের সেবায় রত থাকেন, ইহা জ্ঞাতব্য। বৃহদারণ্যকোপনিষদে শ্রুত হয় যে—'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎতং কেন কং পশ্যেৎ'। যে অবস্থায় এই সাধকের সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়াছে, তখন তাঁহার কোন বিষয়ে ভেদ থাকে না, তখন তিনি কাঁহাকে কাহার দ্বারা দেখিবেন? আবার মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতি বলিতেছেন—'স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরম্ ইত্যাদি···ব্রহ্মণৈবেদংসর্ব্বমনুভবতি'। সেই এই ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক এই মর্ত্ত্য শরীর ছাড়িবার পর ব্রহ্মে সম্পন্ন হন, তখন ব্রহ্মের দ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্ম দ্বারা শ্রবণ করেন, ব্রহ্ম দ্বারাই এই বিশ্ব প্রপঞ্চ ভোগ করেন। স্মৃতিবাক্যও আছে—'বসন্তি চাত্র পুরুষাঃ সর্ব্বেবৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ' সকল মুক্তপুরুষ এই বৈকুণ্ঠধামে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি লইয়া বাস করেন। সাধন সময় হইতেই সঙ্কল্প জানিবে। তাহার প্রমাণ—'যথাক্রতু' ইত্যাদি শ্রুতি, 'গচ্ছামি বিষ্ণুপাদাভ্যাং বিষ্ণুদৃষ্ট্যানুদর্শনম্'—আমি বিষ্ণুর চরণ যুগলের দ্বারা গমন করি, বিষ্ণুর চক্ষুঃ দ্বারা দর্শন করি, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবাক্য হইতে, 'মুক্ত-

স্তৈতদ্ভবিষ্যতি' মুক্তপুরুষের ইহা হইবে, এইরূপ স্মৃতিবাক্য হইতেও প্রমাণিত হইতেছে ॥১২॥

সূক্ষ্মা টীকা—অথেতি। তচ্চিচ্ছক্তিময়মিতি। ব্রহ্মশক্তিময়ং তদ্বিগ্রহাদীত্যর্থঃ। তদিতি। তদ্ব্রহ্ম। নিত্যমনুবর্ত্তন্তে সেবন্ত ইত্যর্থঃ। যত্র ত্বিতি উত্তরং মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণবাক্যমেতৎ। যত্র মোক্ষদশায়ামস্য মুক্তস্য জীবস্যাত্মা ব্যাপিচিৎসুখবিগ্রহো হরিরেব স্বসঙ্কল্পশক্ত্যা সর্ব্বং দেহেন্দ্রিয়াদিকমভূত্তদা স মুক্তঃ কেন কং পশ্যেদপি তু হরিশক্ত্যাত্মকেন দেহেন্দ্রিয়েণ তমেব শ্রীহরিং পশ্যেদিত্যর্থঃ। যে ত্বেতদ্ব্যাখ্যানং নেচ্ছন্তি তেষাং সর্ব্বমিতি নিরর্থকং স্যাৎ। কিন্তু যত্র ত্বয়মাত্মৈবাভূদিতি যুজ্যেত বক্তুম্। কিঞ্চ জীবস্য তদা লবণাকরনিপাতন্যায়েন পূর্ব্বস্বভাববিনাশপূর্ব্বকব্রহ্মভাবোৎপত্তির্ব্বিবক্ষিতা কিংবা রাজপুত্রধীবরন্যায়েন ভ্রান্তিনিবৃত্তিরিতি। নাদ্যঃ উভয়োরনিত্যতাপত্তেঃ। নেতরঃ সার্ব্বজ্ঞশ্রুতিব্যাকোপাৎ। তস্মাদুক্তমেব সুষ্ঠু। গচ্ছামীতি বৃহত্তন্ত্রে ॥১২॥

টীকানুবাদ—'অথ স্বমতমাহেতি'। 'দ্বাদশাহবদিত্যাদি' সূত্রে, 'তচ্চিচ্ছক্তিময়ং তদাবির্ভবতি' ইতি ভাষ্যে—তচ্চিচ্ছক্তিময়ম্—অর্থাৎ চিচ্ছক্তিময় সেই বিগ্রহাদি। 'তদ্বন্তস্তদনুবর্ত্তন্তে' ইতি—তদ্—ব্রহ্মকে। নিত্যমনুবর্ত্তন্তে—সর্ব্বদা সেবা করে, এই অর্থ। 'যত্র ত্বস্যেত্যাদি' ইহা বৃহদারণ্যকের উত্তরস্বরূপ মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণবাক্য। যত্র—যে মুক্তিদশায়, অস্য—এই মুক্তজীবের, আত্মা—বিভু, চিদানন্দময় বিগ্রহ শ্রীহরিই নিজ সঙ্কল্পশক্তিদ্বারা মুক্তের সমস্ত দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিস্বরূপ হইয়াছেন, তখন সেই মুক্তপুরুষ কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে? যেহেতু ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নাই, অতএব হরিশক্ত্যাত্মক দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা সেই শ্রীহরিকেই দেখিবে, ইহাই শ্রুতির অর্থ। যাঁহারা আমাদের এই ব্যাখ্যা পছন্দ করেন না, তাঁহাদের পক্ষে শ্রুতিস্থ সর্ব্বমাত্মৈবাভুৎ—এই সর্ব্ব-পদটি নিরর্থক হয়। কেননা—'যত্র ত্বয়মাত্মৈবাভূৎ' এইমাত্র বলিলেই চলিত। আর একটি দোষ হয় যে, জীবের মুক্তাবস্থায় তোমরা কি বলিতে চাও লবণের সমুদ্রে নিক্ষেপের মত পূর্ব্বস্বরূপ বিনাশ পূর্ব্বক ব্রহ্মভাবের উৎপত্তি? অথবা রাজপুত্র-ধীবরন্যায়ে অর্থাৎ পূর্ব্বে যে রাজপুত্র ছিল এক্ষণে ধীবর হইয়াছে, তাহার ভ্রান্তি-নিবৃত্তি? কিন্তু ইহাদের প্রথমটি বলা চলে না, কেন না, তাহাতে উভয়ই (জীব ও ব্রহ্ম) অনিত্য হইয়া

পড়ে। আবার অন্যটি অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষটিও অযৌক্তিক, যেহেতু তাহাতে পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা-বোধক শ্রুতির ব্যাঘাত হয়। অতএব আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই সমীচীন। 'গচ্ছামি বিষ্ণুপাদাভ্যাম্' ইত্যাদি বচনটি বৃহত্তন্ত্রোক্ত॥ ১২॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার নিজ মত ব্যক্ত করিতেছেন যে, সত্যসঙ্কল্পত্ববশতঃ সবিগ্রহত্ব এবং অবিগ্রহত্বরূপ উভয়বিধ স্বরূপই মুক্তপুরুষের আছে, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ ঋষি স্বীকার করেন। যেহেতু শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে উভয়বিধই উল্লিখিত আছে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শ্রীমদ্বলদেবের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

মূলকথা এই যে,—জীব ভগবদুপাসনার দ্বারা অবিদ্যার আবরণ ছেদন-করতঃ মুক্ত হন এবং ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের সত্যসঙ্কল্পতা সিদ্ধ হয়। তন্মধ্যে যাঁহাদের সাধনকাল হইতেই সেবাসঙ্কল্প থাকে, অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপায় সিদ্ধাবস্থায় পার্ষদতনু লাভ করিয়া নিত্যধামে নিত্যকাল নিত্য সহচররূপে শ্রীভগবৎ-সেবা করিবার সঙ্কল্প করেন, তাঁহারাই মুক্তাবস্থায় বিগ্রহবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ নিত্যপার্ষদ-দেহ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন রসে নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। সেইকালে তাঁহাদের সেবোপযোগী চিন্ময় দেহেন্দ্রিয়াদির আবির্ভাব হয়। আর যাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ নির্ব্বিশিষ্ট ভাবকে পাইবার বাসনায় ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহারা সত্য-সঙ্কল্পতাগুণবশতঃ নির্ব্বিশিষ্ট গতি-প্রাপ্তিতে শরীরাদি বিহীনই হইয়া থাকেন। এইরূপ দুইপ্রকার মুক্তপুরুষের সম্বন্ধেই শ্রুতি কোথায়ও সবিগ্রহত্ব কোথায়ও অবিগ্রহত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব সাধনকালীন সঙ্কল্পকেই মুক্তাবস্থায় সবিগ্রহত্ব বা অবিগ্রহত্বের কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন,—

সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধিতে পাইবে তাহা,

অতএব সাধক প্রথম হইতেই শুদ্ধভক্তের আশ্রয়ে থাকিয়া সঠিক লালসাযুক্ত হইয়া ভজন করিতে পারিলে সিদ্ধিতে সাধনানুযায়ী পার্ষদ-তনু লাভ ঘটে। আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকের সঙ্গে উপাসনায় রত হইলে তদ্রূপ ফল ফলে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥" (ভাঃ ৩।২৫।৩৮)

আরও পাই,—

"যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতো মলানি বিধমেদ্ গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্ যথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।৪০)

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই শ্লোক দুইটিও এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। (ভাঃ ৭।১।৩৪ এবং ভাঃ ৩।১৫।১৪)

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"
(ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীধরধৃত সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যকার-ব্যাখ্যা)

"পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং নিত্যত্বং শুদ্ধত্বঞ্চ।"
(ভাবার্থ-দীপিকা ১।৬।২৯) ॥১২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ভোগহেতবো ধর্ম্মা দিব্যদেহযোগাশ্চ নিরূপিতাঃ। ভোগশ্চ "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্"ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধঃ। স চোভয়থাপি স্যাদিতি বক্তুং প্রারম্ভঃ। তত্রৈবং সংশয়ঃ। মুক্তস্য ভোগঃ সম্ভবেন্ন বেতি। দেহেন্দ্রিয়াদিবিরহাৎ ন সম্ভবেৎ যত্ত্বয়ং যোগী মন্তব্যস্তদাপ্যানন্দপূর্ণস্য তস্য তত্তৃষ্ণানুদয়াৎ ন স যুক্ত ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে ভোগের হেতু সত্যসঙ্কল্পাদি ধর্ম্মসকল ও দিব্যদেহসম্বন্ধ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং মুক্তজীবের যে ভোগও হয়, তাহা 'সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্' তিনি সমস্ত কাম্যবস্তু ভোগ করেন, ইত্যাদি—শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সেই ভোগ মুক্তজীবের বিগ্রহ থাকিলে অথবা না থাকিলেও উভয় প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে,

ইহা বলিবার জন্য এই অধিকরণের আরম্ভ হইতেছে—তদ্বিষয়ে সংশয় এই প্রকার—মুক্তের ভোগ সম্ভব কি না? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—না, মুক্তের দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে ভোগ সম্ভব নহে। যদি এই মুক্তপুরুষকে যোগী মনে কর অর্থাৎ যোগবলে তাহার দেহেন্দ্রিয়াদি হইয়া ভোগ হইবে মনে কর, তাহা হইলেও ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত মুক্তজীবের আনন্দপূর্ণ-অবস্থায় যখন ভোগতৃষ্ণাই জন্মায় না, তখন সেই সমাধান যুক্তিযুক্ত নহে, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ভোগেতি। সোঽশ্নুতে ইতি। নন্বেষা শ্রুতিরপার্থা বিজিঘৎসোঽপিপাস ইতি শ্রুত্যা ভক্তভগবতোর্বিশেষত্বাৎ। মৈবম্। তৃপ্তস্যাপি হরের্ভক্তেচ্ছয়া বুভুক্ষোদয়াৎ ভুক্তস্য চ তৃপ্তস্যাপি ভোগ্যহরিপ্রসাদত্বেন তদুদয়াৎ শ্রীহরের্ভক্তেচ্ছানুগামীচ্ছত্বং স্বেচ্ছাময়স্যেতি স্মরণাৎ। অন্যথা ভোক্তৃত্বাবেদকানি বহুবাক্যানি ব্যাকুপ্যেয়ুঃ। তথাচ ন সা শ্রুতিরপার্থা। ক্ষুৎপিপাসাপ্রতিষেধস্তু বায়ুবিকারপ্রাণাভাবাৎ ভৌতিকভোগ্যাভাবপরঃ। ন তু রসাত্মকানি ভোগ্যানি বারয়িতুং তৎপ্রতিষেধঃ প্রভবতি তেষাং বচনেভ্যঃ সিদ্ধেঃ। তত্তৃষ্ণেতি। আনন্দহেতুভূতরসাদিভোগ্যস্পৃহাভাবাদিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'ভোগহেতব' ইত্যাদি। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ ইতি। আপত্তি এই—এই শ্রুতি অসঙ্গতার্থ। যেহেতু শ্রুতিতে আছে, শ্রীভগবান্ ভোজনেচ্ছাশূন্য, তৃষ্ণাবিরহিত; কিন্তু ভক্ত তাদৃশ নহে, এইরূপে শ্রীভগবান্ ও ভক্তে পার্থক্য আছে, এইজন্য। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মৈবং —এরূপ বলিও না। যেহেতু শ্রীহরি স্বয়ংতৃপ্ত অর্থাৎ পূর্ণকাম হইলেও ভক্তের ইচ্ছায় তাঁহার ভোগাকাঙ্ক্ষা হয়, মুক্ত জীব ভোগ করিলেও অথবা তৃপ্ত হইলেও শ্রীহরিপ্রসাদরূপে তাঁহার ভোগবাঞ্ছা জন্মে, এইজন্য। আর শ্রীভগবানেরও ইচ্ছা ভক্তের ইচ্ছার অধীন, যেহেতু স্মৃতিবাক্যও আছে 'স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কাপি' ইত্যাদি। ইহা স্বীকার না করিলে শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্বজ্ঞাপক বহুবাক্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। অতএব সিদ্ধান্ত—সেই ভোগশ্রুতি অর্থহীন নহে। তবে যে শ্রীভগবানের বিজিঘৎসা (ভোজনেচ্ছা) ও পিপাসা-শূন্যত্ব বলা হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি এইরূপে—বায়ুর বিকার

প্রাণবায়ু না থাকায় তাঁহার পঞ্চভূতের বিকারীভূত ভোগ্যবস্তুর ভোগেচ্ছার অভাব, কিন্তু তদ্ভিন্ন রসাত্মক (কেবল আনন্দঘন) ভোগ্যবস্তুর ব্যাবৃত্তির জন্য বুভুক্ষা ও পিপাসার নিষেধ নহে, কারণ ঐসকল ভোগ শ্রুতিবচন হইতে সিদ্ধ। 'তস্য তত্তৃষ্ণানুদয়াৎ' ইতি; তত্তৃষ্ণানুদয়াৎ—অর্থাৎ আনন্দের হেতুরূপেস্থিত রসাদিভোগ্যবস্তুর তৃষ্ণার অভাববশতঃ।

তন্বভাবাধিকরণম্

সূত্রম্—তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥১৩॥

সূত্রার্থ—শরীরের অভাবে ভোগের অনুপপত্তি, ইহাও হইতে পারে না, কারণ স্বপ্নকালীন ভোগের মত তাঁহার ভোগ সম্ভব ॥১৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন চ বিগ্রহাভাবে ভোগাসম্ভবঃ। তত্র সন্ধ্যবৎ তস্যোপপত্তেঃ। সন্ধ্যং স্বপ্নঃ। তত্র যথা তনুং বিনাপি ভোগঃ এবমিহাপি স উচ্যতে ॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ—বিগ্রহের অভাবে যে মুক্তজীবের ভোগ অসম্ভব, তাহা বলা যায় না, যেহেতু সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্নের মত ভোগ উপপন্ন হইতেছে। সন্ধ্য-শব্দের অর্থ স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন-দর্শনকালে যেমন স্থূলদেহ-ব্যতিরেকেও ভোগ হয়, সেইরূপ মুক্তদশায়ও মানসিক ভোগ হয়, ইহা কথিত হয় ॥১৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—তন্বভাব ইতি। দেহাভাবে স্বপ্নবন্মানসিকো ভোগো জাগ্রদ্বিলক্ষণঃ, ভোগে সাধনান্তরং নিবারয়তি মনসেতি শ্রুত্যা তৎসিদ্ধেঃ ॥১৩॥

টীকানুবাদ—'তন্বভাব' ইত্যাদি সূত্রে। দেহ না থাকিলে, স্বপ্নকালীন ভোগের মত জাগ্রদ্দশাকালীন ভোগ হইতে বিভিন্ন মানসিক ভোগ মুক্ত জীবের হয়। সেই ভোগে অন্য কোন সাধন নাই, ইহা নিষেধ করিতেছেন, যেহেতু 'মনসা' ইত্যাদি দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে ॥১৩॥

সিদ্ধান্তকণা—মুক্ত জীবের ভোগের হেতুভূত ধর্ম্মসমূহ ও দিব্যদেহ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে সবিগ্রহ এবং অবিগ্রহ উভয়েরই ভোগ আছে, ইহা প্রদর্শন

করিতেছেন। এ-স্থলে সংশয় এই যে, মুক্তপুরুষের ভোগ সম্ভব কি না? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, দেহেন্দ্রিয়বিহীন মুক্তপুরুষগণের ভোগ তো সম্ভবই নহে; সবিগ্রহ মুক্তপুরুষেরও পূর্ণানন্দত্বহেতু ভোগতৃষ্ণার অভাব, সুতরাং তাঁহারও ভোগ সম্ভব নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শরীর না থাকিলেও ভোগের অসম্ভাবনা নাই, কারণ তদবস্থায় স্বপ্নবৎ ভোগের উপপত্তি হয়। যেমন স্বপ্নকালীন স্থূলদেহ-ব্যতিরেকেও মানসিক সুখ হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিগ্রহ মুক্তপুরুষেরও মানসিক সুখ অপরিহার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণ-
স্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
সংদৃশ্যতে ক্ব চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা
ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ॥"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"উপপত্তিশ্চ সন্ধ্যং স্বপ্নঃ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানমিতি শ্রুতিঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"স্বসৃষ্টশরীরাদ্যভাবে স্বপ্নবদ্ভগবৎসৃষ্টশরীরাদিনা
মুক্তভোগোপপত্তেঃ শরীরাদের্মুক্তস্যজ্যত্বানিয়মঃ॥১৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সবিগ্রহত্বে তু পুষ্কলভোগ ইত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আর যদি মুক্তপুরুষ বিগ্রহধারী হয়, তবে প্রচুর ভোগ হয়, ইহা বলিতেছেন—

সূত্রম্—ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥১৪॥

সূত্রার্থ—বিগ্রহ থাকিলে জাগ্রদ্দশার মত ভোগ হয় ॥১৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ভাবে বিগ্রহসত্ত্বে জাগ্রদ্বদ্ ভোগঃ। পূর্ব্ব-**পক্ষস্তু ভোক্তব্যস্য রসাদের্ভগবৎপ্রসাদত্বেন স্পৃহণীয়ত্বাদেব ন যুক্তঃ।**

তৃপ্তস্যাপি হরের্ভক্তেচ্ছয়া ভোগেচ্ছাদয়ঃ। মুক্তস্য তু তৎপ্রসাদে ভোগ্যে ভক্ত্যৈব স্পৃহোদয় ইতি বোধ্যম্ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—মুক্তপুরুষ শরীর গ্রহণ করিলে জাগ্রৎকালীনের মত ভোগ হয়। পূর্ব্বপক্ষে যে সাধিত হইয়াছে দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে ভোগ হয় না, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু ভোক্তব্য রসাদি শ্রীভগবানের প্রসাদ-হিসাবে স্পৃহণীয়—এইজন্য। পূর্ণকাম হইলেও শ্রীহরির ভক্তের ইচ্ছায় ভোগেচ্ছা উদিত হয়। কিন্তু মুক্তজীবের ভগবৎপ্রসাদস্বরূপ ভোগ্যবস্তুতে ভক্তিবশতঃই স্পৃহা জন্মিয়া থাকে, ইহা জ্ঞাতব্য ॥১৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভাব ইতি। দেহাদিভাবে স্বাপ্নিকভোগবিলক্ষণো জাগ্রদ্বৎ ভোগ ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

টীকানুবাদ—'ভাবে জাগ্রদ্বৎ' এই সূত্রে। ইহার অর্থ—দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকিলে স্বাপ্নিকভোগ হইতে বিভিন্ন প্রকার জাগ্রৎকালীনের মত ভোগ হয় ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি মুক্তপুরুষ সবিগ্রহ হন, তাহা হইলে তাঁহার যথেষ্ট ভোগ সুখ হইয়া থাকে এবং উহা জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় হয়। পূর্ব্বপক্ষী যে বলেন, মুক্তপুরুষের ভোগের স্পৃহা থাকে না, তাহা ঠিক; কিন্তু ভোক্তব্য রসাদি শ্রীভগবানের প্রসাদ-বিচারে ভক্তের নিকট স্পৃহণীয়ই হইয়া থাকে। পূর্ণকাম শ্রীভগবানের যেরূপ ভক্তের ইচ্ছায় ভোগেচ্ছার উদয় হয় এবং ভক্তের ইচ্ছানুসারে ভোগ করেন সেইরূপ মুক্তপুরুষেরও ভগবৎপ্রসাদস্বরূপ ভোগ্যবস্তুতে ভক্তিবশতঃই স্পৃহার উদয় হয় এবং ভগবদিচ্ছানুসারেই সেবাবুদ্ধিতে ভোগ হইয়া থাকে। ইহাতে মুক্তপুরুষ ভক্তের ভগবৎ-সেবাই সাধিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥" (ভাঃ ১১।৬।৪৬)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্ট মোর আশ ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥"

আরও পাই,—

"সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে 'হ্লাদিনী'-কারণ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৫৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"কিমুপায়নমানীতং ব্রহ্মন্ মে ভবতা গৃহাৎ।
অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥" (ভাঃ ১০।৮১।৩-৪)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥" (গীঃ ৯।২৬)

ভক্তের পরম সুখ-লাভের বিষয়েও পাওয়া যায়,—

"নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম ॥" (ভাঃ ১১।১৪।১৭)

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ। স্বপ্নস্থানাং যথাভোগো বিনা দেহেন যুজ্যতে। এবং মুক্তাবপি ভবেদ্বিনা দেহেন ভোজনম্। স্বেচ্ছয়া বা শরীরাণি তেজোরূপাণি কানিচিৎ। স্বীকৃত্য জাগরিতবদ্ভুক্ত্বা ত্যাগঃ কদাচন ইতি।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাওয়া যায়,—

"স্বস্বষ্টশরীরাদিভাবেঽপি মুক্তস্য ভগবল্লীলারস-ভোগোপপত্তেঃ কদাচিদ্ভগবল্লীলানুসারিণা স্বসঙ্কল্পেনাপি সৃজতি" ॥১৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ মুক্তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যং প্রকাশয়তি। "**ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখিতাং সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ**" ইতি ছান্দোগ্যে সর্ব্ববস্তুবিষয়কং জ্ঞানং মুক্তস্যোক্তম্। তদ্ যুজ্যতে ন বেতি সংশয়ে প্রাজ্ঞেনাত্মনেত্যাদিশ্রবণাৎ ন যুক্তমিতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর এই অধিকরণে মুক্তজীবের সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। যথা ছান্দোগ্যে—'ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি···সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ' ব্রহ্মধ্যানকারী ব্যক্তি সমস্ত ব্রহ্মবিভূতি দর্শন করেন। তিনি মৃত্যু অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, রোগ দেখেন না, অথবা নিজের দুঃখপ্রদ ভোগ করেন না, ব্রহ্মবিদ্ সমস্ত প্রাপ্ত হন, সমস্ত বস্তুই সমগ্রভাবে লাভ করেন, ইহাতে মুক্তপুরুষের সর্ব্ববস্তু-বিষয়ক জ্ঞান হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে সংশয় এই,—ইহা সঙ্গত কি না? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'প্রাজ্ঞেন আত্মনা' প্রাজ্ঞ আত্মা দ্বারা ইত্যাদি শ্রুত হওয়ায় মুক্তপুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা যুক্তিযুক্ত নহে, ইহার প্রতিপক্ষে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বং মুক্তস্য ভোগো নিরূপিতঃ স নোপপদ্যতে প্রাজ্ঞেনেতি শ্রুত্যা তস্য জ্ঞানবৈধুর্য্যাভিধানাৎ। ভোক্তুঃ খলু জ্ঞানবৈচিত্র্যমপেক্ষ্যমিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি। ন পশ্য ইতি। পশ্যো ব্রহ্মাধ্যায়ী বিদ্বান্। সর্ব্বং প্রাকৃতাপ্রাকৃতং ব্রহ্মবিভূতিভূতম্। বস্তু পশ্যতি ব্রহ্মবিত্তবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বং তৎ সর্ব্বশঃ সামস্ত্যেনাপ্নোতি তদুপাসনপ্রভাবেণ সর্ব্বং তস্যোপতিষ্ঠতে স তু স্বাভীষ্টমেবাদত্তে নত্বনভীষ্টঞ্চেতি ন চাধিকাধিকমিতি পূর্ব্ববদ্বোধ্যম্। প্রাজ্ঞেনেতি। যদ্যপ্যেতদ্বাক্যং সুপ্তোৎক্রান্তান্যতরপরং তথাপি মুক্তপরতয়া পূর্ব্বপক্ষিণা হঠাদ্যোজ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি এই—পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে মুক্তপুরুষের যে ভোগ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাহার জ্ঞানাভাব বলা হইয়াছে, অথচ যে ভোগ করে, তাহার বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষিত হয়, এই আক্ষেপ করিয়া সমাধান হেতু বক্ষ্যমাণ অধিকরণে আক্ষেপনামক সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। 'অথেত্যাদি', ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি' ইত্যাদি পশ্যঃ অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যান-কারী বিদ্বান্, 'সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি'—সমস্ত পদার্থ—অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ব্রহ্ম-বিভূতীভূত বস্তু দর্শন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ এইরূপ হন। 'সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ' সেই সমস্ত বস্তু সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মের উপাসনা-প্রভাবে সমস্ত বস্তু তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, ব্রহ্মবিদ্ কিন্তু তন্মধ্যে নিজ অভীষ্টই গ্রহণ করেন, তদ্ব্যতীত অনভিপ্রেত বস্তু গ্রহণ করেন না এবং অধিক অধিকও গ্রহণ করেন না, ইহা পূর্ব্বের মত জ্ঞাতব্য। 'প্রাজ্ঞেনেত্যাদি'। প্রাজ্ঞ আত্মা-দ্বারা কিছুই জানিতে পারেন না, এই বাক্যটি যদিও সুষুপ্ত ও শরীর হইতে উৎক্রান্ত এই উভয়ের অন্যতর (যে কোন একটি)-কে বিষয় করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও পূর্ব্বপক্ষী জোর করিয়া উহা মুক্তপুরুষেও যোজনা করিতেছেন, ইহা জ্ঞাতব্য।

প্রদীপবদাবেশাধিকরণম্

সূত্রম্—প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥১৫॥

সূত্রার্থ—যেমন প্রদীপের আলোক অনেক স্থান অধিকার করে, সেই প্রকার তাহার বিস্তৃত প্রজ্ঞা অনেক বিষয় অধিকার করে। শ্রুতি সেই প্রকার দেখাইতেছেন ॥১৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রদীপস্য যথা প্রভয়ানেকদেশাবেশস্তদ্বৎ প্রসৃতয়া প্রজ্ঞয়ানেকার্থাবেশো মুক্তস্য ভবতি। তথাহি শ্বেতাশ্বত-রোক্তা শ্রুতির্দর্শয়তি। "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী"ইতি। তস্মাদী-শান্নিমিত্তাৎ জীবস্য পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃতা ভবতীত্যর্থঃ ॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন প্রদীপের প্রভা বা জ্যোতিঃ (আলোক) দ্বারা অনেকটা স্থান আক্রান্ত হয়, সেইপ্রকার বিস্তৃত প্রজ্ঞা দ্বারা মুক্ত জীবের অনেক বিষয় আবেশ হয়। সেইরূপই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত শ্রুতি দেখাইতেছেন। যথা 'প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী' জীবের পুরাতন প্রজ্ঞা সেই পরমেশ্বররূপ নিমিত্ত হইতে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই শ্রুতির অর্থ ॥১৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রদীপবদিতি। জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি ভারতেতি স্মৃতিশ্চাত্র বোধ্যা। কায়ব্যূহপ্রাপ্তৌ সর্ব্বে কায়াশ্চৈতন্যবন্তো ভবন্তীত্যত্রৈতৎ সূত্রং কেচিদ্‌যোজয়ন্তি। তথাহি। স একধা ভবতীত্যাদৌ মুক্তস্য বহবো দেহা ভবন্তি। তৈরসৌ ভুঙ্‌ক্তে। ইত্যেতদযুক্তং ন বেতি. নিরাত্মকেষু ভোগাযোগান্ন যুক্তমিতি প্রাপ্তে প্রদীপবদিতি। একদেশস্থোঽপি দীপো যথা প্রভয়া দেশান্তরাণি বিশতি তথৈকদেশস্থোঽপ্যণুরাত্মা চেতনয়া দেহান্তরাণীতি। স্বপ্রদেশাদ্ধৃদয়াদন্যত্র শিরঃশ্রবণাদৌ চেতনাত্মাভিমানো যথা তদ্বদ্দেহান্তরেষ্বপি স মন্তব্যোঽন্যত্বাবিশেষাৎ। তথাহি শ্রুতির্দর্শয়তি স একধেত্যাদি ॥১৫॥

টীকানুবাদ—'প্রদীপবদিত্যাদি' সূত্রে। ইহাতে (এই সূত্রে) 'জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং...ভারত।' হে ভরতকুলপ্রদীপ! অর্জ্জুন! তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যার আবরণী শক্তি বিনাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের সেই জ্ঞান সূর্য্যের মত সমস্ত প্রকাশিত করে, এই স্মৃতিবাক্যও অনুকূল জানিবে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার এই সূত্রকে যোগীর কায়ব্যূহ প্রাপ্তি হইলে সমস্ত শরীর চৈতন্যবিশিষ্ট হয়, এই বাক্যে যোজনা করেন। তাহা এইপ্রকার যথা—'স একধা ভবতি দ্বিধা ত্রিধা ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে মুক্ত জীবের বহু দেহ হয়, বলা আছে, সেই সকল দেহদ্বারা ঐ মুক্তজীব ভোগ করে। পূর্ব্বপক্ষী ইহাতে সংশয় করেন, ইহা যুক্তিযুক্ত কি না? সেই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী স্বমত প্রকাশ করেন—শরীরাদিহীন হইলে তাহাতে ভোগ অসম্ভব, এজন্য ঐ উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে; ইহার উত্তরে সূত্রকার 'প্রদীপবদিত্যাদি' সূত্র বলিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম—যেমন প্রদীপ একস্থানে থাকিয়াও নিজপ্রভা দ্বারা অন্য বহুস্থান প্রকাশ করে, সেইপ্রকার অণু পরিমাণ আত্মা একদেশে (হৃদয়-মধ্যে) থাকিয়াও চেতনা শক্তিদ্বারা

অন্যান্য শরীরগুলিতে প্রবেশ করে। যেমন তাহার নিজের আশ্রয় হৃদয়দেশ হইতে মস্তক কর্ণ প্রভৃতিতে চেতন আত্মার অভিমান হয়, সেইরূপ দেহান্তরেও আত্মাভিমান হইয়া থাকে মনে করিতে হইবে, স্বস্থান-ভিন্ন মস্তকাদির মত দেহান্তরও নির্ব্বিশেষে তাহার অন্য আশ্রয়, এইজন্য। 'স একধা' ইত্যাদি শ্রুতি সেইপ্রকার দেখাইতেছেন ॥১৫॥

সিদ্ধান্তকণা—অনন্তর মুক্তপুরুষের সর্ব্বজ্ঞতার বিষয় বলিতেছেন। ছান্দোগ্য কথিত—"ন পশ্যো মৃত্যুং···সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি বাক্যে মুক্তপুরুষের সর্ব্ববস্তুবিষয়ক জ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় এই যে, মুক্তজীবের সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব? অথবা অসম্ভব? পূর্ব্ব-পক্ষী বলেন,—উহা অসম্ভব। কারণ বৃহদারণ্যকের—"প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ" (বৃঃ ৪।৩।২১) শ্রুতি উহা বারণ করিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, প্রদীপ যেরূপ প্রভা দ্বারা অনেক দেশ অধিকার করে, সেইপ্রকার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রসৃতা প্রজ্ঞা দ্বারা মুক্তজীবের অনেক বিষয়ে আবেশ হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে পাওয়া যায়—"প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।" (শ্বেঃ ৪।১৮) অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক মুক্তপুরুষের স্বাভাবিকী পুরাতনী প্রজ্ঞা প্রসৃতা হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যোহন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥" (ভাঃ ৪।৯।৬)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"শরীরমনুপ্রবিশ্যাপি তৎ প্রকাশয়ন্তঃ পুণ্যানেব ভোগাননুভবন্তি ন তু দুঃখাদীন্। যথা প্রদীপো দীপিকাদিষু প্রবিষ্টস্তৎস্থং তৈলাদ্যেব ভুঙ্‌ক্তে ন তু তৎ কার্য্যাদি। তীর্ণোহি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতীতি দর্শয়তি।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"প্রভয়া দীপস্যেব জ্ঞানেন ধর্ম্মভূতেন জীবস্যানেকশরীরেষ্বাবেশো ভবতি "স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইতি শ্রুতিস্তথাহি দর্শয়তি।"

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

প্রদীপ যেমন একস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজপ্রভা দ্বারা দেশান্তরাবেশ লাভ করে, সেইরূপ আত্মার একদেহে অবস্থান করিয়া স্বীয় চৈতন্যদ্বারা সর্ব্ব শরীরে প্রবেশ অনুপপন্ন হয় না। হৃদ্দেশে স্থিত হইয়াও আত্মা চৈতন্য গুণ বিস্তার পূর্ব্বক সর্ব্বদেহে আত্মাভিমান আনয়ন করে। বদ্ধ-জীবের জ্ঞান প্রারব্ধ-কর্ম্ম দ্বারা সংকুচিত থাকে, কিন্তু মুক্তপুরুষের জ্ঞান অসংকুচিত থাকায় তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্যত্রও জ্ঞানের ব্যাপ্তি হইতে পারে। যেরূপ শ্বেতাশ্বতর বলেন—"বালাগ্রশতভাগস্য···স চানন্ত্যায় কল্পতে।" (শ্বেঃ ৫।৯) তাৎপর্য্য এই যে, অমুক্তের নিয়ামক কর্ম্ম, আর মুক্তের নিয়ামক স্বাধীন ইচ্ছা ॥১৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু মুক্তৌ সার্ব্বজ্ঞ্যং ন যুক্তম্। প্রাজ্ঞেনা-ত্মনেতি শ্রুত্যা তত্র বিশেষজ্ঞানপ্রতিষেধাদিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—মুক্তিতে যে সর্ব্বজ্ঞতা বলা হইয়াছে, উহা তো যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বিশেষ-জ্ঞান নিষিদ্ধই হইয়াছে, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

সূত্রম্—স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ্যমাবিষ্কৃতং হি ॥১৬॥

সূত্রার্থ—এই বিশেষ জ্ঞানের প্রতিষেধক বাক্য স্বাপ্যয় অর্থাৎ সুষুপ্তি-দশা ও সম্পত্তি অর্থাৎ দেহ হইতে উৎক্রমণ—এই দুইটির মধ্যে অন্যতরে (যে কোন একটিতে) প্রযোজ্য, মুক্তের বিশেষ-জ্ঞানপ্রতিষেধক নহে। কারণ 'আবিষ্কৃতং হি'—ইত্যাদি ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে তাহাই বর্ণিত আছে ॥১৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নৈতদ্বাক্যং মুক্তস্য বিশেষজ্ঞানং বারয়িতু-মলম্। যৎ স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ্যং তৎ। স্বাপ্যয়ঃ সুষুপ্তিঃ

সম্পত্তিস্ত্বুৎক্রান্তিঃ। ছান্দোগ্যে—"স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপীতীত্যাচক্ষতে" "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" ইতি শ্রবণাৎ। হি যতঃ শ্রুত্যৈব স্বাপোৎক্রময়োর্জীবস্য নিঃসঙ্গত্বমাবিষ্কৃতং মুক্তৌ সার্ব্বজ্ঞ্যঞ্চ। তত্রৈব নাহ খল্বয়মেবং স প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো-এবেমানি ভূতানি বিনাশমিবাপীতো ভবতি। নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি স্বাপে নিঃসংজ্ঞত্বমুক্ত্বা তত্রৈব বাক্যে মুক্তমধিকৃত্য "স বা এষ এতেন দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে" ইতি তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যমুক্তম্। "উৎক্রমে নিঃসংজ্ঞত্ব-স্ত্বেতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি" ইত্যভিহিতম্। বিনশ্যতি ন পশ্যতীত্যর্থঃ। তথাচ মুক্তঃ সর্ব্বজ্ঞো ভবতীতি ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ—'প্রাজ্ঞেনাত্মনা' এই বাক্যটি মুক্তজীবের বিশেষজ্ঞান প্রতিষেধ করিতে সমর্থ নহে, যেহেতু তাহা স্বাপ্যয় ও সম্পত্তি এই দুইয়ের অন্যতরকে অপেক্ষা করিতেছে অর্থাৎ তদ্বিষয়ক। স্বাপ্যয়-শব্দের অর্থ সুষুপ্তি এবং সম্পত্তি বলিতে দেহ হইতে উৎক্রমণ। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—'স্বম-পীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপীতীত্যাচক্ষতে বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে' ইতি সুষুপ্তি-কালে ইন্দ্রিয় আত্মাতে লীন হয়। সেজন্য তাহাকে স্বপীতী বলে, তখন বাক্ মনে লীন হয়—এই শ্রুতিহেতু স্বাপ্যয় শব্দ সুষুপ্তিকে বুঝাইতেছে। সূত্রস্থ 'হি' শব্দের অর্থ যেহেতু। শ্রুতিদ্বারাই স্বাপ ও উৎক্রমে জীবের নিঃসঙ্গত্ব প্রকটিত হইয়াছে এবং মুক্তজীবের সর্ব্বজ্ঞতা প্রদর্শিত আছে, তাহার প্রমাণ সেই ছান্দো-গ্যোপনিষদে ধৃত শ্রুতি যথা 'নাহ খল্বয়মেবং স প্রত্যাত্মানং...ভোগ্যং পশ্যামি' অহ-হায়! এই সুষুপ্তপুরুষ 'আমি সেই আত্মা' এইরূপে আত্মাকে সুষুপ্তি-কালে জানে না, সে এই সকল পৃথিব্যাদি ভূতকেও জানে না, সে যেন লয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমি (ইন্দ্র) সুষুপ্তিতে কোন ভোগ্য (সুখদুঃখ) অনুভব করিতেছি না, এইরূপে শ্রুতি সুষুপ্তিতে সংজ্ঞাহীন-অবস্থা বলিয়া পরে সেই বাক্যেই মুক্তজীবকে অধিকার করিয়া 'স বা এষ এতেন...এতে ব্রহ্ম-লোকে' সেই মুক্তপুরুষ এই দিব্য চক্ষুর্দ্বারা মনোমধ্যে এইসকল কাম্য পদার্থ দেখিয়া প্রীত হন, ব্রহ্মলোকে যে সব কাম্যপদার্থ আছে। এই শ্রুতি

দ্বারা মুক্তপুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা বলা হইয়াছে। আবার উৎক্রমণে জীবের সংজ্ঞা-হীনত্বও শ্রুতি দ্বারা কথিত যথা 'এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবি-নশ্যতি' জীব মৃত্যুর পর এই পৃথিব্যাদি ভূত সমুদয় হইতে নির্গত হইয়া সেই ভূতবর্গের সহিত বিনষ্ট হয় অর্থাৎ আর কিছুই দেখে না। অতএব সেইপ্রকারে মুক্তজীব সর্ব্বজ্ঞ হয়, ইহা সিদ্ধ হইল ॥১৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্বাপ্যয় ইতি। স্বমাত্মানং প্রত্যপীতো লীনো ভবতীতি স্বপীতীত্যুচ্যতে। শক্তিমদ্ব্রহ্ম খলু জীবস্যাত্মা ভবতীতি। তত্রৈবেতি ছান্দোগ্যে। নাহেতি প্রজাপতিং প্রতীন্দ্রবাক্যমেতৎ। ব্যাখ্যাতঞ্চৈতৎ প্রাক্। য ইতি। যে কামা ব্রহ্মলোকে সন্তি তানিত্যর্থঃ ॥১৬॥

টীকানুবাদ—'স্বাপ্যয় সম্পত্ত্যোরিত্যাদি' সূত্রে—স্বমপীতঃ—অর্থাৎ প্রত্য-গাত্মায় সে লীন হয়, এজন্য তাহাকে তখন স্বপীতী বলা হয়। যেহেতু ব্রহ্ম শক্তিমান্ এজন্য ব্রহ্ম জীবের আত্মা হইতেছেন। 'তত্রৈব নাহ' ইত্যাদি তত্র—ছান্দোগ্যে। 'নাহ' ইত্যাদি বাক্য প্রজাপতির প্রতি ইন্দ্রের খেদসূচক বাক্য। ইহা পূর্ব্বেই (চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ পাদের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যটীকায়) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'য এতে ব্রহ্মলোকে' অর্থাৎ যে সকল কাম্যবস্তু ব্রহ্মলোকে রহিয়াছে (তৎসমুদয় দর্শন করে) ॥১৬॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে যে, মুক্তপুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা' (বৃঃ ৪।৩।২১) শ্রুতিতে তাঁহার বিশেষজ্ঞান নিষিদ্ধই হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই কথার উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে কেবল সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি-দশাতেই জীবের বিশেষজ্ঞানও নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু মুক্তের বিশেষজ্ঞান বারণ করেন নাই। ছান্দোগ্যের—"স্বমপীতো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) শ্রুতিবাক্যে সুষুপ্ত্যাদি কালদ্বয়েই নিঃসংজ্ঞত্ব প্রকটিত হইয়াছে। পরন্তু ঐ শ্রুতিতে বাক্যান্তরে মুক্তপুরুষের সর্ব্বজ্ঞতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। ছান্দোগ্যের ৬।৮।৬, ৮।২।১, ৮।১২।৫ প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্য আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা
ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং
কোঽন্যং সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্ ॥" (ভাঃ ১১।২৯।৩৮)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন চ স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তীত্যাদিনা স্বর্গাদিস্বপ্নেতদিতি বাচ্যম্। যতঃ স্বপ্নৌ মোক্ষে বা এতদুচ্যতে অত্র পিতা পিতা ভবতি অনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন ইত্যাদ্যাবিষ্কৃতত্বাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ। জ্যোতির্ম্ময়েষু দেহেষু স্বেচ্ছয়া বিশ্বমোক্ষিণঃ। ভুঞ্জতে সুসুখান্যেব ন দুঃখাদীন্ কদাচন। তীর্ণাহি সর্ব্বশোকাংস্তে পুণ্যপাপাদিবর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বদোষনিবৃত্তাস্তে গুণমাত্রস্বরূপিণ ইতি।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"প্রাজ্ঞেনাত্মনা পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" ইতি বাক্যং তু ন মুক্তবিষয়ম্"। কিন্তু সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ্যম্ "নাহ খল্বয়ং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যহমস্মি" ইতি, "নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেব" ইতি ভূতানীতি "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি" ইতি চ "স বা এষ এতেন দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্" ইতি চ জীবস্যোভয়ত্র নির্ব্বোধত্বং মুক্তাবস্থায়াং চ সর্ব্বজ্ঞত্বং শাস্ত্রেণাবিষ্কৃতম্" ॥১৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—"অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতং তত্রৈব। ইহ ভবতি সংশয়ঃ। মুক্তো জগৎকর্ত্তা স্যান্নবেতি পরমসাম্যাপ্তেঃ সত্যসঙ্কল্পতায়াশ্চোক্তেঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—উৎক্রমণের পর যাঁহারা ইহলোকে শ্রীহরিকে জ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনা করিয়া চলিয়া যান এবং সেই শ্রীহরিনিষ্ঠ অবিনশ্বর সত্যভূত কাম্যবস্তু জানিয়া উপাসনা করতঃ ইহলোক ত্যাগ করেন,

তাঁহাদের সকল লোকে কামচার (স্বাধীন গতি) হয়, তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন তবে পিতৃপুরুষ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন ইত্যাদি সেই ছান্দোগ্যেই শ্রুত হয়, এই বিষয়ে সংশয় এই—মুক্তপুরুষ জগতেরও সৃষ্টি-কর্ত্তা হইবে কি না? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন পরম পুরুষের সাম্য লাভ হয় এবং সত্যসঙ্কল্পতার উক্তি আছে, তখন জগৎসৃষ্টিকর্তৃত্বও হইবে, ইহার সমাধান-কল্পে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সর্ব্বজ্ঞঃ সত্যসঙ্কল্পো মুক্তঃ সঙ্কল্পাদেব জ্ঞাত্বা বিশ্বাদি সৃজতীত্যুক্তং প্রাক্। তদ্বত্তস্মাদেবাসৌ বিশ্বং সৃজত্বিতি দৃষ্টান্ত-সঙ্গত্যাহ অথেত্যাদি। যে জনা ইহলোকে আত্মানং হরিং তন্নিষ্ঠান্ সত্যান্ কামাংশ্চানুবিদ্য জ্ঞাত্বোপাস্য চেতো লোকাদর্চ্চিরাদিমার্গেণ হরিং প্রাপ্নুবন্তি তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু হরেরিব কামচারঃ স্বেচ্ছাগতির্ভবতীত্যর্থঃ। সত্যসঙ্কল্পং হরিং ধ্যায়তাং তেষাং মুক্তৌ সত্যসঙ্কল্পাখ্যো গুণঃ প্রাদুর্ভবতীতি ভাবঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মুক্তপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসঙ্কল্প। সঙ্কল্প হইতেই সমস্ত বস্তু জানিয়া বিশ্বাদি সৃষ্টি করেন, সেইপ্রকার সঙ্কল্প হইতেই ঐ মুক্তপুরুষ জগৎসৃষ্টি করুক, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি অনুসারে 'অথেত্যাদি' সন্দর্ভ বলিতেছেন। 'য ইহ—আত্মানমনুবিদ্যেত্যাদি' শ্রুতির অর্থ—যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে আত্মা অর্থাৎ শ্রীহরিকে এবং শ্রীহরি-নিষ্ঠ সত্যভূত কাম্যবস্তুকে জানিয়া এবং উপাসনা করিয়া ইহলোক হইতে অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথাবলম্বনে শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের সকল লোকেই শ্রীহরির মত ইচ্ছাধীন গতি হয়, এই অর্থ। ভাবার্থ এই—সত্যসঙ্কল্প শ্রীহরিকে ধ্যানকারী (উপাসক) দিগের মুক্তিতে সত্যসঙ্কল্পনামক গুণ আবির্ভূত হয়।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জাধিকরণম্

সূত্রম্—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ ॥১৭॥

সূত্রার্থ—সমগ্র চিৎ-অচিৎ বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি, লয়রূপ জগদ্ব্যাপার কেবল

ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাহা ছাড়িয়া আর সমস্ত বিষয়ে মুক্তের কর্তৃত্ব আছে, কারণ 'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মকেই প্রক্রম করিয়া পঠিত। পূর্ব্বের অনুবৃত্তি ও বক্ষ্যমাণের আকর্ষণদ্বারা মুক্তপুরুষের জগৎকর্তৃত্ব প্রাপ্তি হয় না; যেহেতু 'যতো বা ইমানি' ইত্যাদি শ্রুতি মুক্তপুরুষের সন্নিধিতে পঠিত নহে ॥১৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স যদীত্যাদ্যবগতো মুক্তসর্গো যতো বা ইমানীত্যাদ্যবগতং নিখিলচিদচিৎসৃষ্টিস্থিতিনিয়মনরূপং ব্রহ্মৈকান্তং জগদ্ব্যাপারং বিহায় বোধ্যঃ। কুতঃ? প্রেতি। "যতো বা" ইত্যাদের্ব্রহ্মৈব প্রকৃত্য পাঠাৎ। ন চানুকর্ষণাকর্ষণাভ্যাং মুক্তস্য তৎপ্রাপ্তিরিত্যাহ অসন্নিতি। মুক্তস্য তৎসান্নিধ্যাভাবান্ন তাভ্যাং সেত্যর্থঃ। ইতরথা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি ব্রহ্মলক্ষণং ন ব্রূয়াৎ। অনেকেশ্বরতা চানিষ্টাপদ্যেত তস্মান্ন মুক্তো জগদ্ব্যাপারীতি ॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ—'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি' ইত্যাদি দ্বারা অবগত মুক্তপুরুষের সৃষ্টি, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত চিদাত্মক ও জড়াত্মক নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, নিয়ন্তৃত্বরূপ জগদ্ব্যাপার, যাহা একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ, সেই ব্যাপার ব্যতীত বুঝিতে হইবে। ইহার কারণ 'যতো বা' ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মকেই প্রক্রম করিয়া সেই প্রকরণে পঠিত। যদি বল, ঐ শ্রুতি মুক্তপ্রকরণে অনুকর্ষণ ও পরবর্ত্তী সূত্রধৃত শ্রুতি 'মুক্তস্তদনুভবংস্তিষ্ঠতি ন কিঞ্চিদূনং' ইহা হইতে আকর্ষণ দ্বারা মুক্তেরও জগৎকর্তৃত্ব প্রাপ্তি হইবে, সেই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'অসন্নিহিতত্বাৎ' ঐ শ্রুতি মুক্তের প্রকরণে সন্নিহিত নহে, অতএব উহা ব্রহ্ম-সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য। ইতরথা অর্থাৎ মুক্ত জীবের জগৎকর্তৃত্ব মানিলে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মের লক্ষণ বলিতেন না। যদি বল, ব্রহ্ম কর্ত্তা, মুক্তপুরুষও কর্ত্তা, তাহাও নহে, তাহাতে অনভিপ্রেত অনেকেশ্বরতা আপত্তির বিষয় হইবে, অতএব সিদ্ধান্ত—মুক্তপুরুষ জগৎসৃষ্টিকারী নহেন ॥১৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—জগদিতি। প্রেতি। যতো বা ইত্যাদিকং হি ব্রহ্মণ-এব প্রকরণং ন তু মুক্তজীবস্যেত্যর্থঃ। সেতি জগৎকর্তৃত্বপ্রাপ্তিঃ। ইতরথা

মুক্তজীবস্য জগৎকর্তৃত্বে সতি। জন্মাদ্যস্যেতি। অসাধারণধর্ম্মবচনমিতর-ভেদানুমাপকং বা লক্ষণম্। অনেকেতি। অনেকেষ্বীশ্বরেষু সৎসু বিপ্রতিপত্ত্যা জগৎসর্গাদিকং ন সিদ্ধ্যেদনিষ্টঞ্চৈতদ্বাদিনামিত্যর্থঃ ॥১৭॥

টীকানুবাদ—'জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিত্যাদি' সূত্রে। প্রকরণাদিতি—'যতো বা ইমানি' ইত্যাদি ব্রহ্মেরই প্রকরণ, মুক্ত জীবের নহে। এই অর্থ। 'তাভ্যাং সা' ইতি—সা জগৎকর্তৃত্ব-প্রাপ্তি। 'ইতরথা জন্মাদ্যস্যেতি' ইতরথা—মুক্তজীবের জগৎকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে, জন্মাদ্যস্য ইত্যাদি ব্রহ্মের লক্ষণ বলিতেন না, যেহেতু অসাধারণ ধর্ম্মবাচক অথবা ইতরভেদানুমাপকই লক্ষণ হয়। 'অনেকে-শ্বরতা চ' ইত্যাদি—অনেক ঈশ্বর হইলে বিরুদ্ধোক্তিবশতঃ জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু ইহা বাদীদিগের অনভিপ্রেত। এই তাৎপর্য্য ॥১৭॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে আর একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে যে, ছান্দোগ্যের "য ইহ আত্মানমনুবিদ্য"—(ছাঃ ৮।১।৬) এবং "স যদি পিতৃ-লোককামো ভবতি"—(ছাঃ ৮।২।১-১০) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুক্ত-পুরুষের পরম সাম্য ও সত্যসঙ্কল্পতা প্রভৃতি গুণ যখন আবির্ভূত হয়, তখন সংশয় এই যে,—সেই মুক্তপুরুষ জগতের সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বও লাভ করিবে কি না? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, যখন শ্রুতিতে পরমসাম্যতাপ্রাপ্তি ও সত্যসঙ্কল্পতাখ্য গুণ-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তখন জগৎসৃষ্টিকর্তৃত্বও মুক্তপুরুষের থাকিতে পারে। পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের সমাধানার্থ বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, শ্রুতিসমূহের প্রকরণ ও অর্থের বিচার করিলে দেখা যায় যে, নিখিল চিদচিৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার কেবল ব্রহ্মেরই কার্য্য। সুতরাং তদ্ব্যতীত সকল কার্য্যে মুক্তের যোগ্যতা আছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি" (তৈত্তিরীয় ৩।১।১) শ্রুতি বাক্যের প্রকরণ বিচার করিলেও উহা ব্রহ্ম-পক্ষেই নিতে হইবে, জীবপক্ষে লওয়া সঙ্গত হয় না; কারণ জীব-সম্বন্ধীয় কোন কথা উহার সন্নিধানে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) ইত্যাদি বাক্যেও ব্রহ্মলক্ষণ স্পষ্টভাবে কথিত হইত না। আরও মুক্তজীবের সৃষ্টিকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে অনেক ঈশ্বরতাপত্তি আসিয়া পড়ে। সুতরাং মুক্তজীবে জগদ্ব্যাপার স্বীকার করা যাইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্" (ভাঃ ১।১।১)

অন্য স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—

"যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা॥" (চৈঃ চঃ আদি ৫।৮১)

সাত্বততন্ত্রে পাই,—

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃস্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"সর্ব্বান্ কামানাপ্যামৃতঃ সমভবদিত্যুচ্যতে তত্র
সৃষ্ট্যাদিভ্যোঽন্যান্ ব্যাপারানাপ্নোতি॥"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"জগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপারেতরৎ মুক্তৈশ্বর্য্যম্। কুতঃ? "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদৌ পরব্রহ্মপ্রকরণান্মুক্তস্য তত্রাসন্নিহিতত্বাচ্চ।"

শ্রীরামানুজভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

মুক্তপুরুষ জগৎসৃষ্ট্যাদি-সামর্থ্য লাভ করেন না। মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য—যথাযথরূপে ব্রহ্মানুভব করা, এই সিদ্ধান্তের কারণ—প্রকরণ, যেখানে শ্রুতিতে জগৎসৃষ্টির বিষয় আছে, সেখানে পরব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর অসন্নিহিতত্বও দ্বিতীয় কারণ; যেহেতু জগৎসৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারের যেখানে উল্লেখ আছে, সেখানে মুক্তপুরুষের উল্লেখ দেখা যায় না।

আচার্য্য শঙ্কর এস্থলে যে ব্যাখ্যাটি দিয়াছেন তাহা সূত্রকর্ত্তার অভিপ্রেত অর্থ নহে॥১৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্থ "সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি"

ইত্যাদিতৈত্তিরীয়কে "স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কাম-চারো ভবতি" ইতি ছান্দোগ্যে চ সর্ব্বদেবারাধ্যত্বাদ্যৈশ্বর্য্যস্যোপদেশাৎ মুক্তস্তাদৃশঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই—তৈত্তিরীয়কোপনিষদে আছে—'সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি' ইত্যাদি সকল দেবতা এই মুক্তপুরুষকে পূজা করেন, ইহার দ্বারা সকল দেবতার আরাধ্যত্ব এবং ছান্দোগ্য-শ্রুতি—'স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' সেই মুক্তপুরুষ স্বাধীন হয়, সকললোকে তাঁহার কামগতি হয়, ইহার দ্বারা সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদির উপদেশ হওয়ায় মুক্তপুরুষ সেইপ্রকার হইবে, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। সর্ব্বে বিধিপ্রমুখা দেবাঃ। অস্মৈ হরিভক্তায় মুক্তায়।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নন্ন 'সর্ব্বেঽস্মৈ' ইত্যাদি ভাষ্যে সর্ব্বে অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ বিধাতৃপ্রমুখ দেবগণ। অস্মৈ—এই হরিভক্ত মুক্তপুরুষকে পূজাদ্রব্য দেয়।

সূত্রম্—প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—প্রত্যক্ষতঃ শ্রুতিদ্বারাই মুক্তপুরুষের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব, আধিপত্য প্রভৃতি উক্ত হওয়ায় তাঁহার জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জন বলা তো যুক্তিযুক্ত নহে, এই যদি বল, তাহা ঠিক নহে ; কারণ 'আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রভৃতি জগদ্ব্যাপার-কার্য্যে নিযুক্ত আধিকারিক পুরুষের লোক ও তত্রত্য ভোগ মুক্তপুরুষের হয়, বলা আছে ॥১৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রত্যক্ষেণ শ্রুত্যৈব মুক্তস্য জগদ্ব্যাপারো-ক্তেস্তস্য তদ্বর্জ্জনং ন যুক্তমিতিচেন্ন। কুতঃ? আধিকারিকেতি।

চতুর্ম্মুখাদয়ো হ্যাধিকারিকাস্তেষাং মণ্ডলানি লোকাস্তৎস্থা ভোগাঃ পরেশানুগৃহীতস্য মুক্তস্য ভবন্তীতি তয়োচ্যতে। যথা কুমারনারদাদেস্তেষ্বপ্রতিহতা গতিস্তৎস্বামিসৎকারশ্চ স্মর্য্যতে। তথা চ তদ্বিভূতিভূতান্ কার্য্যান্তর্গতান্ ভোগান্ মুক্তস্তদনুগ্রহাদ্ভজতীতি তত্র তত্রাভিধানাৎ ন তদ্ব্যাপারী সঃ ॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রত্যক্ষোপদেশাৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ শ্রুতিদ্বারাই মুক্তপুরুষের জগদ্ব্যাপার উক্ত হওয়ায় তাহার বর্জ্জন—প্রতিষেধ তো যুক্তিযুক্ত নহে ; এই যদি বল, তাহা নহে। কারণ কি ? উত্তর—'আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাদি জগদ্ব্যাপারে অধিকৃত, তাহাদের লোক সমূহ এবং তত্রস্থিত ভোগগুলি পরমেশ্বরকর্ত্তৃক অনুগৃহীত মুক্তপুরুষের হইয়া থাকে, এই কথা ঐ শ্রুতি বলিতেছেন জগদ্ব্যাপারের কথা বলেন নাই। যেমন সনৎকুমার প্রভৃতি ও নারদ প্রভৃতির সেই সব লোকে অবাধিত গতি এবং সেই সেই লোকাধিপতি কর্ত্তৃক সৎকার (পূজা) স্মৃত হয়। তাহা হইলে সিদ্ধ হইল যে, মুক্তপুরুষ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারই বিভূতিস্বরূপ, বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তর্গত ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকেন, এই কথা সেই সেই শ্রুতিতে অভিহিত হওয়ায় মুক্তপুরুষ জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপার করেন না॥ ১৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রত্যক্ষেণেতি। তদ্বর্জ্জনং জগদ্ব্যাপারনিষেধঃ। তয়া শ্রুত্যা। তেষু চতুর্ম্মুখাদিলোকেষু। তৎস্বামিনস্তল্লোকনাথাশ্চতুর্ম্মুখাদয়ঃ। কার্য্যান্তর্গতান্ প্রপঞ্চমধ্যভবান্ ॥১৮॥

টীকানুবাদ—'প্রত্যক্ষেণেত্যাদি'। 'তস্য তদ্বর্জ্জনমিতি'—তদ্বর্জ্জনং—জগদ্ব্যাপার-নিষেধ, 'মুক্তস্য ভবন্তীতি তয়োচ্যতে'—তয়া—শ্রুতিদ্বারা, তেষ্বপ্রতিহতেতি—তেষু চতুর্ম্মুখাদিলোকসমূহে। 'তৎস্বামিসৎকারশ্চেতি' 'তৎস্বামিনাং সৎকার ইতি' তৎস্বামী—সেই সেই লোকাধিপতি চতুর্ম্মুখাদি। কার্য্যান্তর্গতান্ ইতি—প্রপঞ্চমধ্যস্থিত ॥১৮॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে পূর্ব্বোক্ত সংশয় আরও দৃঢ়ীভূত-স্থলে যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যখন তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাওয়া যায় যে,—"সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি"—(তৈঃ ১।৫।৩) অর্থাৎ সকল দেবতা এই মুক্তপুরুষকে

পূজা করিয়া থাকেন এবং ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়—"স স্বরাড়্ ভবতি" (ছাঃ ৭।২৫।২) অর্থাৎ সেই মুক্তপুরুষ স্বাধীন হয়, তখন মুক্তপুরুষকে তদ্রূপই বলিব, পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের নিরসনার্থ বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, প্রত্যক্ষতঃ শ্রুতিমতে মুক্তপুরুষের জগৎকর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাকে বর্জ্জন করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। তদুত্তরে সূত্রকার বলেন, তাহা নহে ; কারণ জগদ্ব্যাপার চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাদির অধিকৃত, আধিকারিক তাঁহাদের লোকসমূহ ও তত্তল্লোকবাসীর ভোগসকল পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই মুক্তপুরুষের সিদ্ধ হয়। যেমন সনকাদি ও নারদাদি ঋষিগণের সেই সকল লোকে অপ্রতিহতগতি এবং সেই সকল লোকাধিপতিগণ কর্ত্তৃক পূজার কথা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা ইহাই জানা যায় যে, পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই তাঁহার বিভূতিরূপ বিশ্বান্তর্গত ভোগসমূহ মুক্তপুরুষগণ ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জগৎ-সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারের অধিকারী নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্য-
গন্ধর্ব্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্।
মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথ-
বিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামম্॥" (ভাঃ ১১।২।২৩)

শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ॥" (ভাঃ ২।৫।১১)
"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥" (ভাঃ ২।৬।৩২)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"কুতঃ—জীবপ্রকরণত্বাজ্জীবানাং তাদৃক্ সামর্থ্যবিরহত্বাচ্চ। বারাহে চ—স্বাধিকানন্দসম্প্রাপ্তৌ সৃষ্ট্যাদিব্যাপৃতিষ্বপি। মুক্তানাং নৈব কামঃ স্যাদন্যান্ কামাংস্তু ভুঞ্জতে। তদ্‌যোগ্যতা নৈব তেষাং কদাচিৎ কাপি বিদ্যতে। ন চাযোগ্যং বিমুক্তোঽপি প্রাপ্নুয়ান্ন চ কাময়েদিতি॥"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"স স্বরাড় ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুত্যা মুক্তস্য জগদ্ব্যাপারপ্রতিপাদনাৎ "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম" ইতি যদুক্তং তন্নেতি চেন্ন, তয়া শ্রুত্যা হিরণ্যগর্ভাদিলোকস্থানাং ভোগানাং মুক্তানুভববিষয়তয়োক্তত্বাৎ" ॥১৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু মুক্তশ্চেৎ কার্য্যান্তর্গতান্ ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে তর্হি সংসারিতো ন বিশেষস্তেষাং বিনাশিত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে,—যদি মুক্তপুরুষ প্রপঞ্চ-মধ্যস্থিত ভোগসমুদয় ভোগ করেন, তবে সংসারী জীব হইতে তাঁহার কোন প্রভেদ রহিল না, যেহেতু ঐ ভোগ বিনশ্বর, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। তেষাং—ভোগানাম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'ননু' ইত্যাদি। 'তেষাং বিনাশিত্বাদিতি' তেষাং—প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তী ভোগ সমুদায়ের।

সূত্রম্—বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥১৯॥

সূত্রার্থ—বিকারাবর্ত্তি অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারীভূত প্রপঞ্চের মধ্যে অর্থাৎ জন্ম, সত্তা, উপচয়, অপচয়, পরিণাম ও নাশ—এই ষড়্‌বিধ বিকার-রহিত, নির্দ্দোষ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অনুভবকরতঃ মুক্তজীব সেই ধামাদিতে অবস্থান করেন, যেহেতু কাঠকশ্রুতি মুক্তের সেইপ্রকারে স্থিতি বলিতেছেন ॥১৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিকারে প্রপঞ্চে জন্মাদিষট্‌কে বা ন বর্ত্ততে ইতি বিকারাবর্ত্তি নিরবদ্যং ব্রহ্মস্বরূপং তদ্‌গুণভূতং তদ্ধামাদিকং চ। তত্তদ্বিষয়য়া বিদ্যয়া তত্তদাবৃত্তিপরিক্ষয়ান্মুক্তস্তদনুভবং স্তিষ্ঠতীতি ন কিঞ্চিদূনম্। হি যতঃ কঠশ্রুতির্মুক্তস্য তথা স্থিতিমাহ। "পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রতেজসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" ইতি। স্বরূপাবরিকয়া বৃত্ত্যা বিমুক্তো বিদ্বান্ গুণাবরিকয়া

তয়া বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। তথা চ দ্বিবিধাবৃত্তিবিমুক্তস্তৎ সাক্ষাৎ-কৃত্য তিষ্ঠতীত্যক্ষয়পুমর্থভাক্ স ইতি। ইয়মাবৃত্তির্ম্মেঘমালেব জীবদৃষ্টিগতৈব বোধ্যা ন তু ব্রহ্মগতা। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতু-মীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ" ইতি স্মরণাৎ। ন হি মেঘমালয়া রবিরিবাব্রিয়তে ॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ—বিকারাবর্ত্তি—যাঁহা বিকারে অর্থাৎ প্রাকৃতিক চরাচর প্রপঞ্চে অর্থাৎ জন্মাদি ছয়টির মধ্যে বর্ত্তমান নহে, তাদৃশ নির্দ্দোষ ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মের গুণভূত বৈকুণ্ঠধামাদি সেই সেই বিষয়িণী বিদ্যা দ্বারা (তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা) সেই সেই আবরণ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়ায় মুক্তজীব ব্রহ্মস্বরূপ-অনুভবরূপ আস্বাদ করিয়া অবস্থান করেন, সুতরাং কোনও ত্রুটি নাই। হি—যেহেতু; কঠোপনিষদে মুক্তজীবের সম্বন্ধে সেই প্রকারে স্থিতি বলিতেছেন, যথা—'পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রতেজসঃ ইত্যাদি ···বিমুচ্যতে'। অজস্য—অর্থাৎ জন্মাদি ষড়্‌বিধ বিকারশূন্য আত্মার এই শরীররূপ পুর, যাহা একাদশ দ্বারবিশিষ্ট; সেই শরীররূপ পুরে অবস্থিত জীবাত্মা হৃদয়স্থিত পুরে অবক্রতেজা অর্থাৎ সরল—সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান যাঁহার সেই সর্ব্বজ্ঞের অর্থাৎ শ্রীহরির ধ্যান অনুষ্ঠান করিয়া শোক করেন না। তিনি স্বরূপাবরক বৃত্তি—অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া গুণাবরিকা মায়া হইতে বিমুক্ত হন। এইপ্রকারে দ্বিবিধ আবরণশক্তি-বিমুক্ত মুক্তপুরুষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া অবস্থান করেন, অর্থাৎ তিনি অক্ষয় পুরুষার্থের ভাগী হইয়া থাকেন। এই আবরণ সূর্য্য ও মেঘমালার ন্যায় অর্থাৎ মেঘ যেরূপ দর্শকের চক্ষু আবরণ করিয়া সূর্য্য দর্শনে বাধা দেয়, সেইপ্রকার মায়া জীবদৃষ্টি-বিষয়ক আবরিকা শক্তি কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়গত আবরণ-কারিণী নহে, যেহেতু স্মৃতিবাক্য আছে যে, শ্রীহরির দৃষ্টিপথে আসিতে লজ্জিতা মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি-সম্পন্ন অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিগণ 'আমি', 'আমার', এইরূপ অভিমান করে। যেমন মেঘমালা সূর্য্যকে আবরণ করে না, সেইরূপ অবিদ্যা বা মায়া পরমাত্মাকে কখনও আবরণ করে না,—ইহাই সিদ্ধান্ত ॥১৯॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিকারাবর্ত্তীতি। বিকারে প্রপঞ্চে ন বর্ত্তত ইতি কথং

ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চান্তর্য্যামিত্বাদিতি চেৎ সত্যং তদ্বর্ত্তিনোঽপি চেৎ তস্যাচিন্ত্যশক্ত্যা তদ্গন্ধাস্পর্শাত্তত্ত্বমিতি। তত্তদিতি। ব্রহ্মস্বরূপগুণবিষয়য়েত্যর্থঃ। তত্তদাবৃত্তীতি। ব্রহ্মস্বরূপগুণাবরকাবিদ্যাবিনাশাদিত্যর্থঃ। পুরমিতি। অজস্য জন্মাদিবিকারশূন্যস্যাস্য শ্রীহরেরিদং শরীররূপং পুরম্। কীদৃশম্। একাদশদ্বারম্। সপ্ত শীর্ষণ্যানি নাভ্যধঃস্থানি ত্রীণি শিরসি চৈকমিত্যেকাদশ দ্বারাণি যস্য তৎ। শ্রীহরেঃ কীদৃগস্যেত্যাহ অবক্রতেজসঃ। অবক্রং সরলং সর্ব্ববিষয়কং তেজো জ্ঞানং যস্য সোঽবক্রতেজাঃ তস্য সর্ব্বজ্ঞস্যেত্যর্থঃ। তস্মিন্ শরীররূপে পুরে হৃৎপুণ্ডরীকে স্থিতস্য তস্য ধ্যানমনুষ্ঠায় ন শোচতি বিশোকো ভবতি। ততশ্চ স্বরূপাবরিকয়াবিদ্যয়া বিমুক্তো গুণাবরিকয়া তয়া বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ। বিলজ্জমানয়েতি শ্রীভাগবতে। যস্যেশ্বরস্য। অমুয়া মায়য়া ॥১৯॥

টীকানুবাদ—'বিকারাবর্ত্তিচেত্যাদি' সূত্রে। যদি বল, বিকার অর্থাৎ প্রপঞ্চে ব্রহ্ম বর্ত্তমান নহেন, ইহা কিরূপে সম্ভব? যেহেতু ব্রহ্ম প্রপঞ্চের অন্তর্য্যামী, ইহা সত্যকথা, প্রপঞ্চের মধ্যে ব্রহ্ম থাকিলেও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে বিকারের লেশমাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, ইহাই তত্ত্ব। 'তত্তদ্‌বিষয়য়া বিদ্যয়া' ইতি ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মগুণ-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা—এই অর্থ। 'তত্তদাবৃত্তিপরিক্ষয়াদিতি'—জীবের স্ব-স্বরূপ ও গুণের আবরিকা অবিদ্যার নিবৃত্তিহেতু। 'পুরমেকাদশদ্বারমিত্যাদি' শ্রুতির অর্থ—অজস্য—জন্মাদি ষড়্‌বিকার শূন্য এই শ্রীহরির নিবাসস্থান এই জীবশরীররূপ পুর, তাহা কি প্রকার? একাদশদ্বারং—এগারটি দ্বার-সম্পন্ন, যথা মস্তকস্থিত সাতটি (দুই চক্ষুঃ, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও এক বাগিন্দ্রিয়) এবং নাভির অধোদেশে তিনটি—পায়ু, উপস্থ ও পাদ এবং মস্তকস্থিত এক মন এই এগারটি যে পুরের দ্বার সেই পুরকে, কিরূপ শ্রীহরির? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অবক্রতেজসঃ' অবক্র—সরল (অবাধিত) অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক, তেজঃ—জ্ঞান যাঁহার, সেই অবক্রতেজাঃ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। সেই শরীররূপ পুরমধ্যে হৃদয়পদ্মে অবস্থিত শ্রীহরির ধ্যান অনুষ্ঠান করিয়া, 'ন শোচতি'—শোক করেন না অর্থাৎ শোকরহিত হন। তাহার পর তাঁহার নিজস্বরূপের আবরণকারিণী অবিদ্যা মুক্ত হইয়া গুণাবরিকা শক্তি হইতে বিমুক্ত হন, অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত হন—এই অর্থ। 'বিলজ্জমানয়া' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্থিত। যস্য—যে ঈশ্বরের, ঈক্ষাপথে। 'অমুয়া ইতি' অমুয়া—মায়াকর্ত্তৃক ॥১৯॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ বলেন যে, যদি মুক্তপুরুষও কার্য্য অর্থাৎ প্রপঞ্চান্তর্গত ভোগসমূহ ভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত সংসারী জীবের প্রভেদ থাকে না। এই কথার উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, মুক্তপুরুষ প্রকৃতির বিকারভূত প্রপঞ্চের মধ্যস্থিত জন্মাদি বিকাররহিত—ষড়্‌বিধ বিকার-রহিত নিরবদ্য ব্রহ্মস্বরূপ-গুণভূত-ধামাদিতে অবস্থান করতঃ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সেই সেই অবিদ্যার আবৃত্তি পরিক্ষয়পূর্ব্বক মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানুভব-সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥" (ভাঃ ৩।১৫।১৪)

শ্রীরামানুজ ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—

"বিকার-শব্দের অর্থ জন্মাদি, যিনি সেই জন্মাদি ষড়্-বিকারসম্পন্ন নহেন, তিনি বিকারাবর্ত্তী; যিনি নিখিল বিকারশূন্য, সকলপ্রকার হেয়-বিরোধী মঙ্গলপ্রবণ এবং নিরতিশয় আনন্দময় ও সকল কল্যাণনিদান—পর-ব্রহ্ম; মুক্তপুরুষ সকল তাঁহার বিভূতির সহিত সকল কল্যাণগুণ অনুভব করেন। বিকারান্তর্গত ভোগভূমিও ব্রহ্মবিভূতির অন্তর্গত। শ্রুতিও নির্ব্বিকার ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মের অনুভবকারিরূপে মুক্তপুরুষের অবস্থিতির বিষয় প্রতিপাদন করেন। "যদা হ্যেবৈষ...সোঽভয়ং গতো ভবতি।" "রসো বৈ সঃ,...লব্ধ্বানন্দী ভবতি" (তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২।৭।১-২)। 'সমস্ত জগৎই সেই পরব্রহ্মের আশ্রিত' ইত্যাদি বাক্যও কঠ-শ্রুতিতে পাওয়া যায়। (কঠ ২।৫।৮) অতএব মুক্তপুরুষ বিভূতির সহিত ব্রহ্মকে অনুভব করিতে করিতে বিকারান্তর্গত আধিকারিক মণ্ডলস্থিত ভোগ্যবিষয়ও অনুভব করিয়া থাকেন। যেমন ছান্দোগ্যে পাই—"সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ" (ছাঃ ৭।২৫।২) কিন্তু মুক্তপুরুষের জগদ্ব্যাপার প্রতিপাদিত হয় নাই।

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"জন্মাদিবিকারশূন্যং স্বাভাবিকাচিন্ত্যানন্তগুণসাগরং সবিভূতিকং ব্রহ্মৈব

মুক্তোঽনুভবতি। তথাহি মুক্তস্থিতিমাহ শ্রুতিঃ। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽর্থং সোঽভয়ং গতো-ভবতি" "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইত্যাদিকা।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"বিকারাবর্ত্তী ব্যাপারো মুক্তানাং চ ন বিদ্যতে। ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্ত ইতি শ্রুতিঃ। বারাহেচ—স্বাধিকারেণ বর্ত্তন্তে দেবা মুক্তাবপি স্ফুটম্। বলিং হরন্তি মুক্তায় বিরিঞ্চায় চ পূর্ব্ববৎ। সব্রহ্মকাস্ত তে দেবা বিষ্ণবে চ বিশেষতঃ। ন বিকারাধিকারস্তু মুক্তানামন্য এব তু। বিকারা-ধিকৃতা জ্ঞেয়া যে নিযুক্তাস্ত বিষ্ণুনেতি" ॥১৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকচিদানন্দস্বরূপ-জীবসাক্ষাৎকারস্য পুমর্থত্বাদলং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপ্রয়াসেনেতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই,—যদি সত্যসঙ্কল্পাদি গুণা-ষ্টক-বিশিষ্ট, চিদানন্দস্বরূপ জীবের সাক্ষাৎকারই পরমপুরুষার্থ হয়, তবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য প্রয়াস কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—শঙ্কতে নন্বিতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'নন্বু' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন।

সূত্রম্—দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥২০॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মদ্বারাই জীবের অনন্তানন্দরূপতা লাভ; ইহা প্রত্যক্ষ শ্রুতি এবং স্মৃতি দেখাইতেছেন ॥২০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যদ্যপি মুক্তো জীবস্তাদৃশস্তথাপ্যাত্মনাসৌ নানন্তানন্দশালী ভবতি তস্যাণুত্বাৎ কিন্তু ব্রহ্মণৈব তস্যাপরিমিতান-ন্দত্বাদিতি শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি শ্রুতিঃ। ভূম্নি মত্বর্থীয়ঃ। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।

শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ" ইতি স্মৃতিশ্চ। অল্পধনো হি মহাধনমাশ্রিত্য সম্পন্নো ভবতীতি যুক্তি শ্চশব্দাৎ ॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ—যদিও মুক্তজীব সত্যসঙ্কল্পাদি-গুণবিশিষ্ট ও চিদানন্দস্বরূপ, তাহা হইলেও ঐ জীব নিজের দ্বারা স্ব-স্বরূপে অনন্তানন্দবিশিষ্ট নহে, যেহেতু সে অণুপরিমাণ, কিন্তু ব্রহ্ম দ্বারাই সেই জীবাত্মার অপরিমিত আনন্দলাভ হয়,—ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি দেখাইতেছেন। যথা, শ্রুতিঃ—'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি' রস অর্থাৎ আনন্দময় শ্রীহরিকে লাভ করিয়াই জীব আনন্দী হয় অর্থাৎ সেই রসময় শ্রীহরি দ্বারা প্রচুর আনন্দবান্ হয়। আনন্দী-পদটি আনন্দশব্দের উত্তর প্রশংসার্থে ইনি প্রত্যয় নিষ্পন্ন। স্মৃতিবাক্য যথা—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ···সুখস্যৈকান্তিকস্য চ'। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—জীব ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারা ব্রহ্মভাব লাভ করে, তখন তাহার স্বকীয় গুণাষ্টক আবির্ভাবিত হইলে মৃত্যুশূন্য, অব্যয়, একরস সেই মুক্ত জীবের আমিই পরমাশ্রয় এবং সনাতন ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখের কারণ। অল্পধনবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন মহাধনশালীকে আশ্রয় করিয়া সম্পত্তিশালী হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া জীব অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয়, এই যুক্তিও সূত্রস্থ 'চ' শব্দ হইতে পাওয়া যাইতেছে ॥২০॥

সূক্ষ্মা টীকা—দর্শয়ত ইতি। যদ্যপীতি। আত্মনা জৈবেন স্বরূপেণ। তস্যাত্মনো জীবরূপস্য। রসং হরিং লব্ধ্বা আনন্দী লব্ধেন তেন রসেন প্রশস্তানন্দবানিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো হি ইতি শ্রীগীতাসু। ব্রহ্মণস্তদানীমভিব্যক্ত-গুণাষ্টকস্যামৃতস্য মৃত্যুশূন্যস্যাব্যয়স্য তাদৃশস্যৈবৈকরসস্য মুক্তজীবস্যাহমেব প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয়ঃ। ননু মুক্তোহপি ত্বাং কথমাশ্রয়েৎ ফলস্য মুক্তের্লব্ধাদিতি চেত্তত্রাহ শাশ্বতস্যেত্যাদি। ধর্ম্মস্য মহাবিভূতিলক্ষণস্য। সুখস্য বিচিত্রলীলানন্দরসস্য। ঐকান্তিকস্য মন্মাত্রনিষ্ঠস্য। তাদৃশেন ময়া সহানন্দীভবতীত্যর্থঃ। আশ্রিত্য সংসেব্য বশীকৃত্যেতি যাবৎ ॥২০॥

টীকানুবাদ—'দর্শয়তশ্চৈবমিত্যাদি' সূত্রে। 'যদ্যপীতি' ভাষ্যে। 'তথাপ্যা-ত্মনাসৌ' ইতি আত্মনা—জীবস্বরূপে, তস্যাণুত্বাদিতি—তস্য—জীবাত্মার। 'রসং-

হ্যেবায়ং' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—রসং—শ্রীহরিকে, লব্ধ্বা—লাভ করিয়া, আনন্দী অর্থাৎ লব্ধ সেই রসময় শ্রীহরি দ্বারা প্রশস্ত আনন্দবান্ হয়। 'ব্রহ্মণোহি'—ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীগীতাতে উক্ত। ইহার অর্থ—ব্রহ্মণঃ—মুক্তদশায় যাহার গুণাষ্টক অভিব্যক্ত, সেই মৃত্যুশূন্য, অবিনাশী ঐরূপ হওয়ায় তাদৃশ একরস মুক্ত জীবের আমিই পরম আশ্রয়। যদি বল, মুক্ত হইয়া আর তোমাকে আশ্রয় করিবে কেন ? যেহেতু মুক্তপুরুষেরা তোমার আশ্রয়ে লভ্য ফল পাইয়াছে, সে-বিষয়ে উত্তর করিতেছেন—'শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্যেত্যাদি'—শাশ্বত ধর্ম্ম অর্থাৎ মহা-বিভূতিস্বরূপ অবিনশ্বর ধর্ম্মের, সুখস্য—বিবিধলীলানন্দরসের, ঐকান্তিকস্য—যাহা কেবল আমাতে স্থিত, তাদৃশ আনন্দস্বরূপ আমার সহিত ঐ মুক্তজীব আনন্দী হয়, এই অর্থ। 'মহাধনমাশ্রিত্যেতি'—আশ্রিত্য—ঐকান্তিকভাবে সেবা করিয়া অর্থাৎ সেবাদ্বারা বশ করিয়া ॥২০॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে যদি আর একটি আশঙ্কা উত্থিত হয় যে, সত্য-সঙ্কল্পাদিগুণবিশিষ্ট চিদানন্দস্বরূপ জীবের স্বরূপ-সাক্ষাৎকারেই যদি পরম পুরুষার্থ লাভ ঘটে, তাহা হইলে আর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-প্রয়াসের প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কা নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যদিও জীব স্বরূপতঃ তদ্রূপ, তাহা হইলেও স্বয়ং অণুপরিমাণ বলিয়া নিজের দ্বারা নিজে অনন্ত আনন্দশালী হইতে পারেন না ; কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীহরির দ্বারাই মুক্তজীব অপরিমিত আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রদর্শন করিতেছেন।

তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (তৈঃ ২।৭।১)

স্মৃতি বলেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥" (শ্রীগীতা—১৪।২৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতি-স্তবে পাই,—

> "দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
> শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
> ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
> চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।২১)

শ্রীধরস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—

"তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্।"

শ্রুতিতেও মুক্তি হইতে ভক্তির অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—"যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।"

শ্রীমধ্বাচার্য্য-ধৃত অন্য শ্রুতিও পাওয়া যায়,—

"মুক্তা হ্যেতমুপাসতে" "মুক্তানামপি ভক্তির্হি পরমানন্দরূপিণী।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" (ভাঃ ১।৭।১০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

" 'আত্মারাম' পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৮৫)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"এতৎ সাম গায়ন্নাস্ত ইত্যুচ্যতে। তত্রানন্দাদীনাং বৃদ্ধির্হ্রাসশ্চ ন বিদ্যতে। একপ্রকারৈশ্চৈব সর্ব্বদা স্থিতিঃ। স এব এতস্মিন্ ব্রহ্মণি সম্পন্নো ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন হীয়তে ন বর্দ্ধতে স্থিত এব সদা ভবতি। দর্শয়ন্নেব ব্রহ্ম দর্শয়ন্নেবাত্মানং তস্যৈবং দর্শয়তো ন সম্পত্তির্ন বিপত্তিরিত্যাহ জাবালি শ্রুতৌ। যত্র গত্বা ন ম্রিয়তে যত্র গত্বা ন জায়তে ন হীয়তে যত্র গত্বা ন বর্দ্ধতে ইতি মোক্ষধর্ম্মে। বিদ্বৎপ্রত্যক্ষাৎ কারণাভাবলিঙ্গাচ্চ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ— ন হ্রাসো ন চ বৃদ্ধির্ব্বা মুক্তানাং বিদ্যতে ক্বচিৎ। বিদ্বৎ-প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ কারণাভাবতোঽনুমা। হরেরুপাসনা চাত্র সদৈব সুখরূপিণী। ননু সাধনভূতা সা সিদ্ধিরেবাত্র সাধ্যত" ইতি।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"কৃৎস্নজগৎস্রষ্ট্যাদিব্যাপারার্হং ব্রহ্মৈব "স কারণং কারণাধিপাধিপঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ," "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" ইতি শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং মুক্তৈশ্বর্য্যম্ ॥"

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

এইরূপ মুক্তপুরুষের সত্যসঙ্কল্পাদি গুণের সহিত আনন্দের আবির্ভাবের হেতুও পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্। সাক্ষাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিও একথা বলেন। "এষ হ্যেবানন্দয়তি"—অর্থাৎ ইনিই (ব্রহ্মই) আনন্দিত করেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীগীতায় পাওয়া যায়—"মাং চ যোঽব্যভিচারেণ···সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।" (গীঃ ১৪।২৬-২৭)। যদিও অপহতপাপ্মত্ব হইতে সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত গুণগণ প্রত্যগাত্মার স্বাভাবিকভাবে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলেও তাহার তাদৃশ গুণবত্তা পরমেশ্বরেরই আয়ত্ত—অধীন এবং তাহার স্থিতিও তদধীন। মুক্তপুরুষের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ ও ব্রহ্ম-সাম্য-প্রাপ্তি জগদ্ব্যাপার-ভিন্নই বুঝিতে হইবে ॥২০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি শ্রবণাদাত্মনৈব মুক্তস্তাদৃশঃ স্যাৎ ততঃ কিমীশ্বরেণ। অণুত্বন্তু তস্য বুদ্ধিগতং কচিদুপচরিতমিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই—উপাধিমুক্ত জীব পরম সাম্য অর্থাৎ ঈশ্বর-সাম্য প্রাপ্ত হয়, ইহা শ্রুত হওয়ায় মুক্তপুরুষ নিজ হইতেই অনন্ত আনন্দশালী হইবে, তবে আর ঈশ্বর দ্বারা কি লাভ? ইহাতে যদি বল, জীবের অণুত্ব, তবে কিরূপে উহা সম্ভব? তদুত্তরে বলিব—অণুত্ব তাহার বুদ্ধি-ধর্ম্ম, উহা বিভু জীবে লাক্ষণিক; পূর্ব্বপক্ষীর এই আপত্তি খণ্ডনার্থ সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। সাম্যস্য পারম্যবিশেষণং ব্রহ্মবজ্জীবস্যাপ্যাত্মনৈবানন্তানন্দশালিত্বং বোধয়ত্যন্যথা তৎ পীড্যেতেতি ভাবঃ। নন্ু 'যদা পশ্য' ইত্যাদৌ শ্রীহরিধ্যানেনৈব তৎসাম্যলাভপ্রত্যয়াৎ কথং তস্য

তন্নৈরপেক্ষ্যমিতি চেন্নৈবং ক্ষতরাজ্যস্য রাজ্ঞোঽক্ষতরাজ্যং কঞ্চিৎ রাজানমুপাস্য পুনর্লব্ধরাজ্যস্য তন্নৈরপেক্ষ্যদর্শনাৎ। নন্বেবং জীবস্যাণুত্বশ্রবণং কথং সঙ্গচ্ছেত তত্রাহাণুত্বমিতি। বুদ্ধিধর্ম্মো জীবে বিভাবুপচরিত ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি এই—সাম্যাংশে পরমত্ব বিশেষণটি ব্রহ্মের মত জীবেরও স্ব-মহিমায় অনন্ত আনন্দশালিত্ব বুঝাইতেছে, তাহা না স্বীকার করিলে ঐ বিশেষণটি ব্যর্থ হয়, এই ইহার তাৎপর্য্য। যদি বল, 'যদা পশ্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা শ্রীহরিধ্যান-সাপেক্ষ্যেই তাঁহার সাম্য লাভ জীবে শ্রুত হওয়ায় কিরূপে তাদৃশ জীবের ঈশ্বর-নৈরপেক্ষ্য বলিব? ইহার উত্তর—এরূপ আশঙ্কনীয় নহে, যেমন কোনও নষ্টরাজ্য রাজা অক্ষতরাজ্য কোনও রাজাকে আশ্রয় করিয়া পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইলে তাহার ঐ অক্ষতরাজ্য-রাজার অপেক্ষা থাকে না, দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও হইবে। পুনশ্চ আপত্তি এই, তবে জীবের অণুত্বশ্রুতি কিরূপে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—ঐ অণুত্ব জীবের স্বরূপ সম্বন্ধীয় নহে, উহা বুদ্ধি-ধর্ম্ম, বিভু (পরম মহৎ পরিমাণ) জীবে উহা আরোপিত, ইহাই অর্থ।

সূত্রম্—ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥২১॥

সূত্রার্থ—না, মুক্তপুরুষের কেবল ভোগমাত্রে ভগবৎসাম্য কথিত হওয়ায় তাহাতে স্বরূপসাম্য নাই, ইহাই পাওয়া যাইতেছে ॥২১॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চ-শব্দোঽবধারণে। মণ্ডুকপ্লুত্যা পূর্ব্বতো নেত্যনুবর্ত্ততে। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি মুক্তস্য ভোগমাত্রে ভগবৎসাম্যবচনাৎ লিঙ্গাদেব স্বরূপসাম্যং বাক্যার্থো ন ভবতীত্যর্থঃ। চোদ্যন্তু প্রাক্ পরিহৃতম্। অনেন স্বরূপনির্ণয়ান্ত্যসূত্রেণ জীবব্রহ্মণো ভোগমাত্রেণৈব সাম্যং ব্রুবন্ শাস্ত্রকৃৎ তয়োঃ স্বরূপসামর্থ্যকৃতং বৈলক্ষণ্যং বাস্তবমিত্যুপাদিশৎ ॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দটি অবধারণার্থে প্রযুক্ত। 'মণ্ডুকপ্লুতি' ন্যায়ে অর্থাৎ যেমন ভেক লাফাইয়া বহুস্থান অতিক্রম করিয়া থাকে, সেই প্রকারে পূর্ব্বসূত্র (প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতি চেন্ন) এই সূত্র হইতে নিষেধার্থক 'ন' শব্দের ইহাতে অনুবৃত্তি হইতেছে। শ্রুতিতে আছে—'সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' সেই মুক্তপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সমস্ত ভোগ্যবস্তু ভোগ করেন। ইহার দ্বারা মুক্তপুরুষের কেবল ভোগমাত্রে ভগবৎসাম্য কথিত, এই জ্ঞাপক প্রমাণ হইতেই বুঝা যাইতেছে 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' এই শ্রুতিতে স্বরূপসাম্য বাক্যার্থ নহে। 'ততঃ কিমীশ্বরেণ' ইহা দ্বারা যে আপত্তি করা হইয়াছে, ইহার পরিহার পূর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় পাদে 'স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ' এই সূত্রে করা হইয়াছে। শাস্ত্রকার বাদরায়ণ জীব-ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণায়ক এই শেষ সূত্রদ্বারা জীব-ব্রহ্মের একমাত্র ভোগাংশ দ্বারাই সাম্য বলিয়া উপদেশ করিলেন যে, উহাদের স্বরূপ ও সামর্থ্য-জনিত বাস্তব পার্থক্য আছে ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভোগমাত্রেতি। স্বরূপসাম্যমিতি। বিভুজ্ঞানানন্দত্বেন ভগবৎসাম্যং জীবস্যেতি সাম্যশ্রুতের্নার্থঃ কিন্তু নৈরঞ্জন্যাংশেনৈব তদিত্যর্থঃ। চোদ্যন্ত্বিতি। প্রাক্ স্বাত্মনোশ্চোত্তরয়োরিতি সূত্রব্যাখ্যানে। অনেনেতি। সর্ব্বে শাস্ত্রকৃতঃ শাস্ত্রান্তেষ্বশেষং প্রকাশয়ন্তীতি বিস্ফুটম্। ইহ জীবস্য মুক্তস্যাপি স্বরূপং নির্ণয়ন্ শাস্ত্রকৃত্তস্য ব্রহ্মণা সহ ভোগমাত্রেণ সাম্যং বদংস্তস্মাত্তস্য ভেদমেব সিদ্ধান্তয়তি নাভেদমিত্যর্থঃ ॥২১॥

টীকানুবাদ—'ভোগমাত্রসাম্যেত্যাদি' সূত্রে। স্বরূপসাম্যং বাক্যার্থো নেতি—স্বরূপসাম্যমিতি—বিভুত্ব, জ্ঞানরূপত্ব ও আনন্দময়ত্বরূপে জীবের ভগবৎ-সাম্য, ইহা সাম্যশ্রুতির বাক্যার্থ নহে, কিন্তু নিরঞ্জনত্ব-অংশ লইয়াই সাম্য, ইহাই অর্থ। চোদ্যন্তু—ইতি—আপত্তি পূর্ব্বে 'স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ' —এই সূত্রের ব্যাখ্যায় পরিহার করা হইয়াছে। অনেন স্বরূপনির্ণয়ান্ত্য-সূত্রেণেতি—সমস্ত শাস্ত্রকার স্ব-স্ব-শাস্ত্রের শেষে নিঃশেষরূপে প্রতিপাদ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধ। এই সূত্রে শাস্ত্রকার জীব মুক্ত হইলেও তাঁহার, স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাঁহার ব্রহ্মের সহিত কেবল ভোগাংশে সাম্য বলিতেছেন,

তাহা হইতে জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদ-সিদ্ধান্তই করিতেছেন, অভেদ নহে, এই তাৎপর্য্য ॥২১॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, মুণ্ডকে যখন পাওয়া যায়—"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মুঃ ৩।১।৩) অর্থাৎ উপাধিনির্ম্মুক্ত জীব পরব্রহ্মের পরমসাম্য লাভ করেন। তখন সেই মুক্তপুরুষ স্বরূপেই তো তাদৃশ অর্থাৎ অপরিমিত আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইবেন। তবে তাঁহার আর ঈশ্বরানুগত্যের প্রয়োজন কি ? তবে অণুত্ব—জীবের বুদ্ধিগত উপচারমাত্র অর্থাৎ লাক্ষণিক। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কার নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ভোগমাত্র-বিষয়েই জীবের ব্রহ্মের সহিত সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপগত বা সামর্থ্যগত সাম্য লক্ষিত হয় নাই। ঐ বিষয়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের সার্ব্বকালিক বাস্তব ভেদ থাকিবেই।

মূলকথা এই যে, মুক্তপুরুষের পরমেশ্বর-কৃপায় আত্যন্তিক দুঃখাভাব এবং অপরিমিত আনন্দলাভ হয় বলিয়া তদংশে ঈশ্বরের সহিত সাম্য বলা হয়, নতুবা স্বরূপগত বা সামর্থ্যগত সকল বিষয়েই নিত্য ভেদ থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
> প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
> অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
> ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥" (ভাঃ ১০।৩০।৩)

"গোপীদিগের তৎকালে অধিরূঢ়ভাব উদয় হইল। প্রিয়তম কৃষ্ণের গতি, স্মিত, প্রেক্ষণ, ভাষণাদিতে প্রতিরূঢ় মূর্ত্তি হইয়া 'আমি কৃষ্ণ' এই বলিয়া অবলাগণ তদাত্মিকা হইয়া পড়িলেন। বিচ্ছেদ-সময়ে প্রিয়কে দূরে না রাখিতে পারিয়া এইরূপ তদাত্মিকাভাব প্রকাশ করা একটি প্রেমবিকার। ইহাকেও মহাভাব বলে। পরস্পর কৃষ্ণবিহার-বিভ্রমসকল জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানপক্ষে যে সাযুজ্য, তাহাতে রস উদয় হয় না। প্রেমপক্ষে

এই ক্ষণিক সাযুজ্যের একটি আশ্চর্য্যভাব এই যে, কৃষ্ণদর্শনে বা কৃষ্ণ-সদৃশ ভাবদর্শনে তাহা আর থাকে না।" (শ্রীভক্তিবিনোদ)

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥" (ভাঃ ১০।৮২।৪৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার-চারিরস।
চারিভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস-সখা-পিতা-মাতা-প্রেয়সীগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৩।১১-১২)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন চ ভোগবিশেষাদিতি বিরোধঃ। 'এতমানন্দময়মাত্মানমনুপ্রবিশ্য ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন হ্রসতে ন বর্দ্ধতে যথাকামঞ্চরতি যথাকামম্পিবতি যথাকামং রমতে যথাকামমুপরমতে ইতি ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ। 'অবৃদ্ধি-হ্রাসরূপত্বং মুক্তানাং প্রায়িকং ভবেৎ। কাদাচিৎকবিশেষস্তু নৈব তেষাং নিষিধ্যত' ইতি কৌর্ম্মে। 'প্রবাহতস্তু বৃদ্ধির্ব্বা হ্রাসো বা নৈব কুত্রচিৎ। নাপ্রিয়ং কিঞ্চিদপি তু মুক্তানাং বিদ্যতে ক্বচিৎ। কুত এব তু দুঃখং স্যাৎ সুখমেব সদোদিতম্। ভোগানাস্তু বিশেষে তু বৈচিত্র্যং লভতে ক্বচিদ্' ইতি নারায়ণতন্ত্রে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ইতি ভোগমাত্রসাম্য-লিঙ্গাচ্চ মুক্তৈশ্বর্য্যং জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্।"

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষ্যে পাই,—

"ব্রহ্মযাথাত্ম্যানুভবরূপভোগমাত্রে মুক্তস্য ব্রহ্মসাম্যপ্রতিপাদনাচ্চ লিঙ্গাৎ জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিত্যবগম্যতে "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"

ইতি। অতো মুক্তস্য পরমপুরুষসাম্যং সত্যসঙ্কল্পত্বং চ পরমপুরুষাসাধা-রণনিখিলজগন্নিয়মনশ্রুত্যানুগুণ্যেন বর্ণনীয়মিতি জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমেব মুক্তৈশ্বর্য্যম্" ॥ ২১ ॥

মুক্তপুরুষের সর্ব্বদা ভগবৎসান্নিধ্য—

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ মুক্তস্য সার্ব্বদিকং ভগবৎসান্নিধ্যং বক্তুমারম্ভঃ। অত্র ভগবল্লোকপ্রাপ্তিবাক্যানি বিষয়ঃ। তত্রৈবং সংশয়ঃ। তৎপ্রাপ্তিলক্ষণা মুক্তিঃ ক্ষয্যা স্যাদক্ষয্যা বেতি। লোকত্বা-বিশেষাৎ স্বর্গাদিব তস্মাৎ পাতসম্ভবাৎ ক্ষয্যা স্যাদিতি প্রাপ্তে—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর মুক্তজীবের সর্ব্বকালীন ভগবৎ-সান্নিধ্য (ভগবৎসন্নিধিতে স্থিতি) বলিবার জন্য এই অধিকরণের আরম্ভ। ইহাতে বিষয় হইতেছে—ভগবল্লোকপ্রাপ্তিবোধক বাক্য সমুদয়। তাহাতে সংশয় এইপ্রকার—ভগবৎপ্রাপ্তিস্বরূপ-মুক্তি কি ক্ষয়ার্হ? অথবা অক্ষয্য—ক্ষয়ের অযোগ্য অর্থাৎ নিত্য? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন ভগবল্লোকও একটি লোক, তখন নির্ব্বিশেষে স্বর্গলোকের মত তাহা হইতে পতন সম্ভব হওয়ায় ঐ লোক-প্রাপ্তি ক্ষয়ের যোগ্য ; এই মতের খণ্ডনার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র ভগবতা সহ মুক্তস্য সর্ব্বেষাং কামানাং ভোগোঽভিহিতঃ স ন সম্ভবতি তদ্ভোগস্যাতিবহুকালাপেক্ষিত্বাৎ। ন চ তত্র মুক্তস্য বহুকালাবস্থিতিঃ সম্ভবেৎ স্বর্গলোকাদিব তল্লোকাত্তস্য পাতসম্ভবাদি-ত্যাক্ষেপাদারভ্যতে। অথেত্যাদি। অত্রেতি। বাক্যানি যথা নদ্য ইত্যাদীনি।

ক্ষয্যেতি। কালত্বাদিভিঃ ক্ষেতুং শক্যেত্যর্থঃ। যদাহ ভগবান্ কাত্যায়নঃ ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থ ইতি।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে শ্রীবলদেবকৃতা অবতরণিকা-ভাষ্যস্য সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মুক্তপুরুষের শ্রীভগবানের সহিত সমস্ত কাম্য বস্তুর ভোগ হয়, কিন্তু তাহা সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু ভগবানের তথায় ভোগগুলি বহুকাল সাপেক্ষ, কিন্তু মুক্ত-পুরুষের তো বহুকাল তথায় (বৈকুণ্ঠধামে) অবস্থিতি সম্ভবপর নহে। স্বর্গ-লোকাদির মত তথা হইতে তাঁহার পতনের সম্ভাবনা আছে, এই আক্ষেপ-বশতঃ এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে—অথেত্যাদি বাক্য দ্বারা। 'অত্র ভগবল্লোকপ্রাপ্তিবাক্যানীতি'—'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা' ইত্যাদি (৪র্থ সূত্রের ভাষ্যে-ধৃত) শ্রুতিবাক্য। ক্ষয্যেতি—কাল প্রভৃতি দ্বারা ক্ষয় করিতে পারা যায়। ভগবান্ বার্ত্তিককার কাত্যায়ন মুনি 'ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে' এই সূত্রে শক্যার্থে 'ক্ষয্য' পদটি সিদ্ধ করিয়াছেন।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ সমাপ্ত॥

অনাবৃত্তিরিত্যধিকরণম্

সূত্রম্—অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥২২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে সূত্রং সমাপ্তম্॥

সূত্রার্থ—শ্রীভগবানের স্বরূপাবগতি পূর্ব্বক উপাসনা-বলে বৈকুণ্ঠধামে গত মুক্তজীবের আর তাহা হইতে ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হয় না, যেহেতু শ্রুতি হইতে উহা পাওয়া যায়। অধ্যায়-সমাপ্তি-সূচক দুইবার পাঠ ॥২২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থপাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ভগবদুপাসনয়া তদবগতিপূর্ব্বয়া তল্লোকং গতস্য ন তস্মাদাবৃত্তির্ভবতি। কুতঃ? শব্দাৎ। "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে"। "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্তত" ইতি শ্রুতেঃ। "মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি স্মৃতেশ্চ। ন চ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীহরিঃ স্বাধীনমুক্তং স্বলোকাৎ কদাচিৎ পাতয়িতুমিচ্ছেৎ মুক্তো বা কদাচিৎ তং জিহাসেদিতি শক্যং শঙ্কিতুম্। "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ"। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্" ইত্যাদিষু দ্বয়োর্মিথঃ স্নেহাতিশয়াভিধানাৎ। "যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে"। "ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা" ইত্যাদিষু ভজদত্যাগসঙ্কল্পভজনীয়ৈকসংরতিস্মরণাৎ নির্দ্দোষাচ্চ। এতদুক্তং ভবতি। সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ স্বাশ্রিতবাৎসল্যবারিধিঃ সর্ব্বেশ্বরঃ স্বভক্তানাং স্বনিমিত্তপরিত্যক্তসর্ব্ববিষয়াণাং স্ববৈমুখ্যকরীমবিদ্যাং নির্ধূয় তানতিপ্রিয়ান্ নিজাংশান্ স্বান্তিকমুপানীয় কদাচিদপি ন জিহাসতি। জীবশ্চ সুখৈকান্বেষী সুখাভাসায় তুচ্ছেষু তেষ্বনুরজ্যন্ ব্যতীতাসংখ্যেয়জনুর্ভাগ্যবিশেষোপলব্ধাৎ সদ্‌গুরুপ্রসাদাৎ বিদিতনিজাংশিস্বরূপস্তদিতরনিস্পৃহস্তদনুবৃত্তিপরিশুদ্ধস্তমনন্তানন্দচিৎস্বরূপং প্রসাদাভিমুখং সুহৃত্তমং নিজস্বামিনং প্রাপ্য কদাচিদপি তদ্বিচ্যুতিং নেচ্ছতীতি শাস্ত্রাদেবাধিগতমতঃ শাস্ত্রৈকশরণৈস্তথৈব তত্তদাস্থেয়মিতি। সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্রসমাপ্তিদ্যোতনার্থঃ ॥২২॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনার ফলে তল্লোকে (বৈকুণ্ঠে) গত জীবের তথা হইতে পতন হয় না। প্রমাণ কি?

শব্দাৎ—শ্রুতিবাক্য—যথা 'এতেন প্রতিপদ্যমানা…ন চ পুনরাবর্ত্ততে' এই ব্রহ্মের আশ্রিত মুক্তপুরুষ এই মনুষ্যলোকের আবর্ত্তে আর আসেন না। সেই মুক্ত জীব যাবৎ জীবিতকাল তাবৎ পর্য্যন্ত এইরূপে অতিবাহিত করিয়া পরে (মৃত্যুর পর) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তথা হইতে আর তিনি ফিরিয়া আসেন না। স্মৃতিবাক্যও আছে, যথা—'মামুপেত্য পুনর্জন্মেত্যাদি আব্রহ্মেত্যাদি…পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া এই দুঃখসঙ্কুল অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, যেহেতু তাঁহারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ওহে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই পুনঃপুনঃ আবৃত্তিবিশিষ্ট, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। যদি বল, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা স্বাধীন-চেষ্টায় মুক্ত জীবকে নিজলোক হইতে কোনও সময় পাতিত করিতে ইচ্ছা করিতে পারেন, অথবা মুক্তপুরুষ কোন সময়ে সেই লোক ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিতে পারেন, ইহা আশঙ্কা করিতে পারা যায় না, যেহেতু গীতায় শ্রীভগবান্ স্বমুখেই বলিয়াছেন—আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং সেই জ্ঞানীও আমার অতিশয় প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতীয়বাণী—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি তাঁহাদের হৃদয়, ইত্যাদি বাক্যে ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর প্রেমাতিশয় কথিত আছে, সেজন্য। এতদ্ভিন্ন 'যে দারপুত্রাপ্তান্…স্বশরণং যথা' ইতি—যাঁহারা স্ত্রী, গৃহ, পুত্র, স্বজন, প্রাণ, বিত্ত এই সকলকেই একান্ত-ভাবে ছাড়িয়া আমাকে শরণ লইয়াছেন, আমি কি করিয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইব। যাঁহার অবিদ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই যোগী পুরুষ কখনও শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল ত্যাগ করেন না, তিনি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত। যেমন পথিক পথের ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিজ গৃহে উপস্থিত হইলে আর তাহা ত্যাগ করে না ইত্যাদি বাক্যে ভজনকারীদিগের ভগবান্ কর্ত্তৃক অত্যাগসঙ্কল্প এবং ভক্তদিগের ভজনীয় শ্রীহরিতে ঐকান্তিক রতি স্মৃত হওয়ায় শ্রীহরিতে নিষ্ঠুরতা ও দীনতার লেশমাত্রও নাই এবং মুক্ত-পুরুষে হরিভিন্ন অন্যবিষয়ে প্রসঙ্গ কণামাত্রও নাই—এইপ্রকার দোষাভাব-হেতুও পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা করিতে পার না। কথাটি এই—শ্রীভগবান্ সত্যবাক্, সত্যসঙ্কল্প, নিজের আশ্রিতের উপর স্নেহের সমুদ্র, সর্ব্বনিয়ন্তা, তাঁহার জন্য

যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের ভগবানের প্রতি বৈমুখ্য-বিধায়িনী অবিদ্যা দূর করিয়া সেই অতিপ্রিয় নিজাংশ স্বরূপ তাঁহাদিগকে নিজ সমীপে আনিয়া কোনরূপেই তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন না এবং জীবও একমাত্র সুখান্বেষী হইয়া মিথ্যাভূত সুখ-লালসায় তুচ্ছ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া অতীত অসংখ্য জন্মের সাধনায় ভাগ্যবিশেষে লব্ধ সদ্গুরুর অনুগ্রহে নিজ অংশী পুরুষোত্তমের স্বরূপ জানিয়া তাঁহা ছাড়া আর সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া তাঁহারই সেবায় পরিশুদ্ধ হইয়াছেন, সেই মুক্ত ভক্ত অনন্ত আনন্দময় চিৎস্বরূপ, অনুগ্রহ-প্রবণ, পরমবন্ধু নিজস্বামীকে পাইয়া কখনও তাঁহার বিচ্ছেদ ইচ্ছা করিবেন না, ইহা শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া গিয়াছে, অতএব যাঁহারা একমাত্র শাস্ত্র-শরণ লইয়া আছেন, তাঁহারা সেই সেই শাস্ত্রোক্ত বস্তু সেইরূপেই দৃঢ় বিশ্বাসে গ্রহণ করিবেন। দুইবার সূত্রাবৃত্তি এই বেদান্তশাস্ত্রের সমাপ্তি-সূচনের জন্য ॥২২॥

সমুদ্ধৃত্য যো দুঃখপঙ্কাৎ স্বভক্তান্
নয়ত্যচ্যুতশ্চিৎসুখে ধাম্নি নিত্যে।
প্রিয়ান্ গাঢ়রাগাৎ তিলার্দ্ধং বিমোক্তুং
ন চেচ্ছত্যসাবেব সুজ্ঞৈর্নিষেব্যঃ ॥
শ্রীমদ্গোবিন্দপদারবিন্দমকরন্দলুব্ধচেতোভিঃ।
গোবিন্দভাষ্যমেতৎ পাঠ্যং শপথোঽর্পিতোঽন্যেভ্যঃ ॥
বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে শ্রীবলদেবকৃতং-মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অনুবাদ—অচ্যুত স্বরূপ যে শ্রীহরি নিজ ভক্তগণকে দুঃখরূপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া অবিনশ্বর চিৎসুখাত্মক ধামে লইয়া যান। প্রিয় ভক্তগণকে দৃঢ়বাৎসল্য হেতু ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, সেই শ্রীহরিই উপনিষত্তত্ত্ববেদিগণ কর্ত্তৃক সংসেব্য (উপাস্য)।

শ্রীমদিত্যাদি—শ্রীমদ্গোবিন্দের পাদপদ্মমধুলুব্ধচিত্ত ব্যক্তিগণই এই গোবিন্দভাষ্য পাঠ করিবেন। ভগবদুপাসক ভিন্ন অন্য উপাসকগণকে শপথ দেওয়া হইল।

বিদ্যারূপমিত্যাদি—যে মহান্ উদার শ্রীহরি আমাকে বিদ্যারূপ ভূষণ দিয়া তাহার দ্বারা আমার খ্যাতি খ্যাপন করিয়াছেন, যিনি আমাকে স্বপ্নে ভাষ্য বর্ণন করিয়াছেন, সেই রাধাকান্ত ত্রিভঙ্গমুরারি শ্রীগোবিন্দ সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করুন।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনাবৃত্তিরিতি। আবৃত্তিঃ পতনম্। মামিত্যাদিদ্বয়ং শ্রীগীতাসু। আব্রহ্মেত্যত্র বীরধর্ম্মেণ সত্যলোকং গতানামাবৃত্তিঃ ব্রহ্মবিদ্যয়া তদ্গতানাং তু পরপ্রাপ্তিরিতি বিবেচনীয়ম্। শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুমাহ ন চেতি। তং শ্রীহরিম্। সাধবইত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়ং শ্রীভাগবতে। দ্বয়োঃ শ্রীহরিমুক্তয়োঃ। ধৌতাত্মা ধ্বস্তাবিদ্যঃ। স্বশরণং স্বগৃহম্। নির্দ্দোষাচ্চেতি। ক্রৌর্য্যকার্পণ্যাদিগন্ধোঽপি ন শ্রীহরৌ তদন্যপ্রসক্তিগন্ধোঽপি ন চ মুক্তেম্বস্তীতি দোষাভাবাচ্চেত্যর্থঃ। অভাবেঽব্যয়ীভাবঃ। এতদুক্তমিতি। সত্যবাঙ্মামুপেত্য ইত্যাদিভাষী। সত্যবাক্ত্বাদিত্রয়ো ভক্তাবিদ্যানির্ধূননাদৌ হেতুঃ। তেষু গেহাদিষু স্ত্রী-দেহাদিষু চেত্যর্থঃ। নিজাংশী পুরুষোত্তমঃ শ্রীহরিঃ। তদিতরেতি প্রাকৃতসুখেচ্ছাশূন্য ইত্যর্থঃ। তদনুবৃত্তীতি শ্রীহর্য্যুপাসনানিবৃত্তাবিদ্য ইত্যর্থঃ। অনন্তানন্দেত্যাদিকং তদ্বিচ্যুত্যনিচ্ছায়াং হেতুঃ। শাস্ত্রাদিতি। শ্রুত্যাদিবাক্যাদেব ন তু তর্কাদিত্যর্থঃ। আস্থেয়ং দৃঢ়বিশ্বাসেন গ্রাহ্যম্। সূত্রাভ্যাস ইতি। সূত্রৈকদেশাবৃত্ত্যা শাস্ত্রৈকদেশপূর্ত্তির্দ্যোত্যতে। কৃৎস্নসূত্রাবৃত্ত্যা তু কৃৎস্নশাস্ত্রপূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। তদিত্থমষ্টসপ্ততিসূত্রকস্ত্রিচত্বারিংশদধিকরণকোঽয়ং চতুর্থাধ্যায়ো ব্যাখ্যাতঃ। গ্রহপঞ্চেষুভিঃ (৫৫৯), সূত্রৈঃ ন্যায়ৈশ্চেষুখযুগ্মকৈঃ (২০৫)। যুক্তেয়ং ব্রহ্মমীমাংসা বোধ্যা গোবিন্দভাষ্যতঃ। ইহ প্রথমেঽধ্যায়ে সূত্রাণি ইষুগুণেন্দুসংখ্যানি (১৩৫), অধিকরণানি তু মুনিগুণসংখ্যানি (৩৭), দ্বিতীয়ে সূত্রাণি ষট্শরেন্দুসংখ্যানি (১৫৬), অধিকরণানি তু বেদেষুসংখ্যানি (৫৪), তৃতীয়ে সূত্রাণি খগ্রহেন্দুসংখ্যানি (১৯০), অধিকরণানি তু ইষুমুনি-

সংখ্যানি (৭৫), চতুর্থে তু সূত্রাণি বসুমুনিসংখ্যানি (৭৮), অধিকরণানি তু গুণ-বেদসংখ্যানি (৪৩) ভবন্তীতি।

প্রঘট্টকার্থমতিচারুত্বাৎ পদ্যেনাহ সমিতি। দুঃখপঙ্কাৎ সংসারকর্দ্দমাৎ ভক্তান্ সমুদ্ধৃত্য সংসারপঙ্কমপনীয় কৃপাবৃষ্ট্যা স্নাপয়িত্বা চেত্যর্থঃ। চিৎসুখে স্বপ্রকাশানন্দে নিত্যে ধাম্নি অর্চ্চিরাদিনাত্মনা চ নয়তি যঃ প্রবেশয়তি প্রিয়াংস্তান্ তিলার্দ্ধমপি কালং বিমোক্তুং ত্যক্তুং নৈবেচ্ছতি। অসাবেব সুজ্ঞৈরুপনিষদ্রহস্যবেদিভির্নিষেব্যো ন ত্বেতদ্বিলক্ষণঃ শিতিকণ্ঠাদিরিতিভাবঃ। অচ্যুতঃ স্বরূপগুণাদিভ্যঃ কদাচিদপি ন চ্যবতে স্মেতি নিষেবায়াং হেতুঃ। শ্লেষেণ স্বয়ং স্ববলিতত্বাদন্যানস্ববলিতান্ সমুদ্ধর্ত্তুমলমিতি দ্যোতিতম্। গাঢ়-রাগাদিত্যুভয়ত্র যোজ্যম্।

অথৈতদ্ভাষ্যাধিকারিণো দর্শয়তি শ্রীতি। অন্যেভ্যো গোবিন্দদেবতান্তরাণি চ সাম্যধিয়োপাসীনেভ্য ইত্যর্থঃ। ন চান্যনিবারণং গ্রন্থাবজ্ঞভয়াদিতিবাচ্যং গ্রন্থস্য সুব্যুৎপন্নৈর্ন্নিরবদ্যতয়া গৃহীতত্বাৎ। কিন্তু বেদনির্ণীতেঽপি গোবিন্দ-পারতম্যে অসমবুদ্ধিভিস্তৈরবজ্ঞাতে তেষাং দুর্গতিঃ স্যাদতস্তন্মঙ্গলায়ৈব তদিতি। গোবিন্দনিরূপকত্বাদ্গোবিন্দেন প্রযোজকেন সিদ্ধত্বাদ্বা গোবিন্দ-ভাষ্যমিত্যুক্তম্। তদাবির্ভাবকস্তু স এবেতি পীঠকাদবগম্যম্।

শ্রীরাধাদিভিরাত্মশক্তিনিকরৈরুদ্বীক্ষ্যমাণক্ষণঃ
শ্রীরূপাদিমধুব্রতাশ্রিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দাসবঃ।
গোবিন্দঃ শরদিন্দুসুন্দরমুখঃ সদ্রক্ষণৈকব্রতী
পূর্ণব্রহ্মতয়োদিতঃ শ্রুতিগণৈঃ শ্রীমান্ স জীয়াৎ প্রভুঃ॥
শ্রুত্যাদিবাচ্যমণিদীধিতিদীপ্যমানাং
সন্মুক্তিকাঞ্চনরুচিচ্ছটয়া মনোজ্ঞাম্।
বাগীশ্বরোক্তিমনুচিন্ত্য বুধাঃ সুধাভাং
গোবিন্দভাষ্যমসকৃৎ পরিপাঠয়ধ্বম্॥
গৌড়োদয়মুপজাততমঃসমস্তং নিহন্তি যো যুগপৎ।
জ্যোতিশ্চয়োঽতিশীতঃ পীতস্তমুপাস্মহে কৃতাঞ্জলয়ঃ॥২২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃতা-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা॥

টীকানুবাদ—'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' এই সূত্রে। 'ন তস্মাদাবৃত্তির্ভবতি'—ভাষ্য, আবৃত্তিঃ— অর্থাৎ পতন। 'মামুপেত্য পুনর্জন্ম' ইত্যাদি ও 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোক শ্রীগীতান্তর্গত। 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ' ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা পরম অধ্যবসায় দ্বারা সত্যলোকে (ব্রহ্মার লোকে) উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার ফলে ব্রহ্ম-লোকে (বৈকুণ্ঠধামে) গত যোগীদিগের পরমপদপ্রাপ্তি—এই বিশেষত্ব অব-ধারণীয়। শঙ্কা তুলিয়া তাহার নিরাসের জন্য বলিতেছেন—'ন চ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীহরিরিত্যাদি'। কদাচিত্তং জিহাসেদিতি—তং—শ্রীহরিকে। 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্'। এই অর্দ্ধশ্লোক তথা 'যে দারাগারপুত্রাপ্তান্...পান্থঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোক সাকল্যে আড়াইটি শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের। 'দ্বয়োর্মিথঃ স্নেহাতিশয়াভিধানাদিতি' দ্বয়োঃ—শ্রীহরি ও মুক্তপুরুষের পরস্পর স্নেহাভিধান-হেতু। 'ধৌতাত্মা পুরুষঃ' ইতি ধৌতাত্মা—যাঁহার অবিদ্যা ধ্বংস হইয়াছে, তাদৃশ। 'পান্থঃ স্বশরণং যথেতি'—স্বশরণং—নিজ গৃহ। নির্দোষাচ্চেতি—নিষ্ঠুরতা ও কৃপণতাদির লেশও শ্রীহরিতে নাই এবং মুক্তপুরুষ সমুদায়ে শ্রীহরি ভিন্ন অন্যত্র আসক্তিকণাও নাই—এইরূপে দোষাভাব বশতঃ, এই অর্থ। নির্দ্দোষাৎ পদে অভাবার্থে অব্যয়ীভাব সমাস। এতদুক্তং ভবতীতি—সত্যবাক্ 'মামুপেত্য পুনর্জন্ম' ইত্যাদি সত্যভাষী। সত্যবচনত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব ও আশ্রিত-বাৎসল্য-বারিধিত্ব—এই তিনটি ভক্তের অবিদ্যাদূরীকরণে হেতু। 'তুচ্ছেষু তেষ্বনুরজ্যন্' ইতি তেষু অর্থাৎ স্ত্রী-গৃহাদিতে। 'নিজাংশিস্বরূপেতি' নিজাংশী পুরুষোত্তম শ্রীহরি। 'তদিতরনিস্পৃহ' ইতি প্রাকৃতিক সুখাভিলাষ-শূন্য—এই অর্থ। তদনুবৃত্তিপরিশুদ্ধঃ—শ্রীহরির উপাসনা-ফলে অবিদ্যানিবৃত্ত, এই অর্থ। অনন্তানন্দ চিৎস্বরূপং—পরমাত্মা হইতে বিচ্যুতির অনিচ্ছা-হেতু। 'শাস্ত্রাদেবা-ধিগতমিতি' শ্রুতি-স্মৃতিবাক্য হইতেই জ্ঞাত, তর্ক-সাহায্যে নহে, এই তাৎপর্য্য। তত্তদাস্থেয়মিতি—আস্থেয়ম্—দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত সে সমুদয় গ্রাহ্য। 'সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্রসমাপ্তিদ্যোতনার্থঃ' ইতি। সূত্রের একাংশের আবৃত্তি দ্বারা শাস্ত্রৈকদেশের সমাপ্তিসূচিত হয়। কিন্তু সমগ্র সূত্রের আবৃত্তি দ্বারা সমগ্র শাস্ত্রের পূরণ বুঝায়। অতএব এইরূপে আঠাত্তরটি সূত্রে এবং তেতাল্লিশটি অধিকরণে পূর্ণ—এই চতুর্থাধ্যায় ব্যাখ্যাত হইল। গ্রহ সংখ্যা—৯, পঞ্চ সংখ্যা —৫, ইষুসংখ্যা—৫, অঙ্কের বামভাগে গতি—এই হিসাবে ৫৫৯ সূত্রে এবং ইষু—৫,

থ—০, যুগ্মক দুই সুতরাং ২০৫টি অধিকরণযুক্ত এই ব্রহ্মমীমাংসা গোবিন্দ-ভাষ্যের সাহায্যে বোধ্য। এই বেদান্তদর্শন-শাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়ে ইষুগুণেন্দু সংখ্যক (১৩৫) সূত্র এবং মুনিগুণসংখ্যক (৩৭) অধিকরণ আছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষট্-শরেন্দুসংখ্যক (১৫৬) সূত্র এবং বেদেষুসংখ্যক (৫৪) অধিকরণ, তৃতীয়াধ্যায়ে থ-গ্রহেন্দুসংখ্যক (১৯০) সূত্র এবং ইষুমুনিসংখ্যক (৭৫) অধিকরণ, চতুর্থাধ্যায়ে বসুমুনিসংখ্যক (৭৮) সূত্র এবং অধিকরণ—গুণবেদসংখ্যক (৪৩) আছে।

সন্দর্ভের অর্থ অতি মনোহর হওয়ায় ভাষ্যকার পদ্য দ্বারা বলিতেছেন। যথা 'সমুদ্ধৃত্যেতি' দুঃখপঙ্ক অর্থাৎ দুঃখময় সংসারকর্দ্দম হইতে ভক্তগণকে উদ্ধার করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের সংসারপঙ্ক মুছিয়া এবং কৃপাবৃষ্টি-পাতে স্নান করাইয়া, চিৎসুখে অর্থাৎ স্ব-প্রকাশানন্দময় নিত্যধামে যিনি অর্চ্চিঃ প্রভৃতি মার্গযোগে এবং স্বয়ংই প্রবেশ করাইয়া থাকেন, সেই প্রিয় ভক্তগণকে তিলার্দ্ধকালও ছাড়িয়া থাকিতে চাহেন না, সেই শ্রীহরিই উপনিষত্তত্ত্ব-বেদিগণ কর্ত্তৃক উপাস্য, এতদ্‌ভিন্ন শিতিকণ্ঠাদি দেবতা সেব্য নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীহরি অচ্যুতস্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপ ও গুণাদি হইতে কখনও চ্যুত হন না, ইহা অপর দেবতার নাই—ইহাই অচ্যুত উপাসনার হেতু। ইহা শ্লেষের দ্বারা সূচিত হইল যে, তিনি স্বয়ং সুবলিত (সুন্দর পুরুষ) এজন্য যাহারা সুবলিত নহে, তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে তিনি সমর্থ। গাঢ়রাগাৎ—ইহা শ্রীহরি ও ভক্ত উভয়েই যোজনীয়।

অতঃপর ভাষ্যকার ভাষ্যপাঠে অধিকারী নির্দ্দেশ করিতেছেন—'শ্রীমদিত্যাদি' শ্লোকদ্বারা। অন্য সকলকে অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ ও অন্য দেবতাকে সাম্যবুদ্ধিতে উপাসনাকারিগণকে নিষেধই করিতেছেন। যদি বল, অন্যের নিষেধ এই গ্রন্থের নিন্দনীয়তা-ভয়ে? তাহা নহে; কারণ সুব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণও এই গ্রন্থকে নির্দ্দোষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে কিজন্য অপরের নিষেধ? তাহা বলিতেছেন—শ্রীগোবিন্দের পারতম্য বেদদ্বারা নির্ণীত হইলেও অসমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইলে তাহাদেরও (অবজ্ঞাকারীদেরও) দুর্গতি হইবে, এইজন্য তাহাদের মঙ্গলার্থই এই নিষেধ। ইহার নাম **গোবিন্দভাষ্য** হইবার হেতু—ইহা শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ-নিরূপক অথবা **শ্রীগোবিন্দের প্রেরণায় সিদ্ধ** এইজন্য। সেই ভাষ্যের আবিষ্কারক তিনিই, ইহা ভাষ্যপীঠক হইতে জ্ঞাতব্য।

গ্রন্থাবসানে মঙ্গলাচরণ বিধেয় এজন্য টীকাকার মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

শ্রীমতী রাধাপ্রমুখ নিজশক্তিসমূহ যাঁহার আনন্দময় উৎসব নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, শ্রীরূপ, সনাতন প্রভৃতি ভক্তমধুকরগণ যাঁহার পাদপদ্মদ্বয়ের মধু আশ্রয় করিয়াছেন। শরচ্চন্দ্রের মত সুন্দর মুখ, সাধুদিগের রক্ষাকার্য্যে একমাত্র নিরত, শ্রুতিসমুদয় যাঁহাকে পূর্ণব্রহ্মরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর, প্রভু শ্রীমান্ গোবিন্দ জয়যুক্ত হউন।

শ্রুত্যাদিবাচ্যমিত্যাদি—হে বুধগণ! এই গোবিন্দভাষ্য অমৃতস্বরূপ বাগীশ্বরের উক্তি মনে করিয়া আপনারা নিরন্তর অধ্যাপনা করুন। যে উক্তি শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি দ্বারা নির্ব্বচনীয়, রত্নের কিরণে দেদীপ্যমান এবং মুক্তিরূপ কাঞ্চনের দীপ্তিতে মনোজ্ঞ, তাদৃশ বাগীশ্বরোক্তি-বোধে শিষ্যগণকে পড়াইবেন।

গৌড়োদয়মিত্যাদি—এই গৌড়দেশে আবির্ভূত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার সমূহ যিনি এককালে নিরাস করেন, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ—যিনি অতি শীতল এবং পীতবর্ণ, তাঁহাকে (সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে) আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে উপাসনা করিতেছি। এই গোবিন্দভাষ্য-ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥২২॥

ওঁ তৎ সৎ

প্রণামমাত্রেণ বিভাবিতাত্মা দাসে প্রসীদত্যয়মেকবন্ধুঃ। মমৈষদোষান্ পরিমার্ষ্টু ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদে কৃপয়ান্যতশ্চ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থপাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

সিদ্ধান্তকণা— এক্ষণে মুক্তপুরুষের ভগবৎসান্নিধ্য নিত্য; ইহা বলিবার জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। এ-স্থলে মুক্তপুরুষের ভগবদ্ধাম-প্রাপ্তিসূচক বাক্যই বিষয়। ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, ভগবৎ-প্রাপ্তি-লক্ষণা মুক্তি কি অক্ষয়া? অথবা ক্ষয়িষ্ণু? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, ভগবল্লোককেও যখন স্বর্গাদিলোকের ন্যায় অবিশেষেই লোক বলা হয়, তখন স্বর্গাদি হইতে পতনের ন্যায় ভগবল্লোক হইতেও পতন হইবেই,

অতএব ভগবল্লোকগন্তের মুক্তিকেও অনিত্যই বলিব। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে তাহা নিরাকরণ করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞানলাভ করতঃ শ্রীভগবানের উপাসনা দ্বারা ভগবল্লোক অর্থাৎ ভগবদ্ধামে গমনকারী ব্যক্তির আর পুনরাবর্ত্তন হয় না অর্থাৎ সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। এ-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ রহিয়াছে।

ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—"এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে।" (ছাঃ ৪।১৫।৫)

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে আরও পাওয়া যায়,—
"ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।"
(ছাঃ ৮।১৫।১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (গীঃ ৮।১৫-১৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেবের বাক্যে পাই,—

"ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥" (ভাঃ ৩।২৫।৩৮)

অর্থাৎ হে শান্তরূপে, স্বর্গাদি-লোকের ভোক্তা এবং ভোগ্যবস্তুর কোন না কোন এক সময়ে বিনাশ সাধিত হয়, কিন্তু মদীয় বৈকুণ্ঠলোকে মৎপরায়ণ ভক্তগণের কখনও নাশ হইবে না এবং তাঁহাদের ভোগ্যবস্তু নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই—আমার অনিমিষ কালচক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। আমিই যাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহের পাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর তুল্য উপদেষ্টা, সুহৃদের মত হিতকারী এবং ইষ্টদেব-সম

পূজ্য; অর্থাৎ যাঁহারা এই প্রকারে সর্ব্বভাবে আমাকেই ভজন করেন, আমার কালচক্র তাঁহাদিগকে কখনও গ্রাস করিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হইয়া॥
দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥" (ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-লাভের উপায়-সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

"সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥" (ভাঃ ১২।৪।৪০)

শ্রীভগবান্ ও ভক্ত অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধযুক্ত। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। এ-বিষয়ে ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥" (ভাঃ ২।৯।৯)

এই শ্লোকের 'বিবৃতি'তে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,— "যে স্থান হইতে কুণ্ঠাধর্ম্ম বা মায়া বিগত হইয়াছে, তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে। শ্রীভগবানের এক নাম বৈকুণ্ঠ, কারণ তাঁহাতে কুণ্ঠাধর্ম্মের লেশ-মাত্রও নাই। তিনি অপ্রাকৃত, চিন্ময়, পরম সত্যবস্তু। তিনিই অদ্বয়-জ্ঞান। শ্রুতি বলেন, তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। অচিন্ত্যভাবকে তর্কের দ্বারা, সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না। মানব-অভিজ্ঞানে বা চিন্তায় যাহা অসম্ভব, তাহাও অচিন্ত্যশক্তিতে সম্ভব। সর্ব্ব-শক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সেই ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সর্ব্বদাই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্য, তাহার তেজোমণ্ডল, তাহার বহিঃ প্রকটিত রশ্মিকণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন—এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণ-স্থল। সচ্চিদানন্দ-মাত্র বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ, চিন্ময়ধাম, বস্তু, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই তদ্রূপ-বৈভব। নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই প্রধান-শব্দ বাচ্য। ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে এই চতুর্ব্বিধভাবে অবস্থান করিয়াও অদ্বয়বস্তু। ভগবানের সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নামই পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে বিবিধা। সে পরা শক্তি বিচিত্র বিলাসময়ী ও বিচিত্র আনন্দসম্বর্দ্ধিনী। সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটি প্রভাবের পরিচয়মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। উক্ত তিন শক্তির প্রভাব দ্বারা চিজ্জগৎ, জৈব-জগৎ ও জড়-জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-রূপা তিনটি বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদবয়ব, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারে চিদ্বৈভবের উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণধাম সমুদয়ই সন্ধিনীর কার্য্য।

"চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি-ধাম॥"

মায়া-শক্তিতে যে সন্ধিনী বৃত্তি আছে, তাহার কার্য্য—চতুর্দ্দশ লোকময়

সমস্ত জড়বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি-লোক-গতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

"মায়া-শক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥"

সুতরাং মিশ্রসত্ত্ব বা রজস্তমোগুণ বা মায়ার প্রভাব এই ব্রহ্মাণ্ড বা চতুর্দ্দশ ভুবন-মধ্যেই ক্রিয়াবান্, কিন্তু "প্রকৃতির পার পরব্যোমনাম ধাম" —চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির উপর 'পরব্যোম' নামক যে স্বরূপশক্তি-প্রকটিত চিদ্ধাম আছে. সেখানে মায়ার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভাব থাকিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধাম অতিক্রম করিয়া বিরজা নদী। এই বিরজাতে গুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থা লক্ষিত হয়। ইহা প্রাকৃতমল-বিধৌতকারিণী স্রোতস্বিনী। তাহা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানিগণের আদর্শ ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠধাম। সুতরাং সেই স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ বা তাহার সমান অন্য কোনও স্থান হইতে পারে না। সেই বৈকুণ্ঠলোকে মায়ার প্রভাব-প্রকটিত অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশ এবং মোহ ও ভয়াদি থাকিতে পারে না। উহারা সুকৃতিমান্ আত্মবিদ্গণের বন্দিত ধাম। সেই স্থানে যখন মায়ার কোনই প্রভাব নাই, তখন কি প্রকারে জন্ম, সত্তা, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, বিপরিণাম ও নাশ—এই ষড়্বিকারহেতু কালের বিক্রম লক্ষিত হইবে? সেখানে কিরূপেই বা প্রাকৃত গুণাদির অবস্থান সম্ভবে? সেই স্থান অশোক, অমৃত, নিত্যনবনবায়মান চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যোদ্ভাসিত। সেই স্থানে স্বরাট্ পুরুষ, অপ্রাকৃতস্বরূপ, অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ তদীয় তদ্রূপবৈভব, নিত্য পরিকর, পার্ষদ ও ধামাদি সহ নিত্য রমমাণ।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে। সর্ব্বান্ কামানপ্যমৃতঃ সমভবৎ সমভবদিত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"পরং জ্যোতিরূপসম্পন্নস্য সংসারাদ্বিমুক্তস্য প্রত্যগাত্মনঃ পুনরাবৃত্তির্ন

ভবতি। কুতঃ? "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি "মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি চ শব্দাৎ।"

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

নিখিল হেয়গুণের বিপরীত কল্যাণগুণপরায়ণ, জগজ্জন্মাদির কারণ, সমস্ত বস্তুবিলক্ষণ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিস্বরূপ, পরম কারুণিক, যাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, সেই পরব্রহ্মনামক পরম পুরুষের অস্তিত্ব যেরূপ একমাত্র শব্দ হইতেই অবগত হইতে পারা যায়; সেইরূপ যাঁহারা নিরন্তর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানরূপ ভগবদুপাসনার দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করেন, সেই শ্রীভগবান্‌ও সেই উপাসকের অনাদিকালপ্রবৃত্ত অনন্ত দুস্তর কর্ম্মসঞ্চয়রূপ অবিদ্যাকে নিবৃত্ত করিয়া স্বীয় যথার্থ আত্মানুভবরূপ নিরতিশয় আনন্দ প্রদান পূর্ব্বক উপাসককে আর সংসারে ফিরাইয়া দেন না, ইহাও শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে।

মায়াবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণের পুনরাবৃত্তিই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণের যখন পুনরাবৃত্তি নিষিদ্ধ, তখন নির্ব্বাণপরায়ণ সম্যক্ নির্গুণ ব্রহ্মদর্শিগণের অনাবৃত্তি কাজেই সিদ্ধ আছে। অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উপদেশের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না।

শ্রীশঙ্কর বলেন,—যাঁহারা দেবযান-পথে গমন করেন তাঁহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।—ইহা বেদ বলিয়াছেন। দেবযান-পথে গমনকারী ব্যক্তি সেখানে উৎকৃষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোক ধ্বংসকালে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাদিগকে আর দেবযানপথে যাইতে হয় না, তাঁহারা মৃত্যুর পরই মোক্ষলাভ করেন।

আচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় ভাষ্যে জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে দ্বিরূপতা নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নির্গুণ।—

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥" (ভাঃ ১০।৮৮।৫)

শ্রীগীতায় শুক্ল ও কৃষ্ণ-ভেদে দুইটি গতির উল্লেখ আছে। দুইটি গতি অনাদি বলিয়া সম্মতা। একটি অর্থাৎ শুক্ল-গতির দ্বারা অর্চ্চিরাদি মার্গে মোক্ষলাভ হয়, অন্যটি অর্থাৎ কৃষ্ণ-গতির দ্বারা ধূমাদিমার্গে সংসারে পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। শব্দাৎ অর্থাৎ শব্দ—নাম হইতেই সংসার-মুক্তি।

পূর্ব্ববর্ণিত মার্গদ্বয়ের তাত্ত্বিক পার্থক্য-জ্ঞান হইতে বিবেক উদিত হইলে উভয়মার্গই ক্লেশকর জানিয়া তদুভয়ের অতীত শুদ্ধভক্তিযোগ-মার্গকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সুখসাধ্য জানিয়া নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ধর্ম্মকে আশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তিযোগে সমাহিত-চিত্ত যোগী আর মোহ প্রাপ্ত হন না। বরাহপুরাণে পাওয়া যায়,—"নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ।" এ-সম্বন্ধে "বিশেষং চ দর্শয়তি"—বেদান্তসূত্রের (৪।৩।১৬) গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য। শ্রীগীতার (৮।২২-২৭) শ্লোক-গুলিও প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার-সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত 'শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে' পাই,—

"ন যত্র মায়েত্যাদৌ বৈকুণ্ঠস্য মায়াতীতত্ব-শ্রবণাৎ। অত্রাবৃত্তিরাহিত্যং চাঙ্গীকৃতম্। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদিত্যনেন ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি শ্রুতেঃ। তথোক্তং হরিণ্যকশিপুপত্রুতদেবৈঃ—'তস্মৈ নমোঽস্তু কাষ্ঠায়ৈ যত্রাস্তে হরি-রীশ্বরঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ' ইতি। শ্রীকপিল-দেবেন চ—'ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিরিতি'। তথৈব—'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মাং প্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' ইতি, 'যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' ইতি, তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্' ইতি চ শ্রীগীতোপনিষদশ্চ দৃশ্যাঃ। পাদ্মসৃষ্টিখণ্ডে চ—'আব্রহ্মসদনাদেব দোষাঃ সন্তি মহীপতে। অতএব হি নেচ্ছন্তি স্বর্গপ্রাপ্তিং মনীষিণঃ। আব্রহ্ম-সদনাদূর্দ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। শুভ্রং সনাতনং জ্যোতিঃ পরব্রহ্মেতি' তদ্বিদুঃ। 'ন তত্র মূঢ়া গচ্ছন্তি পুরুষা বিষয়াত্মকাঃ। দম্ভলোভভয়দ্রোহ-ক্রোধমোহৈরভিদ্রুতাঃ। নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ। ধ্যান-যোগরতাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ'। ইতি। তত্রৈব সুবাহুনৃপবাক্যম্—'ধ্যান-যোগেন দেবেশং যজিষ্যে কমলাপ্রিয়ম্। ভবপ্রলয়নির্ম্মুক্তং বিষ্ণুলোকং

ব্রজাম্যহম্' ইতি। সালোক্যাদীনামবিচ্যুতত্বং দর্শয়িষ্যতে চ। 'মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্' ইত্যাদিষু তদিতরত্রৈব কালবিপ্লুতত্বাঙ্গীকারাৎ। তস্মাৎ ক্বচিদাবৃত্তিশ্রবণন্তু প্রপঞ্চান্তর্গততদ্ধামত্বাপেক্ষয়া কাদাচিৎকতল্লীলাকৌতুকাপেক্ষয়া চ মন্তব্যম্। পশ্চাত্তু নিত্যসালোক্যমেব যথা ভবিষ্যোত্তরে—'এবং কৌন্তেয় কুরুতে যোঽরণ্যদ্বাদশীং নরঃ। স দেহান্তে বিমানস্থো দিব্যকন্যাসমাবৃতঃ। যাতি জ্ঞাতিসমাযুক্তঃ শ্বেতদ্বীপং হরেঃ পুরম্'। যত্র লোকা পীতবস্ত্রা ইত্যাদি। 'তিষ্ঠন্তি বিষ্ণুসামান্যে যাবদাহূতসংপ্লবম্। তস্মাদেত্য মহাবীর্য্যাঃ পৃথিব্যাং নৃপ পূজিতাঃ। মর্ত্ত্যলোকে কীর্ত্তিমন্তঃ সম্ভবন্তি নরোত্তমাঃ। ততো যান্তি পরং স্থানং মোক্ষমার্গং শিবং সুখম্। যত্র গত্বা ন শোচন্তি ন সংসারে ভ্রমন্তি চেতি'। যথা চ জয়বিজয়বৃত্তে। তত্র সালোক্যোদাহরণে। তৎসাধকদশায়ামপি নৈর্গুণ্যাবেশ উক্তঃ, সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গীত্যাদৌ নির্গুণো মদপাশ্রয় ইতি। উৎক্রান্তমুক্তিদশায়ান্তু তেষাং ভগবৎতুল্যত্বমেবাহ—'বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ। যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্' ॥১০॥"

এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভের ১৩-১৬ অনুও দ্রষ্টব্য।

বেদান্তসূত্রের ফলাধ্যায়ের প্রথম সূত্রে অর্থাৎ বেদান্তের প্রতিপাদ্য প্রয়োজন-তত্ত্ব-নির্দ্ধারক চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১ম সূত্রেই বর্ণিত হইয়াছে যে, "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১) অর্থাৎ 'আবৃত্তি'-অর্থে কীর্ত্তন বা অনুশীলন 'অসকৃৎ' অর্থে পুনঃপুনঃ—বারংবার হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ 'উপদেশাৎ' শাস্ত্রে সেইরূপ উপদেশই পাওয়া যায়। অতএব শাস্ত্রের উপদেশমত শ্রীভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দসমূহের আবৃত্তি বা অনুশীলনই জীবের সাধ্য ও সাধন। মুক্ত ও বদ্ধ উভয়বিধ জীবের পক্ষেই আবৃত্তি অর্থাৎ নামকীর্ত্তন অসকৃৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রয়োজন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ।" (ভাঃ ৬।৩।২২)। এই কথা আবার ফলাধ্যায়ের শেষ সূত্রে অর্থাৎ বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের শেষসূত্রে বলিয়াছেন—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২২) অর্থাৎ শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি

সাধিত হয়। এই কথা দৃঢ়ভাবে জানাইবার জন্যই দুইবার উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার সমাপ্তি-সূচনার্থেও দুইবারের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভগবদুপাসনামূলে যে ভগবদ্ধাম লাভ হয়, সে-স্থান হইতে আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না। কখন কখন মুক্তপুরুষ ভক্তগণ যে ইহ জগতে বিচরণ করেন, তাহা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ও ভগবল্লীলার অনুকূলেই ঘটিয়া থাকে।

শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীভগবানের নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই সংসার হইতে উদ্ধার ও শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি এবং শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় নিত্যপার্ষদত্ব লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যে পাই,—

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥" (ভাঃ ২।১।১১)

গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে অধিক প্রমাণ দিলাম না। সর্ব্বশাস্ত্রই তারস্বরে শ্রীভগবানের শ্রীনামাদির অনুক্ষণ কীর্ত্তনকে পরম-উপায় ও পরম-প্রয়োজনরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছেন—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

(পদ্যাবলীতে ১০ম অঙ্কে ধৃত শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোক)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার স্বীয় ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন—উদ্গম॥

কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।১৩-১৪)

এতৎপ্রসঙ্গে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্ব-লিখিত বিবৃতিতে পাই,—

"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনায় নমঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের জয় হউক।

অনন্তপ্রকার সাধনভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বহুসংখ্যক ভক্ত্যঙ্গের বর্ণন আছে। প্রধানতঃ ভক্তিসাধনে চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বৈধ ও রাগানুগবিচারে কথিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তিতেও আমরা শুদ্ধভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,— "শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সকল প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান"।

তত্ত্ববিদ্‌গণ চিন্মাত্রাবলম্বনে অর্থাৎ কেবল জ্ঞান দ্বারা অদ্বয়-জ্ঞান বস্তুকে 'ব্রহ্ম', সচ্চিদ্-বৃত্তি দ্বারা সেই বস্তুকে 'পরমাত্মা' এবং সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিক্রমে সেই বস্তুকে 'ভগবান্' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভগবত্তত্ত্ব ঐশ্বর্য্যদর্শনে বাসুদেব ও ঐশ্বর্য্যশিথিল মাধুর্য্যদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীনারায়ণ সার্দ্ধদ্বিতীয় রসের উপাস্য বস্তু, আর শ্রীকৃষ্ণ রস-পঞ্চকের ভজনীয় ধন। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বৈভব-প্রকাশবিগ্রহ বলদেব প্রভুর মহাবৈকুণ্ঠলীলা। তথায় নিত্য ব্যূহচতুষ্টয় নিত্য বিরাজিত।

কেবল মনের দ্বারা মন্ত্রজপ হয়। সেইকালে জপকর্ত্তা মননকারী প্রয়োজন-সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলে জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক কীর্ত্তন হইয়া যায়। কীর্ত্তন হইলে শ্রবণকারীর শ্রেয়োলাভ ঘটে। সঙ্কীর্ত্তন-শব্দে সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন অর্থাৎ যাহা কীর্ত্তিত হইলে অন্যপ্রকার সাধনাঙ্গের সাহায্য আবশ্যক হয় না। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন সংকীর্ত্তন শব্দের লক্ষ্য নহে। যদি কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন করিয়া জীবের সর্ব্বশুভোদয় না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তিবিষয়ে অনেকে

সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। বিষয়কথার কীর্ত্তনে আংশিক ভোগপরা সিদ্ধি হয়। অপ্রাকৃতরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই বিষয়, সেখানে কোন প্রাকৃতের অবকাশ নাই, সুতরাং প্রকৃতির অতীত সকল সিদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে লভ্য হয়। সর্ব্বসিদ্ধির মধ্যে সাতটি বিশেষ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে সংশ্লিষ্ট। তাহাই এ-স্থলে উদাহৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের মার্জ্জনকারী। ঈশবৈমুখ্যরূপ অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগ এই ত্রিবিধ প্রাকৃত আবিলতা দ্বারা বদ্ধ জীবের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইয়া আছে। জীবের চিত্তদর্পণ হইতে ঐ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার প্রধান যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। জীব-চিত্তদর্পণে জীব-স্বরূপ প্রতিফলিত হইবার বাধারূপে ঐ ত্রিবিধ কৈতব-আবরণ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনই তাহা উন্মোচন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে জীব স্বীয় চিত্তমুকুরে নিজ কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য উপলব্ধি করেন।

এই সংসার আপাতমধুর হইলেও ইহা নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে দাবাগ্নিসদৃশ। দাবাগ্নি দ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণ-বিমুখজন সংসারের জ্বালা দাবাগ্নির তাপের ন্যায় সর্ব্বদা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতাহেতু দাবজ্বালার দহন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন পরম মঙ্গলশোভা বিতরণ করে। 'শ্রেয়ঃ'—মঙ্গল, 'কৈরব'—কুমুদ; 'চন্দ্রিকা'—জ্যোৎস্না, শুভ্রত্ব। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমুদের শুভ্রত্ব বিকাশ লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে সেরূপ অখিল কল্যাণ সমুদিত হয়।অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই জীবের পরম মঙ্গলবিধায়ক।

মুণ্ডকউপনিষদে দুইপ্রকার বিদ্যার কথা আছে। লৌকিকী বিদ্যা ও পরা বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যাবধূর জীবন-

সদৃশ এবং মুখ্যভাবে পরা বিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবে জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করেন। অপ্রাকৃত বিদ্যার লক্ষ্যীভূত বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসাগরের বর্দ্ধনকারী। খণ্ড জলাশয় সমুদ্র শব্দবাচ্য নহে, অতএব অখণ্ড আনন্দই অসীম সমুদ্রের সহিত তুলনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়।

অপ্রাকৃত সকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে স্নিগ্ধতালাভ করে এবং প্রাকৃত রাজ্যে দেহ, মন ও তদতিরিক্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে কেবল যে নির্ম্মলতা লাভ করে তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের স্নিগ্ধতাও অবশ্যম্ভাবী, উপাধিগ্রস্ত জীব স্থূলসূক্ষ্মভাবে যে সকল মলিনতা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্তই কীর্ত্তন-প্রভাবে বিধৌত হইয়া যায়। জড়ের অভিনিবেশ ছাড়িয়া গেলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করেন।

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অন্যতম শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

"অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব।"

বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহার শ্লোকদ্বয় উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীল সূতগোস্বামীর আনুগত্যে দাসাধমও প্রার্থনা করিতেছে,—

"ভবে ভবে যথাভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।
তথা কুরুষ দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো॥
নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রনাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥"

(ভাঃ ১২।১৩।২২-২৩)

গ্রন্থ-শেষে পুনরায় শ্রীগুরু-চরণে প্রণতি পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি—

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গুরুং
গৌড়ীয়সিদ্ধান্তবিদং সমাশ্রয়ে।
যৎপ্রেরণা ক্ষুদ্রমিমং ন্যযোজয়দ্
বেদান্ত-সিদ্ধান্তকণানুবর্ণনে ॥

আচার্য্যবর্য্যস্য নিদেশবাক্যত-
স্তৎপাদপদ্মস্য কৃপাবলেন যৎ।
বেদান্তসূত্রং নিখিলং প্রকাশিতং
তত্রাশিষং দাস্যমহং সদার্থয়ে ॥

করুণয় গুরুদেব! স্নেহদানেন মূঢ়ে
ময়ি নিয়তমধীনে নাথ! নান্যা গতির্মে।
যদিহ বিবৃতিরাসীদ্দেব! সিদ্ধান্তলেশে
স তব চরণপদ্মস্যন্দিবিন্দোঃ প্রবন্ধঃ ॥

প্রভুবর বলদেবাভীষ্টসিদ্ধান্তবাক্যে
বিবৃতমনু বিচারো ব্যাখ্যয়া ভাষয়া যৎ।
স ময়ি গতিবিহীনে দাসদাসানুদাসে
প্রভবতি যদি তত্র শ্রীগুরোঃ সম্প্রসাদঃ ॥

সিদ্ধান্তকণ-সংজ্ঞায়াং ব্যাখ্যায়াং 'মূঢ়ধৃষ্টতা'।
হরিপ্রিয়ৈর্বুধৈঃ ক্ষম্যা কৃপয়া যাচ্যতে ময়া ॥
ত্র্যশীত্যুত্তর বেদাঙ্কশতকে গৌরবৎসরে।
সা সম্পূর্ণা নৃসিংহাবির্ভাবাহে তৎপ্রসাদতঃ ॥

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রণাম—

(নৃসিংহপুরাণ-বচনদ্বয়)

"ওঁ নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥"

"ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে" ॥২২॥

জয় সপার্ষদ মদভীষ্ট পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয় ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থপাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা অদ্য ৪৮৩ গৌরাব্দীয় শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী তিথিতে সমাপ্ত হইল।

ইতি—চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

ইতি—চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ইতি—'বেদান্তসূত্রম্' সম্পূর্ণম্।
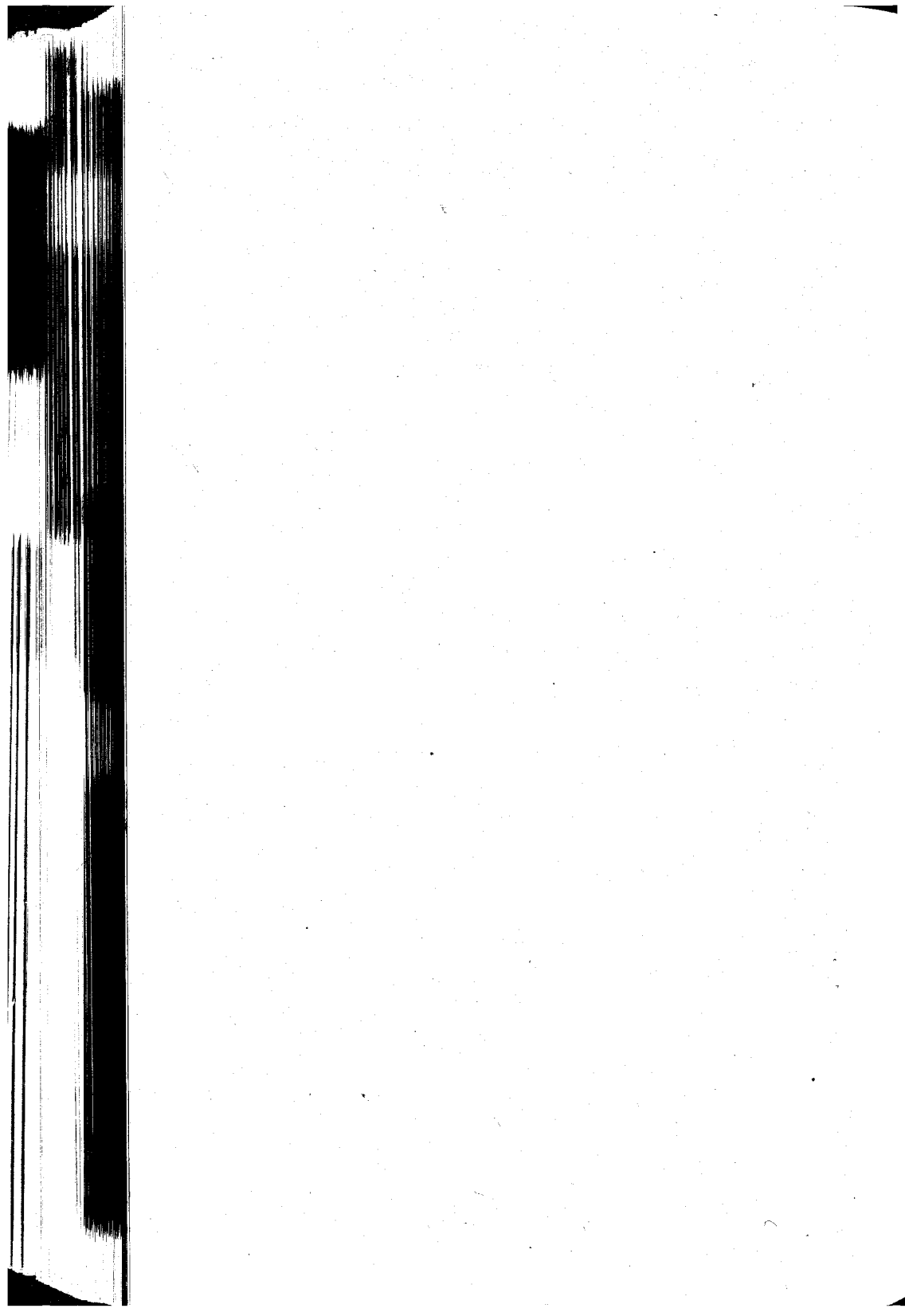
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থে ব্যবহৃত

বিশেষ শব্দার্থ

প্রথম অধ্যায়

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
১।১।১	১২	৬	অভ্যুপগম-পক্ষে	দোষ বা আপত্তি মানিয়া লইলেও,
	১৭	১৮	অবিপ্লুতমতি	অবিক্ষিপ্ত চিত্ত, যাঁহার বুদ্ধি বিকৃত হয় না, সেই নারায়ণ।
	১৮	১	স্তোভবাক্য	আপাততঃ থামাইবার জন্য একটা ছুট কথা।
	১৯	১২	অন্যথাখ্যাতি	প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন এইরূপ জ্ঞান।
	১৯	১৪	সম্প্রজ্ঞাত সমাধি	যে সমাধিতে ধ্যেয়বস্তু প্রতিভাত হয়।
	১৯	২৩	প্রাগভাবের অসহকৃত	—আবার না জন্মে এইরূপ।
	৩০	২৯	প্রত্যগাত্মরূপে	অন্তর্য্যামী পরব্রহ্ম বিভুরূপে।
	৩২	১৪	প্রত্যভিজ্ঞা	পূর্ব্বে অনুভূত ব্যক্তিকে দেখিয়া যে চিনিতে পারা যায় সেই জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা।

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
১।১।২	৭০	১৭	'মুক্তপ্রগ্রহ'-যোগবৃত্ত্যনুসারে	—শব্দের চরম মুখ্যার্থ যাহাতে লাগামছাড়া বাহনের গতির মত প্রকাশ পায় তাহাই মুক্ত প্রগ্রহবৃত্তি।
১।১।২	৭১	১১	অব্যভিচারি-সত্তাময়	যিনি সর্ব্বত্র আছেন বলিয়া সমস্ত নিশ্চিত সত্তাবিশিষ্ট।
১।১।৪	৯৬	৪	আক্ষেপসঙ্গতিলভ্য	আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি বা প্রতিবাদ নামক সঙ্গতিদ্বারা বোধ্য।
১।১।১১	১৩০	২২	শক্যতাবচ্ছেদক	শব্দের অভিধাশক্তি দ্বারা বোধ্য যে অর্থ তাহার ধর্ম্ম বা বিশেষণ যেমন গো শব্দের অর্থ সাস্নাবান্ জীব, তাহার ধর্ম্ম সাস্না।
১।১।১৬	১৬৯	১৮	পৃষোদরাদিত্বরূপে	—পৃষোদর প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয়, বর্ণবিকার, বর্ণনাশ, অন্য অর্থের যোগ দ্বারা সিদ্ধ, তাহাদের মধ্য-পাতিত্ব হিসাবে।
১।১।২৮	২১৬	৩	প্রক্রান্ত	যাহার কথা পূর্ব্বে আরম্ভ করা হইয়াছে।
১।২।১	২৪৩	১৫	বিধায়ক	যে বিধান করে অর্থাৎ ঐ বাক্য-ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণে অবোধিত বিষয়কে যে বুঝায় সেই বাক্য বিধায়ক।
১।২।১১	২৭৫	২৮	ভূতির	সহগামী প্রাণাদির
১।২।১৩	২৮২	৫	নির্লেপ	নিঃসঙ্গ, ছাড় ছাড়,

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
১।২।১৮	২৯৪	২৭	আক্ষেপ-সঙ্গতি—আপত্তিরূপ সঙ্গতি।	

১।২।১৯ ২৯৮ ১৭-১৮ অনৈকান্তিক, বিরোধ, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধ —অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী—যেমন সাধ্যাভাবের অধিকরণে বর্ত্তমান হেতু ধূমবান্ বহ্নেঃ এখানে 'বহ্নেঃ' এইহেতু, বিরোধ—সাধ্য ও হেতু এক অধিকরণে না থাকা যেমন 'অয়ংগৌঃ অশ্বত্বাৎ' এই অনুমানে গোত্বের অসমানাধিকরণ অশ্বত্ব হেতুটি বিরোধহেত্বাভাসযুক্ত, অসিদ্ধি—স্বরূপাসিদ্ধি, আশ্রয়াসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি তিনপ্রকার, তন্মধ্যে পক্ষে হেতু না থাকা স্বরূপাসিদ্ধি, পক্ষধর্ম্মের অভাববিশিষ্ট পক্ষ আশ্রয়াসিদ্ধি, সব্যভিচার হেতুস্থলে উপাধিবিশিষ্ট হেতু ব্যাপ্যত্বা-সিদ্ধি। সৎপ্রতিপক্ষ—যাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি অনুমান, বাধ—সাধ্যের অভাববিশিষ্ট পক্ষ যেমন 'হ্রদো বহ্নিমান্' এস্থলে বহ্ন্যভাববদ্-হ্রদ বাধ।

১।৩।৮	৩৬২	২০	অভ্যাধিকত্ব	সর্ব্বতোভাবে আধিক্য অর্থাৎ প্রাধান্য।
১।৩।১৫	৩৮৭	২০	প্রসরণস্থান	চলাফেরা করিবার জায়গা।

১।৩।১৬ ৩৯০ ২৬ সাঙ্কর্য্যনিবৃত্তির সেতু অর্থাৎ বিধৃতিবিশেষরূপে ধারক —অন্যের ধর্ম্ম অন্যব্যক্তি গ্রহণ করিলে সাঙ্কর্য্য হয়—তাহা যাহাতে না হয়, সেইরূপ পথ ধরিয়া যিনি আছেন।

১।৩।১৯ ৩৯৭ ২০ বিশ্বসেতুত্ব ও জগদ্বিধারকত্ব —বিশ্বকে নিয়মে বদ্ধ রাখার জন্য বিশ্বসেতুত্ব ও জগৎকে ধরিয়া রাখিবার শক্তি জগদ্‌বিধারকত্ব।

১।৩।২০	৩৯৮	১১	জীবোপন্যাস	দহরবাক্য-মধ্যে জীবের-উল্লেখ।
১।৩।২৯	৪২৭	৪	সামাদিপারায়ণ	সামবেদ প্রভৃতির পারগমন-পরায়ণতা।

১।৩।৩১ ৪৩৭ ১ মধু প্রভৃতি বিদ্যায়—আদিত্যো দেবমধু ইত্যাদিরূপে আদিত্যাদি দেবতায় ব্রহ্মদর্শন বিদ্যা মধুবিদ্যা, মধুর মত মধুরাস্বাদ-জনক বলিয়া মধুবিদ্যানামে অভিহিত।

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
১।৩।৩১	৪৩৭	৭	মধুরূপ আদিত্যের অন্তরীক্ষবক্র আধারবংশ	—আকাশ সূর্য্যগতির বক্রাকার বংশস্বরূপ, যেমন কোনও লোক বক্রবংশ ধরিয়া গমনাগমন করে।
১।৪।১	৪৯৪	৮	অঙ্গী পূষা	—সাঙ্গরূপক অলঙ্কারে একটি অঙ্গী অর্থাৎ শরীর বর্ণিত হয়, অপরগুলি হস্তপদাদির মত অঙ্গ বর্ণিত হয়। এই রূপকে পূষা অর্থাৎ সূর্য্যদেবতাকে অঙ্গিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।
১।৪।৫	৫১০	১০	অপ্রচ্যুতস্বভাব	যাঁহার স্বকীয় স্বরূপ কখনও চ্যুত হয় না।
১।৪।১১	৫৩২	৫	প্রায়িকার্থে	বহুব্রীহি প্রায় সর্ব্বত্র অন্য পদার্থে প্রযুক্ত হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রমও আছে।
১।৪।১৩	৫৩৭	২০	কাণ্বশাখী ও মাধ্যন্দিন শাখী	—যজুর্ব্বেদের দুইটি শাখাধ্যায়ী আছেন; একটি মাধ্যন্দিনশাখী অপরটি কণ্বমুনি-প্রবর্ত্তিত শাখাধ্যায়ী।
১।৪।১৪	৫৩৯	২৫	অসদ্ধেতুক সৃষ্টি	—অসৎ অর্থাৎ শূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি বলায় অসৎ সেই সৃষ্টির কারণ।
১।৪।১৪	৫৪২	১৫	লক্ষণ-সূত্র	লক্ষণ ও সূত্র দুইটি দ্বারা।
১।৪।২৩	৬০১	২৭	উল্মূক	জ্বলন্ত কাষ্ঠ। অঙ্গার।
১।৪।২৬	৬০৯	১৩	অনবস্থা-দোষ	কারণের কারণ, তাহার কারণ, এইরূপে কোথায় ও বিশ্রান্তি না থাকা অনবস্থা।
১।৪।২৬	৬১৭	১৪	সন্দংশন্যায় সিদ্ধ-প্রাবল্যহেতু	—সন্দংশ সাঁড়াশী, তাহা যেমন দুই দিক্ দিয়া চাপিয়া ধরে সেইরূপ মুখ্য ও গৌণ উভয়ভাবে সিদ্ধ বস্তুর প্রবলতার জন্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূত্র সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
ভূমিকা	০'৩৫	১১	আন্বীক্ষিকী বিদ্যা—ন্যায়শাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র।	
২।১।১	৯	২২	বিষয়াভাবরূপ দোষ —জ্ঞানমাত্রই যে পদার্থকে লইয়া জন্মায়, তাহার নাম বিষয়, তাহা যদি না থাকে তবে সেই জ্ঞানের বিষয়াভাবরূপ দোষ ঘটে।	
"	১২	১৯	সৌবর্ণ	স্বর্ণনির্মিত বস্তু
২১৪	৪৪	১৩	অধিকারিবোধক শ্রুতি —যে সকল শ্রুতি ফলকামনাবান্ অধিকারীকে বুঝাইয়া দেয় যেমন 'অগ্নিহোত্রংজুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যাদি' শ্রুতি।	
২।১।৫	৪৫	২১	বাধিত-অর্থ —যদি জলাদির সৃষ্টিকর্তৃত্ব বলা হয় তবে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব-অর্থ বাধিত অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত—বিরুদ্ধ।	
২।১।৫	৪৮	২৬	ব্যপদেশ	উল্লেখ, সংজ্ঞা।
২।১।৭	৫৮	২০	ইষ্টাপত্তি	স্বীকার করিয়া লওয়া যে আপত্তি দেখান হইল তাহা স্বীকার করিলে,
২।১।৯	৬৩	২৫	অপুরুষার্থ বিকার —যে সকল বিকার পুরুষের কাম্য নহে সেইগুলি অপুমর্থ বিকার।	
২।১।১২	৭৫	৪	অপহ্নব	অপলাপ, উড়াইয়া দেওয়া, অস্বীকার করা।
"	৭৯	২৯	অতিদেশসূত্র—একটির মত আর একটির উক্তি যে সূত্রে আছে।	
২।১।১৪	৯২	১৫	অনবস্থাপত্তি —অনবস্থা একটি দোষ, যাহার স্থিতি বা বিশ্রাম নাই।	
"	৯৬	২১	অনুপপত্তি—যুক্তিহীনতা, যুক্তিদ্বারা অনির্ণয়।	

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
২।১।২২	১২৪	২৯	কৈবর্ত্তভ্রমপ্রাপ্ত রাজপুত্র	—শাপ-প্রভাবে অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ যে রাজপুত্র কৈবর্ত্ত হইয়া নিজেকে কৈবর্ত্ত বলিয়া মনে করে।
২।১।২	১৯১	১৩	অধ্যাহার	—উক্তি না থাকায় উহ্য করিয়া সঙ্গতি রাখা।
২।২।২	১৯১	২৫	অনুপপত্তি	—যুক্তিহীনতা, যুক্তিদ্বারা অনির্ণয়।
২।২।১০	২১৪	৯	সংহতিবিশিষ্ট বস্তুর	—সমূহবিশিষ্ট বস্তুর যেমন দেহ হস্তপদাদি সমূহ লইয়া স্থিত।
২।২।১১	২২৩	২৩	পৃথুত্ব পরিমাণের	—স্থূলত্ব মাপের।
২।২।১২	২২৯	৪	অদৃষ্ট	—পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম।
„	২৩২	৬	অবচ্ছেদক	—অংশকে ও অব্যভিচারী ধর্ম্মকে অবচ্ছেদক বলে, যাহা অপরে থাকে না ও সমূহ নহে।
২।২।১৩	২৩৪	১৪	সমবায়	—একপ্রকার সম্বন্ধ, যেমন অবয়ব দ্রব্যো অবয়বী থাকে সমবায় সম্বন্ধে, ইহা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।
„	২৩৪	২৬	অতিপ্রসঙ্গ-দোষ	—আপত্তি, একধর্ম্মের অপর বস্তুতে থাকার আপত্তি।
২।২।১৮	২৫২	৪	সমুদায়-যোজক	—সমুদায় জিনিষকে যে যোগ করিয়া দেয়।
২।২।১৯	২৫৫	১৯	অর্থাক্ষিপ্ত সংঘাত	—অর্থের সঙ্গতি রাখিবার জন্য যে আর একটি অর্থ কল্পনা করা তাহা অর্থাক্ষিপ্ত, ইহা অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা লভ্য।
২।২।২৭	২৭৯	২৩	ভাবভূতস্কন্ধ	—সৎস্বরূপ অস্তিত্ববান্ পদার্থ অর্থাৎ শূন্য নহে, তাহা হইতে উৎপত্তি ভাবভূতস্কন্ধ হইতে হয়।

সূত্র সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
২।২।২৮	২৮৮	৩	সমূহালম্বন জ্ঞান	

—যে জ্ঞান অনেকগুলি বিষয় লইয়া জন্মে সেই জ্ঞান, যেমন একসঙ্গে ঘটপট জ্ঞান।

"	২৮৯	১৪	অধ্যাহার্য্যপদের বিশেষণ	

—যে পদ উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু উহ্য করা হইয়াছে তাহার বিশেষণ।

২।২।৩২	২৯৭	২৫	স্বভিন্ন পদার্থ	—যাহাকে বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া অন্য পদার্থ।
২।২।৪৫	৩৫৬	৭	হানোপাদান শূন্য	

—ত্যাগ করা ও গ্রহণ করা যাহাতে নাই।

২।২।৪৫	৩৫৭	৭	অপ্রচ্যুত—উপশমশীল	

—যাহা চ্যুত হয় না এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট অপ্রচ্যুত ও যাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে তাহা উপশমশীল।

২।৩।২৯	৪৬০	৯	কারণকূট	

—মিলিত কারণ সমুদয়, এক একটি—পৃথক্ পৃথক্ কারণ নহে।

২।৩।৩০	৪৬৫	২	অভ্যাগম-প্রসঙ্গ	—আসিয়া পড়িবে।
২।৩।৪১	৪৯৭	১৩	অংশাংশিবোধক বাক্য	—যে বাক্য একটি অংশকে ও অন্য অংশীকে বুঝাইতেছে সেইরূপ বাক্য।
২।৩।৪১	৫০০	১৫	উপসর্জ্জনীভূত	—অপ্রধানীভূত, বিশেষণীভূত মুখ্যভিন্ন।
২।৩।৪৮	৫২২	২২	সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস	

—যাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি অনুমান থাকিবে তাদৃশহেতুদোষ।

২।৩।৪৮	৫২৩	৫	সাধ্যাভাব	

—সাধনীয় বস্তুর অভাব, অর্থাৎ যাহাকে প্রমাণিত করা অভিপ্রেত তাহা সাধ্য, যেমন পর্ব্বতে বহ্নি সাধ্য, তাহার অভাব।

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
২।৩।৪৯	৫২৫	৯	প্রক্রান্তবিষয়	—যে বিষয়টির প্রকরণ চলিতেছে।
২।৩।৪৯	৫২৬	৩	আমুষ্মিক	—পারলৌকিক।
২।৪।১০	৫৬১	১৫	সংবর্গস্বরূপ	—যাহা ইন্দ্রিয়াদি বর্গকে অধিকার করিয়া থাকে তাহা সংবর্গ যেমন প্রাণবায়ু।
২।৪।২০	৫৮৬	৫	কারকবিভক্তি	—ক্রিয়ার নিমিত্তের নাম কারক যেমন কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণকারকে যে বিভক্তি হয়। যেমন 'ওদনং পচতি' বাক্যে ওদন কর্ম্মকারক।
	৫৮৬	৮	উপপদ বিভক্তি	—কোন পদযোগে বিভক্তির নাম উপপদ বিভক্তি যেমন 'শ্রমমন্তরেণ' এখানে অন্তরেণ শব্দ যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি।
২।৪।২০	৫৮৬	১৪	নামরূপাভিব্যক্তিতে	—জাগতিক পদার্থের নাম স্থাপন ও রূপপ্রকাশে।
	৫৮৬	১৫	পৌর্ব্বাপর্য্য	—অগ্রপশ্চাদ্ভাব।
	৫৮৬	১৭	ব্যাকৃতিক্রিয়া	—অভিব্যক্তি করার ব্যাপার।
	৫৮৬	১৮	অনুপপত্তি	—যুক্তিহীনতা, যুক্তিদ্বারা, অনির্ণয়।
২।৪।২০	৫৯২	১২	শাব্দক্রম	—বাক্যগুলির মধ্যে দুইটি ক্রম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে এক শাব্দক্রম ও অপর আর্থক্রম, তন্মধ্যে শব্দদ্বারা যে ক্রম নির্দেশ করা হয় তাহা শাব্দক্রম।
”	৫৯২	১৩	আর্থক্রম	—অর্থানুসারে যে ক্রম তাহা আর্থক্রম।
”	৫৯৩	৫	সামানাধিকরণ্য	—এক অধিকরণে দুইটি থাকা। যেমন পৃথিবীত্ব ও গন্ধ এই দুইটির সামানাধিকরণ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ

০'১৮ ১২ ভূমিকা—পুরীততে—মস্তকস্থ শিরাবিশেষ, ইহাতে যখন মনের অবস্থান হয় তখনই সুষুপ্তি হয়।

৩।১।১ ১২ ৩ অর্চ্চিঃ

—সূর্য্যের বা অগ্নির শিখা, ইহাকে অবলম্বন করিয়া পরলোকগত আত্মা ঊর্দ্ধলোকে উঠে।

৩।১।১৯ ৫৯ ১৭ পঞ্চমী আহুতি

—কর্ম্মীদিগের জলবিকার দধিদুগ্ধাদিহোম প্রথম আহুতি সোম-নামক দেহ জন্মায়, দ্বিতীয় আহুতি পর্জ্জন্য নামক অগ্নিতে, তাহার ফলে বৃষ্টি, তৃতীয় আহুতি বৃষ্টির পৃথিবীতে পতন, তাহার ফলে শস্যোৎপত্তি, চতুর্থ আহুতি শস্যের খাদ্যরূপে পুরুষে গতি, তাহার ফল শুক্রোৎপত্তি ; পঞ্চম আহুতি, সেই শুক্রের স্ত্রীযোনি মধ্যে পাত। দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচটিকে পাঁচ অগ্নিরূপে বর্ণনা করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও শুক্ররূপ হব্যের আহুতি, ইহা পঞ্চবিধ আহুতি।

৩।১।২৮ ৮৪ ২৩ সংশ্লেষমাত্র

—আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া যে শস্য পর্য্যন্ত জন্মে, লিঙ্গশরীরধারী জীবের সেই শস্যাদির সহিত সংযোগমাত্র।

৩।২।১৭ ১৪৬ ২৬ কাৎর্স্ন্য-অর্থে—সমগ্র অংশ লইয়া।

" ১৪৯ ১১ সান্দ্রত্ববিশিষ্ট বিজ্ঞান

—নিবিড় জ্ঞান অর্থাৎ যাহার মধ্যে আনন্দ ও জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুর মিশ্রণ নাই, অন্য বিষয় হয় না।

৩।২।১৯ ১৫৯ ৩ বিক্ষেপরূপ—

প্রকৃতকে অপ্রকৃতে লইয়া যাওয়া। যেমন অবিদ্যার দুইটি শক্তি একটি আবরণী যাহা স্বরূপকে ঢাকিয়া দেয় আর একটি বিক্ষেপ শক্তি, ইহা প্রকৃতকে অপ্রকৃতে লইয়া যায় যেমন আত্মার অভিমান দেহাদির উপর, ইহা বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা।

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
৩।২।২২	১৭৩	২৭	হিরণ্যগর্ভ পুরুষের	সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার।
„	১৭৭	৬	মাহারজন বস্ত্রাদি	—কুঙ্কুমাদি রাগ দ্রব্যে রঞ্জিত বস্ত্র প্রভৃতি।
৩।৩।৬	২৯৩	২২	ব্যাহৃতিত্রয়	—যে শব্দগুলি ব্রহ্মকে বুঝায় যেমন ভূঃ ভুবঃ স্বঃ।
৩।৩।২৭	৩৮৭	১৯	তত্ত্ব-বিমর্ষে	—যথার্থ স্বরূপ বিচারে।
„	৩৮৭	২২	ব্যুত্থানদশায়	—সুষুপ্তি ভঙ্গের পর বা সমাধিভঙ্গের পরবর্ত্তিনী অবস্থায়।
৩।৩।৩০	৪০৪	২৫	প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব	—যাহাকে বাধা দেয় সে প্রতিবধ্য, যে বাধা দেয় সে প্রতিবন্ধক এইরূপ অবস্থা।
„	৪০৪	২৯	সাঙ্কর্য্য	—মিশ্রণ, একফল উভয়ের হইলে এবং উভয় উভয়ে না থাকিলে সাঙ্কর্য্য হয়।
৩।৩।৩৩	৪২১	২৩	আপাদক	(মূর্খতার) আপত্তিজনক মূর্খতা বুঝাইতেছে।
৩।৩।৩৪	৪৩০	৬	বারয়ন্তীয়	একপ্রকার স্তুতি।
৩।৩।৩৬	৪৩৭	৯	মেচকের মত	—নানাবর্ণে মিশ্রিত কালবর্ণের মত।
৩।৩।৩৯	৪৪৬	১৪	সংভর্ত্তৃত্ব	সম্যক্‌রূপে পালনকারিতা গুণ।
৩।৩।৪০	৪৫৯	২৬	পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষব্যাবৃত্তি, অসৎ-প্রতিপক্ষিতত্ব ও অবাধিতত্ব—	—অনুমান করিতে হইলে একটিতে একটির সাধন-বিষয়ে হেতু দেখাইতে হয় যেমন পর্ব্বতে বহ্নি আছে ইহা প্রমাণ করিতে হইলে ধূমকে হেতুরূপে উল্লেখ করিতে হইবে যেহেতু সেই ধূমরূপ হেতু পক্ষে (পর্ব্বতে) আছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে, যেখানে সাধ্য (বহ্নির) নিশ্চয় আছে যেমন পাকশালা তথায় বহ্নির নিশ্চয়

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ

আছে ধূমও তথায় আছে এজন্য হেতুতে সপক্ষবৃত্তিত্ব, সাধ্য যেখানে নাই সেখানে যদি হেতু না থাকে তবে বিপক্ষ ব্যাবৃত্তি হেতুতে থাকিবে যেমন সাধ্য (যাহা প্রমাণ করা হইতেছে তাহাই সাধ্য) বহ্নি যেখানে নাই যেমন জলাশয় তথায় ধূমও নাই কাজেই বিপক্ষ-ব্যাবৃত্তি, অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব—যাহার বিপরীত কোন অনুমান নাই যেমন জগৎ সেশ্বর প্রমাণ করিতে হইলে কার্য্যত্ব হেতু দেখান হয় যদি তাহাতে কেহ বলে জগৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক রচিত নহে যেহেতু তাহা শরীরধারী কর্ত্তৃক উৎপন্ন নহে তাহা হইলে সৎপ্রতিপক্ষদোষ-দুষ্ট হয়, কিন্তু তাহা থাকিলে চলিবে না। অবাধিতত্ব—যেমন যে পক্ষে সাধ্য নাই তথায় হেতু বাধিত সেই বাধিতত্বের অভাব।

৩৷৩৷৪৮	৫০৫	১২	ছান্দস প্রয়োগ	—বেদকে ছন্দঃ বলে, সুতরাং বৈদিক প্রয়োগ ছান্দস প্রয়োগ, ইহাতে লৌকিক ব্যাকরণের অনুশাসন ভঙ্গ হয়।
	৫০৭	১০	অন্যযোগ-ব্যবচ্ছেদ, স্বাযোগ-ব্যবচ্ছেদ, এবং অত্যন্তাযোগ ব্যবচ্ছেদ	

—'এব' শব্দের তিনটি অর্থ ১। কোন স্থলে অপরেতে তাহার সম্বন্ধনিবৃত্তি যেমন 'পার্থ এব ধনুর্ধরঃ' বলিলে পার্থ ভিন্ন প্রধান ধনুর্ধর নাই। ২। স্বাযোগব্যবচ্ছেদ—যেখানে নিজেতে নিজের সম্বন্ধাভাব বুঝাইতেছে যেমন 'শঙ্খঃ পাণ্ডর এব' বলিলে শঙ্খের পাণ্ডরত্বের অভাব নিরাকৃত হইতেছে। ৩। অত্যন্তাযোগ-ব্যবচ্ছেদ—একেবারেই সম্বন্ধ নাই ইহার নিরাস যেমন 'নীলম্ উৎপলং ভবত্যেব' পদ্ম যে নীল হয় না তাহা নহে।

৩৷৩৷৫৫	৫৪৮	২২	শার্করাক্ষগণ	—শর্করা অর্থাৎ কাঁকর তাহার দ্বারা যাহাদের দৃষ্টি ঢাকা অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টিহীন, স্থূলদৃষ্টি-ব্যক্তিগণ।

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
৩।৩।৫৯	৫৬৫	১৬	অবভৃথ স্নান	—যজ্ঞের শেষে শান্তি জলের দ্বারা স্নান।
৩।৩।৬২	৫৭৩	১৭	উপাস্তিত্ব হেতুর ব্যভিচারিত্ব	—হেতু যদি সাধ্যের অভাবাধিকরণে থাকে তবে সেই হেতু ব্যভিচারী হয় যেমন 'কাম্যোপাসনাঃ বিকল্পেনানুষ্ঠেয়াঃ উপাস্তিত্বাৎ' এই অনুমানে কাম্যোপাসনাগুলি পক্ষ, বিকল্পে অনুষ্ঠেয়ত্ব সাধ্য এবং উপাস্তিত্ব অর্থাৎ উপাসনাত্ব ধর্ম্ম হেতু, এই হেতুটি ব্যভিচারী যেহেতু শ্রীহরির উপাসনা কাম্যোপাসনা নহে, তাহার অভাব অর্থাৎ বিকল্পে উপাসনার অভাব শ্রীহরির উপাসনায় আছে তথায় উপাসনাত্ব ধর্ম্মও আছে এজন্য হেতু ব্যভিচারী। সাধ্যের অভাবাধিকরণে বর্ত্তমান (ব্যভিচারী) হেতু দ্বারা সৎ অনুমান হয় না।
৩।৪।২	৫৯৭	২৫	প্রযাজ ও অনুযাজ নামক অঙ্গ	—অগ্নিহোত্র নামক একটি যজ্ঞ আছে তাহার অঙ্গযাগ অর্থাৎ সাধনযাগ প্রযাজ ও অনুযাজ নামক দুইটি যাগ, তাহা করিলে যজ্ঞের বাধা দূর হয়, ইহা ফলশ্রুতি বলিয়া অর্থবাদ নামক বেদ।
	৬০০	১২	বিবাহাঙ্গ	—বিবাহের সাহায্যকারী বিবাহাঙ্গ। যেমন ভৃত্যের বিবাহে রাজা সাহায্য করেন এজন্য রাজা বিবাহাঙ্গ।
৩।৪।৯	৬১৪	১১	কারষেয়গণ	—কারষেয় নামক ঋষিগণ।
৩।৪।১৩	৬৩০	২৫	উপপত্তি	—সঙ্গতি অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা সঙ্গত করা।

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
৩।৪।১৯	৬৫০	১৪	বীরঘাত-শ্রুতি	—একটি শ্রুতি আছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে বৈধকর্ম্ম ত্যাগ করে তাহার বীর পুত্র নাশ হয়।
৩।৪।২১	৬৫৪	২	ঋণশ্রুতি, যাবজ্জীব-শ্রুতি এবং অপবাদ-শ্রুতি	—মনুষ্য চারিটি ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যথা দৈব, পৈত্র, আর্ষ ও ভৌত। সেই ঋণকে যে শ্রুতি বুঝাইতেছে তাহা ঋণ শ্রুতি, 'যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ' ইহা নিত্যতাবোধক শ্রুতি, অপবাদ-শ্রুতি—'যথেষ্টং কুরু' বিরক্ত পুরুষের প্রতি এই যে যথেচ্ছাচরণ বিধায়ক বাক্য তাহার নাম অপবাদশ্রুতি।
৩।৪।২১	৬৫৭	২৪	ক্রতু	—ক্রতু শব্দের অর্থ যজ্ঞ ও কর্ম্ম।
,,	৬৫৭	২৫	উদ্গীথাদির	—উচ্চৈঃস্বরে সাম গান প্রভৃতির।
৩।৪।২৩	৬৬০	১৬	পারিপ্লব	—বেদান্তের কতিপয় উপাখ্যানের নাম 'পারিপ্লব'।
৩।৪।৩৩	৬৯৫	১	সংশ্লেষ	—লিপ্ত থাকা অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করাইবে।
৩।৪।৩৯	৭১৯	১	রতিসম্পন্ন সাংবর্ত্তক	—অনুরাগী সাংবর্ত্তক নামে ব্যক্তি।
৩।৪।৪৮	৭৫৩	৬	সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত, নিরপেক্ষ,	—সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও একান্তী বা নিরপেক্ষ এই ত্রিবিধ ভক্তের মধ্যে যাঁহারা ভগবানের সকলরূপকে (গুণকে) সমান অনুরাগে সেবা করেন, তাঁহারা সনিষ্ঠ। পরিনিষ্ঠিত ভক্ত নিজ অভীষ্টমূর্ত্তির গুণই উপাসনা করেন অন্য অবতারের নহে। একান্তী বা নিরপেক্ষ ইঁহারা ভক্তি ভিন্ন কিছুই চাহেন না, আত্ম ভাবেই ঈশ্বর ধ্যান করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
৪।১।১	৩	১৯	হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতি	—এই অধ্যায়ে হেতু অর্থাৎ কারণ যাহা বিদ্যার সাধন ও হেতুমান্ অর্থাৎ কার্য্য—বিদ্যাফল বিচার করা হইতেছে এজন্য উভয়ের কার্য্য-কারণভাবরূপ সঙ্গতি। পরস্পর সম্বন্ধের নাম সঙ্গতি।
,,	৩	২৮	অশ্লেষাধিকরণ	—যে অধিকরণে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের শ্লেষ অর্থাৎ সংযোগ, তাহার অভাব বিচারিত হইয়াছে, সেই অধিকরণকে অশ্লেষাধিকরণ বলে।
৪।১।১৬	৫৭	১৫	বীপ্সা	—কোন্ কর্ম্মগুলি নিত্য অপরিহার্য্য তাহার প্রমাণপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যাহাতে একটি পদ দুইবার বলা হইয়াছে যেমন 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' এই বাক্যে অহঃ পদটি বীপ্সার্থে দুইবার প্রযুক্ত। ব্যাপিয়া রাখিতে ইচ্ছা বীপ্সা।
,,	৬০	১৭	খাদির যূপ	—খদির কাষ্ঠনির্ম্মিত পশুবন্ধন যূপকাষ্ঠ।
,,	৬০	১৮	ক্রতুপকারকত্ব	—একই খাদির যূপের বিধানে উহাকে যজ্ঞের সাধন বলা হইল এজন্য নিত্য, আবার যে বীর্য্যকামনা করে তাহার পক্ষে উহা কাম্য, তবে কিরূপে উহা নিত্য ও কাম্য উভয় প্রকার হইবে কিন্তু সম্বন্ধ বিভিন্ন থাকায় দোষ হয় না।
,,	৬০	২৪	সিদ্ধবন্নির্দ্দিষ্ট-উৎপন্ন	—যাহা সিদ্ধ বস্তুর মত নির্দ্দিষ্ট কিন্তু সিদ্ধ হয় নাই তাহাকে উদ্দেশ করা। যাহা জন্মিয়াছে তাহার নাম উৎপন্ন।
৪।১।১৭	৬২	১৬	অশ্বসটাস্থ	—ঘোটকের ঘাড়ের রোমকে সটা বলে, অশ্ব তাহা ঝাড়িয়া ফেলে সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ প্রারব্ধ পুণ্য-পাপও ঝাড়িয়া ফেলেন।

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
৪।১।১৮	৬৭	২৩	সুত-গত	—পুত্রগত হয়, ব্রহ্মবিদের পাপপুণ্য পুত্র ভোগ করে।
৪।২।১৩	১০৮	২৯	আর্ত্তভাগ	—আর্ত্তভাগ নামে এক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য আসিয়াছিলেন।
৪।২।১৫	১১২	২০	জহৎস্বার্থ-লক্ষণা	—মুখ্য অর্থের বাধ হইলে লক্ষণা শক্তি দ্বারা অন্য অর্থ গ্রহণ করা হয় সেই লক্ষণা দুই প্রকার এক জহৎস্বার্থা—যাহা একেবারে মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ বুঝায় তাহা, যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যে গঙ্গা পদটি গঙ্গাতীরকে বুঝাইতেছে কিন্তু গঙ্গাজলকে বুঝাইতেছে না।
৪।২।১৭	১২২	৮	আতিবাহিক দেবতা	—যে সকল দেবতা মৃতব্যক্তির লিঙ্গ-শরীরকে বিষ্ণুধামে লইয়া যান যেমন অর্চ্চিঃ প্রভৃতি।
৪।৩।১৩	১৭৪	৮	দহরবিদ্যায়	—জীব-হৃদয়স্থিত সূক্ষ্ম আত্মাকে ব্রহ্মভাবে জ্ঞান দহরবিদ্যা।
৪।৩।১৫	১৭৯	৮	অবিশ্লিষ্টভাবে	—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের পরেও সনিষ্ঠ উপাসকগণ যে কর্ম্ম করেন তাহা আর ব্রহ্মবিদে লিপ্ত হয় না এইভাবে কর্ম্মাচরণ।
,,	১৮০	৩	ক্রতুন্যায়	—যেমন কর্ম্ম করা যায় তদ্রূপ ফল হয়। যদি কেহ যাবজ্জীবন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার কামনা করিয়া কাজ করে তাহার ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারই হয়। এই নীতির নাম ক্রতু-ন্যায়।

সূত্র-সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শব্দ	শব্দার্থ
৪।৪।৮	২৩০	৭	ব্যাবৃত্তিবোধনার্থ	—তাহা হইতে ভিন্ন বস্তুতে না থাকা ইহা বুঝাইয়া দেয় 'এব' শব্দ, যেমন 'সাস্নাবান্ গৌরেব' বলিলে গোভিন্ন প্রাণী মহিষাদি হইতে সাস্না ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অবর্ত্তমান।
৪।৪।২১	২৭৮	২২	নিরঞ্জনত্ব-অংশ	—উপাধিশূন্য (দেহাদিরহিত বা অবিদ্যা-বিরহিত) অবস্থার নাম নিরঞ্জনত্ব।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—

পূর্ব্ব বর্ণিত শব্দগুলি 'বেদান্তসূত্রম্'-গ্রন্থ-পাঠকালে অর্থবোধের নিমিত্ত গ্রন্থ হইতে চয়ন করিয়াছেন—শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসনের আশ্রিত খিদিরপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এস্, সি ; ভক্তিপ্রদীপ মহাশয় এবং বিশেষার্থগুলি যোজনা করিয়াছেন পণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহাশয়। আশা করি, শব্দার্থসমূহ বেদান্তসূত্রম্-গ্রন্থ-পাঠকের বিশেষ উপকার-সাধন করিবে।

ইতি—

গ্রন্থ-সম্পাদক